ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র

দ্য ডে অব দি জ্যাকেল

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

এক

প্যারিসের মার্চের সকাল ৬-৪০ এ এমনিতেই বেশ শীত থাকে। কিন্তু সেই সকালে যখন একজন মানুষকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো 'তা' দেখে শীতের হিম বাতাসও জ'মে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের ১১ তারিখের সেই সময়টাতে ফোর্ট দি আইভরির আঙিনায় একজন ফরাসি এয়ার ফোর্স কর্নেল ঠাণ্ডা জমিনের ওপর দাড়িয়ে বিপদের মুখোমুখি। তার হাত একটা খুঁটির সাথে পিছমোড়া ক'রে বাঁধা, অবিশ্বাস ভরা চোখে সে তাকিয়ে আছে বিশ মিটার দূরে দাড়ানো সৈনিকদের দিকে।

কাঁকড় বিছানো আঙিনায় একটা পায়ের শব্দে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে একটু স্বস্তি এনে দিলো। লেফটেনান্ট কর্নেল জ্যাঁ-মারি বাস্তিন থায়রি, বয়স পয়ত্রিশ, কাপড় দিয়ে তার চোখ ঢেকে দেয়া হ'লে শেষবারের মতো পৃথিবীর আলো দেখে নিলো। একজন পাদ্রীর বিড়-বিড় করা কণ্ঠ বিশটি রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দের কাছে নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়লো। সৈনিকেরা তাদের বন্দুকের প্রস্তুতি সম্পন্ন ক'রে নিশানা তাক্ করলো।

দেয়ালের ওপাশে একটা ট্রাক শহরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সামনে একটা ছোটো গাড়ির মুখোমুখি হওয়াতে টায়ারের খ্যাচ্-খ্যাচে শব্দ হলো ; শব্দটা মিইয়ে গেলে সেটা ছাপিয়ে স্কোয়াডের দায়িত্বে থাকা অফিসারের "নিশানা করো" আদেশটি উচ্চারিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গুলির শব্দ শোনা গেলো, কিন্তু তাতে সদ্য জেগে ওঠা শহরে কোন আলোড়ন হলো না, কেবল কিছু কবুতর ভয় পেয়ে আকাশে উড়াল দিলো। কয়েক সেকেন্ড পর ফট্ ক'রে একটা শব্দ শোনা গেলো শুধু।

সামরিক বাহিনীর গোপন সংগঠন সিক্রেট আর্মি অরগানাইজেশনের নেতা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে খুন করার চক্রান্ত করেছিলো। সরকারী মহল থেকে ধ'রে নেয়া হলো, তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো – ফরাসি প্রেসিডেন্টের জীবননাশের প্রচেষ্টার স্থায়ী পরিসমাপ্তি। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে এই ঘটনাই আবার নতুন একটা অধ্যায়ের সূচনা করলো। যদিও ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন এমন হলো। এটা বুঝতে হ'লে ইতিহাস ঘাটতে হবে, জানতে হবে কেন গুলিতে ছিন্ন-ভিন্ন

একটা মৃতদেহ মার্চের সকালে প্যারিসের সামরিক কারাগারের খোলা চত্বরে দড়ি দিয়ে ঝোলানো হয়েছিলো ...

প্রাসাদের দেয়ালের ওপাশে সূর্য অবশেষে অস্ত গেলে আঙিনায় দীর্ঘ ছায়ার ঢেউ স্বস্তির আগমন ঘটালো। সন্ধ্যা ৭টায় বছরের সবচাইতে গরমের দিন আজ, তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাপপীড়িত পুরো শহরটায় প্যারিসবাসী দলে দলে গাড়ি আর ট্রেনে ক'রে সপ্তাহান্তের ছুটিতে বেড়িয়ে পড়ছে গ্রামের উদ্দেশ্যে। তারা তাদের ঝগড়াটে বউদের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়ছে আর সেই সাথে বাচ্চা-কাচ্চারাও চেঁচা-মেচি শুরু ক'রে দিয়েছে। ১৯৬২ সালের আগস্টে শহরের বাইরে কিছু লোক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, ফরাসি প্রেসিডেন্ট শার্ল দ্য গল'কে মরতেই হবে।

যখন প্যারিস শহরের লোকজন গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা নদীর তীর এবং সাগর সৈকতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন এলিসি প্রাসাদের অভ্যন্তরে মন্ত্রী-সভার একটি মিটিং চলছিলো। কাঁকড় বিছানো প্রাঙ্গণের বাইরে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ষোলোটা কালো ডিএস সিডান একে অন্যের পেছনে সারি ক'রে দাঁড়িয়ে একটা বিশাল বৃত্ত তৈরি ক'রে প্রাঙ্গণের তিন-চতুর্থাংশ জায়গা দখল ক'রে রেখেছে।

ড্রাইভাররা ছায়া ঢাকা জায়গাটিতে জড়ো হ'য়ে প্রাসাদের অন্যান্য কর্মচারী, যারা বসের খামখেয়ালী আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের সাথে অবান্তর খোশ গল্প ক'রে অলস সময় কাটাতে ব্যস্ত। মন্ত্রীদের আজ এতো দেরি হচ্ছে দেখে কেউ হতাশ, কেউবা বিরক্ত হ'য়ে চুপ মেরে আছে।

সেখানে অবান্তর বিষয় নিয়ে অসংলগ্ন চেঁচামেচি আর কলহপূর্ণ দীর্ঘ ক্যাবিনেট মিটিং চলছিলো। ঠিক সাড়ে সাতটার দিকে জাঁকজমক পোশাক পরা এক দূত এসে হাজির হলো। কাঁচের দরজার পেছনে তাকে দেখতে পেয়েই ড্রাইভাররা তাদের অর্ধেক খাওয়া সিগারেটগুলো কাঁকড় বিছানো মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললো। নিরাপত্তারক্ষী আর প্রহরীরা সদর দরজা সামনের সিকিউরিটি বক্সের ভেতর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই বিশাল লোহার গ্রিলটা খুলে গেলো।

কাঁচের দরজার ওপাশ থেকে মন্ত্রীদের প্রথম দলটিকে আসতে দেখে লিমুজিনের ড্রাইভাররা চালকের আসনে গিয়ে বসলো। দারোয়ান দরজা খুলে দেবার পর ক্যাবিনেটের সদস্যরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শেষবারের মতো নিজেদের মধ্যে কথা ব'লে নিচ্ছিলো, একে অন্যের সাথে সপ্তাহান্তের বিশ্রামের ব্যাপারে শুভ কামনা ব্যক্ত করছিলো তারা। পিছু পিছু আসার জন্য সিডানগুলো এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে। দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে *বাও* ক'রে মন্ত্রীদের সম্ভাষণ জানালো। মন্ত্রীরা তাদের নিজ নিজ গাড়িতে উঠে পড়লে গাড়িগুলো গার্দে রিপাবলিকেইন রক্ষীদের স্যালুট অতিক্রম ক'রে ফবোর্গ সেন অনুরে থেকে বেড়িয়ে গেলো।

দশ মিনিটের মধ্যেই সবাই চ'লে গেলেও দুটো লম্বা কালো সিত্রোঁ গাড়ি প্রাঙ্গণে রয়ে গেলো। প্রতিটা গাড়ি ধীরে ধীরে পার্কিং থেকে বের হতে শুরু করলো। প্রথম

গাড়িটা ফ্রেঞ্চ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের, সেটা চালাচ্ছে ফ্রাঁসোয়া মারু। সে জদাঁমেরি ন্যাশনাল ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষিত একজন পুলিশ ড্রাইভার। তার শান্ত-শিষ্ট মানসিকতা তাকে প্রাঙ্গণের আড্ডারত হাসি-ঠাট্টায় মশগুল মন্ত্রীদের ড্রাইভার থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে; বরফ শীতল নার্ভ আর দ্রুত, নিরাপদে গাড়ি চালানোর ক্ষমতার জন্য সে দ্য গলের ব্যক্তিগত ড্রাইভার হয়েছে। মারু ছাড়া গাড়িটা পুরোপুরি ফাঁকা। এটার পেছনে দ্বিতীয় ডিএস ১৯ গাড়িটাও একজন পুলিশ ড্রাইভার চালাচ্ছে।

৭.৪৫ মিনিটে কাঁচের দরজার ওপাশে আরেকটি দলের আবির্ভাব ঘটলে রক্ষীরা পুণরায় আড়ষ্ট হ'য়ে দারিয়ে পড়লো। শার্ল দ্য গল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ডাবল ব্রেস্ট ধূসর রঙের কোট আর কালো টাই প'রে কাঁচের দরজার ওপাশে আবির্ভূত হলেন। পুরনো দিনের রীতি অনুযায়ী তিনি প্রথমে দরজা খুলে মাদাম ইয়োভ্নে দ্য গলকে বাইরে বের হতে দিলেন তারপর মাদামের হাতটা তাঁর বাহুতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন অপেক্ষমান সিতরোঁ'র দিকে। তাঁরা গাড়িতে আলাদা আলাদা বসলেন। প্রেসিডেন্টের স্ত্রী গাড়ির সামনের বাম দিকের দরজার পাশে বসলেন আর জেনারেল মাদামের ঠিক পেছনে, ডান দিকে বসলেন, পাশে তাদের মেয়ে জামাই, কর্নেল আলোয়াঁ দ্য বইশ্যি। তারপর ফরাসি সামরিক বাহিনীর ক্যাভালারি ইউনিটের চিফ অব স্টাফ দরজাগুলো ভালো মতো লাগানো আছে কিনা তা পরীক্ষা ক'রে গাড়ির সামনের সিটে, ড্রাইভার মারুর পাশে ব'সে পড়লো। দ্বিতীয় গাড়িটায় উচ্চ পদস্থ দলের দু'জন, যারা প্রেসিডেন্ট দম্পতিকে সঙ্গ দেবে, তারা উঠে পড়লো। হেনরি দি জুদার, বলশালী দেহরক্ষী, একজন আলজিরিয়া থেকে আনা কাবিল ড্রাইভারের পাশে ব'সে বগলের নিচে রাখা রিভলবারটা সরিয়ে নিয়ে আয়েশ ক'রে বসলো। এর পর থেকেই তার চোখে দুটো গাড়ির সামনের দিকে না তাকিয়ে রাস্তার দু-পাশে এবং পেভমেন্টের দিকে অবিরাম এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করলো। পেছনের বাম দিকে বসা নিরাপত্তা কর্মীদের একজনকে শেষবারের মতো কিছু বলা হলো। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি পেছনে একা বসেছে। তিনি হলেন প্রতিনিধি জঁা দুক্রেত, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রধান।

পশ্চিম দেয়ালের পাশে দুটো সাদা হেলমেট পরা মোটরসাইকেল আরোহী তাদের মোটরসাইকেলগুলো ধীর গতিতে চালিয়ে প্রধান দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেলো। ঢোকার আগে তারা দশ ফিট দূরে থেকে পেছন দিকে তাকালো। মারু প্রথম সিতরোঁটা চালিয়ে নিলো সবার সামনে। গেট দিয়ে বের হয়ে মোটর সাইকেলগুলোর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। দ্বিতীয় গাড়িটা সেটাকে অনুসরণ করলো। তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

আবার লোহার গ্রিলগুলো ঝন্-ঝন্ ক'রে খুলে গেলো, আর ছোটো শোভা যাত্রাটি ফবোর্গ সেন অনরের রক্ষীদের অতিক্রম ক'রে দ্য মারিনি এভিনিউর দিকে চ'লে গেলো। একটা বাদাম গাছের নিচে সাদা হেলমেট প'রে এক তরুণ দুই পা ফাঁক ক'রে ভেসপায় ব'সে শোভাযাত্রাটি অতিক্রম করতে দেখলো, তারপর পথের কিনারে, ফুটপাত থেকে অল্পদূর ঘেষে অনুসরণ করতে শুরু করলো। আগস্টের সপ্তাহান্তের জন্য

রাস্তার যানবাহন ছিলো স্বাভাবিক, আর প্রেসিডেন্টের যাবার ব্যাপারে আগাম কোন সাবধান বার্তাও দেয়া ছিলো না। শুধুমাত্র মোটরসাইকেলের সাইরেনের শব্দ ট্রাফিক পুলিশকে শোভাযাত্রার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে বাধ্য করলো। শোভাযাত্রাটি দেখেই তারা দিক-বিদিকভাবে হুইসেল বাজাতে বাজাতে যানবাহন থামাতে শুরু ক'রে দিলো।

বহরটি গাছে ঢাকা এভিনিউ দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চললো ক্লেমেনচু'র রৌদ্রজ্জ্বল এলাকার দিকে। পন্ট আলেকজান্ডার থার্ড-এর দিকে সোজা এগিয়ে গেলে ভেসপা আরোহীর জন্য অনুসরণ করা একটু কষ্টকর হ'য়ে উঠলো। বৃজটা পার হবার পর মারু মোটর সাইকেলগুলো অনুসরণ ক'রে জেনারেল গালিয়েনি এভিনিউ দিয়ে প্রশস্ত বুলেভার্ড দ্য ইনভ্যালিদে ঢুকে পড়লো। ঠিক এই জায়গাটায় এসে ভেসপা আরোহী তার উত্তর পেয়ে গেলো – দ্য গলের বহরটির যাত্রাপথ প্যারিসের বাইরে। বুলেভার্ড দ্য ইনভ্যালিদ এবং রুই দ্য ভেরোয়াঁ'র জাংশানে এসে সে তার ভেসপাটা ঘুরিয়ে একট ক্যাফের দিকে চ'লে গেলো। তার পকেটে ছোট্ট ধাতব একটা টোকেন ছিলো সেটা দিয়ে ক্যাফের ভেতরে রাখা টেলিফোন বুথের দিকে গিয়ে একটা লোকাল কল করলো সে।

লেফটেনান্ট কর্নেল জ্যাঁ মারি বাস্তিন-থায়রি মিউদোন শহরতলিতে অপেক্ষা করছিলো। বিবাহিত এবং তিন সন্তানের বাপ, বিমান বাহিনীতে কাজ করতো সে। ভেতরে ভেতরে সে শার্ল দ্য গল'র প্রতি গভীর তিক্ততা পোষণ করতো। তার বিশ্বাস, দ্য গল ফ্রান্স এবং সেইসব মানুষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন যারা ১৯৫৮সালে তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তিনি আলজেরিয়া এবং আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের মেনে নিয়েছেন।

আলজেরিয়াতে পরাজিত হওয়ার দরুণ ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। আর এ ব্যাপারটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপারও না, যা তাকে এমন কিছুতে পরিচালিত করেছে। তার নিজে চোখে, সে একজন দেশপ্রেমিক, আর একজন দেশপ্রেমিক তার দেশের জন্য এমন একজন মানুষকে হত্যা করবে যে কিনা দেশমাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে সময় তার মতো দৃষ্টিভঙ্গী হাজার হাজার মানুষ পোষণ করতো, কিন্তু খুব কম সংখ্যকই সিক্রেট আর্মি অর্গানাইজেশনের উগ্র সদস্য ছিলো, যারা প্রতিজ্ঞা করেছিলো দ্য গলকে হত্যা ক'রে তাঁর সরকারের পতন ঘটাবে। বাস্তিন থায়রি ছিলো সেরকমই একজন মানুষ।

ফোন কলটি যখন এলো তখন সে বিয়ারে চুমুক দিচ্ছিলো। বারের লোকটি তার দিকে ফোনটি এগিয়ে দিয়ে বারের এক কোণে রাখা টেলিভিশনটা ঠিক করতে চ'লে গেলো। বাস্তিন থায়রি কয়েক সেকেন্ড শোনার পর বিড়বিড় ক'রে বললো, "আচ্ছা, খুব ভালো, তোমাকে ধন্যবাদ," এই ব'লে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলো। তার বিয়ারের পয়সা আগেই দেয়া ছিলো। বার থেকে বের হয়েই খুব সাবধানে বগলের নিচে রোল করা খবরের কাগজটার দু'ভাজ খুলে ফেললো সে।

রাস্তার অপর পাশে এক তরুণী তার দোতলার ফ্ল্যাটের জানালার পর্দা নামিয়ে ঘরের ভেতর বিশ্রামরত বারোজন লোকের দিকে ফিরে বললো, "দুই নম্বর রুটে।" খুন খারাবির কাজে আনাড়ি পাঁচজন যুবক তাদের হাত কচলানো বন্ধ ক'রে উঠে বসলো।

বাকি সাতজন অপেক্ষাকৃত বয়সী এবং কম নার্ভাস। তাদের মধ্যে সব চাইতে সিনিয়র এবং গুপ্তঘাতক প্রচেষ্টায় বাস্তিন থায়রির সেকেন্ড ইন কমান্ড লেফটেনান্ট আলোয়াঁ বোওগরোয়াঁ দে লা টোকনায়ি, একজন চরম দক্ষিণপন্থী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। তার বয়স পয়ত্রিশ, বিবাহিত, দুই বাচ্চার বাপ। এই ঘরের সবচাইতে বিপজ্জনক লোকটি হলো জর্জ ওয়াতিন, বয়স উনচল্লিশ, পেশীবহুল কাঁধ, চারকোনা চোয়াল, একজন ওএএস উগ্রপন্থী, আলজেরিয়াতে সে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলো। দু'বছর ধ'রে ওএএস'র সবচাইতে বিপজ্জনক ট্রিগার-ম্যান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে লোকটা। পায়ের একটা পুরনো আঘাতের জন্য সে 'ল্যাংড়া' ব'লে পরিচিত।

মেয়েটা খবর দিতেই বারোজন লোক বিল্ডিংয়ের পেছনের একটা সিড়ি দিয়ে ফুটপাতে নেমে গেলো। সেখানে চুরি করা আর ভাড়া নেয়া ছয়টি গাড়ি পার্ক করা ছিলো। সময়টা ছিলো ৭:৫৫। বাস্তিন থায়রি ব্যক্তিগতভাবে কিছুদিন ব্যয় করেছিলো খুন করার স্থানটি পর্যবেক্ষণে। কৌণিক মাপ, গুলি করার এঙ্গেল, চলাচলকারী যানবাহনের দূরত্ব এবং গতি, আর তাদের থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেলাগুলির হিসাব, ইত্যাদি। যে জায়গাটি সে পছন্দ করেছিলো সেটা ছিলো লম্বা একটা রাস্তা, যার নাম এভিনিউ দে লা লিবারেশন, পেতিত-ক্লামার্তি'র প্রধান চৌরাস্তার দিকে সেটা চ'লে গেছে। প্রথম দলটির জন্য পরিকল্পনাটা ছিলো চৌরাস্তায় পৌছার একশ গজ আগেই প্রেসিডেন্টের গাড়ির ওপর গুলিবর্ষণ করা। তারা রাস্তার পাশে রাখা এস্টাফেট ভ্যানের আড়ালে থাকবে। এগিয়ে আসা গাড়ি বহরটিকে খুব কাছ থেকে গুলি করা শুরু করবে তারা।

বাস্তিন থায়রির হিসেবে, সামনের গাড়িটা ভ্যানের গা ঘেষে যাবার সময় ১৫০টা বুলেটবিদ্ধ হবে। প্রেসিডেন্টের গাড়িটা থেমে গেলে ওএএস'র দ্বিতীয় দলটি রাস্তার পাশ থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর খুব কাছ থেকে গুলি ক'রে উড়িয়ে দেবে। দুটি দলই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকা দলটিকে শেষ ক'রে দিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে। তারপর, পালিয়ে যাবার জন্যে অপর পাশে রাখা তিনটি গাড়িতে ঝটপট উঠে চ'লে যাবে তারা।

বাস্তিন থায়রি নিজে দলটির তেরোতম ব্যক্তি যে, পুরো ব্যাপারটা তদারকি করবে। ৮:০৫ মিনিটের মধ্যেই দলগুলো তাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছিলো। আক্রমণের জায়গাটি থেকে একশ গজ দূরে একটা বাস-স্টপে বাস্তিন থায়রি পত্রিকা হাতে অলসভাবে দাড়িয়ে ছিলো। পত্রিকাটি নাড়িয়ে এস্টেফেট ভ্যানটার পাশে প্রথম কমান্ডো দলটির দলনেতা সার্জেন্ট বার্নিয়ারকে সিগনাল দেবে সে। বার্নিয়ার আবার নির্দেশটা

বন্দুকধারীদের কাছে পাঠিয়ে দেবে, যারা তার পায়ের কাছে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। বোগরোয়াঁ দে লা টৌকনায়ি গাড়ি চালিয়ে নিরাপত্তা পুলিশের গাড়িকে বাঁধা দিয়ে থামিয়ে দেবে আর তার সঙ্গে থাকা ল্যাংড়া ওয়াত্তিন একটা মেশিন গান নিয়ে থাকবে।

পেত্তিত-ক্লামার্তের রাস্তায় যাবার জন্য দ্য গলের বহরটি মধ্য প্যারিসের যানজট এড়িয়ে পৌঁছে গেলো খোলামেলা এভিনিউর দিকে। এখানে এসে গাড়ির গতি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ঘন্টায় ষাট মাইলে। রাস্তা খালি পেয়ে ফ্রাঁসোয়া মারু এক পলক তার হাত ঘড়িটা দেখে নিলো, পেছনে বসা বৃদ্ধ জেনারেলের অধৈর্যের ব্যাপারটা বুঝে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলে সঙ্গে থাকা দুটো মোটর সাইকেল একটু পিছিয়ে পড়লো। দ্য গল কখনোই অন্যের আগ্রহের বিষয় হতে পছন্দ করতেন না, বড়াই করতেন না। গাড়ির সামনে ব'সে এসব তাঁর একটুও ভালো লাগতো না। তাই, যখনই পারতেন তাদেরকে সরিয়ে দিতেন নিজের আশপাশ থেকে। এভাবেই বহরটি পেত্তিত-ক্লামার্তের দে লা এভিনিউর লেকলার্ক ডিভিশনে প্রবেশ করলো। তখন রাত ৮টা বেজে ১৭ মিনিট।

একমাইল বাকি থাকতেই বাস্তিন থায়রি তার নিজের বিশাল ভুলটা করেছিলো। এক মাস পরে, মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষায় থাকার সময় পুলিশের কাছ থেকে জানার আগ পর্যন্ত সে এ ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। হত্যাকাণ্ডটির সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে সে একটা পঞ্জিকা ব্যবহার করেছিলো, যাতে সে পেয়েছিলো আগস্টের ২২ তারিখে ৮:২৫ এ সন্ধ্যা হবে। মনে হয়েছিলো গল যদি দেরিও করেন তবুও হাতে অনেক সময় থাকবে। দিনের আলো থাকতে থাকতে কাজটা সারা যাবে। অবশ্য গলের সেদিন দেরিও হয়েছিলো। কিন্তু এয়ারফোর্স কর্নেল যে ক্যালেন্ডারটা ব্যবহার করেছিলো সেটা ছিলো ১৯৬১ সালের। ২২শে আগস্ট ১৯৬২তে সন্ধ্যা নেমেছিলো ৮:১৮ তে। বাস্তিন থায়রি দেখতে পেয়েছিলো গাড়ি বহরটা ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে দে লা নিবারেশন এভিনিউ দিয়ে তার দিকে আসছে। প্রচণ্ডভাবে সে তার হাতের পত্রিকাটা নাড়িয়েছিলো।

রাস্তার ওপর পাশে, একশ গজ দূরে, বার্নিয়ার রেগে-মেগে পিট্-পিট্ ক'রে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে বাস-স্টপের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো। বিড়-বিড় ক'রে সে বললো, "কর্নেল কি পত্রিকা নাড়িয়েছে?" প্রেসিডেন্টের গাড়িটা দ্রুত বাস-স্টপ আর দৃষ্টি সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে দেখে কথাটা তার মুখ থেকে এমনি বের হয়ে গিয়েছিলো। "গুলি করো," চিৎকার দিয়ে সে তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে বললো। গাড়ির বহরটি তাদের খুব সামনে আসলে তারা গুলি ছুড়লো নব্বই ডিগ্রি এঙ্গেলে, ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে ছুটে চলা লক্ষ্য বস্তুর দিকে।

সেই গাড়িটা বারোটি বুলেটবিদ্ধ হয়েছিলো, যার সবটাই ছিলো খুনির লক্ষ্যভেদের দক্ষতার উদাহরন। বেশিরভাগ গুলিই সিতরোঁ'র পেছনে লাগে। দুটি চাকা গুলিতে ফুটো হয়ে গেলেও টায়ারগুলো ছিলো সেল্‌ফ-সিলিং টিউবের। তারপরও, আচমকা বাতাসের চাপ হারিয়ে ফেলে গাড়িটার গতি একদিকে বেঁকে গিয়েছিলো। কিন্তু ড্রাইভার মারু সেই টালমাটাল গাড়িটাকে ঠিকই সামলে নিয়ে দ্য গলের জীবন বাঁচিয়েছিলো।

সব চাইতে দক্ষ ব্যক্তি, সাবেক লিজিওনার ভার্গা, টায়ারগুলো ফুটো ক'রে ফেলতেই বাকিদের রাইফেলের ম্যাগাজিনগুলো খালি হয়ে গিয়েছিলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই গাড়ির জানালাগুলো দূরে স'রে যাচ্ছিলো। কয়েকটি গুলি গাড়ির শরীর ভেদ ক'রে ঢুকে পড়লো আর একটা গুলি রিয়ার উইন্ডোটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে প্রেসিডেন্টের নাকের কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে চ'লে গেলো। সামনের সিটে বসা কর্নেল দ্য বইশ্যি পেছন দিকে ফিরে চিৎকার ক'রে তার শ্বশুর-শাশুরীকে বললো, "নিচু হয়ে শুয়ে পড়ুন।" ম্যাডাম দ্য গল নিচু হয়ে মাথাটা তাঁর স্বামীর কোলের ওপর রাখলেন। জেনারেল দ্য গল খুবই শীতল কণ্ঠে বললেন, "কি, আবারও?" এই ব'লে তিনি পেছনের উইন্ডোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

মারু কাঁপতে থাকা গাড়ির স্টিয়ারিংটা ধ'রে রেখেছিলো, খুব আলতো ক'রে সেটা ঘুরিয়ে এক্সেলেটরটা ধীর গতিতে নিয়ে আসলো সে। অল্প সময়ের জন্য ইঞ্জিনটা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় সিতরোঁটা দোল খেয়ে দু বোয়ে এভিনিউয়ের দিকে আড়া-আড়িভাবে থেমে গেলো, সেখানে ওএএস'র দ্বিতীয় কমান্ডো দলটি অপেক্ষা করছিলো। মারুর পেছনে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের গাড়িটা ব্রেক ক'রে তার গাড়ির পেছনে ধাক্কা দিলো, সেই গাড়িটাতে কোন বুলেটই লাগেনি। বোওগরোয়াঁ দে লা টোকনায়ি দু বোয়ে এভিনিউতে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। এগিয়ে আসতে থাকা গাড়িটা তাকে পরিষ্কার একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলো: হয় গাড়িটাকে আড়া-আড়ি ক'রে ওদের থামিয়ে দেয়া এবং দ্রুত গতির গাড়ির আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আত্মহত্যা করা, অথবা গাড়িটাকে বহরের গাড়িগুলোর পাশা-পাশি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। সে দ্বিতীয়টাই করলো। যখন তার গাড়িটা রাস্তার পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে প্রেসিডেন্টের গাড়ি বহরের পাশা-পাশি নিয়ে এলো, সেটা দ্য গলের গাড়ি ছিলো না মোটেও। সেটা ছিলো দেহরক্ষী ডি জুদার এবং কমিশার দুক্রেতের গাড়ি।

বাম দিকের সাইড-উইন্ডো দিয়ে শরীরের অর্ধেকটা বের ক'রে ওয়াতিন ডিএসের পেছনে দিকে তাক্ ক'রে তার সাবমেশিনগানটা খালি ক'রে ফেললো। সেখান থেকে সে ভাঙ্গা কাঁচের ভেতর দিয়ে দ্য গলের উদ্ধত অবয়ব দেখতে পেয়েছিলো।

"এইসব গর্দভরা পাল্টা গুলি ছুড়ছে না কেন?" দ্য গল রেগে-মেগে বলেছিলেন। ডি জুদার ওএএস খুনিদের দশ ফুট দূর থেকে গুলি করার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলো। কিন্তু পুলিশের গাড়িটা তার সামনে এসে পড়াতে গুলি করতে বাঁধা পড়লো। দুক্রেত চিৎকার ক'রে ড্রাইভারকে প্রেসিডেন্টের সাথে থাকতে বললো। কয়েক সেকেন্ড পর ওএএস'দের পেছনে ফেলে চ'লে গেলো ওরা। দে লা টোকনায়ি রাস্তার পাশ থেকে এসে পড়াতে দুটো মোটর সাইকেলের মধ্যে একটা প্রায় ছিট্‌কে প'ড়ে যাচ্ছিলো, সামলে নিয়ে সেটা এগিয়ে গেলো প্রেসিডেন্টের গাড়ির কাছে। পুরো বহরটি ঘুরে গিয়ে পুণরায় ভিরা কুরেলের দিকে ছুটতে লাগলো।

আক্রমণের জায়গাটিতে ওএএস সদস্যরা ঘুরে দাড়িয়ে পাল্টা আঘাত হানতে একদমই সময়ই পায়নি। তারা একটু দেরি ক'রে এসেছিলো। অপারেশনে ব্যবহৃত

তিনটি গাড়ি ফেলে তারা রাস্তার পাশে রাখা গাড়িগুলোতে উঠে প'ড়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। কমিশার দুক্রেত তার গাড়িতে রাখা ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ভিলা কুবলে'তে ফোন ক'রে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলো কী ঘটেছে। দশ মিনিট পর গাড়ি বহরটা হেলিপ্যাডের দিকে পৌঁছতেই জেনারেল দ্য গল সোজা গাড়ি চালাতে চাপাচাপি করলেন। সেখানে একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিলো। গাড়িটা থামামাত্র একদল অফিসার আর কর্মকর্তা সেটাকে ঘিরে ফেললো। দরজাটা টেনে খুলে সেখান থেকে ভীতসন্ত্রস্ত মাদাম দ্য গলকে বের ক'রে আনা হলো। অন্য দিক থেকে জেনারেল দ্য গল ভাঙ্গা কাঁচ আর গাড়ির চূর্ণ বিচূর্ণ অংশগুলো থেকে বের হয়ে এলেন। তাঁর কোটের কলারের ভাঁজে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো লেগে ছিলো। ভীত সন্ত্রস্ত অফিসার আর কর্মকর্তাদের এড়িয়ে তিনি ঘিরে থাকা দলটি থেকে বের হয়ে তাঁর স্ত্রীর হাত ধ'রে ছুটে চললেন।

"আসো, লক্ষীটি, আমরা বাড়িতে যাচ্ছি," স্ত্রীকে বললেন তিনি। ওএএস সম্পর্কে তিনি অবশেষে এয়ারফোর্স স্টাফদের কাছে তাঁর মতামত দিলেন, "তারা এভাবে প্রকাশ্যে গুলি করতে পারে না।" এই ব'লে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠে বসলেন। তাঁর পাশে এসে বসলো ডি জুদার। তারা চ'লে গেলো।

টার্মাকের ওপর ফ্যাকাশে চেহারায় ফ্রাঁসোয়া মারু গাড়িতে বসে ছিলো। ডান দিকের দুটো চাকাই শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে ডিএস গাড়িটা তার রিঙের ওপর দাড়িয়ে ছিলো। দুক্রেত তার কাছে এসে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে সবকিছু মেরামত করবার জন্যে চ'লে গেলো।

যখন সারাবিশ্বের সাংবাদিকরা এই গুপ্ত হত্যার ব্যাপারে অপর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে তাদের কলাম ভরতে হিমশিম খাচ্ছে তখন ফরাসি পুলিশ সিক্রেট সার্ভিস এবং জাতীয় নিরাপত্তারক্ষী সংস্থার সাহায্য নিয়ে ফ্রান্সের ইতিহাসের সবচাইতে বৃহৎ পুলিশি অভিযান শুরু ক'রে দিয়েছে। খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারটা দেশের সবচাইতে বড় মানুষ শিকারের অভিযানে পরিণত হলো, শুধুমাত্র পরবর্তীকালে এটা ছাপিয়ে গিয়েছিলো আরেকটি গুপ্ত হত্যাকারী পাকড়াও অভিযানের সময়, সেই কাহিনীটা অজানাই রয়ে গেছে, কিন্তু সেই গুপ্তহত্যাকারীর সাংকেতিক নাম এখনও ফাইলে তালিকাভূক্ত করা আছে। সেই সাংকেতিক নামটি হলো জ্যাকেল।

পুলিশ তাদের প্রথম সুযোগটি পেলো সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে। যেমনটি পুলিশের কাজে প্রায়শই ঘটে থাকে, নিয়মিত চেকিংয়ের সময়ই ফলাফল বেড়িয়ে আসে। লিও'র দক্ষিণে ভ্যালেন্স শহরের বাইরে প্যারিস থেকে মার্সেইর প্রধান সড়কে, একটি পুলিশ ব্যারিকেড চারজন ব্যক্তির একটা গাড়ি থামিয়ে ছিলো। সেই দিন তারা একশটির মতো গাড়ি থামিয়ে কাগজ-পত্র পরীক্ষা করেছিলো, কিন্তু এই গাড়িটার একজন ব্যক্তির কোন কাগজ-পত্র ছিলো না। ঐ ব্যক্তি দাবি করেছিলো সে তার কাগজ-পত্র হারিয়ে ফেলেছে। তাকে এবং অন্য তিন জনকে রুটিন চেক-আপ করার উদ্দেশ্যে ভ্যালেন্সে নিয়ে যাওয়া হলো।

ভ্যালেন্সে এটা প্রমাণিত হলো যে, চতুর্থ ব্যাক্তিটির সাথে বাকি তিন জনের, শুধুমাত্র লিফ্‌ট দেয়া ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো। চতুর্থ ব্যক্তির আঙুলের ছাপ নিয়ে প্যারিসে পাঠিয়ে দেয়া হলো, শুধু দেখতে যে, সে যা বলেছে, আসলে সে তাই কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলো বারো ঘণ্টা পর: আঙুলের ছাপটি ছিলো বাইশ বছরের এক বরখাস্ত হওয়া ফরাসি সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন লিজিওনার। সে সামরিক আইনে সাজা পাওয়া ছিলো। কিন্তু, সে যে নামটি বলেছিলো সেটা ছিলো একদম ঠিক, পিয়েরে ডেনিশ মাগাদে।

মাগাদেকে লিও'র পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হলো। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অপেক্ষায় থাকার সময় এক পুলিশ গার্ড তাকে ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলো, "তো, পেতিত-ক্লামার্তের ব্যাপারটা কি?"

মাগাদে অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "ঠিক আছে, তোমরা কি জানতে চাও বলো?"

পুলিশ অফিসারটি অবাক হয়ে তার কথা শুনে চললো আর স্টেনো গ্রাফারের কলম একের পর এক নোট বুকে লিখে ফেলতে লাগলো সব। মাগাদে আট ঘণ্টা ধ'রে *গীত* গেয়ে চললো। শেষ পর্যন্ত সে পেতিত-ক্লামার্তে অংশ নেয়া সবার নামই ব'লে দিলো, এমন কি যে নয়জন এই ষড়যন্ত্রে ছোটোখাটো ভূমিকা পালন ক'রে ছিলো, যেমন যন্ত্রপাতি কেনা কিংবা সহযোগী ভূমিকা পালন করা, তাদের নামও সে বললো। সব মিলিয়ে বাইশজন। শিকার অভিযান শুরু হয়ে গেলো আর পুলিশও জেনে গেলো কাকে তাদের দরকার। শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র একজনই পালাতে পেরেছিলো। পরবর্তীতে সে আর কখনই ধরা পড়েনি। জর্জ ওয়াতিন পালিয়ে গিয়ে সম্ভবত স্পেনে অন্যান্য ওএএস নেতাদের সাথে বসবাস করতে শুরু করেছিলো। বাস্তিন থায়রি, বোওগরোয়াঁ দে লা টৌকনায়ি এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং ষড়যন্ত্রের সাথে তাদের জড়িত থাকার প্রমাণাদি ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো। পুরো দলটি ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে বিচারের সম্মুখীন হলো। যখন বিচার চলছিলো তখন ওএএস তাদের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে গল সরকারের ওপর আরেকটা সর্বাত্মক আক্রমন করতে চাচ্ছিলো, আর ফরাসি সিক্রেট সার্ভিস প্রাণপণ ল'ড়ে যাচ্ছিলো তাদের বিরুদ্ধে। প্যারিসের আরামদায়ক ও স্বস্তির জীবনযাপন প্রাণলীতে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আড়ালে, আধুনিক ইতিহাসের এই তিক্ত আর নির্মম আন্ডার-গ্রাউন্ড যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসের নাম হলো *সার্ভিস দ্য দকুমেন্তেশন এক্সতেরিউর এত্ দ্য কন্‌ত্রে এসপিওনেজ* যা সংক্ষেপে এসডিইসিই নামে পরিচিত। এটার দায়িত্ব ছিলো ফ্রান্সের ভেতরে এবং বাইরে গোয়েন্দাগিরি করা। যদিও একটা সার্ভিস কখনও কখনও আরেকটা সার্ভিসকে অতিক্রম ক'রে ফেলতো। এক নম্বর সার্ভিস দলটির দায়িত্ব ছিলো পুরোপুরি গোয়েন্দাগিরি করা, এটা আবার কতোগুলো উপ-বিভাগে বিভক্ত ছিলো, যারা পরিচিত ছিলো তাদের শুরুর অক্ষর *আর* দিয়ে। *আর* মানে রিনসিনমেন্ট, যার অর্থ তথ্য। এসব উপবিভাগগুলো ছিলো আর-এক, তথ্য বিশ্লেষণ;

আর-দুই, পূর্ব ইউরোপ; আর-তিন, পশ্চিম ইউরোপ; আর-চার, আফ্রিকা; আর-পাঁচ, মধ্যপ্রাচ্য; আর-ছয় দূরপ্রাচ্য; আর-সাত, আমেরিকা/পশ্চিম হ্যাম্পশায়ার। সার্ভিস দুই প্রতি-গোয়েন্দা বা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাজ করতো। তিন আর চার কমিউনিস্ট সেক্শনের একটা অফিসে একত্রে কাজ করতো। ছয় হলো অর্থনীতি সংক্রান্ত আর সাত প্রশাসনিক কাজ করতো।

পাঁচ নম্বর সার্ভিসের একটাই শব্দ শিরোনাম ছিলো – এ্যাকশন। এই অফিসটিই ছিলো ওএএস বিরোধী যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র। উত্তর পূর্ব প্যারিসের একটি ছোট্ট উপশহর পোর্তে দে লাইলা এলাকার কাছাকাছি মর্তিয়ে বুলেভার্ডের অখ্যাত সাদামাটা এক বিল্ডিং-এর একটি কমপ্লেক্সে। সদর দপ্তর থেকে শত শত এ্যাকশন সার্ভিসের তুখোড় কর্মী যুদ্ধে নেমে পড়েছিলো। এসব লোকদের খুবই উচুঁমানের শারিরীক প্রশিক্ষণ ও ফিটনেস দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো *সাতোরি* ক্যাম্পে। সেখানে একটি বিশেষ বিভাগ তাদেরকে ধ্বংসলীলার ব্যাপারে সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছিলো। কারাতে এবং জুডো'র মতো তারা ছোট অস্ত্রে এবং অস্ত্রহীন কমব্যাট লড়াইয়ে অভিজ্ঞ হ'য়ে উঠেছিলো। তারা রেডিও যোগাযোগের উপরও বিশেষ কোর্স সম্পন্ন করেছিলো। সেগুলো ধ্বংস আর সাবোটাজ করাতে দক্ষ ছিলো তারা। টর্চার এবং টর্চার ছাড়া জিজ্ঞাসাবাদের কৌশলও জানা ছিলো তাদের, আরো জানা ছিলো অপহরণ, পরের ঘরে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন দেয়া এবং গুপ্ত হত্যা করা।

তাদের কিছুসংখ্যক শুধুমাত্র ফরাসি ভাষাতেই কথা বলতো, অন্যেরা একাধিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো আর পৃথিবীর যে কোন রাজধানীতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও ছিলো তাদের। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় যে কাউকে হত্যা করার ক্ষমতা ছিলো তাদের আর প্রায়শই তারা সেটা ব্যবহার করতো। ওএএস'র কাজকর্ম খুব হিংসাত্মক আর বর্বরোচিত হতে থাকলে, এসডিইসিই'র পরিচালক জেনারেল ইউজিন গুইবদ শেষ পর্যন্ত তার লোকদের বন্ধন মুক্ত ক'রে দিয়ে তাদেরকে ওএএস'র উপর ছেড়ে দিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওএএস'র তালিকাভূক্ত ছিলো এবং এটার সর্বোচ্চ কাউন্সিলের ভেতরেও প্রবেশ ক'রে ফেলেছিলো। সেখান থেকে তারা তথ্য পাচার করতো – কে কে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে, ওএএস'র কতগুলো মিশন চালু আছে, সেগুলোর কতগুলো ফ্রান্সের ভেতরে আর কতগুলো ফ্রান্সের বাইরে, ওএএস'র সদস্যরা কোথায় সবচাইতে বেশি দূর্বল এবং তাদের ধরার জন্য পুলিশ কিভাবে কাজ করবে, ইত্যাদি খবর তারা সন্ত্রাসী সংগঠনটির ভেতরে থেকে পাচার করতো। অনেক ক্ষেত্রে তালিকাভূক্ত লোকটিকে পাকড়াও ক'রে ফ্রান্সে না এনে দেশের বাইরেই নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। ওএএস সদস্যদের অনেক আত্মীয়-স্বজনই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলো এবং এটা বিশ্বাস করা হতো যে, এ্যাকশন সার্ভিসের লোকেরা তাদেরকে চিরতরের জন্য গুম ক'রে ফেলেছে।

ওএএস সহিংসতা থেকে শিক্ষা নেবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। তারা পুলিশের লোকদের তুলনায় অনেক বেশি এ্যাকশন সার্ভিসের লোকদের ঘৃণা করতো (এসব

লোক বারবুজ নামে পরিচিত ছিলো, যার অর্থ দাড়িওয়ালা লোক–কারণ তারা ছদ্মবেশে থাকতো)। আলজিয়ার্সের শেষ দিনগুলোতে যখন গলপন্থী আর ওএএস'র মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিলো তখন ওএএস'র লোকেরা সাত জন বারবুজকে জীবিত ধ'রে ফেলেছিলো। সে সব লোকের দেহ পরবর্তীতে বেলকনি আর ল্যাম্প পোস্টে ঝুলে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। নাক-কান কাটা ছিলো মৃতদেহগুলোর। এই রকমভাবেই গোপন লড়াই শুরু হ'য়ে গেলো, আর কে কার হাতে মরলো বা কোন সেলে বন্দী অবস্থায় নিহত হলো, এ সবই আর কখনও জানা যাবে না।

বারবুজদের বাকি অংশটি ওএএস'র বাইরে রয়ে গিয়েছিলো, তারা এসডিইসিই'র ইশারা আর ডাকের অপেক্ষায় থাকতো। তাদের মধ্যে অনেকেই তালিকাভূক্ত হবার আগে আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের পেশাদার দস্যু ছিলো। তারা তাদের পুরনো যোগাযোগ বজায় রেখেছিলো। আর কম পক্ষে একাধিকবার তারা তাদের আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের বন্ধুদের সহায়তায় সরকারের পক্ষ নিয়ে নোংরা কাজ করেছিলো। এটা সেই সব কাজ-কর্ম যা ফ্র্যান্সে আলোচিত হয়েছিলো একটি 'সমান্তরাল' পুলিশ বাহিনী হিসেবে। মনে করা হয় প্রেসিডেন্ট গলের ডান হাতদের একজন, এম জ্যাক ফোকার্তের নির্দেশেই এসব হয়েছিলো। দৃশ্যত কোন সমান্তরাল পুলিশের অস্তিত্ব ছিলো না; কিন্তু এসব লোক অভিযান চালাতো পুলিশের কর্তাদের নির্দেশে এবং কখনও কখনও তাদের নেতাদের প্রয়োজনে। করসিকানরা, যারা প্যারিস এবং মার্সেইর আন্ডার-ওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করতো, এমনকি এ্যাকশন সার্ভিসেও তাদের প্রতিপত্তি ছিলো। তারা ওএএস'র প্রতি প্রতিহিংসা পোষণ করতো। আর আলজিয়ার্সে সাত জন বারবুজের হত্যার পর ওএসএস'র প্রতি একটা প্রতিশোধ নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো তাদের পক্ষ থেকে। এর পাল্টা হিসেবে ওএএস'ও তাদের সাথে যুদ্ধে নেমে গেলো। ওএএস'র অনেক সদস্যই ছিলো *পাই-নোইয়ে* বা আলজেরিয়াতে জন্ম নেয়া ফরাসি। তারাও করসিকানদের মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো, আর একটা সময়ে যুদ্ধটা রীতিমতো ভ্রাতৃ-ঘাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

বাস্তিয়েন থায়রি এবং তার সঙ্গীদের বিচার যখন শুরু হলো তখন ওএএস'রও অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এটা ঠিক জায়গায় আলো ফেলতে সাহায্য করলো।

পর্দার আড়ালে পেতিত্-ক্লামার্তের ষড়যন্ত্রের পেছনে প্ররোচক ছিলো কর্নেল আতোঁয়া আরগুদ। ফ্রান্সের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ইকোলে পলিটেকনিকের ছাত্র ছিলো সে। আরগুদের ছিলো ভালো বুদ্ধি আর অসাধারণ প্রাণশক্তি। একজন লেফটেনান্ট হিসেবে মুক্ত ফ্রান্সে, গল সরকারের অধীনে সে নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। পরবর্তীতে সে আলজিয়ার্সে একটা ক্যাভালারি রেজিমেন্টের প্রধান হয়েছিলো। ছোটোখাটো শক্ত-সামর্থ্য একজন মানুষ। সে ছিলো প্রতিভাবান কিন্তু নির্দয় এক সৈনিক। ১৯৬২ সালে নির্বাসনে থেকে ওএএস'র অপারেশ চিফ হয়েছিলো।

মনস্তাত্বিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আরগুদ বুঝেছিলো দ্য গল সরকারের বিরুদ্ধে সব স্তরেই লড়াই শুরু করতে হবে, সন্ত্রাসের সাহায্যে, কূটনীতি দিয়ে এবং

জনসংযোগের মাধ্যমে। এই সূত্রে সে গঠন করলো জাতীয় প্রতিরোধ কাউন্সিল। সেটা ছিলো ওএএস'র রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠন। ফ্রান্সের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ বিদল্ত পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত টেলিভিশন আর সংবাদপত্রে একের পর এক সাক্ষাৎকার দিয়ে ওএএস'র দ্য গল বিরোধী কর্মকান্ডকে একটি সম্মান জনক কাজ ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে গেলো। আরগুদ তার অসাধারণ মেধা ব্যবহার ক'রে যেভাবে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতে সর্ব কনিষ্ঠ কর্নেল হিসেবে অধিষ্টিত হয়েছিলো, ঠিক সেভাবেই ওএএস'র সবচাইতে বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে উঠলো। সে বিদল্তের জন্য প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্র ও নেটওয়ার্কের প্রতিবেদেকের সাথে ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিলো, যাতে বুড়ো রাজনীতিকের ভদ্র নীতিবান ইমেজটা ব্যবহার ক'রে ওএএস'র হিসাংত্মক কাজগুলো গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা যায়।

আরগুদের প্ররোচনায় বিদল্তের প্রপাগান্ডার কাজটা বেশ সফল হয়েছিলো এবং সেটা ফরাসি সরকারকে ফ্রান্স জুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আর একের পর এক সিনেমা হল, ক্যাফেতে প্লাস্টিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার মতোই নাড়িয়ে দিয়েছিলো। তারপর, ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে জেনারেল দ্য গলকে হত্যার আরেকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই দিন তাঁর শ্যাম্প দ্য মার্সে অবস্থিত ইকোলে মিলিতায়ের-এ একটা বক্তৃতা দেবার কথা ছিলো। হলঘরে প্রবেশ করার মুহূর্তেই তাঁকে উপরের বেলকনি থেকে গুলি করার পরিকল্পনা ছিলো। এই ষড়যন্ত্রের জন্যে পরবর্তীকালে যারা বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলো তারা হলো জাঁ বিকনন্, রবার্ট পোইনার্ড নামের আর্টিলারির একজন ক্যাপ্টেন এবং মিলিটারি একাডেমির এক ইংরেজি ভাষার শিক্ষিকা মাদাম পওলে রুজভেল্ট দ্য লিফাক। গুলি ছোড়ার দায়িত্বটা অবশ্য ছিলো জর্জ ওয়াতিনের, কিন্তু এই যাত্রায়ও সেই ল্যাংড়া ওয়াতিন পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। পোইনার্ডের ফ্ল্যাট থেকে স্নাইপার-স্কোপ সহ একটা রাইফেল উদ্ধার করা হলে বাকি তিন জন গ্রেফতার হয়েছিলো। পরবর্তীতে, বিচারের সময় এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে, ওয়াতিন রাইফেলটা একাডেমির ভেতরে ঢোকানোর জন্যে ওয়ারেন্ট অফিসার মারিয়াসের সাথে পরামর্শ করেছিলো। কিন্তু মারিয়াস সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ফাঁস ক'রে দেয়। জেনারেল গল ঠিক সময়েই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড অপছন্দের বুলেট প্রুফ গাড়িতে ক'রে।

ষড়যন্ত্র হিসেবে সেটা ছিলো কাঁচা হাতের একটি কাজ। পরিকল্পনাটা ছিলো একেবারেই শৌখিন, অবিশ্বাস্য রকমের ছেলেমানুষির। কিন্তু ব্যাপারটা দ্য গলকে বিব্রত করেছিলো। পরের দিন জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রজার ফ্রে'কে ডেকে এনে তিনি টেবিল চাপড়ে বলেছিলেন, "এইসব হত্যা প্রচেষ্টার কারবার অনেক হয়েছে।"

সেখানে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো যে, ওএএস'র সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে যাতে বাকিরা এই পথ থেকে সরে দাড়ায়। সুপ্রিম মিলিটারির কোর্টে তখন বাস্তিন থায়রির বিচার চলছিলো। আর এই বিচারের

ফলাফল নিয়ে ফ্রে'র মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে বাস্তিন থায়রির জন্যে ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো, কেন সে ভেবেছিলো দ্য গলকে হত্যা করা উচিত। ভয় দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করার প্রয়োজন ছিলো।

ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে এসডিএসসিই'র দু'জন ডিরেক্টর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডেস্কে মেমোরান্ডামের একটা কপি পাঠিয়েছিলো। সেখানে বলা ছিলোঃ "আমরা অর্ন্তঘাতমূলক তৎপরতার সাথে জড়িত একজন উঁচু পর্যায়ের রিং লিডারের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জানতে পেরেছি। তার নাম আতোয়াঁ আরগুদ, ফরাসি সেনাবাহিনীর সাবেক এক কর্নেল। সে জার্মানিতে পালিয়ে গেছে, আর আমাদের গোয়েন্দাদের তথ্য মতে সে ওখানে কিছু দিন থাকবে...এই হচ্ছে ঘটনা। আরগুদকে ধরা এবং আমাদের কব্জায় নেয়া সম্ভব। আমাদের গোয়েন্দারা জার্মান গোয়েন্দাবাহিনীকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলো কিন্তু তারা সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করেছে। আমাদের গোয়েন্দারা আরগুদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে তাই আরগুদকে খুব দ্রুত ধরে ফেলা সম্ভব আর কাজটা করতে হবে সর্বোর্চ্চ সর্তকতার সাথে।"

কাজটা এ্যাকশন সার্ভিসের হাতেই দেয়া হয়েছিলো।

২৫শে ফেব্রুয়ারির দুপুরে, আরগুদ ওএএস'র নেতাদের সাথে বৈঠক ক'রে রোম থেকে মিউনিখে ফিরছিলো। আনআলট্রাসে সোজাসুজি না গিয়ে সে ইডেন উল্ফ হোটেলের উদ্দেশ্যে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলো।

একটা মিটিংয়ের জন্য হোটেলে আগেই রুম বুক করা ছিলো। ঐ মিটিংটাতে সে কখনই উপস্থিত হতে পারেনি। হোটেলে ঢোকার সময় দু'জন লোক আগ বাড়িয়ে খাঁটি জার্মান ভাষায় তার সাথে কথা বলতে এসেছিলো। তার মনে হয়েছিলো লোকগুলো বোধহয় জার্মান পুলিশ। সে পকেট থেকে নিজের পাসপোর্টটা বের ক'রে দেখাতে গিয়েছিলো কিন্তু আচম্‌কাই তার মনে হলো তার হাত দুটো শক্ত ক'রে ধরা, আর সাথে সাথে তার পা দুটো টলে গেলো। রীতিমতো চ্যাং দোলা ক'রে তাকে রাস্তার পাশে রাখা একটা লন্ড্রি ভ্যানে তুলে নিয়ে তড়িৎ গতিতে চলে গেলো লোকগুলো। তাকে খুব পেটানো হলো, সেই সাথে ফরাসি ভাষায় গালাগালি। একটা শক্ত হাত তার নাকে আঘাত করলো, আরেকটা হাত তার পেটে সজোড়ে ঘুষি চালালো। কানের নিচে নার্ভ পয়েন্টে একটা আঙুল অনুভূত হবার সাথে সাথে সে জ্ঞান হারালো।

প্যারিসের কুয়ে দে অরফেবরেজের ৩৬ নাম্বার পুলিশ জুডিশিয়ারের ক্রিমিনাল বৃগেডে চব্বিশ পরে একটা ফোন এলো। কর্কশ একটা কণ্ঠ ডেস্কে বসা সার্জেন্টকে বললো যে, সে ওএএস এবং আঁতোয়া আরগুদের ব্যাপারে কিছু বলতে চায়। বর্তমানে আরগুদ চমৎকারভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা বিল্ডিংয়ের পেছনে রাখা ভ্যানের ভেতরে পড়ে আছে। কয়েক মিনিট পর সেই ভ্যানের দরজা খুলে আরগুদকে পাওয়া গেলো। পুলিশের লোকেরা যারপরনাই হতবাক হয়েছিলো।

তার চোখ চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বাঁধা ছিলো, তাই ঠিক মতো তাকাতে পারছিলো না। তাকে ধ'রে দাড় করাতে হলো। তখনও তার চেহারায় শুক্‌নো রক্ত লেপ্টে ছিলো, নাক

ফেঁটে সেই রক্ত বের হচ্ছিলো। তার জিহ্বা গলার ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলো। পুলিশের লোকেরা টেনে টুনে সেটা বের ক'রে এনেছিলো। যখন কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি কর্নেল আঁতোয়া আরগুদ?" সে বললো, "হ্যা।" যেভাবেই হোক এ্যাকশন সার্ভিসের লোকেরা আগের রাতে তাকে পাকড়াও ক'রে বেনামে একটা মূল্যবান পার্সেল পুলিশের কাছে পাঠিয়ে রসিকতা করেছিলো। আরগুদ ১৯৬৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত বন্দী ছিলো, এর পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

কিন্তু এ্যাকশন সার্ভিসের লোকেরা একটা জিনিস খতিয়ে দেখেনি: আরগুদকে সরিয়ে দেয়াতে ওএএস'র নৈতিক মনোবল সাময়িক ভেঙে গেলেও, এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা তার ডেপুটিকে সামনে আসার রাস্তা ক'রে দিয়েছিলো। তার ডেপুটি সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিলো তাদের। আদতে সে ছিলো খুবই বিচক্ষণ এক লোক, লেফটেনান্ট কর্নেল মার্ক রদিন;

সে-ই দ্য গলের হত্যা প্রচেষ্টার দায়িত্বে থাকা দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলো। অনেক দিক দিয়েই সেটা ছিলো খারাপ একটা চাল।

মার্চের ৪ তারিখে সুপ্রিম মিলিটারি কোর্ট জ্যঁ মারি বাস্তিন থায়রির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচারের রায় দেয়। তাকে এবং বাকি দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আর তিন নাম্বার অভিযুক্ত ব্যক্তি ল্যাংড়া ওয়াতিন তখনও পলাতক ছিলো।

মার্চের ৮ তারিখে জেনারেল গল দণ্ড প্রাপ্তদের আইনজীবিদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের আপিলটা দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে নীরবে শুনে গেলেন। তিনি বাকি দু'জন আসামীর শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেও বাস্তিন থায়রির দণ্ড বহাল রাখলেন।

সেই রাতেই আইনজীবি ভদ্রলোক এয়ারফোর্স কর্নেলকে সিদ্ধান্তের কথাটা জানিয়েছিলো।

"সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে," সে তার মক্কেলকে বললো। কিন্তু এ কথা শুনে আরগুদের মুখে অবিশ্বাসের হাসি দেখা গেলে সে বললো, "আপনি মারা যাচ্ছেন।"

বাস্তিন থায়রি হেসে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলো। "আপনি বুঝতে পারছেন না," সে তার আইনজীবিকে বললো, "ফ্রান্সের কোন স্কোয়াড আমার বিরুদ্ধে তাদের রাইফেল উঁচিয়ে ধরবে না।"

তার এরকম ধারণা ভুল প্রমানিত হলো। মৃত্যুদণ্ডাদেশের কর্মটি সকাল ৮টা বাজে সম্পন্ন হয়েছিলো। খবরটা ফ্রান্সের রেডিও ইউরোপ নাম্বার ওয়ানে প্রচারিত হয়েছিলো। পশ্চিম ইউরোপের যারাই সেই সময়টাতে ঐ স্টেশনে টিউন করেছিলো তারাই খবরটা শুনতে পেয়েছিলো। অস্ট্রিয়ার একটা হোটেলের ছোট্ট ঘরে এই সম্প্রচারটি জেনারেল গলের বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযান পরিচালনা করার জন্য প্ররোচিত করেছিলো যাতে ক'রে বৃদ্ধ জেনারেল তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। হোটেলের সেই ঘরটি ছিলো ওএএস'র নতুন অপারেশন চিফ, কর্নেল মার্ক রদিনের।

দুই

মার্ক রদিন তার ট্রানজিস্টার রেডিওর সুইচ বন্ধ ক'রে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো, সকালে নাস্তার ট্রে'টা একদম স্পর্শ না করেই। সে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের তুষার আবৃত নৈসর্গিক দৃশ্যের দিকে তাকালো। বিলম্বিত বসন্ত তখনও আসেনি।

"বাস্টার্ড," সে শব্দটা খুব নিচু গলায় কিন্তু প্রচণ্ড ঘৃণায় উচ্চারণ করলো। এরপর আরো কিছু নামবাচ্য ও গুণবাচ্য শব্দ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে, তাঁর সরকারকে এবং এ্যাকশন সার্ভিসকে উদ্দেশ্য ক'রে গালি দিলো।

প্রায় সবদিক থেকেই রদিন তার পূর্বসূরীর থেকে একদম আলাদা ছিলো। লম্বা এবং কৃশ চেহারার আর সেটার মধ্যে লুকিয়ে আছে ঘৃণা। সে সাধারণত তার আবেগকে ঢেকে রাখতো হিমশীতল কাঠিন্যে। তার জন্য ইকোলে পলিটেকনিকের দরজা আর কোনদিন খুলবে না।

এক মদ প্রস্তুতকারকের ছেলে সে, মাছধরার নৌকায় ক'রে শৈশবে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলো, সেই সময় জার্মানরা ফ্রান্স দখল ক'রে রেখেছিলো। এরপর সে ক্রশ অব লোরেইনের ব্যানারে একজন প্রাইভেট সৈনিক হিসেবে নাম লেখায়।

সার্জেন্ট থেকে ওয়ারেন্ট অফিসার পদে পদোন্নতি পেতে তাকে খুব কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কোয়েনিগের অধীনে উত্তর আফ্রিকার রক্তক্ষয়ী সম্মুখ যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে লেকলার্কের সাথে নরম্যান্ডিতে। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে, হয় সেনাবাহিনীতে থেকে যাওয়া নয়তো সাধারণ জীবনে ফিরে যাওয়া – এ দুটি পথ তার জন্যে খোলা ছিলো।

কিন্তু কিসে ফিরে যাবে সে? বাবার কাছ থেকে মদ বানানো ছাড়া আর কোন রাজত্ব উত্তরাধিকারী সূত্রে সে পায়নি।

সে দেখতে পেয়েছিলো নিজ দেশের শ্রমিক শ্রেণী কমিউনিস্টদের দ্বারা প্ররোচিত হচ্ছে। সেই সব কমিউনিস্ট ও ফ্রান্সের মুক্তির জন্য সে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো। সুতরাং, সেনাবাহিনীতেই থেকে গিয়েছিলো সে। পরবর্তীকালে সেখানে

তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। একজন অফিসার হয়ে সে দেখেছিলো একদল শিক্ষিত তরুণ যুবকের দল, অফিসার স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে, শ্রেণীকক্ষের তত্ত্বীয় শিক্ষা অর্জন ক'রে একই শেভরণ যা সে পেয়েছে রক্তে ঝরা ঘামের বিনিময়ে, তারা সেগুলো সহজেই পেয়ে গিয়েছিলো। তাকে ডিঙিয়ে পদোন্নতি ও অগ্রাধিকার পেয়েছিলো তারা। আর এসব দেখে দেখে তার মধ্যে তিক্ততার স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসলো। একটা কাজই করার ছিলো, আর সেটা ছিলো কোলোনিয়াল রেজিমেন্টে যোগ দেয়া। সে কোলোনিয়াল প্যারাট্রুপ বিভাগে বদলি সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পেরেছিলো।

এক বছরের মধ্যেই সে ইন্দো-চায়না কোম্পানির কমান্ডার হয়ে গেলো। সেখানে তার মতো ভাবে ও মত পোষণ ক'রে এমন সব লোকজনদের মাঝে বসবাস করতে লাগলো। মদ প্রস্তুতকারকের প্রেক্ষাপট থেকে আসা তার মতো একজন তরুণের জন্য সম্মুখ সমরের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পদোন্নতি পাওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা ছিলো না। ইন্দো-চায়না অভিযান শেষে সে একজন মেজর হিসেবে পদোন্নতি পায়। ফ্রান্সে অবস্থানের সময় অসুখী এবং হতাশাগ্রস্ত একটি বছর কাটানোর পর তাকে আলজেরিয়াতে পাঠানো হয়।

ইন্দো-চায়না থেকে ফরাসিদের সরে আসা এবং ফ্রান্সে কাটানো একটি বছর তার মনের গভীরের তিক্ততাকে রাজনীতিবিদ এবং কমিউনিস্টদের প্রতি এক গভীর ঘৃণায় রূপান্তরিত করলো। সে উভয়কেই 'এক জিনিস' ব'লে মনে করতো। বেশির ভাগ কমব্যাট অফিসারের মতো সেও তার সৈনিকদের ছেঁড়া-কাঁটা দেহ গোপনে কবর দিতে দেখেছে প্রায়শই, আর তার দৃষ্টিতে মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগী ঐ সব মৃত এবং জীবিত সৈনিকরাই সত্যিকারের দেশ প্রেমিক। এসব সৈনিকদের আত্মত্যাগের জন্যই বুর্জোয়ারা নিজ ঘরে আরামে দিনাতিপাত করতে পারে। ইন্দোচিনের জঙ্গলে আট বছর যুদ্ধ করার পর তার নিজ দেশের সাধারণ জনগণ সম্পর্কে তার ধারণা হলো যে, তারা তাদেরকে মোটেই গ্রাহ্য করে না, তুচ্ছ মনে করে তাদের এই সৈনিক জীবনকে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের লেখায় সেনাবাহিনী বিদ্বেষের খবর প'ড়ে তাদের ধারণা হয়েছে সেনাবাহিনী কেবল বন্দীদের ধরে এনে নির্যাতন ক'রে তথ্য আদায় করে। মার্ক রদিনের ভেতর এসব প্রতিক্রিয়া দারুণ প্রভাব ফেলেছিলো আর সুবিধা বঞ্চিত এবং তীব্রঘৃণার কারণে সে হয়ে উঠলো একজন উগ্রপন্থী।

তার স্থির ধারণা ছিলো সিভিল কর্তৃপক্ষ, সরকার এবং নিজ দেশের মানুষের সহযোগীতা পেলে সেনাবাহিনী ভিয়েত-মিন সৈনদের পরাজিত করতে পারতো। ইন্দো-চিন থেকে সরে আসাটা হাজার হাজার তরুণ, যারা সেখানে মারা গেছে, তাদের সাথে এক বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা। তাদের আত্মত্যাগের ব্যাপারটা হয়ে গেলো অর্থহীন। রদিন ভাবতো আর কোন বিশ্বাসঘাতকতা হবে না। আলজেরিয়াতে সেটা প্রমাণিত হবে। সে মার্সেইর উপকূল ছেড়ে ১৯৫৮ সালের বসন্তে, একজন সুখী মানুষ হিসেবে আলজেরিয়াতে চলে গেলো। আলজেরিয়ার দূরের পাহাড়গুলো তাকে আশ্বস্ত

করতো ফরাসি সেনাবাহিনীর হৃত গৌরব বিশ্ববাসীর কাছে আবার পুণরুদ্ধার হবে।

দুই বছরের তিক্ত এবং ভয়ংকর সেই লড়াই তার ধারণায় সামান্য ঝাঁকিই দিতে পেরেছিলো। এটা সত্যি যে, শুরুতে সে ধারণা করেছিলো বিদ্রোহীরা খুব সহজেই তাদের অস্ত্র ত্যাগ করবে, সে রকমটি ঘটেনি। যদিও সে এবং তার লোকজন অনেক ফেল্লাঘাকে গুলি ক'রে মেরেছে। অনেক অনেক গ্রাম তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে মাটির সাথে। এফএলএন'র সন্ত্রাসীদের অনেকেই নির্মম নির্যাতনে মারা গিয়েছিলো। তারপরও বিদ্রোহীরা পুরো দেশ এবং শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিলো যতোক্ষণ পর্যন্ত না পুরো দেশটা তারা কব্জায় আনতে পেরেছিলো।

১৯৫৮ সালের জুন মাসে জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আবার ফিরে আসেন। খুব ভালোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং টলায়মান চতুর্থ রিপাবলিক হটিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন পঞ্চম রিপাবলিক।

যখন তিনি ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে এলিসি প্রাসাদে, 'আলজেরিয়া ফ্রান্সের' শব্দটা উচ্চারণ করলেন, যে বাচনভঙ্গীর জন্যই তিনি পুণরায় জনগনের কাছে ফিরে এসেছিলেন, রদিন তখন তার ঘরে গিয়ে কেঁদেছিলো। দ্য গল যখন আলজেরিয়া সফরে গেলেন তখন রদিনের মনে হয়েছিলো যেনো অলিম্পাস থেকে দেবতা জিউস নিচে নেমে এসেছে। সে অনেকটা নিশ্চিত ছিলো, নতুন নীতি প্রায় সমাগত। কমিউনিস্টরা তাদের অফিস থেকে বিতারিত হবে। জঁ্য পল সার্ত্রেকে তাঁর দেশদ্রোহীতার জন্য অবশ্যই গুলি ক'রে মারা হবে, আর আলজেরিয়াতে অবস্থিত সেনাবাহিনীর জন্য সর্বোচ্চ সহযোগীতা দেয়া হবে, যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা পায়।

রদিন একেবারে নিশ্চিত ছিলো। যেমনটা সে নিশ্চিত সূর্য পুর্বদিকে ওঠে। যখন দ্য গল ফ্রান্সকে পূণর্গঠন করতে তাঁর নিজের পন্থায় ব্যবস্থা নিলো তখন রদিন ভেবেছিলো কিছু একটা ভুল হচ্ছে। বৃদ্ধ লোকটাকে অবশ্যই একটা সময় দেয়া উচিৎ। যখন আলজেরিয়ার বেন বেল্লার সাথে প্রাথমিক আলোচনার খবরটা গুজব আকারে ছড়াতে শুরু করলো, রদিন সেটা একদম বিশ্বাস করতে পারে নাই। যদিও ১৯৬০ সালে বিগ জো ওরতিজের নেতৃত্বে বসতি স্থাপনকারীদের বিদ্রোহের প্রতি সে সহানুভূতিশীল ছিলো, তবুও সে ভেবেছিলো ফেল্লাঘাদের চিরতরে ধ্বংস করার জন্য যেটুকু ছাড় দেয়া হয়েছে সেটা দ্য গলের একটা সহজ কৌশলের কারণে। বিজয় সর্ম্পকে সে ছিলো একেবারে নিশ্চিত। উনি অবশ্যই জানেন কি করছেন , তিনি কি বলেন নাই, সেই স্বর্ণালী শব্দদ্বয় "আলজেরি ফ্রাঁসোয়া?"

তারপর, এটা চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলো যে, দ্য গলের ফ্রান্স পূণর্গঠনে ফ্রেঞ্চ আলজেরিয়ার অর্ন্তভূক্তি নেই। রদিনের পৃথিবীটা তখন একেবারে কেঁপে উঠেছিলো। আস্থা এবং আশার, বিশ্বাস এবং ভরসার আর কিছুই বাকি রইলো না। শুধু ঘৃণা। পুরো ব্যবস্থার প্রতি, রাজনীতিবিদদের প্রতি, বুদ্ধিজীবিদের প্রতি, আলজেরিয়দের প্রতি, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রতি, সাংবাদিকদের প্রতি, বিদেশীদের প্রতি। কিন্তু সব চাইতে বেশী ঘৃণা সেই মানুষটাকে। কতিপয় ভীতু ও কাপুরুষ বাদে রদিন তার পুরো ব্যাটেলিয়ন

নিয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে ছিলো ১৯৬১ সালের এপ্রিলে।

সেটা ব্যর্থ হয়েছিলো। একটা সহজ, হতাশাপূর্ণ চালাকি পদক্ষেপে দ্য গল সেনা বিদ্রোহটি মাথা তুলে দাঁড়াবার আগেই নস্যাৎ ক'রে দিয়েছিলেন। এফএলএন'র সাথে আলোচনার শুরুর কয়েক সপ্তাহে আগে কোন রকমের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হাজার হাজার ট্রানজিস্টার রেডিও দেয়া হলো সৈনিকদের মধ্যে। রেডিওগুলো সৈনিকদের জন্য ছিলো নির্দোষ আনন্দের। আর সিনিয়র অফিসার এবং এনসি ও'দের কাছে আইডিয়াটা ভালো লেগেছিলো। রেডিওতে বাজতে থাকা ফরাসি পপ সঙ্গীত সৈনিকদেরকে প্রচণ্ড গরম, মশা-মাছি, আর একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিয়েছিলো।

দ্য গলের কণ্ঠ অবশ্য অতোটা নির্দোষ ছিলো না। সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ততা যখন পরীক্ষার সম্মুখীন তখন আলজেরিয়ার সেনা ব্যারাকে দশহাজার টন লিফলেট ছড়িয়ে দেয়া হলো। সেই লিফলেটে বলা হলো তারা যেনো রেডিওতে খবর শুনতে শুরু করে। খবরের পর সেই একই কণ্ঠ যেটা রদিন শুনেছিলো ১৯৪০ সালের জুনে, একেবারে সেই একই বার্তা, "তোমরা তোমাদের বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত মুহূর্তে আছো। আমিই ফ্রান্সে, তার ভাগ্যের নিয়ামক। আমাকে অনুসরণ করো। আমাকে মান্য করো।"

কিছু ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার কতিপয় হাতে গোনা অফিসার নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো কিন্তু তাদের অধীনে থাকা বেশির ভাগ সার্জেন্টই তাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো।

বিদ্রোহটা বিভ্রমের মতোই ভেঙ্গে পড়েছিলো রেডিও'র জন্য। অন্যদের তুলনায় রদিন কিছুটা ভাগ্যবান ছিলো। একশ বিশজন অফিসার, এনসিও এবং র‍্যাংকার তার সাথে রয়ে গিয়েছিলো। এর কারণ সে অন্যদের তুলনায় আলজেরিয়া এবং ইন্দোচীনে অনেক বেশী রক্তপাত ঘটাতে পেরেছিলো। অন্য বিপ্লবীদের নিয়ে সে একসাথে গঠন করলো সিক্রেট আর্মি অরগনাইজেশন, এই প্রতিজ্ঞায় যে এলিসি প্রাসাদের জুডাসকে তারা হটিয়ে দেবে।

রদিন ১৯৬১ সালে নির্বাসনে থাকার সময় ওএএস'র অপারেশন চিফ আরগুদের ডেপুটি হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে মেট্রোপলিটান ফ্রান্সে ওএএস'র যতোগুলো আক্রমণ ঘটানো হয়েছিলো, প্রতিভাবান আরগুদই ছিলো তার চালিকা শক্তি। রদিন সংগঠনে সুচতুন এবং তুখোড় বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলো।

সে যদি একদম উগ্রপন্থী হতো, তবে সে খুব বিপজ্জনক হতো কিন্তু ব্যতিক্রম হতো না। ষাট দশকের শুরুতে ওএএস'র ভেতর এরকম অনেকেই ছিলো যারা বন্দুক চালাতে ওস্তাদ। কিন্তু সে ছিলো তাদের চেয়ে এক কাঠি উপড়ে। তার বৃদ্ধ বাবা তার ছেলেকে খুব ভালো মস্তিষ্কের অধিকারী ক'রে দিয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা আর্মির রাজ্য তাকে উন্নত করেনি। রদিন সেটা নিজের মতো ক'রে, নিজের পন্থায় করেছে।

যখন সে ফ্রান্স এবং সেনাবাহিনীর সম্মান সম্পর্কে নিজের ধারণা নিয়ে এগোলো, তখন রদিন বাকিদের তুলনায় খুব বেশী গোড়ামীপূর্ণ ছিলো; কিন্তু যখন বাস্তবিক সমস্যার মুখোমুখি হলো, সে যুক্তিপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত চিন্তাই করতো যা ছিলো কাণ্ডজ্ঞানহীন খুনোখুনি এবং অতিরিক্ত সহিংসতার থেকে অনেক বেশী কার্যকরী।

এজন্যেই সে মার্চের ১১ তারিখে দ্য গলকে হত্যা করার সমস্যাটি তুলে ধরেছিলো। কাজটা খুব সহজ হবে এরকম বোকামী ভাবনা তার ছিলো না; উপরন্তু পেতিত-ক্লামার্ত এবং ইকোলে মিলিতেয়ার এর ব্যর্থতা কাজটাকে আরো বেশি কঠিন ক'রে ফেলেছিলো। একজন হত্যাকারী খুঁজে পাওয়াটা তেমন কঠিন কাজ ছিলো না; সমস্যাটি ছিলো একজন মানুষ অথবা একটা পরিকল্পনার যাতে খুব সুচারুভাবে, ভিন্ন পন্থায় প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তারক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের দেয়াল ভেদ ক'রে ঢোকা যায়।

পদ্ধতিগতভাবে সে তার মনে মনে সমস্যার তালিকা তৈরি করেছিলো। দুই ঘন্টা ধরে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবিরাম ধূমপান ক'রে ঘরটা ধোয়ায় আচ্ছন্ন ক'রে সে এসব ঠিক করেছিলো। এরপর অনেকগুলো পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলো। প্রতিটা পরিকল্পনাকে বিভিন্নভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ ক'রে একটা সঠিক পরিকল্পনা বের করার চেষ্টা করলো। সবগুলো বিশ্লেষণ ক'রে, তার দীর্ঘ চিন্তার শেষে একটা সমস্যাই কার্যত আবির্ভূত হলো– নিরাপত্তার প্রশ্নটি। পেতিত-ক্লার্মাতের পর পুরো দৃশ্যপট বদলে গেছে। এ্যাকশন সার্ভিসের লোকজনদের ওএএস'র ভেতরে অনুপ্রবেশ বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো। সাম্প্রতিক সময়ে তার 'বস' আরগুদের অপহরণ এবং জিজ্ঞাসাবাদ এটাই প্রমাণ করে যে, এ্যাকশন সার্ভিসের লোকজন কতোটা গভীরে পৌছে গেছে। এমনকি জার্মান সরকারের সাথে তাদের গোপন আতাঁতও অস্বীকার করা যায় না। আরগুদকে চৌদ্দ দিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদে নেবার পর ওএএস'র নেতৃত্ব দৌড়ের উপর ছিলো। বিদলত্ তার প্রচারণা এবং সাক্ষাৎকারে আচমৃকাই আগ্রহ হারিয়ে ফেললো। অন্যসব সিএনআর'রা ভয়ে সমানে আমেরিকায়, বেলজিয়ামে পালিয়ে গেলো। ঐসব দূর দেশে ভূয়া কাগজ-পত্র, টিকেট ইত্যাদির সংখ্যা বেড়ে গেলো।

এসব দেখে নীচের দিকের কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়লো। ফ্রান্সের ভেতরে যেসব লোক আগে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলো, ফেরারিদের আশ্রয় দিতে, অস্ত্রের প্যাকেট বহন করতে এমন কি তথ্য পাচার ও সরবরাহ্ করতে রাজি ছিলো তারা ফোনে ফিস্ ফিস্ ক'রে অপারগতা প্রকাশ করতে শুরু করলো।

পেটিট-ক্লার্মাতের ব্যর্থতা এবং বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের ফলে ফ্রান্সের ভেতরে সক্রিয় তিনটি নেটওয়ার্ক পুরোপুরি বন্ধ ক'রে দিতে হলো। আদায় করা তথ্যের ভিত্তিতে ফরাসি পুলিশ বাড়ি-বাড়ি তল্লাশি করা শুরু করলো। অস্ত্র এবং গুদামের জায়গাগুলো ধরা পড়লো; দ্য গলকে হত্যা করার অন্য দুটো ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বিতীয় মিটিংয়ের সময়ই ধরা পড়া গেলো। ফান্ডের স্বল্পতা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন হারানো, সদস্য খোয়ানো, বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত ওএএস ফরাসি সিক্রেট সার্ভিস পুলিশের অব্যবহৃত হত্যাযজ্ঞের মুখে পড়ে যাচ্ছিলো।

অবশেষে রদিন এই সিদ্ধান্তে এলো এবং স্বগতোক্তি করলো, "একজন মানুষ যে একদম অচেনা", সে তার কাছে রাখা ঐসব মানুষের তালিকা দেখতে শুরু করলো যারা

একজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে পিছিয়ে যাবে না। ফ্রান্সের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে প্রত্যেকেরই একটা বাইবেল সমান মোটা ফাইল রয়েছে। কেন সে, মার্ক রদিন, একটা পর্বত ঘেরা অস্ট্রিয়ান হোটেলে আত্মগোপন করে আছে?

উত্তরটা তার কাছে এলো দুপুরের আগে। সে এটা বাতিল ক'রে দিয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সেটা কৌতূহল নিয়ে পুণরায় ফিরে এসেছিলো। যদি এরকম কোন মানুষ পাওয়া যেতো... যদি এরকম কোন মানুষ থাকতো। ধীরে এবং পরিশ্রম ক'রে, সে এরকম একজন মানুষের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করলো, এরপর এর বিরুদ্ধে আপত্তি এবং বাধাগুলো নিয়ে চিন্তা করলো। পরিকল্পনাটা সবকিছুই উতরে গেলো, এমনকি নিরাপত্তার প্রশ্নটিও। দুপুরের খাবারের সময়ের ঠিক আগে মার্ক রদিন তার পোশাকটা পড়ে নিচে নেমে এলো। সামনের দরজায় নিচে বরফ জমে আছে। রাস্তা থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগলো তার শরীরে। এটা তাকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করলো, কিন্তু তার ঝিম্-ঝিম্ করা মাথাটাকে, যা অতিগরম শোবার ঘরে সিগারেট খেয়ে হয়েছিলো, সেটা দূর ক'রে দিলো। বাম দিকে ঘুরে সে আল্দারস্ট্রেসের পোস্ট অফিসের দিকে রওনা দিলো। কয়েকটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম পাঠালো তার সহকর্মীদের কাছে, যারা জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইটালি এবং স্পেনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সে তাদের জানিয়ে দিলো যে, সে কয়েক সপ্তাহের জন্য একটা কাজে বাইরে যাচ্ছে।

ঘরে ঢোকার পর তার মনে হলো, কেউ কেউ হয়তো ভাববে সেও কাপুরুষের মতো এ্যাকশন সার্ভিসের লোকজন কর্তৃক অপহরণ কিংবা খুন হবার ভয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠলো। তারা যা ভাবে ভাবুক। এখন দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেবার সময় না।

স্টামকার্টের বোর্ডিং হাউসে সে দুপুরের খাবারটা সেরে নিলো। খাবারের তালিকায় ছিলো পট রোস্ট এবং নুডল্‌স। আলজেরিয়া এবং জঙ্গলে অনেকগুলো বছর কাটানোর পর খাবার-দাবারের ব্যাপারে তার খুত্‌খুতে স্বভাবের কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। এখন এসব খেতে তার খুব বেগ হতে হলো। বিকেলের আগেই সে ব্যাগ গুছিয়ে খাবারের বিল পরিশোধ ক'রে একাকী একটা মিশনে বেড়িয়ে পড়লো একজন মানুষকে খুঁজতে। অথবা নির্দিষ্ট ক'রে বলতে গেলে এমন এক ধরনের মানুষ যার অস্তিত্বের ব্যাপারে সে নিজেও নিশ্চিত ছিলো না।

২

সে যখন লন্ডন এয়ারপোর্টে পৌঁছালো তখন একটা বিওএস কমেট ফোর-বি রানওয়েতে নেমে আসলো। সেটা বৈরুত থেকে এসেছে। যাত্রীদের মধ্যে যারা এরাইভাল লাউঞ্জে নেমেছে তাদের মধ্যে একজন লম্বা, সোনালী-চুলের ইংরেজ ছিলো। তার মুখমণ্ডল মধ্য প্রাচ্যের রোদে খুব বেশি ক'রে পোড়া। লেবাননে দু'মাস কাটিয়ে এসেছে। সেখানকার ভালো লাগার অনুভূতি তার মুখে লেগে ছিলো। তাকে দেখে মনে

হলো সে খুব রিলাক্স এবং ফিট। লেবাননের সময়গুলো ভালো কাটাবার কারণ একটি বিশাল অংকের টাকা বৈরুতের একটা ব্যাংক থেকে সুইজারল্যান্ডে ট্রান্সফার করেছে।

পেছনে ফেলে আসা অনেক দূরে, মিশরের বালুকাময় মাটিতে হতবুদ্ধিকর মিশরীয় পুলিশ কর্তৃক মাটি-চাপা দেয়া হয়েছে কয়েকজন ব্যক্তিকে। প্রত্যেকেরই ঘাড়ের পেছনের হাড়ে বুলেট ঢুকে ফুটো ক'রে দিয়েছে; সেই লোক দুটো ছিলো জার্মান মিসাইল ইঞ্জিনিয়ার। জীবন থেকে তাদের চিরবিদায় জামাল আব্দুল নাসেরের আল গুমহুরিয়া রকেট প্রকল্পটিকে কয়েক বছরের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে আর সেই সাথে নিউইয়র্কের একজন জায়নিস্ট কোটিপতি তার টাকার সর্বোত্তম পন্থায়ই খরচ করেছিলো বলা যায়। কাস্টম্‌সে খুব সহজেই চেক-আপ সেরে ইংরেজ ভদ্রলোক একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে মেফেয়ারে তার ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

রদিনের খোঁজ করার কাজটি নব্বই দিনে শেষ হয়েছিলো। আর তার কাছে দেখাবার জন্যে যা ছিলো তাহলো তিনটি অল্প পৃষ্ঠার ডোসিয়ার। প্রতিটা ডোসিয়ারই তার বৃফ কেসে ম্যানিলা ফাইলে আটকানো ছিলো। অস্ট্রিয়াতে সে জুনের মাঝামাঝি সময়ে ফিরে এসেছিলো। ভিয়েনার ব্রাকনারালির পেনশন ক্লিস্টের একটা ছোট্ট বোর্ডিং হাউসে সে উঠলো।

শহরের প্রধান পোস্ট অফিস থেকে সে উত্তর ইতালির বোলজানোতে এবং রোমে দুটো টেলিগ্রাম পাঠালো। প্রতিটাতেই তার দুজন প্রধান লেফটেনান্টকে জরুরী ভিত্তিতে ভিয়েনায় এসে দেখা করবার জন্য তলব করার বার্তা ছিলো। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ওরা পৌছে গেলো। রেনে মন্টেক্লেয়ার একটা ভাড়া গাড়িতে ক'রে বোলজানো থেকে এসেছিলো। আন্দ্রে কাসন এলো বিমানে ক'রে রোম থেকে। দুজনেই ভূয়া পাসপোর্ট এবং নাম ব্যবহার ক'রে ভ্রমণ করেছিলো। ইতালি এবং অস্ট্রিয়াতে থাকা এসডিইসিই'র অফিসাররা দুজনকেই টপ লিস্টে রেখেছিলো তাদের ফাইলে, আর এ সময়ে তারা প্রচুর টাকার বিনিময়ে সীমান্ত, বিমান বন্দর এবং চেক পয়েন্টে দালাল ইনফরমার নিযুক্ত করেছিলো। প্রথমে এসে পৌছেছিলো আন্দ্রে কাসন, পূর্বনির্ধারিত সময় এগারোটা বাজার সাত মিনিট আগেই। সে তার ট্যাক্সিকে বলেছিলো, ব্রাকনারালির মোড়ে তাকে নামিয়ে দিতে। কয়েক মিনিট ধরে সে তার টাই'টা ঠিক ক'রে নিয়ে হোটেলের বেলকনি দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করলো ভেতরে। রদিন যথারীতি ভূয়া নামে হোটেলে উঠেছিলো। যাদের সে ডেকে পাঠিয়েছে সেই দুই কলিগই শুধু জানতো শুল্‌জ নামে হোটেলে উঠেছে সে। শুল্‌জ নামটা বিশ দিনের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখা ছিলো।

"*হের শুল্‌জ বিত্তে?*" অভ্যর্থনা ডেকে বসা অল্পবয়সী তরুণকে কাসন জিজ্ঞেস করলো। ছেলেটা রেজিস্টার বুক দেখে বললো, "চৌষট্টি নাম্বার রুম, আপনি কি সেটা চাইছেন স্যার।"

"হ্যা সেটাই," জবাব দিয়ে কাসন সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো। দোতলায় উঠে প্যাসাজ দিয়ে অনেকদূর যাবার পর মাঝ পথে সে ডান দিকে চৌষট্টি

নাম্বারটা পেয়ে গেলো। দরজায় নক্ করতে যেতেই পেছন থেকে দুটো হাত তাকে জড়িয়ে ধরলো। সে ঘুরে দেখলো ভারি চোয়ালের নীল রঙের এক চেহারা। সেই চেহারাটায় কোন কৌতূহল নেই। কাসনের পেছন পেছন এতোদূর আসলেও মোটা কর্ড কার্পেটের জন্য পায়ের কোন শব্দ শোনেনি সে।

"*ভুঁ দিসাইরেঃ*" দৈত্যটা বললো, যেনো সে কোন কিছু পরোয়া করছে না। কিন্তু তখনও কাসনের হাতটা সে ধরে রেখেছিলো।

চার মাস আগে ইডেন উল্‌ফ-এ আরগুদের ধরা পড়ার ঘটনাটি ভেবে কিছু সময়ের জন্য কাসনের পেট মুচড়ে উঠেছিলো ভয়ে। একটু পরই সে লোকটাকে চিনতে পারলো। পোল্যান্ডের বিদেশী লিজিওনার। রদিনের ব্যাটেলিয়ন যখন ভিয়েতনাম আর ইন্দোচীনে ছিলো তখন লোকটা রদিনের লিজিওনার ছিলো। তার মনে পড়লো, কখনও কখনও রদিন ভিক্টর কাওয়ালস্কিকে বিশেষ দায়িত্বে নামাতো। "কর্নেল রদিনের সাথে আমার একটা বিশেষ সাক্ষাতের কথা আছে, ভিক্টর" সে খুব নরম গলায় জবাব দিলো। কাওয়ালস্কি তার ভুরু দুটো কুচকে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, কেননা লোকটা তার এবং তার মনিবের নাম উচ্চারণ করেছে। "আমি আদ্রেঁ কাসন" সে আরো বললো। কাওয়ালস্কিকে মনে হলো খুশি হয়নি। কাসনকে ধরেই সে চৌষট্টির দরজায় টোকা দিলো।

ভেতর থেকে একটা জবাব এলো, "*উই*"। কাওয়ালস্কি দরজার কাছে মুখ এনে বললো, "একজন দর্শনার্থী এসেছে," সে খুব জোড়ে বললে সাথে সাথে দরজাটা খুলে গেলো। রদিন দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখেই দরজাটা পুরোপুরি খুলে ফেললো। "প্রিয় আদ্রেঁ, এজন্য আমি খুব দুঃখিত।" সে কাওয়ালস্কিকে ইশারা করলো। "ঠিক আছে, কোরপোরাল, আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।"

অবশেষে কাসন ঐ লোকটার হাত থেকে মুক্ত হলে তারা শোবার ঘরে চলে গেলো। রদিন কাওয়ালস্কিকে কি একটা কথা ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে লোকটা আবার তার জায়গায় চলে গেলো।

রদিন কাসনের সাথে করমর্দন ক'রে তাকে নিয়ে গিয়ে আগুনের চুল্লীর সামনে রাখা হাতাওয়ালা দুটো চেয়ারের একটাতে বসালো। যদিও সময়টা ছিলো জুনের মাঝামাঝি, তবুও বাইরে প্রচণ্ড শীত আর কন্‌কনে ঠাণ্ডা আবহাওয়া ছিলো। আর এই দুজন মানুষই উত্তর আফ্রিকার উত্তপ্ত আবহাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলো। কাসন তার রেইন কোটটা খুলে আগুনের সামনে বসলো।

"আপনিতো সাধারণত এরকম সর্তকতা অবলম্বন করেন না, মার্ক," সে বললো।

"এটাও আমার জন্য যথেষ্ঠ নয়," রদিন জবাব দিলো। "যদি কিছু ঘটেই, আমি নিজেই সেটা সামলাতে পারবো। কিন্তু কাগজ-পত্রগুলো ধ্বংস করার জন্য আমার কিছু সময়ের দরকার।" সে জানালার পাশে লেখার টেবিলের উপরে রাখা ম্যানিলা ফাইলের দিকে ইঙ্গিত করলো। "এটার জন্যেই আমি ভিক্টরকে এখানে এনেছি। যাই ঘটুকনা কেন সে আমাকে কাগজ-পত্রগুলো ধ্বংস করতে ষাট সেকেন্ড সময় দেবে।"

"ওগুলো তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"হয়তো।" রদিনের কণ্ঠে একটা তৃপ্তির আভাস ছিলো। "কিন্তু আমাদেরকে রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি তাকে এগারোটা পনেরোতে আসতে বলেছি, যাতে আপনারা দু'জনে কয়েক সেকেন্ড ব্যবধানে এসে ভিক্টরকে বিপর্যস্ত না করতে পারেন। সে যাদেরকে চেনে না তাদেরকে তার আশে-পাশে দেখলে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে।"

রদিন একটা মুচকি হাসি হাসলো, এমন বিরল হাসি দেয়ার কারণ, রদিন ভাবছিলো ভিক্টর নার্ভাস হয়ে তার বগলের নীচে রাখা পিস্তলটা নিয়ে কী কাণ্ড করতো। দরজায় নক হলো। রদিন দরজার কাছে গিয়ে বললো, "উইঃ?"

এবারের কণ্ঠটা ছিলো রেনে মন্টেক্রেয়ারের, নার্ভাস এবং আন্তরিকতাশূন্য।

"মার্ক, ঈশ্বরের দোহাই লাগে..."

রদিন দরজাটা খুলে দিলো। মন্টেক্রেয়ার দরজার বাইরে দৈত্যটার হাতে জাপটানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ভিক্টরের বাম হাতটা তাকে পেঁচিয়ে রেখেছে।

"*ক্য ভা, ভিক্টর*" দেহরক্ষীকে রদিন বললে মন্টেক্রেয়ার ছাড়া পেলো। সে ঘরে ঢুকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাসনের দিকে তাকালো। কাসন তখন আগুনের সামনে বসে আছে। দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে রদিন মন্টেক্রেয়ারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

মন্টেক্রেয়ার সামনে এগিয়ে এসে দুজনের সাথে করমর্দন করলো। সে তার ওভারকোটটা খুলে ফেললে ভেতরে পড়া কালো সুটটা উন্মোচিত হলো। সুটটা ভালোমতো শরীরে ফিট হয়নি, আর মন্টেক্রেয়ার সেটা খুব ভালোমতো পড়তেও পারেনি। বেশীরভাগ সাবেক সেনা কর্মকর্তার মতোই সে এবং রদিন কখনও ভালোমতো সুট পড়তে পারে না, এই পোশাকে তারা অভ্যস্তও নয়। রদিন তাদের দুজনকে বসতে দিলো। শোবার ঘরে দুটো চেয়ার ছিলো। সে নিজে বসলো বিছানার পাশে রাখা ডেস্কের চেয়ারটার হাতলের উপর। বিছানা সংলগ্ন ক্যাবিনেট থেকে সে একটা ফরাসি ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে সেটা তাদের দেখালো। তার অতিথিদের দুজনেই মাথা ঝাঁকালো। রদিন তিনটা গ্লাসে সমান পরিমান ব্র্যান্ডি ঢেলে দুটো গ্লাস কাসন এবং মন্টেক্রেয়ারকে দিলো। তারা আগে চুমুক দিলো। দুই ভ্রমণকারী উষ্ণ পানীয়টা তাদের ঠাণ্ডা পাকস্থলীতে ঢেলে সেটা কাজ করতে দিলো।

রেনে মন্টেক্রেয়ার, একটু হেলান দিলো। সে ছোটো-খাটো এবং গাট্টা-গোট্টা ধরনের। রদিনের মতো সেও সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলো। কিন্তু রদিনের মতো তার সম্মুখ সমরে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ছিলো না। সৈনিক জীবনের বেশীরভাগ সময়ই সে ছিলো প্রশাসনিক শাখায়। আর শেষ দশ বছর সে ছিলো বিদেশী লিজিওনের বেতন প্রদান শাখায়। ১৯৬৩ সালের বসন্তে সে ছিলো ওএএস'র কোষাধ্যক্ষ।

আদ্রেঁ কাসন হলো একমাত্র বেসামরিক ব্যক্তি। ছোটো-খাটো এবং খুত্-খুতে স্বভাবের। সে এখনও একজন ব্যাংক ম্যানেজারের মতো পোশাক পরে আছে যা সে

পরতো আলজেরিয়াতে। মেট্রোপলিটান ফ্রান্সে সে ছিলো ওএএস এবং সিএনআর'র আন্ডারগ্রাউন্ড সমন্বয়কারী।

রদিনের মতো এ দুজনও ওএএস'র মধ্যে হার্ডলাইনার ছিলো। তা সত্ত্বেও দুজনের ভিন্ন কারণ ছিলো। মন্টেক্লেয়ারের উনিশ বছরের একটা ছেলে ছিলো সে তিনবছর আগে আলজেরিয়াতে ন্যাশনাল সার্ভিসে ছিলো আর সেই সময় তার বাবা বিদেশী সৈনিকদের বেতন বিভাগে মার্সেইর বাইরে কাজ করতো।

মেজর মন্টেক্লেয়ার তার ছেলের মৃতদেহটা দেখতে পায়নি; রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় টহলরত ভাড়াটে সৈনিকদের একটা দল তরুণ সৈনিকটির মৃতদেহটা উদ্ধার ক'রে সেটা কবর দিয়ে দিয়েছিলো। গেরিলারা অপহরণ ক'রে তাকে হত্যা করেছিলো। কিন্তু সে পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলো তরুণ সৈনিকটির সাথে কী রকম আচরণ করা হয়েছিলো। লিজিওনে কোন কিছুই দীর্ঘদিন গোপন থাকে না। লোকজন বলাবলি করছিলো। আদ্রেঁ কাসন সেখানে আরো বেশি জড়িত ছিলো । আলজেরিয়াতে জন্ম তার। সারাটা জীবনই উৎসর্গ করেছিলো তার কাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি এবং ফ্ল্যাটের জন্য। যে ব্যাংকে সে কাজ করতো সেটার সদর দফতর ছিলো প্যারিসে, তাই আলজেরিয়ার পতনেও সে তার চাকরিটি হারায়নি। কিন্তু বসতি স্থাপনকারীরা যখন ১৯৬০ সালে বিদ্রোহ করলো, তখন সে তাদের সাথে ছিলো। নেতাদের একজন তার নিজ এলাকার লোক ছিলো। এরপরও সে তার চাকরিটি ধরে রাখতে পেরেছিলো। কিন্তু একের পর এক একাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এবং ব্যবসায়ীরা সবকিছু বিক্রি ক'রে ফ্রান্সে চলে যেতে শুরু করলে সে বুঝতে পারে আলজেরিয়াতে ফরাসিদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। এর পরপরই নতুন গল সরকারের নীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ । সেই এলাকার ছোট ব্যবসায়ী এবং কৃষকেরাও দুঃখ কষ্টে ছিলো। আদ্রেঁ কাসন ওএএস'র একটি ইউনিটকে নিজের ব্যাংক থেকে ৩০০০০০০০ ফ্রাঁ ডাকাতি করতে সাহায্য করেছিলো। একজন জুনিয়র ক্যাশিয়ার এই কথাটি সবাইকে বলে দিলে তার সংশ্লিষ্টতা জানাজানি হয়ে গেলো আর সেই সাথে ব্যাংকেও তার চাকরির দিন শেষ হয়ে গেলো। সে তার বউ এবং দুই সন্তানকে পারপিগনানের এক আত্মীয়ের কাছে বসবাস করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ওএএস-এ যোগ দিলো। তার মূল্য তাদের কাছে এজন্যে ছিলো যে হাজার হাজার ওএএস সমর্থক যারা ফ্রান্সের ভেতরে বসবাস করছে, তাদের সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান ছিলো তার।

মার্ক রদিন ডেস্কের পেছনে বসে বাকি দুজনকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। তারাও তার দিকে তাকালো কৌতুহল নিয়ে কিন্তু কোন প্রশ্ন করলো না।

রদিন খুব সাবধানে এবং সবিস্তারে তার বক্তব্য পেশ করতে শুরু করলো। ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার তালিকা এবং ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসের হাতে গত কয়েক মাসে ওএএস'র নাস্তানাবুদের ফিরিস্তি দিয়ে। তার অতিথিরা চশমার ভেতর দিয়ে বিষন্ন আর হতাশ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো।

"আমাদেরকে অবশ্যই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। গত চার মাসে আমরা তিনটি মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছি। বিস্তারিতভাবে বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমার মতো

আপনারাও সেসব জানেন। আর্তোয়া আরগুদের বিশ্বস্ততা থাকা সত্ত্বেও এটা অনুমান করা যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদের আধুনিক পদ্ধতি, যেমন ড্রাগের ব্যবহার ক'রে তার কাছে থেকে তথ্য আদায় ক'রে নিতে পারে ওরা, যা আমাদের সংগঠনের নিরাপত্তার জন্য হবে নির্ঘাত বিপর্যয়। আমাদেরকে আবার নতুন ক'রে শুরু করতে হবে, একেবারে গোড়া থেকে। কিন্তু গোড়া থেকে শুরু করার কাজটা যদি আরো একবছর আগে থেকে করা যেতো তবে সেটা মন্দ হতো না। তাহলে আমরা আমাদের উৎসাহি এবং দেশপ্রেমী হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী পেতাম খুব সহজেই। কিন্তু এখন এটা খুব সহজ হবে না। আমি আমাদের সমর্থকদের এজন্যে খুব বেশি দোষও দেই না। ফলাফল আশা করাতে তাদের অধিকার আছে, শুধু কথায় তারা মজবে না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি কি করতে চান?" মন্টেক্লেয়ার বললো। শ্রোতাদের দু'জনেই জানে রদিন ঠিকই বলছে। অন্যদের তুলনায় মন্টেক্লেয়ার আরো ভালো করেই জানে যে, আলজেরিয়াতে ব্যাংক লুট করা টাকার ফান্ড সংগঠন চালাতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর সেই সাথে ডানপন্থী শিল্পপতিদের অনুদান কমতে শুরু করেছে। কাসন জানে ফ্রান্সে আন্ডার গ্রাউন্ডের সাথে তার যোগাযোগ করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। তার নিরাপদ বাড়িগুলো পুলিশের তল্লাশীর শিকার হয়েছে। আর আরগুদের ধরা পড়ার পর থেকে অনেকেই তাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বাস্তিন থায়রির মৃত্যুদণ্ড এই প্রক্রিয়াকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। রদিনের দেয়া বক্তব্য ছিলো সত্য কিন্তু সেগুলো শোনা খুব একটা সুখকর ছিলো না। রদিন বলতে শুরু করলো, যেনো কোন ছেদ পড়েনি।

"আমরা এখন এমন একটি অবস্থানে এসে পৌঁছেছি যেখানে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ফ্রান্সকে মুক্ত করা এবং গ্র্যান্ড জোহরাকে শেষ ক'রে দেয়ার জন্য প্রচলিত কোন পন্থায়ই আর সম্ভব না। আমি দ্বিধান্বিত, ভদ্রমহোদয়গণ দেশপ্রেমী তরুণ যুবকদের দিয়ে পরিকল্পনা করলে দু'দিনের মধ্যেই ফরাসি গেস্টাপো বাহিনী তা জেনে যাবে। তাছাড়া, আমাদের সংগঠনের ভেতরে অনেক গুপ্তচর, অসৎ এবং পলায়নবাদী লোক আছে।

"সিক্রেট পুলিশ আমাদের আন্দোলন এবং সর্বোচ্চ কাউন্সিলের ভেতর অনুপ্রবেশ ক'রে ফেলেছে। কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দিন কয়েক পরই তারা আমাদের পরিকল্পনা, আমাদের উদ্দেশ্য, এবং কারা আমাদের লোকজন, সবই জেনে যায়, এটা স্বীকার করা সুখকর না হলেও এই অবস্থাকে আমাদের মেনে নিতেই হবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত , আমরা যদি এটা মেনে না নিই তবে আমরা বোকার স্বর্গেই বাস করছি।

"আমার অনুমান, একটাই পথ খোলা রয়েছে জোহরাকে হত্যা করার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য। পুরো নেটওয়ার্কের ভেতর লুকিয়ে থাকা দালাল, গুপ্তচরদের পাশ কাটিয়ে, সিক্রেট পুলিশকে হতভম্ব ক'রে এটা সম্ভব। যদি তারা আগে ভাগে কিছুটা জানেও তাতেও আমাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যাঘাত ঘটবে না।

মন্টেক্লেয়ার এবং কাসন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। শোবার ঘরে নেমে এলো মৃত্যুপুরীর নীরবতা। সেই নীরবতা ভাঙলো বৃষ্টি পড়ার শব্দে।

"আমি বিশ্বাস করি, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের কাছে একটাই বিকল্প, আর সেটা হলো এই কাজে একজন বহিরাগতকে নিয়োজিত করা।"

মন্টেক্লেয়ার এবং কাসন বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলো।

"কি ধরনের বহিরাগত?" কাসন লম্বা ক'রে কথাটা বললো।

"এই মানুষটার বেলায় যেটা প্রয়োজন, সেটা যেই হোক না কেন, তাকে হতে হবে একজন বিদেশী, রদিন বললো। " সে ওএএস কিংবা সিএনআর'র কোন সদস্য হবে না। ফ্রান্সের কোন পুলিশের কাছে সে পরিচিত হবে না। কোন পুলিশ ফাইলেও তার অস্তিত্ব থাকবে না। সব স্বৈরাচার সরকারের একটাই দুর্বলতা, সেটা হলো তারা খুব বেশী আমলাতান্ত্রিক এবং আমলা নির্ভর। ফাইলে যার অস্তিত্ব নেই, সে নেই। গুপ্তঘাতক হবে একজন অজানা অচেনা লোক, আর তাই তার অস্তিত্বও থাকবে অজানা। সে বিদেশী পাসপোর্টে ভ্রমণ করবে, কাজটা সেরে, উধাও হয়ে ফিরে যাবে নিজ দেশে। আর তখন ফ্রান্সের জনগণ দ্য গলের দেশদ্রোহী মৃতদেহটাকে ঝাড়ু দিয়ে নর্দমায় ফেলে দিতে থাকবে। লোকটার জন্য পালিয়ে যাওয়াটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার না, যেহেতু আমরা ক্ষমতা দখল ক'রে তাকে মুক্ত করতে পারবো। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ঢুকতে পারাটা, সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে এবং কাউকে টের না পাইয়ে। এটা এমন একটা ব্যাপার যা এই মুহূর্তে আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব না।"

তার শ্রোতাদের দু'জনেই নিশ্চুপ রইলো; মন্টেক্লেয়ার একটা হালকা শিষ বাজালো।

"একজন পেশাদার খুনি, একজন ভাড়াটে।"

"যথার্থ অর্থেই," রদিন জবাব দিলো। "এটা ভাবা একদম অযৌক্তিক হবে যে, একজন বহিরাগত এরকম একটি কাজ করবে শুধুমাত্র ভালোবাসার জন্যে অথবা দেশ প্রেম কিংবা এরকম কিছুর জন্যে। এধরনের কাজে যেরকম নার্ভ এবং দক্ষতা থাকার দরকার সে ধরনের কাউকে পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই একজন পেশাদার লোককে নিয়োজিত করতে হবে। আর এধরনের লোক শুধুমাত্র টাকার জন্যই কাজটা করবে।" মন্টেক্লেয়ারের দিকে ফিরে সে কথাটা বললো।

"কিন্তু আমরা কিভাবে এধরনের লোককে খুঁজে পাবো?" কাসন জিজ্ঞেস করলো।

রদিন তার হাতটা তুলে ধরলো।

"প্রথমেরটা প্রথমে আসাই ভালো, ভদ্রমহোদয়গণ। এব্যাপারে আমাদেরকে খুব বিস্তারিতভাবে, খুবই বিস্তারিতভাবে কাজ করতে হবে।

আমি প্রথমে যে জিনিসটা আগে জানতে চাই, সেটা হলো এই আইডিয়াটার সাথে আপনারা একমত কিনা।"

মন্টেক্লেয়ার এবং কাসন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রদিনের দিকে ফিরে মাথা নাড়লো।

"*বুয়োঁ*।" রদিন চেয়ারটা যতোটুকু পেছন দিকে হেলতে পারে ততোটুকু হেলে কথাটা বললো।

"তাহলে প্রথম ব্যাপারটির সাথে একমত হওয়া গেলো। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো নিরাপত্তার এবং এটা পুরো আইডিয়াটার মূল কথা। আমার মতে, আমাদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ কিংবা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে না দেখেই বলছি, পুরনো একটা প্রবাদ আছে, যতোবেশী লোক গোপনীয়তার ব্যাপারটা জানবে, ততোই গোপনীয়তার নিশ্চয়তা কমবে। এই আইডিয়ার মূল বিষয়টাই হচ্ছে গোপনীয়তা, একদম গোপনীয়তা। ফলে যতো কম লোক বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবে ততোই ভালো।

"এমনকি ওএএস'র ভেতরেই অনুপ্রবেশকারী রয়েছে যারা খুব সম্মানজনক অবস্থান অর্জন ক'রে ফেলেছে এবং তারা আমাদের পরিকল্পনাটা সিক্রেট পুলিশকে বলে দেবে। সেইসব মানুষদের ধরার সময় আমাদের আসবে কিন্তু এই মূহুর্তে তারা বিপজ্জনক। আমি কোন লোকের জীবন বিপন্ন করতে চাই না, তাই সিআরএ'র দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতিবিদদেরকে এটা জানাতে চাই না।"

"রেনে এবং আদ্রেঁ, আমি আপনাদেরকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, কারণ আপনাদের বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তা রক্ষার দৃঢ়তার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তাছাড়া আমার মাথায় যে পরিকল্পনাটি আছে তাতে ট্রেজারার এবং পে-মাস্টার হিসেবে রেনে আপনার সহযোগিতার দরকার আছে। আদ্রেঁ, আপনার সহযোগীতা দরকার, যাতে গুপ্তঘাতককে ফ্রান্সের ভেতরে সাহায্য-সহযোগীতা করা যায় তার জন্যে সবচাইতে বিশ্বস্ত কিছু লোক লাগবে। যখনই ডাক আসবে, তারা যেনো প্রস্তুত থাকে। যতোই প্রতিকূল অবস্থা থাকুক, এমন কিছু লোক আপনি ঠিকই যোগাড় করতে পারবেন।

"এই আইডিয়াটা আমাদের তিনজনের বেশি কেউ জানুক তার কোন কারণই আমি দেখছি না। সেজন্যে, আমি প্রস্তাব করছি আপনাদের কাছে যে, আমরা নিজেরা একটা কমিটি ক'রে সমস্ত দায়-দায়িত্ব, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, এবং সবধরনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারি।"

আরেকটা নীরবতা নেমে এলো সেখানে। মন্টেক্রেয়ার বললো, "তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমরা ওএএস'র পুরো কাউন্সিল এবং সিএনআর'র পুরোটার সাথে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবো। সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে রাখবো? তারা এটা পছন্দ করবে না।"

"প্রথমত, তারা এ সম্পর্কে জানতেই পারবে না।" রদিন বেশ শান্তভাবে জবাব দিলো, "আমরা যদি তাদের সবার কাছে আইডিয়াটা উপস্থাপন করি, তাহলে একটা প্লেনারি মিটিংয়ের প্রয়োজন হবে। শুধুমাত্র এজন্যেই এটা সবার নজরে চলে আসবে এবং বারবুজরা আমাদেরকে খুঁজে পেতে সচেষ্ট হবে। তারা জানতে চেষ্টা করবে প্লেনারি মিটিংটা কিসের জন্য ডাকা হয়েছে। ব্যাপারটা দু' একটি কাউন্সিলেই ফাঁস হয়ে যাবে। তাছাড়া এতে অনুমোদনের জন্য কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। সবাই প্রকারন্তরে পুরো ব্যাপারটাই জেনে যাবে। আপনারা জানেন, এইসব হারামি রাজনীতিবিদ আর কমিটির লোকজনগুলো কেমন হয়ে থাকে। তারা শুধু জানার জন্যই সব কিছু জানতে চাইবে। তারা কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু তাদের যে কারো

একজনের অবহেলা, গাফিলতি কিংবা মাতলামিতে পুরো পরিকল্পনাটিই ভেস্তে যেতে পারে।

"তাছাড়া সবাই জেনে যাবার পর, আমরা যদি ব্যর্থ হই, তাহলে ওএএস'র ভেতরে আমাদের আর কোন অবস্থান থাকবে না। আর যদি আমরা সফল হই তবে তো' আমরা ক্ষমতায় চলে যাবো, আর তখন কেউই আমাদেরকে না জানিয়ে কাজ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে যাবে না। মনে রাখতে হবে, আমাদের লক্ষ্য হলো স্বৈরাচারকে ধ্বংস করা। এটাই আমাদের মিশন। এখন বলুন, আপনারা কি আমার সাথে এই পরিকল্পনায় সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য রাজী আছেন?"

মন্টেক্লেয়ার আর কাসন আবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে রদিনের দিকে ফিরে মাথা নাড়লো। তিন মাস আগে আরগুদের ধরা পড়া ঘটনার পর এই প্রথম তার সাথে তাদের দেখা হলো। যখন আরগুদ চেয়ারে অধিষ্ঠিত ছিলো তখন রদিন চুপচাপ আড়ালেই ছিলো। এখন সে তার মতো ক'রে আন্ডার গ্রাউন্ডের প্রধান নেতা হয়ে উঠছে এবং সেটা আশান্বিতই মনে হয়।

রদিন তাদের দুজনের দিকে তাকালো, দুজনের নিঃশ্বাসই ধীর গতির আর তারা ঘামছিলো। "ভালো", সে বললো, "এখন আমাদের পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। একজন বহিরাগত খুনীকে দিয়ে কাজ করাবার আইডিয়াটা আমার মাথায় প্রথম আসলো যেদিন আমি রেডিওতে বেচারা বাস্তিন থায়রির হত্যার সংবাদটি শুনতে পেলাম। তখন থেকেই আমি এরকম একটা লোককে খুঁজতে শুরু করি। নিশ্চিতভাবেই এ ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন; তারা নিজেদের প্রচার ক'রে বেড়ায় না। মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে আমি খুঁজতে শুরু করি আর এখানে তার ফলাফল রয়েছে।"

সে তার ডেস্কের উপর রাখা তিনটা ম্যানিলা ফাইল হাতে তুলে নিলো। মন্টেক্লেয়ার এবং কাসন আবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো। তাদের ভুরু কপালে। নির্বাক রইলো তারা। রদিন শুরু করলো।

"আমার মনে হয় ডোসিয়ারগুলো যদি আপনারা পড়েন তাহলেই ভালো হবে, তারপর আমরা প্রথম পছন্দটি নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই তিনটি তালিকা আমার পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়েছি, তার মানে এটা না, যে প্রথমটাই গ্রহণ করতে হবে, অথবা সে-ই কাজটা পাবে। প্রতিটা ডোসিয়ারের একটা কপিই আছে এখানে, তাই আপনাদেরকে একে অন্যের সাথে বিনিময় ক'রে পড়তে হবে।" সে ম্যানিলা ফাইলটা খুলে তিনটা পাতলা ফাইল বের ক'রে একটা মন্টেক্লেয়ার এবং আরেকটা কাসনকে দিলো। তৃতীয়টা সে নিজের কাছে রেখে দিলো, কিন্তু সেটা পড়ার তাগিদ অনুভব করলো না। সবগুলো ফাইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কেই সে বেশ ভালোভাবে জ্ঞাত।

পড়ার মতো খুব বেশি জিনিস সেখানে ছিলো না। রদিনের দেয়া সংক্ষিপ্ত ডোসিয়ারগুলো মারাত্মক রকমেরই নিখুঁত। কাসন তার পড়া শেষ ক'রে রদিনের দিকে তাকালো মুখ বিকৃত ক'রে।

"এই?"

"এ ধরনের লোকেরা নিজেদের সম্পর্কে বিজ্ঞাপন ক'রে বেড়ায় না, তাই তাদের সম্পর্কে জানাটাও সহজলভ্য না," রদিন জবাব দিলো। "এটা দেখুন", তার হাতে থাকা ফাইলটা কাসনকে দিলো। কিছুক্ষণ পর মন্টেক্লেয়ারও তার পড়া শেষ ক'রে রদিনের হাতে ফাইলটা ফিরিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে শেষ ক'রে ফেলা ফাইলটা রদিন কাসনের কাছে দিয়ে দিলো। দুজনে আবার পড়ায় ডুবে গেলো। এবার মন্টেক্লেয়ার আগে পড়া শেষ করলো। সে রদিনের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো,

"তো'... আর পড়ার দরকার নেই, এরকম পঞ্চাশজন লোক আমরা খুব সহজেই পাবো। গুলিবাজ লোক এক পয়সায় দুজন পাওয়া যায়," কাসন তাকে থামিয়ে দিলো।

"দাড়ান, আগে এটা দেখে নিন।" সে শেষ পাতায় টোকা দিয়ে শেষের তিনটি প্যারাগ্রাফের দিকে ইঙ্গিত করলো। ওটা পড়ার পর রদিনের দিকে তাকালো মন্টেক্লেয়ার। ওএএস প্রধান তার নিজের কোন পছন্দের উল্লেখ করেনি কাগজ গুলোতে। কাসনের পড়া শেষ হলে সেটা সে মন্টেক্লেয়ারকে দিলো। কাসনকে সে তিন নাম্বার ফাইলটা দিলো। চার মিনিটের মধ্যে দুজনেই তাদের পড়া শেষ করলো। রদিন পড়া শেষ হবার পর ফাইলগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে ডেস্কে রেখে দিলো। সে তাদের দুজনের মুখোমুখি বসার জন্য একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লো।

"আমি তো আপনাদের বলেছি, এই বাজারটা খুব ছোট। হয়তো এধরনের কাজ করার জন্য আরো অনেক লোক আছে, কিন্তু পুলিশ ফাইলে নাম ওঠে নাই এমন লোক পাওয়া খুব কঠিন। আর সম্ভবত সেরা লোকগুলো ফাইলে একদমই থাকে না। আপনারা তিনজনের সবাইকেই দেখেছেন। জার্মানটা, দক্ষিণ আফ্রিকানটা এবং ইংরেজটা, তাদের মধ্যে আমাদের একজনকে বেছে নিতে হবে। তো' আসুন আমরা আমাদের পছন্দের কথা বলি, আদ্রেঁ?"

আদ্রেঁ কাসন কাঁধ ঝাঁকালো। "আমার কাছে এ ব্যাপারে আর কোন বির্তক নেই। ইংরেজ লোকটির যে রেকর্ড, তা' যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে সে সবার থেকে অনেক এগিয়ে আছে।"

"রেনে?"

"আমিও একমত। জার্মানটা এধরনের কাজের জন্য এখন একটু বেশীই বুড়ো হয়ে গেছে। ইসরাইলী এজেন্টদের হাত থেকে কিছু নাজিদের বাঁচানোর কাজ ছাড়া সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কিছু করেনি। তাছাড়া ইহুদীদের প্রতি তার বিদ্বেষ মনে হয় ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর সেজন্য পুরোপুরি পেশাদার তাকে বলা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকানটা হয়তো নিগ্রো রাজনীতিক, যেমন লুবুম্বাদের কচু কাটা করেছে, কিন্তু তার জন্যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে খুন করাতো দূরের ব্যাপার, তার দিকে বুলেট ছোড়াও বোধ হয় অকল্পনীয়। তাছাড়া ইংরেজটা অনর্গল ফরাসি বলতে পারে।

রদিন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। "আমারও মনে হয়েছিলো এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না। এমন কি ডোসিয়ারগুলো পুরোপুরি শেষ করার আগেই আমার

কাছে মনে হয়েছিলো অন্যদের চেয়ে সে অনেক দূর এগিয়ে আছে। পছন্দ করাতে কোন সমস্যাই হবে না।"

"এই এ্যাংলো-স্যাক্সনের ব্যাপারে আপনি কি একদম নিশ্চিত?" কাসন জিজ্ঞেস করলো। "সেকি এ ধরনের কাজ সত্যি করেছে?"

"আমি নিজেও খুব অবাক হয়েছি," বললো রদিন। তাই ওর ব্যাপারে আমি আরো বেশি সময় ব্যয় করেছি। সত্যি বলতে কি, তার মতো আর কেউ নেই। যদি কেউ থেকে থাকে তবে সেটা একটা খারাপ লক্ষণ। গুজব ছাড়া তার সর্ম্পকে আর কোন অভিযোগ নেই। সরকারীভাবে, তার কাগজ এখনও সাদাই আছে। যদি বৃটিশরাও তাকে তালিকাভূক্ত ক'রে থাকে, তবে তারা তার বিরুদ্ধে একটা প্রশ্ন তোলা ছাড়া আর কিছুই করবে না। তার বিরুদ্ধে একমাত্র যে অভিযোগটি থাকতে পারে সেটা হলো অবৈধভাবে অন্য দেশে প্রবেশের চেষ্টা, আর আমরা জানি এটা তেমন গুরুতর অপরাধ নয়।

"এটার জন্যে তারা ইন্টারপোলের দ্বারস্থও হবে না। আর এসডিইসিই'র কাছে বৃটিশদের তার সম্পর্কে কোন কিছু জানানো কিংবা জানতে চাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। আপনারা জানেন এরা একে অপরকে কতোটুকু ঘৃণা করে। গত জানুয়ারিতে বিদলত্ যখন লন্ডনে অবস্থানে করছিলো তখন তারা এব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ ছিলো। এ ধরনের কাজের জন্য একটা বাদে সব ধরনের সুবিধাই আছে-"

"সেটা কি?" মন্টেক্লেয়ার খুব দ্রুত জিজ্ঞেস করলো।

"খুব সোজা। তাকে সস্তায় পাওয়া যাবে না। তার মতো একজন লোক খুব বেশী টাকা চাইতে পারে। তহবিলের অবস্থা কেমন, রেনে?"

মন্টেক্লেয়ার কাঁধ ঝাঁকালো। "খুব ভালো না। খরচপাতি একটু বেশী বেড়ে গেছে। আরগুদ ধরা পড়ার পর সিএনআর'র সব নেতা আত্মগোপনে চলে গেছে, তাদেরকে সস্তা হোটেলে উঠতে হয়েছে, আয়েশি জীবন ত্যাগ করতে হয়েছে। অন্যদিকে, টাকা পয়সার ইনকাম শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তবে আপনি যেমনটা বলেছেন, একটা পদক্ষেপ নিতেই হবে, নয়তো আমরা তহবিল সংকটে নিঃশেষ হয়ে যাবো। এ ধরনের জিনিস কেউ ভালোবাসা আর চুমু দিয়ে চালাতে পারে না।"

রদিন মুখ বেঁকিয়ে মাথা নাড়লো। "আমিও সেরকমই ভাবি। আমাদেরকে কোন না কোন জায়গা থেকে কিছু টাকা পয়সা যোগাড় করতে হবে।"

"তার মানে," কাসন খুব নরম গলায় বললো, "পরবর্তী কাজ হলো ইংরেজ লোকটার সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাকে জিজ্ঞেস করা এই কাজটা করতে সে কি পরিমাণ টাকা চায়।"

"হ্যাঁ, তো' আমরা সবাই তাহলে এ ব্যাপারে একমত?" রদিন দুজনের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো। দুজনেই মাথা নাড়লো। রদিন তার হাত ঘড়ির দিকে তাকালো। "একটা বেজে গেছে এখন। লন্ডনে আমার এক এজেন্ট আছে। আমার এখনই তাকে ফোন করা দরকার, যাতে সে ঐ লোকটার সাথে যোগাযোগ ক'রে তাকে

এখানে আসতে বলে। সে যদি আজকেই ভিয়েনার উদ্দেশ্যে প্লেন ধরে তবে ডিনারের পরই আমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবো। অন্যদিকে, আমরা জানতে পারবো আমার এজেন্ট কখন ফিরতি ফোন করবে। আমি আপনাদের থাকার জন্য নীচের করিডোর সংলগ্ন রুম বুকিং দেয়ার কথা বলেছি। আমার মনে হয় আলাদাভাবে থাকার চেয়ে একসাথে থাকলেই ভিক্টরের জন্য আমাদেরকে রক্ষা করাটা বেশী নিরাপদ হবে। তাতে কোন রকম আত্মরক্ষারও দরকার হবে না। আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন।"

"আপনি খুব নিশ্চিত ছিলেন, তাই না?" কাসন জিজ্ঞেস করলো। তার আচরণে অসন্তুষ্টভাব প্রকাশ পেলো।

রদিন কাঁধ ঝাঁকালো। "এই তথ্য যোগার করাটা ছিলো দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার ব্যাপার। এখন থেকে যতো কম সময় নষ্ট হয় ততোই মঙ্গল। যদি আমাদেরকে সামনে এগোতে হয় তবে একটু দ্রুতই করতে হবে।" সে উঠে দাঁড়ালে বাকি দু'জনও উঠে দাঁড়ালো। রদিন ভিক্টরকে ডেকে নিচে গিয়ে রুম নাম্বার ৬৫ ও ৬৬র চাবি নিয়ে আসতে বললো। তারা যখন চাবি আনার জন্য অপেক্ষা করছে তখন সে মন্টেক্লেয়ার ও কাসনকে বললো, "আমাকে প্রধান পোস্ট অফিস থেকে ফোন করতে হবে। আমি ভিক্টরকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। যখন আমি বাইরে যাবো আপনারা কি ঘরের ভেতর থেকে তালাবদ্ধ ক'রে থাকবেন? আমার সিগনাল হবে দরজায় তিনটা টোকা তারপর একটু বিরতি দিয়ে পরপর দুটো টোকা।"

এই চিহ্নটি ছিলো সবার পরিচিত, তিন যোগ দুই, 'আলজেরিয়া ফ্রান্সেই' শব্দটির একটা ছন্দ বোঝায় যা প্যারিসের মোটর চালকরা গত বছর গল সরকারের নীতির প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করেছিলো এভাবে।

"ভালো কথা," রদিন আবার বললো, "আপনাদের কারোর কাছে কি একটা বন্দুক আছে?"

তারা দু'জনেই মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। রদিন একটা নতুন এমএবি নাইন মিলিমিটার নিয়ে এলো। এই জিনিসটা সে তার নিজের ব্যবহারের জন্য রাখে। ম্যাগাজিনটা চেক ক'রে নিয়ে সেটা ভরে শার্টার টেনে নিয়ে মন্টেক্লেয়ারের দিকে বাড়িয়ে দিলো। "আপনি এটা চালাতে জানেন?"

মন্টেক্লেয়ার সায় দিলো। "খুব ভালো করেই", জিনিসটা হাতে নিয়ে সে বললো।

ভিক্টর ফিরে এসে দু'জনকে নিয়ে তাদের ঘরে চলে গেলো।

যখন সে ফিরে আসলো, রদিন তখন তার ওভারকোর্টের বোতাম লাগাচ্ছিলো।

"কোরপোরাল, আসো, আমাদেরকে কাজে নেমে যেতে হবে।"

লন্ডন থেকে ভিয়েনাগামী বিমানটা সেই সন্ধ্যায় সোয়াখাত বিমান বন্দরে যখন নামলো তখন সন্ধ্যার আলো আরো গাঢ় হয়ে রাত্রির মতো হয়ে গিয়েছিলো। প্লেনের একেবারে শেষ মাথায় একজন সোনালী চুলের ইংরেজ তার সিটে হেলান দিয়ে ব'সে জানালা দিয়ে বাইরের আলো দেখছিলো। বিমান ওঠানামা, প্রভৃতি তার কাছে খুব নিয়ম

শৃঙ্খলার ব্যাপার ব'লে মনে হয়, আর কাজগুলো ঘটে থাকে খুবই যথার্থভাবে, একেবারে নিখুঁতভাবে আর তার নিজের কাছে নিখুঁত ব্যাপারটা খুব ভালো লাগে।

তার পাশে বসা পিকাডেলির ফ্রেঞ্চ টুরিস্ট অফিসের এক তরুণ ফরাসি তার দিকে নার্ভাস হয়ে তাকাচ্ছিলো। লাঞ্চের সময় আসা একটা টেলিফোন কলের পর থেকেই সে নার্ভাস। এক বছর আগে, প্যারিস ছাড়ার সময় তাকে ওএএস ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিলো। তখন থেকে তাকে শুধুমাত্র লন্ডনে ডেস্কে বসেই কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। একটা চিঠি কিংবা একটা ফোন, তার নিজের নামেই আসতো, কিন্তু শুরু হতো "প্রিয় পিয়েরে ..." এর বেশি কিছুই করা হয় নাই তার, শুধু আজকের ১৫ই জুন দিনটা বাদে।

ফোনটা প্রথম যখন এলো, একটা কণ্ঠ তাকে বললো, "প্রিয় পিয়েরে।" নিজের ছদ্ম নামটা মনে করতে তার কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিলো। লাঞ্চ করার পর তার মাথা ধরার রোগ থাকলেও তাকে চলে যেতে হয়েছিলো দক্ষিণ অড্লে স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে, ইংরেজ লোকটাকে একটা বার্তা দিয়ে আসতে।

পরে যখন তাকে বলা হলো তিন ঘন্টার মধ্যে তাকেও ভিয়েনার উদ্দেশ্য উড়াল দিতে হবে, সে অবাক হয়নি। কাপড়-চোপর গুছিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঐ লোকটার সাথে হিথরো বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। হিথরোতে নেমে সে যখন স্বীকার করলো যে, আসার সময় শুধু পাসপোর্ট এবং চেকবুকটাই সাথে ক'রে নিয়ে এসেছে তখন ইংরেজ লোকটা খুব শান্তভাবেই এক বান্ডিল নোট বের ক'রে তাকে দিলো, যা দিয়ে খুব সহজেই দুটো রিটার্ন টিকেট কেনা যায়।

তখন থেকে তাদের মধ্যে আর একটা বাক্যও বিনিময় হয়নি। ইংরেজ লোকটা তাকে এও জিজ্ঞেস করেনি ভিয়েনার কোথায় তারা যাচ্ছে অথবা কার সাথে তারা দেখা করতে যাচ্ছে। তার দায়িত্ব ছিলো কেবল লন্ডন বিমান বন্দরে পৌছে তাদের আসার সংবাদটা নিশ্চিত করার জন্য একটা ফিরতি টেলিফোন করা। এসবের জন্যই সে দারুণ নার্ভাস হয়ে গেছে, আর শান্তশিষ্ট ইংরেজ লোকটা, যে তার পাশে বসে আছে, সে সাহায্য তো দূরের কথা বরং পরিস্থিতিটা আরো খারাপ ক'রে দিয়েছে। প্রধান হলের ইনফরমেশন ডেস্কে বসা সুন্দরী অস্ট্রিয়ান মেয়েটিকে সে তার নাম বললে মেয়েটি তার পেছনে রাখা কবুতরের-খোপ থেকে একটা ছোট্ট মেসেজ তাকে দিলো। সেটাতে বলা আছে, "৬১. ৪৪. ০৩ এ রিং ক'রে শুল্জকে চাও।" সে ঘুরে প্রধান হলের পাশে রাখা পাবলিক ফোন বুথের দিকে যেতেই ইংরেজ লোকটা তার কাঁধে হাত রেখে চাপ দিলো। লোকটার দিকে ফিরে তাকাতেই সে ইঙ্গিত করলো বুথে লেখা 'ওয়েসেল' লেখাটির দিকে "তোমার কিছু কয়েন লাগবে," সে চোস্ত ফরাসিতে বললো " অস্ট্রিয়ানরা এতোটা উদার নয় যে, বিনা পয়সায় ফোন করতে দেবে।"

ফরাসি লোকটা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। সে টাকাগুলো নিয়ে মানি-চেঞ্জ কাউন্টারের দিকে গেলো। ইংরেজ লোকটা একটা চেয়ারে বসে কিং-সাইজ ফিল্টার ধরালো। কয়েক মিনিট পর ফরাসিটা কতোগুলো অস্ট্রিয়ান ব্যাংক নোট আর হাত

ভর্তি কয়েন নিয়ে ফিরে এলো। তারপর, সে টেলিফোন বুথের কাছে গিয়ে একটা খালি বুথে ঢুকে ডায়াল করলো। অন্য প্রান্তে হের শুলৎজ তাকে কতোগুলো নির্দেশনা দিলো। ফোনটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার ছিলো।

তরুণ ফরাসিটা ইংরেজটার কাছে এলে ইংরেজটা তার দিকে তাকালো।

"*ওঁ এ ভা?*" সে জিজ্ঞেস করলো।

"*ওঁ এ ভা!*" ব'লে ফরাসি লোকটা যাবার সময় মেসেজটা দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে ফেলে দিলো। ইংরেজটা সেটা তুলে নিয়ে খুলে দেখলো, তারপর কাগজটা লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। মুহূর্তেই সেটা জ্বলে কালো হয়ে গেলে সেই কালো-পোড়া জিনিসটাকে তার দামী বুটের তলায় পিষে ফেললো। তারা বিল্ডিংটা থেকে নিঃশব্দে বেড়িয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো।

শহরের কেন্দ্রস্থলটি লাইটের আলোয় ঝলমল করছিলো, আর গাড়িতে রাস্তা গিজ গিজ করছে, তাই চল্লিশ মিনিটের আগে পেনশন ক্লিস্টে পৌছা সম্ভব ছিলো না।

"এখান থেকে আমাদের আলাদা হতে হবে। আমাকে বলা হয়েছিলো আপনাকে এখানে আনার, কিন্তু ট্যাক্সি নিতে বলা হয়েছিলো অন্য জায়গার। আপনি সোজা চৌষট্টি নাম্বার রুমে চলে যান। তারা আপনার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে।"

ইংরেজ লোকটা মাথা নেড়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলো। ড্রাইভার ফরাসি লোকটার দিকে তাকালে সে বললো, "গাড়ি চালাও।" রাস্তা থেকে ট্যাক্সিটা উধাও হয়ে গেলো। রাস্তার পাশে নাম্বার লেখা প্লেটগুলো দেখে দেখে ইংরেজ লোকটা তার গন্তব্যের ঠিকানা পেয়ে গেলো। আধা খাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

হোটেলের ক্লার্ক পেছন ফিরে কাজ ক'রে যাচ্ছিলো, কিন্তু দরজাটা খোলাই ছিলো। ডেস্কের দিকে না গিয়ে সে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপড়ে চলে গেলো। ক্লার্ক তার দিকে ফিরে কি চাই জিজ্ঞেস করলে সে উঠতে উঠতে বললো, "*গুতেন এবেন্দ,*" কথাটা সে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেছিলো।

"*গুতেন এবেন্দ, মেইন হের,*" ক্লার্ক তার কথার প্রতিত্তুরে বললো, কিন্তু কথাটা বলা শেষ করার আগেই ইংরেজ লোকটা চলে গিয়েছিলো। পেছন পেছনে ক্লার্ক উপড়ে চলে এলো। ইংরেজ লোকটা এবার প্রস্তুত ছিলো। ক্লার্ক কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বললো, "চৌষট্টি নাম্বার রুমে নিয়ে যান আমায়, প্লিজ।" ক্লার্ক তার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো কয়েক সেকেন্ড, তারপর সুইচবোর্ড থেকে একটা ফোন নিয়ে ডায়াল ক'রে ইংরেজ লোকটার হাতে দিলো।

"যদি গরিলাটা ঘর থেকে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে না বেড়োয়, তবে আমি লন্ডনে ফিরে যাবো।" সোনালী চুলের লোকটা এ কথা ব'লেই ফোনটা রেখে দিয়ে সে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো। উপড়ে উঠে সে দেখলো চৌষট্টি নাম্বার ঘরের দরজাটা খোলা আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল রদিন। সে করিডোরের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ডাকলো, "ভিক্টর।" দৈত্যটা চোরা কুঠুরি থেকে বেড়িয়ে এসে তাদের দিকে চেয়ে রইলো। রদিন বললো, "ঠিক আছে। তার আসার কথা ছিলো।" কাওয়ালস্কি চোখ টিপলো।

রদিন ইংরেজ লোকটাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। ঘরটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেনো সেটা কোন রিক্রুটিং অফিস। একটা ডেস্ক টেবিলের ওপাশে হাতাওয়ালা চেয়ার আছে, ডেস্কের পাশে আছে আরো দু' তিনটি। মন্টেক্রেয়ার আর কাসন সেখানে বসা। তাদের চোখ অতিথিকে কৌতূহল ভরে দেখছে। ডেস্কের সামনে কোন চেয়ার নেই। ইংরেজ লোকটা চারপাশ তাকিয়ে দেখে নিয়ে ঘরে থাকা চেয়ারগুলো মধ্যে একটাতে বসে পড়লো। বসার সময় সেটাকে ডেস্কের সামনে টেনে নিলো।

এরই মধ্যে রদিন ভিক্টরকে কিছু নির্দেশ দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। ইংরেজ লোকটা আরামে বসে থেকে কাসন আর মন্টেক্রেয়ারের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। রদিন ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে বসলো।

লন্ডন থেকে আসা লোকটার দিকে সে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে দেখে নিলো। সে যা দেখলো তা তাকে হতাশ করলো না। মানুষের ব্যাপারে সে খুবই দক্ষ। লোকটা উচ্চতায় ছ'ফুটের বেশী, বয়স সম্ভবত ত্রিশের কোঠায়। দেহ হালকা পাতলা কিন্তু এ্যাথলেটদের মতোই সুগঠিত। তাকে দেখে ফিটই মনে হচ্ছে। রোদে পোড়া মুখটা সাধারণই, কিন্তু বৈশিষ্টপূর্ণ। আর হাত দুটো চেয়ারের হাতলে ফেলে রেখেছে অনায়াসেই। রদিনের চোখে, সে এমন একজন মানুষ যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। কিন্তু চোখ দুটো তাকে ভাবিয়ে তুললো। সে দেখেছে দূর্বলের চোখ হয় নরম-পানসে, ঘন ঘন পাতা ফেলা চোখ হয় সাইকোপ্যাথদের, আর সর্তক দৃষ্টি হয় সৈনিকদের। ইংরেজ ভদ্রলোকটির চোখ সহজ-সরল। ব্যতিক্রম চোখের মনিগুলো। সেগুলো ফুটকিযুক্ত, ধূসর। দেখলে মনে হয় শীতের সকালের ধোঁয়াটে কুয়াশার মতো। রদিনকে এটা অনুধাবন করতে কয়েক সেকেন্ড লেগেছিলো যে, সেই চোখে কোন অভিব্যক্তি নেই। সেই ধোঁয়াটে পর্দার পেছনে যা-ই ভাবনা আসুক না কেন, সেটা প্রকাশিত হয় না। রদিন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আর সব মানুষের মতোই, যারা সৃষ্ট হয়েছে নিয়ম আর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, এই লোকটা সেরকম নয়, তাই সে অননুমেয় আর সে জন্যেই অনিয়ন্ত্রিতও নয়।

"আমরা জানি তুমি কে," রদিন আচম্‌কাই শুরু করলো। "আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি কর্নেল রদিন–"

"আমি জানি," ইংরেজটা বললো, "আপনি ওএএস'র অপারেশন চিফ। আপনি মেজর রেনে মন্টেক্রেয়ার, কোষাধ্যাক্ষ, আর আপনি মঁসিয়ে আঁদ্রে কাসন, মেট্রোপোলের আন্ডার-গ্রাউন্ড প্রধান।" যার সম্পর্কে যখন বলছিলো তখন তার দিকে তাকিয়েই বলছিলো। সে একটা সিগারেট ধরালো।

"মনে হয় তুমি ইতিমধ্যেই অনেক জেনে গেছো," ইংরেজটা যখন লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিলো তখন কাসন কথার মাঝখানে বললো। ইংরেজ লোকটা পেছনে হেলান দিয়ে সিগারেটের প্রথম ধোঁয়া ছাড়লো।

."ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আমরা আরেকটু খোলামেলা হই। আমি জানি আপনারা কে, আর আপনারা জানেন আমি কে। আমাদের উভয়ের পেশাই একটু অন্যরকম।

আপনারা যেখানে ধরা পরার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন আমি কোন রকম নজরদারি ছাড়াই যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারছি। আমি কাজ করি টাকার জন্য, আপনারা আদর্শের জন্য। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কারণেই আমরা সবাই আমাদের কাজের প্রতি খুবই পেশাদার। সেজন্যেই আমাদের মধ্যে লুকোছাপার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। যে মানুষটার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন সেটা তার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত থাকবে, তা' অসম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার সম্পর্কে কার আগ্রহটা সবচাইতে বেশি। হতে পারতো কেউ আমার প্রতি প্রতিশোধ নিতে চাইছে অথবা আমাকে কোন কাজ দিতে চাচ্ছে। ব্যাপারটা আমার জন্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। যখনই আমি জানতে পারলাম আমার সম্পর্কে আগ্রহী সংগঠনটির পরিচয়, তখন আপনি এবং আপনার সংগঠন সম্পর্কে জানার জন্যে দুদিনের বৃটিশ মিউজিয়ামের ফরাসি সংবাদ পত্রের ফাইলই যথেষ্ট ছিলো। সুতরাং আজকের বিকেলে আপনার সংবাদবাহক ছেলেটার আগমন আমার কাছে কোন অবাক করার ব্যাপার ছিলো না। *বন*। আমি জানি আপনারা কে, আর কোন সংগঠনকে আপনারা প্রতিনিধিত্ব করেন। আমি যা জানতে চাই সেটা হলো আপনারা কি চান।"

সেখানে কয়েক মিনিট নীরবতা নেমে এলো। কাসন আর মন্টেক্লেয়ার নির্দেশনার জন্য রদিনের দিকে তাকালো। প্যারাট্রুপ কর্নেল আর গুপ্তঘাতকটি একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। রদিন খুনী আর সহিংস ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভালোই জানতো আর এও জানতো সামনে বসা লোকটা কি জানতে চায়। তখন থেকে মন্টেক্লেয়ার আর কাসন আসবাবপত্রের অংশ হয়ে গেলো।

"যেহেতু তুমি আমাদের সম্পর্কে পাওয়া সব তথ্য প'ড়ে ফেলেছো তাই আমি তোমাকে আমাদের সংগঠন আর তার তৎপরতা, যা তুমি যথার্থভাবেই চিহ্নিত করেছো আদর্শ ব'লে, সেটা বিস্তারিতভাবে ব'লে তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না। আমরা বিশ্বাস করি ফ্রান্স এখন শাসিত হচ্ছে একজন স্বৈরাচারের দ্বারা, যে আমাদের দেশকে নষ্ট করছে আর তার মান-সম্মানকে ধূলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি তার শাসনের অবসান আর ফরাসিদের কাছে ফ্রান্সের হৃতগৌরব ফিরে আসতে পারে কেবল তার মৃত্যু হলেই। তাকে শেষ ক'রে দেবার আমাদের সমর্থকদের ছয়টা প্রচেষ্টার মধ্যে তিনটা প্রাথমিক অবস্থায়ই জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো, একটা ঘটনার আগের দিন বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলো, আর দুটো প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত নেয়া হলেও ব্যর্থ হয়েছিলো।

"আমরা এখন বিবেচনা করছি, শুধুমাত্র একজন পেশাদার লোককে এ কাজে নিয়োজিত করতে। আমরা কোনভাবেই আমাদের টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছুক নই। প্রথম যে জিনিসটা আমরা জানতে চাইবো, সেটা হলো, এটা সম্ভব কি না।"

রদিন তার কার্ডটা খুব বিচক্ষণতার সাথে খেললো। শেষ বাক্যটি, যার উত্তর সে ধূসর চোখের একটুকরো অভিব্যক্তিতে ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে।

"পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে কিনা একজন গুপ্তঘাতকের বুলেটের সামনে অজেয়," ইংরেজ লোকটা বললো। "দ্য গলের জনসমক্ষে উপস্থিতির হার খুব বেশি। অবশ্যই তাঁকে হত্যা করা সম্ভব। কিন্তু ব্যাপার হলো, পালাবার সুযোগ তেমন বেশি নেই। একজন গোঁড়া লোক নিজের জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত থাকে।" সে আরো বললো একটু খোঁচা মেরে, "আপনাদের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও এরকম লোক তৈরি করতে পারেন নি। পন্টে-দ্য-সাইন এবং পেতিত-ক্লার্মাত-এর প্রচেষ্টা দুটো ব্যর্থ হয়েছে, কেননা কেউই নিজেদের জীবন বাজি রেখে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পারেনি।"

"এখনও অনেক দেশপ্রেমিক ফরাসি প্রস্তুত আছে", কাসন রেগে গিয়ে বলা শুরু করতেই রদিন তাকে ইশারা ক'রে থামিয়ে দিলো। ইংরেজ লোকটা এমনকি তার দিকে তাকিয়েও দেখলো না।

"আর পেশাদারের ব্যাপারটা?"– রদিন মনে করিয়ে দিলো।

"একজন পেশাদার অতিউৎসাহে কাজটা করবে না, আর সে জন্যে অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকবে এবং ভুল করবে কম। আদর্শবাদী না হবার জন্যে সে কোন দ্বিতীয় চিন্তা করবে না, শেষ মিনিটে এসে বিস্ফোরণে কেউ আহত বা হতাহত হলো কিনা। অথবা যে পন্থাই হোক না কেন, পেশাদার হওয়ার জন্যে সে শেষ মূহুর্তের ঝুঁকিও হিসেব করবে। সুতরাং তার সফলতার সম্ভাবনা অন্য কারোর চেয়ে বেশী থাকবে। তাছাড়া সে কোন চূড়ান্ত পরিকল্পনা না ক'রে অপারেশনে নামবে না। তার কাছে শুধু মিশনটাই শেষ করার ব্যাপার থাকবে না, বরং অক্ষত অবস্থায় পালানোর ব্যাপারও থাকবে।"

"তুমি কি এরকম কোন পরিকল্পনার ধারণা করতে পারো যাতে গ্র্যান্ড জোহ্‌রাকে কোন পেশাদার হত্যা ক'রে পালাতে পারবে?"

ইংরেজ লোকটা খুব শান্তভাবে ধোঁয়া ছেড়ে কয়েক মিনিট জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলো। "মূলত, হ্যাঁ," কথাটা সে টেনে বললো। "মূলত, এটা সবসময়ই সম্ভব, যথেষ্ট সময় ও পরিকল্পনা ক'রে করলে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুবই কঠিন। অন্য অনেক টার্গেটের চেয়ে বেশী কঠিন।"

"কেন অন্য অনেকের চেয়ে বেশী কঠিন?" মন্টেক্লেয়ার জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ দ্য গল আগেই সর্তক হয়ে গেছেন – শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রচেষ্টার ব্যাপারেই নয় বরং সাধারণ অভিপ্রায়ের ব্যাপারেও। সব বড়-সড় ব্যক্তিদেরই দেহরক্ষী ও নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে, কিন্তু কয়েক বছর যদি তাদের জীবনের উপর আক্রমণ না ঘটে, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর তল্লাশীর ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়ে ওঠে। নিয়মিত তল্লাশীগুলো হয়ে যায় যান্ত্রিক আর সর্তকতার মাত্রাও কমে যায়। একটা গুলী যা টার্গেটকে শেষ ক'রে দিতে পারে, সেটা হয়ে যায় পুরেপুরি অপ্রত্যাশিত, আর সেজন্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন ছদ্মবেশে সেই গুপ্তঘাতক পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন ঢিলে-ঢালা রুটিন চেক নেই, সর্তকতার ক্ষেত্রেও নেই দুর্বলতা। যদি বুলেটটা টার্গেটকে হিট করে, তবে সেখানে অনেকেই থাকবে যারা ভীত হবে না,

বরং গুপ্তঘাতকের পেছনে লাগবে। এটা করা যাবে, কিন্তু এটা হবে পৃথিবীর অন্যতম কঠিন কাজ, বিশেষ ক'রে এই মুহূর্তে। আপনারা জানেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের প্রচেষ্টাগুলো শুধুমাত্র ব্যর্থই হয়নি বরং তা' সবার কাছে আপনাদেরকে হেয় করেছে।"

"এজন্যেই আমরা একজন পেশাদার লোককে দিয়ে এই কাজটা করাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে –" রদিন আবার বলতে শুরু করলো।

"আপনাদেরকে একজন পেশাদার লোকই নিযুক্ত করতে হবে," ইংরেজ লোকটা শান্তভাবে কথাটা বললো।

"কেন এতো অনুনয়-বিনয়? আমাদের মধ্যে অনেক লোকই আছে যারা এই কাজটা করবে দেশপ্রেমের জন্য।"

"হ্যাঁ, আপনাদের এখনও ওয়াতিন আর ক্রুচেট আছে।" ইংরেজটা জবাব দিলো। "আর সন্দেহাতীতভাবেই আরো অনেক দিগুয়েল্দা এবং বাস্তিন থায়রি আছে। কিন্তু আপনারা তিন জন আমাকে এখানে রাজনৈতিক হত্যার ব্যাপারে নিছক কোন আলোচনার জন্য ডেকে আনেননি, না আপনাদের কোন ট্রিগার ম্যানের অভাব হয়েছে। আপনারা আমাকে ডেকে এনেছেন কারণ, দেরিতে হলেও আপনারা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আপনাদের সংগঠনের ভেতরে ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনের এতো বেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে যে, যা-ই সিদ্ধান্ত নেয়া হোক না কেন, তা আর বেশীক্ষণ গোপন থাকে না। তাছাড়া, আপনাদের সবার চেহারা ফ্রান্সের প্রতিটি পুলিশের স্মৃতিতেই রয়েছে। এজন্যেই আপনাদের প্রয়োজন একজন বহিরাগতের। আর আপনাদের ধারণাই ঠিক। যদি কাজটা করতেই হয় তবে সেটা একজন বহিরাগতকেই করতে হবে। যে প্রশ্নটি এখন আছে, সেটা হলো – কে বা কারা করবে , আর সেটা কতোর বিনিময়ে।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মতে, আপনারা যথেষ্ট সময় পেয়েছেন তহবিল সম্পর্কে খোঁজ নিতে, তাই নয় কি?"

রদিন পাশে বসা মন্টেক্লেয়ারের দিকে তাকিয়ে ভুরু তুললো। মন্টেক্লেয়ার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। কাসনও অনুরূপ করলো। ইংরেজ লোকটা এসবে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তুমি কি গলকে হত্যা করবে?" শেষে রদিন জিজ্ঞেস করলো।

কণ্ঠটা ছিলো শান্ত, কিন্তু প্রশ্নটা পুরো ঘরটাকে আলোড়িত করেছিলো। ইংরেজ লোকটার দৃষ্টি তার দিকে ফিরে এলো আর তার চোখ দুটো ছিলো বরাবরের মতোই অভিব্যক্তিশূন্য।

"হ্যাঁ, কিন্তু সেটার জন্যে অনেক টাকা লাগবে।"

"কতো?" মন্টেক্লেয়ার জিজ্ঞেস করলো।

"আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন এটা একটা এক জীবনের কাজ। যে লোক একাজটা করবে সে আর কখনও কোন কাজ করবে না। ধরা না পড়া কিংবা ঘটনাটি প্রকাশ না হবার সম্ভাবনা খুবই কম। যে এই কাজটা করবে তাকে শুধু ভালোভাবে বেঁচে

থাকার জন্যই কিছু করতে হবে তা' নয়, বরং গল পন্থীদের প্রতিশোধ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে হবে –"

"আমরা যখন ফ্রান্সকে পাবো," কাসন বললো, "সেখানে টাকা-পয়সার কোন স্বল্পতা থাকবে না–"

"নগদে", ইংরেজটা বললো। "অর্ধেক অগ্রীম, বাকীটা কাজ শেষে।"

"কতো?" রদিন জিজ্ঞেস করলো।

"আধ মিলিয়ন।"

রদিন মন্টেক্লেয়ারের দিকে তাকালো, সে মুখ বিকৃত ক'রে রেখেছে। "এটাতো অনেক টাকা, আধ মিলিয়ন নতুন ফ্রাঁ–"

"ডলারে," ইংরেজ লোকটা বললো।

"আধমিলিয়ন ডলার?" আসন থেকে উঠে মন্টেক্লেয়ার চিৎকার ক'রে বললো।

" তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?"

"না," শান্তভাবে ইংরেজটা বললো, "আমি সেরা, আর সেজন্যেই খুব ব্যয়বহুল।

"আমরা এর চেয়ে অনেক সস্তায় লোক পাবো," তীর্যকভাবে কাসন বললো।

"হ্যাঁ," কোন রকম আবেগ ছাড়াই বললো সোনালী চুলের লোকটা, "আপনারা সস্তায় অনেককে পাবেন, আর আপনারা এও দেখবেন তারা অর্ধেকটা নিয়ে পালিয়ে গেছে অথবা পরে জানাবে কেন তারা কাজটা করতে পারেনি, ইত্যাদি সাফাই গাইবে। আপনাদের যদি কাজটা দিতেই হয়, বেশীই দিতে হবে। ফ্রান্সকে পাবার জন্যে আধ মিলিয়ন ডলারই পারিশ্রমিক। আপনারা আপনাদের দেশের মূল্য খুব সস্তা ক'রে ফেলছেন।"

রদিন এতোক্ষণ চুপ ছিলো, এবার লোকটার এই শেষ বাক্যটি তাকে কথা বলালো।

"*ত্যশে*। ব্যাপারটা হলো মঁসিয়ে, আমাদের কাছে আধ মিলিয়ন ডলার নগদ নেই।"

"আমি এটা জানতাম," ইংরেজটা জবাব দিলো। আপনারা যদি চান কাজটা করা হোক, তবে যেখান থেকেই পারেন সেটা যোগাড় করুন। কাজটা আমার দরকার নেই, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আমার শেষ কাজটার পর কয়েক বছর ভালোভাবে থাকার জন্যে যথেষ্টই আছে আমার। কিন্তু অবসরের আইডিয়াটা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেজন্য আমি চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। আপনার বন্ধুরা এর চেয়েও বেশি চায় – ফ্রান্সকে। যদিও ঝুঁকির ব্যাপারটা তাদেরকে আতংকিত ক'রে তুলেছে। আমি দুঃখিত। যদি এই পরিমাণ টাকা আপনারা যোগাড় করতে না পারেন, তাহলে আপনারা আপনাদের কাজ নিজেরাই করেন আর চেয়ে চেয়ে দেখেন সেগুলো কর্তৃপক্ষের জন্যে একের পর এক ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।" সে তার চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো। রদিনও তার সাথে উঠে দাঁড়ালো।

"বসুন, মঁসিয়ে। আমরা টাকাটা যোগাড় করবো।" দু'জনেই বসে পড়লো।

"ভালো," ইংরেজটা বললো, "কিন্তু আমার আরো শর্ত আছে।"

"হ্যাঁ বলুন?"

"ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে আপনাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে আপনারা একজন বহিরাগতকে চাচ্ছেন। আমাকে বাদ দিয়ে আপনার সংগঠনের আর কতো জন জানে যে একজন বহিরাগতকে ভাড়া করা হবে?"

"শুধু এই ঘরে আমরা যে তিন জন আছি তারা। আমি এ ব্যাপারে কাজ শুরু করি যেদিন বাস্তিন থায়রির প্রাণদণ্ড হয়েছিলো তার পরদিন থেকে। সেই সময় থেকে সব কিছুই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে করেছি। আর কেউ জানে না ব্যাপারটা।"

"তবে এটা এভাবেই থাকবে, আশা করি," ইংরেজ লোকটা বললো। "সমস্ত মিটিংয়ের রেকর্ড-পত্র, ডোসিয়ার ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে। আপনাদের তিন জনের বাইরে আর কেউ থাকবে না। ফেব্রুয়ারিতে আরগুদের বেলায় যেমনটি ঘটেছিলো, তেমনটি যদি আপনাদের তিন জনের কারোর বেলায় ঘটে, তা'হলে আমি নিজেকে মুক্ত ভাববো এবং এই কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবো। সেজন্যে আপনাদেরকে কাজটা হওয়ার আগ পর্যন্ত নিরাপদ কোথাও রক্ষীসহ থাকতে হবে । রাজী?"

"*দার্কোড*। আর কিছু?"

"অপারেশনের মতো পরিকল্পনাটাও হবে আমার। আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত কাউকেই জানাবো না। এমনকি আপনাদের কাছেও না। সোজা কথা, আমি উধাও হয়ে যাবো। আমার কাছ থেকে আর কিছু শুনতে পাবেন না। আপনাদের কাছে আমার লন্ডনের টেলিফোন নাম্বার এবং ঠিকানা আছে, কিন্তু আমি প্রস্তুত হবার সাথে সাথে সেসব ছেড়ে দেবো।

"কোন ব্যাপারে যদি আপনাদের যোগাযোগ করতে হয় তবে সেখানে যোগাযোগ করবেন, অবশ্য সেটা হতে হবে জরুরী কোন কারণে। এছাড়া আর কোন কারণে যোগাযোগের দরকার নেই। আমি আপনাদের কাছে সুইজারল্যান্ডে আমার ব্যাংকের নাম রেখে যাবো। যখন তারা আমাকে প্রথম কিস্তির আড়াই লক্ষ ডলার জমার কথা বলবে তখন আমি কাজ শুরু করবো। আমি আমার নিজস্ব বিবেচনার বাইরে তড়ি-ঘড়ি ক'রে কাজটা করবো না, আর আমার ব্যাপারে কেউ নাক গলাবে সেটাও আমি চাই না। রাজী?"

"*দার্কোড*। কিন্তু ফ্রান্সে লুকিয়ে থাকা আমাদের লোকেরা তোমাকে ভালো খবরা খবর দিতে পারবে। সাহায্য করতে পারবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই উচ্চ পদে আছে।"

ইংরেজটা এই কথাটা একটু বিবেচনা করলো। "ঠিক আছে, যখন আপনারা প্রস্তুত হবেন, আমাকে মেইল ক'রে টেলিফোন নাম্বার জানিয়ে দেবেন, ভালো হয় প্যারিসের কোন নাম্বার হলে কিংবা কোথায়, যাতে আমি ফ্রান্সের যেকোন জায়গা থেকে ফোন করতে পারি। আমি কোথায় আছি, থাকবো সেই ঠিকানা কাউকে দেবো না। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন খবর হলেই কেবল জানানো ভালো। কিন্তু টেলিফোনের অপর প্রান্তের লোকটা যেনো না জানে আমি ফ্রান্সে কি করছি। তাকে শুধু বলবেন যে আমি আপনাদের মিশনের কাজে আছি আর তার সাহায্যের দরকার আছে

আমার। সে যতো কম জানবে ততোই ভালো। তাকে শুধু তথ্য পাচারের জন্য রাখা হবে। আর যেসব লোক ওখানে উচ্চ পদে আছে তারা যেনো এমন তথ্য না দেয় যা আমি খুব সহজেই পত্রিকা থেকে জেনে নিতে পারবো, রাজী?"

"বেশ, তুমি চাচ্ছো অপারেশনটা একেবারে একা করতে, বন্ধু কিংবা সহযোগী ছাড়া। সেটা তোমার নিজের মাথায়ই তবে রাখো। ভূয়া কাগজ-পত্রের ব্যাপারে কিছু বলবে? আমাদের কাছে খুব ভালো দু'জন জালিয়াত আছে।"

"ধন্যবাদ, সে সবের দরকার হবে না। ওগুলো আমি নিজেই করতে পারবো ।"

কাসন এবার নীরবতা ভাঙলো। "জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের ভেতরে যেসব প্রতিরোধ সংগঠন ছিলো তেমন পরিপূর্ণ একটা সংগঠন ফ্রান্সের ভেতরে আমার আছে। আমি সেটার পুরো কাঠামোটিকে তোমার সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করতে পারি।"

"না, ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আমার নিজস্ব গোপনীয়তা, ছদ্মবেশ বজায় রাখতে পছন্দ করি, এটা আমার সেরা অস্ত্র।"

"কিন্তু ধরো কোন ভুল-টুল হয়ে গেলো, তাহলে তো তোমাকে দৌড়ের উপর থাকতে হবে-"

"কোন ভুল হবে না, যদি না সেটা আপনাদের পক্ষ থেকে না ঘটে। আমি কাজ করবো আপনাদের সংগঠনের সাথে কোনরকম যোগাযোগ না ক'রে কিংবা তাদের একদম না জানিয়ে। মিঃ কাসন, ঠিক এজন্যেই আমি আজ এখানে, কারণ সংগঠনটি দালাল আর পোষা কবুতরে ভরে গেছে।"

কাসনকে দেখে মনে হচ্ছিলো বিস্ফোরণের জন্য একেবারে প্রস্তুত। মন্টেক্লেয়ার জানালার দিকে তাকিয়ে খুব দ্রুত আধ মিলিয়ন ডলার যোগাড় করার কথা ভাবছিলো, রদিন খুব বিচক্ষণতার সাথে ইংরেজ ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

"শান্ত হও, আন্দ্রে, মঁসিয়ে কাজটা একা একাই করতে চায়। তাই হোক। এটা তার পদ্ধতি। আমাদের নিজেদের গুলিবাজ লোকেদের যে ধরনের খাতির দরকার হয় সে ধরনের ব্যবস্থা আমরা এমন লোককে দিতে পারি না যাকে আধ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে।"

"আমি যা জানতে চাই," মন্টেক্লেয়ার বললো, "এতোগুলো টাকা এতো জলদি আমরা কিভাবে সংগ্রহ করবো।"

"কতোগুলো ব্যাংক ডাকাতি করার জন্য আপনারা আপনাদের সংগঠনকে ব্যবহার করুন," ইংরেজ লোকটা হালকাভাবে উপদেশটা দিলো।

"যাই হোক, সেটা একান্তই আমাদের ব্যাপার," রদিন বললো, "আমাদের অতিথি লন্ডনে ফিরে যাবার আগে আর কোন পয়েন্ট তোমার কাছে আছে কি?"

"কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার নিয়ে তুমি যে উধাও হবে না সেটার নিরাপত্তা কি?" কাসন জিজ্ঞেস করলো।

"আমি আপনাদের বলেছি, আমি অবসর নিতে চাই। আমি চাই না সাবেক প্যারাট্রুপার বাহিনীর অর্ধেকটা বন্দুক নিয়ে আমার পেছনে লেগে যাক। তবে যতো

টাকা আমি আয় করবো তার চেয়েও বেশী আমাকে নিজের সুরক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে।"

"তো, " কাসন নাছোর বান্দার মতো বললো, " আমরা যদি কাজ হবার পর বাকী টাকাটা না দেই, সেটা তুমি কিভাবে নিশ্চিত করতে পারবে?"

"একই ব্যাপার," খুব নরমভাবে ইংরেজটা বললো। "এক্ষেত্রে আমি আমার কাজে নেমে পড়বো। আর সেক্ষেত্রে আমার টার্গেট হবেন আপনারা তিনজন, ভদ্রমহোদয়গণ। যাহোক, আমি মনে করি না এমনটি ঘটবে, আপনারা কি বলেন?"

রদিন বাঁধা দিয়ে বললো, "বেশ, এই যদি হয়, তবে আমাদের অতিথিকে আর বেশী আটকে রাখাটা ঠিক হবে না। ওহ ...আরেকটা কথা। তোমার নাম। তুমি যেহেতু ছদ্মবেশে থাকতো চাও তবে তো তোমার একটা ছদ্ম নাম থাকা দরকার। তোমার কি এ ব্যাপারে কোন আইডিয়া আছে?"

ইংরেজলোকটা একটু ভাবলো। "যেহেতু আমরা শিকার করা নিয়ে কথাবার্তা বলছি, জ্যাকেল নামটি কেমন হয়? সেটা কি চলে?"

রদিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হ্যাঁ, এটা ভালোই হয়। সত্যি বলতে কি এটা আমার পছন্দ হয়েছে।" সে দরজা পর্যন্ত ইংরেজ লোকটাকে এগিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলে দিলো। ভিক্টর তার চোরা কুঁঠুরি থেকে বেড়িয়ে সামনে এলো। প্রথমবারের মতো রদিনের মুখে হাসি দেখা গেলো এবং সে গুপ্তঘাতকের সাথে করমর্দন করলো। "আমরা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠিক করা টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবো। এই সময়ের মধ্যে তুমি কি একটা পরিকল্পনার খসড়া করা শুরু করবে, যাতে সময় খুব একটা নষ্ট না হয়? তো ঠিক আছে *মঁসিয়ে শ্যাকেল*।"

জ্যাকেল রাতটা কাটালো এয়ারপোর্ট হোটেলে আর সকালের প্রথম প্লেনটায় ফিরে গেলো লন্ডনে। পেনশন ক্লিস্টে রদিন তখন কাসন আর মন্টেক্লেয়ারের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন আর অনুযোগ শুনছিলো। তিন ঘন্টা ধরে তারা এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিলো।

"আধ মিলিয়ন ডলার," মন্টেক্লেয়ার বার বার বলতে লাগলো। "এই পৃথিবীতে কিভাবে আমরা আধমিলিয়ন ডলার যোগার করবো?"

"আমাদেরকে শ্যাকেলের উপদেশ মতো কয়েকটা ব্যাংক ডাকাতিই করতে হবে" রদিন জবাব দিলো।

"লোকটাকে আমার ভালো লাগেনি," বললো কাসন। "সে একাই কাজটা করবে কোন সাহায্য-সহযোগীতা ছাড়া। এ ধরনের লোকগুলো খুব বিপজ্জনক হয়। কেউ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"

রদিন আলোচনাটা শেষ করলো। "দেখুন, আমরা একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি, আমরা প্রস্তাবনায় রাজি হয়েছি, আর আমরা এমন একটা লোককে খুঁজে পেয়েছি যে কিনা টাকার জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টেকে হত্যা করবে। আমি এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে ভালোই জানি। যদি কাজটা কেউ করতে পারে, তবে সে-ই করতে পারবে। এখন আমরা আমাদের খেলা শুরু ক'রে দিয়েছি। আসুন আমরা আমাদের দিকটা সামাল দেই, আর তাকে তার দিকটা সামলাতে দেই।"

তিন

১৯৬৩ সালের জুনের মাঝামাঝি থেকে পুরো জুলাই মাসটায় ফ্রান্স জুড়ে ব্যাংক, জুয়েলার্স-শপ, আর ডাকঘরগুলোতে সহিংসতা এবং ডাকাতি এমনভাবে বেড়ে গেলো যে তা ছিলো রীতিমতো নজীরবিহীন, এরকম ঘটনার রেকর্ড এর আগে এবং এর পরে আর কখনও ঘটেনি। এই অপরাধ তরঙ্গের খবর বিস্তারিতভাবে রেকর্ডে রয়েছে। দেশের এ মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত, ব্যাংকগুলো প্রায় প্রতিদিনই বন্দুক-পিস্তল-শর্টগান সমেত লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হোতো। হামলা হওয়া ব্যাংক ও জুয়েলারি দোকানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শেষ করতে না করতেই খবর আসতো একই জেলায় আরেকটি ব্যাংক অথবা জুয়েলারি আক্রান্ত হয়েছে।

ডাকাতদের বাঁধা দিতে গিয়ে দু'টি শহরের দু'জন ব্যাংক কেরাণী গুলিবিদ্ধ হয়েছিলো। আর জুলাই মাস শেষ হবার আগেই এই সংকট এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে করপ্‌স রিপাবলিকেইন দ্য সিকুরাইত, যারা দাঙ্গা বিরোধী স্কোয়াড হিসেবে প্রতিটি ফরাসির কাছেই সিআরএস নামে পরিচিত ছিলো, প্রথমবারের মতো তাদেরকে ডাকা হলো সাব-মেশিনগান সহকারে। এটা একদম নিয়মিত ব্যাপার হয়ে গেলো যে, কেউ একজন যদি ব্যাংকে প্রবেশ করতো তবে তাকে একজন বা দু'জন হেভি মেশিনগান নিয়ে পাহাড়ারত সিআরএস কর্মীকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হোতো।

ব্যাংকার এবং জুয়েলারি মালিকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশের রাত্রিকালীন ব্যাংক পাহাড়া ও চেকিং অনেক বাড়িয়ে দেয়া হলো, কিন্তু তাতে কিছুই হলো না, যেহেতু ডাকাতরা পেশাদার ছিলো না, রাতের অন্ধকারে নিখুঁতভাবে সিন্দুক ভেঙে টাকা লুট করতো না। তারা ছিলো একেবারে মুখোশধারী আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের সদস্য। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হামলা করতো তারা আর একটু এদিক-ওদিক হলেই গুলি চালাতো।

সবচাইতে বিপজ্জনক সময় ছিলো দিনের বেলা, যখন কোন ব্যাংক অথবা জুয়েলারিতে আচমকা দু'জন বা তিনজন মুখোশধারী অস্ত্রবাজ হুড়-মুড় ক'রে ঢুকে চিৎকার করে বলতো "*হওত লে মেঁই*।"

জুলাইর শেষের দিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনজন ডাকাত আহত হয়ে ধরা প'ড়ে জেলে যায়। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই সাধারণ ছিচ্‌কে চোর, আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের সদস্য, যারা দেশে অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য ওএএস'র হয়ে কাজ করছে ব'লে প্রতীয়মান হয়েছিলো। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ, চরম অত্যাচার, নির্যাতন পন্থা অবলম্বন করেও সেইসব লোকদের কাছ থেকে এইসব আচমকা শুরু হওয়া ডাকাতি-হাঙ্গামার কারন জানতে পারেনি পুলিশ। শুধু জানতে পেরেছিলো তারা তাদের গ্যাং-লিডারদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে নির্দিষ্ট ব্যাংক, জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি করছে। কালক্রমে পুলিশের কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হলো যে বন্দীরা ডাকাতির উদ্দেশ্যে সম্পর্কে একেবারেই জ্ঞাত নয়; তাদেরকে বলা হয়েছিলো ডাকাতি করা মালের ছোট একটি অংশ তারা নিজেরা পাবে, বাকিটা বস্‌দের দিয়ে দিতে হবে।

ফরাসি কর্তৃপক্ষের এটা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি যে ঘটনার পেছনে রয়েছে ওএএস এবং সে কারণেই ওএএস'র যে খুব জরুরি কিছু টাকার দরকার সেটাও বুঝে গিয়েছিলো তারা। কিন্তু ব্যাপারটা আগস্টের প্রথম দু'সপ্তাহের আগে তারা বুঝতেই পারেনি। এরপর, খুব ভিন্নপন্থায় কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করেছিলো কেন এরকমটি হচ্ছে। জুনের শেষ দু'সপ্তাহে ব্যাংক এবং অন্যত্র, যেখানে টাকা, মনিরত্ন-লুটপাট বেড়ে গেলো মারাত্মকভাবে, সেটার দায়িত্ব দেয়া হলো কমিশার মরিস বোভোয়া'র হাতে যে ছিলো বৃগেড ক্রিমিনাল অব দি পুলিশ জুডিশিয়ারের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সাবেক প্রধান। তার অবাক করা ছোট্ট, ছড়ানো-ছিটানো প্রধান দফতরে অবস্থিত অফিসটা, যেটা কুয়ো দি অরফেব্‌রেজের পিজে-র ৩৬-এতে সাইন নদীর তীরে অবস্থিত। একটা চার্ট তৈরি করা হলো যাতে ব্যাংকের ডাকাতি হওয়া টাকা স্বর্ণ এবং মনি-মুক্তার বিক্রয় মূল্য কতো হতে পারে সেটা হিসাব ক'রে দেখা যায়। জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে মোট পরিমাণ এসে দাঁড়ালো দুই মিলিয়ন নতুন ফ্রাঁ অথবা ৪০০,০০০ ডলার। এই পরিমাণ টাকার মধ্যে অবশ্য ডাকাতির খরচ এবং যারা ঐসব ডাকাতিতে অংশ নিয়েছে তাদের অংশটা বাদ দেয়া হয়েছিলো। কমিশারের হিসাবে আরো কিছু টাকা হয়তো বাদ দেয়া হয়েছে আর উদ্ধার হওয়া কিছু পরিমাণ টাকাও গোনা হয়নি হিসেবের মধ্যে।

জুনের শেষ সপ্তাহে, এসডিইসি'র রোমের স্থায়ী অফিসের প্রধান জেনারেল গুইবদের ডেস্কে একটা রিপোর্ট আসলো। সেই রিপোর্টের বিষয় ছিলো, ওএএস'র প্রধান তিন জন, মার্ক রদিন, রেনে মন্টেক্রেয়ার এবং আঁদ্রে কাসন রোমের এক হোটেলের উপর তলায় আবাস গেড়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, যদিও হোটেলটির ব্যয়বহুল কোয়ার্টারের খরচ অনেক বেশি, তা সত্ত্বেও তারা উপর তলার পুরো ফ্লোরটির ভাড়া নিয়েছে আর সেই তলার নিচের ফ্লোরটি নেয়া হয়েছে তাদের দেহরক্ষীদের জন্য। তাদেরকে দিন-রাত সারাক্ষণ আটজন ভয়ংকর সাবেক লিজিওনার সদস্য পাহাড়া দিচ্ছে আর তারা মোটেও বাইরে বের হচ্ছে না। প্রথমে ভাবা হয়েছিলো যে একটা কনফারেন্সে মিলিত হবার জন্যেই ওরা একত্রিত হয়েছে, কিন্তু দিন

কয়েকদিন পর এসডিইসি এই সিদ্ধান্তে আসলো যে, তারা এতো কড়া নিরাপত্তা ও পাহাড়ারা মধ্যে থাকতে চাইছে যাতে তারা আরগুদের মতো আরেকটি অপহরণের শীকার না হয়। জেনারেল গুইবদ এই ভেবে একটু মুচকি হাসি দিলো যে, সন্ত্রাসী সংগঠনের এইসব উচ্চপদস্থ নেতারা কাপুরুষের মতো রোমের হোটেলে লুকিয়ে আছে। রিপোর্টটাকে সে একটা সাধারণ রুটিন চেক হিসেবে রেখে দিলো। ফরাসি এবং জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে জার্মানদের নিজস্ব সীমানার ভেতরে ফরাসিদের অভিযান চালানো নিয়ে একটা টানাপোড়েন চলছিলো। ইডেন উল্ফ হোটেলে অবস্থান নেয়া ওএএস'র সদস্যদের ধরতে এ্যাকশন সার্ভিস'র লোকেরা অভিযান চালিয়েছিলো। দুই দেশের মধ্যে এনিয়ে টানাপোড়েন চললেও গুইবদ তার লোকদের অভিযান নিয়ে খুশি ছিলো। ভয় পেয়ে ওএএস প্রধানের দৌড়ে পালানোটাই ছিলো একটা পুরস্কার। জেনারেল যখন সেই ফাইলটা পর্যবেক্ষণ করছিলো তখন একটা ছোট্ট ভুল ক'রে ফেলেছিলো। নিজেকে সে একবারও প্রশ্ন করেনি কেন রদিনের মতো একজন লোক এতো সহজেই ভয় পেয়ে গেলো। একজন অভিজ্ঞ মানুষ এবং নিজের কাজের প্রতি যত্নশীল রদিন রাজনীতি এবং কূটনৈতিক বাস্তবতা থেকে খুব ভালো করেই জানতো যে তাকে আরগুদের মতো অপহরণ করার অনুমতি দেয়া হবে না। অনেক পরে জেনারেল গুইবদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়েছিলো যে ওএএস'র তিনজন নেতা কেন এতো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছিলো।

লন্ডনে জ্যাকেল জুনের শেষ পনেরো দিন এবং জুলাই'র প্রথম দু'সপ্তাহ খুব সতর্কভাবে, নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিকল্পনার কাজে ব্যস্ত রইলো। যেদিন সে ফিরে এলো সেদিনের পর থেকে সে নিজেকে নিয়োজিত করলো দ্য গলের ওপর কিংবা তাঁর সম্পর্কে লেখা প্রায় সবকিছু পড়াতে। স্থানীয় লাইব্রেরী থেকে দ্য গলের ওপর সাম্প্রতিককালে লেখা বই-পত্র ঘেটে তাঁর সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা তৈরি করলো সে।

প্যাডিংটন এর প্রায়েড স্ট্রিটের একটা ঠিকানা এবং ভূয়া নাম ব্যবহার ক'রে সে অনেকগুলো সুপরিচিত বইয়ের দোকানে চিঠি লিখলো প্রয়োজনীয় বইগুলো ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবার জন্য। এইসব বই-পত্র প্রতি সকালে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঘাঁটা-ঘাঁটি করতো। মনে মনে একটা নিখুঁত ছবি তৈরি করলো শৈশবে দেখা এলিসি প্রাসাদের। এদিক-সেদিক থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বেশির ভাগ তথ্যেরই কোন ব্যবহারিক মূল্য ছিলো না। কিন্তু ছোটো-খাটো তথ্য-উপাত্ত, যা থেকে একটু-আধটু প্রয়োজনীয়তা উঁকি মারতো সেগুলো সে ছোট্ট একটা নোটবুকে টুকে রাখতো। দ্য এজ অব দি সোর্ড (লে ফিল দ্য এল এপিই) নামের ফরাসি প্রেসিডেন্টের ওপর তিন খণ্ডের সাধারণ স্মারক গ্রন্থটি ছিলো দ্য গলের চরিত্র বিশ্লেষণের সবচাইতে সহায়ক বই। যাতে শার্ল দ্য গলের জীবন, যেমনটি তিনি নিজে দেখেছেন, তাঁর দেশ এবং তাঁর গন্তব্য ও ভাগ্যের ওপর আলোকপাত করা ছিলো। জ্যাকেল না ছিলো ধীর গতির না ছিলো বোকা। সে

গোগ্রাসে পড়েছে কিন্তু পরিকল্পনা করেছে নিখুঁতভাবে। আর সেই সাথে নিজের মাথায় প্রয়োজনীয় অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত জমা ক'রে রেখে দিলো যাতে সুযোগ মতো ব্যবহার করা যায়।

শার্ল দ্য গল্লের ওপর রচিত বইপত্র, যেগুলো তার খুব নিকটজনেরা লিখেছিলো, সেগুলো পড়লেও তাকে কেবলমাত্র ফ্রান্সের অতি অহংকারী এবং ঘৃণ্য প্রেসিডেন্টের পূর্ণাঙ্গ ছবিই দিতে পেরেছে কিন্তু যে প্রশ্নটি তাকে ১৫ই জুনে ভিয়েনায় রদিনের কাছ থেকে কাজটি নেবার পর থেকে তাড়া ক'রে ফিরছে, সেটার কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। জুলাইর প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে গেলেও সে তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি– কখন, কোথায়, এবং কিভাবে 'আঘাত'টি করা যায়। শেষ উপায় হিসেবে সে চলে গেলো বৃটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে। রিসার্চ করার অনুমতি চেয়ে স্বভাবমতো ভূয়া নামে একটা আবেদনপত্র স্বাক্ষর ক'রে সে ফ্রান্সের প্রধান সারির দৈনিক 'লে ফিগারো'র পুরনো কয়েকটি সংখ্যা নিয়ে কাজ শুরু করলো।

ঠিক জুলাইয়ের ৭ তারিখের তিন দিন আগে তার কাছে প্রশ্নটির উত্তর এলো, অবশ্য একেবারে স্পষ্টভাবে নয়, তবে বলা যায় যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। অনেকগুলো আইডিয়া নিয়ে ভাববার সময় এই তিন দিনের মধ্যে, এক কলাম লেখকের ১৯৬২ সালের লেখা তাকে প্রথম সূত্রটি দিয়েছিলো। ১৯৪৫ সাল হতে দ্য গলের প্রেসিডেন্সির সময়কাল থেকে প্রতি বছরের ফাইল দেখতে গিয়ে সে দেখতে পেলো তার প্রশ্নের উত্তর সে পেয়ে গেছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কোনদিন কাজটা করবে। যতোই অসুখ-বিসুখ থাকুক, অথবা আবহাওয়া খারাপ থাকুক, সব কিছু তুচ্ছ ক'রে নিজের ব্যক্তিগত বিপদের তোয়াক্কা না ক'রে শার্ল দ্য গল জনসমক্ষে নিজেকে ঐ দিনটাতে হাজির করবেনই। এই সূত্র থেকে জ্যাকেলের প্রস্তুতি গবেষণান্তর থেকে ব্যবহারিক পরিকল্পনার দিকে মোড় নিলো। এটা চিন্তা করতে কয়েক ঘণ্টা লেগেছিলো তার। নিজের ফ্ল্যাটে চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে স্বভাবসুলভ কিংসাইজ ফিল্টার সিগারেট ফুঁকে-ফুঁকে সে খুটিনাটি সব ভেবেছিলো।

কমপক্ষে এক ডজন আইডিয়া সে বিবেচনা করেছিলো, কিন্তু সেগুলোকে বাতিল ক'রে দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিকল্পনাকে গোছাতে শুরু করলো। 'কখন' এর সাথে অবশ্যই 'কিভাবে' যোগ করা হবে আর 'কোথায়' সেটা ইতিমধ্যেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

জ্যাকেল খুব ভালো করেই জানতো যে ১৯৬৩ সালে জেনারেল গল কেবলমাত্র ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টেই নন; তিনি হলেন বিশ্বের সবচাইতে দক্ষ দেহরক্ষী দ্বারা ঘেরা একজন ব্যক্তি। তাকে হত্যা করা, যা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিলো, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে হত্যা করার চেয়েও বেশি কঠিন কাজ। যদিও ইংরেজ খুনি এটা জানতো না যে, আমেরিকান সরকার ও গোয়েন্দা বিভাগ সৌজন্য স্বরূপ প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিরাপত্তা রক্ষীদের ব্যবহৃত পদ্ধতি ফরাসি সরকার ও

গোয়েন্দাদের দিয়েছিলো যাতে তারা ঐ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে দ্য গলের নিরাপত্তা জোরদার করতে পারে, কিন্তু ফরাসি সিক্রেট সার্ভিস কিছুটা ঘৃণাভরেই সেটা ফিরিয়ে দিয়েছিলো। পরবর্তীকালে ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে কেনেডি নিহত হলে আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসের ঐ প্রত্যাখ্যানটির সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলো। কেনেডি নিহত হয়েছিলেন আধা পাগল এবং সৌখিন এক খুনির বুলেটে আর দ্য গল তখনও বেঁচে ছিলেন, অবসর নিয়ে শান্তিতে নিজের ঘরে মরতে পেরেছিলেন।

জ্যাকেল যা জানতো তা হলো, নিরাপত্তা রক্ষীরা, যাদেরকে সে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিয়েছে, তারা ছিলো বিশ্ব সেরা। তাছাড়া, দ্য গলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুরো দলটি একাধিক হত্যা প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার দূর্লভ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। তারা আরো বেশি সতর্ক এবং এও জানে কারা আক্রমণ করতে পারে। যে সংগঠনের হয়ে সে কাজ করছে সেই সংগঠনটি বর্তমানে বিপর্যস্ত এবং তাদের সবরকম গোপনীয়তা ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে আগেই ফাঁস হয়ে যায়। তবে যে দিকটা ইতিবাচক তা'হলো দ্য গলের খিট্‌-খিটে মেজাজ আর নিজের নিরাপত্তা রক্ষীদের সাথে অসহযোগিতামূলক আচরণ।

সেই বেছে নেয়া দিনটিতে, অহংকার, একগুয়েমিপনা ইত্যাদির কারণে নিজের জীবনের ঝুঁকিকে তুচ্ছ মনে ক'রে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও এবং সবধরনের ঝুঁকি থাকলেও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জনসন্মুখে আসেন।

বোনেন হোনেনের কাস্ট্রু থেকে আসা এমএএস'র বিমানটি লন্ডন এয়ারপোর্টের টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামলে ইঞ্জিনটা কিছুক্ষণ ঘো-ঘো শব্দ ক'রে অবশেষে বন্ধ হয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পরে প্লেনটাতে সিঁড়ি লাগানো হলে ভেতরের যাত্রীরা নামতে শুরু করলো। অবজারভেনশন টেরেশে জ্যাকেল দাঁড়িয়ে ছিলো, সে তার সান গ্লাসটা কপালের ওপর উঠিয়ে দূরবীণের দিকে চোখ রাখলো। আট নম্বর যাত্রীটির নামার সময় টেরেশ দাঁড়ানো লোকটাকে একটু চিন্তিত মনে হলো, সে বাকিদের নামার দৃশ্য দেখতে লাগলো। যাত্রীটি ছিলো ধূসর রংয়ের ক্লারিকেল স্যুট পরা ডেনমার্কের একজন যাজক। তাকে দেখে মনে হলো তার বয়স চল্লিশের ওপর। তার স্মার্ট ধূসর চুলগুলো ব্যাক ব্রাশ ক'রে আচঁড়ানো। কিন্তু চেহারাটা অপেক্ষাকৃত তারুণ্যে ভরা। সে লম্বা এবং চওড়া কাঁধের একজন মানুষ, আর স্বাস্থ্য খুবই ভালো। তার অবয়ব এবং শরীর টেরেশে দাঁড়ানো লোকটার মতোই অনেকটা।

যাত্রীরা এরাইভাল লাউঞ্জে তাদের পাসপোর্ট এবং কাস্টম্‌স ক্লিয়ারেন্সের জন্য দাঁড়ালে জ্যাকেল তার দূরবীনটা পাশে রাখা ব্রিফকেসে ভ'রে সেটা বন্ধ ক'রে নিরবে কাঁচের দরজা দিয়ে নিচের প্রধান হলের দিকে চ'লে গেলো। পনেরো মিনিট বাদে ডেনিশ লোকটাকে কাস্টম্‌স হলে দেখা গেলো, তার হাতে হাত-ব্যাগ ও স্যুটকেস। তার প্রথম ডাকটি এলো বার্কলে ব্যাংক কাউন্টার থেকে মানিচেঞ্জের জন্য। ছয় সপ্তাহ

পরে, ডেনিশ পুলিশ যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো তখন পুলিশকে সে বলেছিলো কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তার পাশে থাকা একজন ইংরেজ তরুণকে সে লক্ষ্য করেনি সে সময়. লাইনে দাঁড়িয়ে সে নিজের ডাকের জন্য অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু নিরবে পেছন থেকে কালো চশমা পড়া লোকটা ডেনিশ লোকটাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলো। ডেনিশ লোকটার অবশ্য এরকম কোন মানুষের কথা মনে ছিলো না। কিন্তু যখন সে প্রধান হল থেকে বেড়িয়ে বিইএ কোচ ধরার জন্য ক্রমওয়েল রোড টার্মিনালে এলো. তখন ব্রিকফেস হাতে ইংরেজ লোকটা তার একটু দূরেই ছিলো, যাজকের মতে তারা অবশ্যই লন্ডনে এক কোচেই ভ্রমণ করেছে। যখন তার সুটকেস লাগেজ ট্রেইলারে ক'রে কোচের পেছনে ওঠানো হচ্ছিলো তখন টার্মিনালে ডেনিশটাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। তারপর পরই সে রওনা হয়েছিলো। সে যখন যাচ্ছিলো জ্যাকেল কোচের পেছনে এসে কোচ পার্কের ফ্লোরটা পার হয়ে তার গাড়ির কাছে এলো. সেখানে সে আগেই একটা গাড়ি রেখে দিয়েছিলো। স্টাফ কার পার্কে খোলা হুডের স্মার্ট মডেলের গাড়িটার সিটে জ্যাকেল তার ব্রিফকেসটা রেখে গাড়িতে ওঠে স্টার্ট দিলো. গাড়িটা সে টার্মিনাল লাউঞ্জের যে জায়গাটাতে ট্যাক্সি পার্ক করা আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে থামালো। ডেনিশ লোকটা একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো, সেটা ক্রমওয়েল স্ট্রিট থেকে বেড়িয়ে গিয়ে নাইটস বৃজের দিকে চললো, স্পোর্টস কারটাও তাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

হাফমুন স্ট্রিটের একটা ছোট্ট কিন্তু আমরাদায়ক হোটেলে ট্যাক্সিটা ভুলোমনা যাজককে নামিয়ে দিলো। স্পোর্টস কারটা হোটেলে ঢোকার গেটের বাইরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পাশের একটা পার্কিংয়ে সেটা পার্ক করা হলো। জ্যাকেল তার ব্রিফকেসটা গাড়ির ট্রাংকে তালা মেরে শেফার্ড মার্কেটের সংবাদপত্র হকারের কাছ থেকে একটা ইভিনিং স্টান্ডার্ড পত্রিকা কিনে নিলো, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে হোটেলের ফয়ারে এসে পৌঁছালো। তাকে আরো পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিলো সেখানে। ডেনিশ লোকটা নিচে নেমে আসলো রিসেপশনে চাবিটা ফেরত দেবার জন্য। রিসেপশনের মেয়েটা চাবিটা হুকে ঝুলিয়ে রাখলো। ফয়ারে ব'সে থাকা লোকটা যার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে তার কোন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছে সে সংবাদপত্রটি নিচে নামিয়ে দেখে নিলো চাবিটার নম্বর ৪৭। কয়েক মিনিট পরে মেয়েটা যখন একজন অতিথিকে রুম বুকিং দিতে ব্যস্ত তখন কালো চশমা পড়া লোকটা সবার অলক্ষ্যে সিঁড়ি দিয়ে উপড়ে উঠে গেলো।

দুই ইঞ্চি চওড়া একটা 'মিকা' চাকু ৪৭ নাম্বার রুমের দরজাটা খোলার জন্য যথেষ্ট ছিলো না। কিন্তু একটা ছোট চাকু দিয়ে সেটা সহজেই খোলা গেলো। যাজক লোকটা তার পাসপোর্ট টেবিলের ওপর রেখে গিয়েছিলো। জ্যাকেল ট্রাভেলার্স চেকটা স্পর্শ না করে পাসপোর্টটা তুলে নিলো এ আশায় যে, কর্তৃপক্ষ চুরির কোন আলামত না পেয়ে ডেনিশ লোকটাকে বোঝাতে চাইবে যে সে অন্য কোনখানে তার পাসপোর্ট

হারিয়েছে, হোটেল কক্ষ থেকে সেটা চুরি হয়নি। আর পরবর্তীতে সেটাই প্রমাণিত হয়েছিলো। অনেকক্ষণ পর ডেনিশটা তার কফি শেষ করেছিলো, ততোক্ষণে ইংরেজটা একেবারে হাওয়া হয়ে গেলো। বিকেলের মধ্যেই, নিজের রুমে আগাগোড়া এক রহস্যপূর্ণ তল্লাশি শেষ ক'রে যাজক মহাশয় ম্যানেজারের কাছে তার পাসপোর্ট হারানোর কথাটা জানালো। ম্যানেজারও পুরো ঘরটি তল্লাশি করলো, আর শেষ পর্যন্ত যখন সে দেখলো সবকিছুই ঠিক আছে, এমনকি টাকার পার্সটাও খোয়া যায়নি, তখন সে ডেনিশটাকে এই বলে বোঝাতে সক্ষম হলো যে, পাসপোর্টটা ঘর থেকে চুরি হয়নি, ওটা পথে কোনখানে হয়তো খোয়া গেছে, সেজন্যে পুলিশকে ডাকারও কোন প্রয়োজন নেই। ডেনিশটা খুব দয়ালু ছিলো, তাছাড়া এই বিদেশ বিভূঁইয়ে তার অভিযোগটার পক্ষে তেমন জোড়ালো কোন কারণও নেই, তাই সেও একমত হলো যে পার্সপোর্টটা পথেই হারিয়েছে। পরের দিন সে ডেনিশ কনসুলেট অফিসে হারানোর খবরটা রিপোর্ট ক'রে দিলো। কনসুলেট জেনারেলের অফিসের কেরাণীটি যে ট্রাভেল ডকুমেন্টগুলো ইস্যু করেছিলো, হারানোর রিপোর্টটি সে নথিভুক্ত ক'রে রাখলো যাজক পার জেনসেন, কোপেনহেগেন, কিয়েলন্ডসকার এলাকার। এরপরে, এই ব্যাপারটা নিয়ে সে আর ভাবেনি। তারিখটি ছিলো জুলাইর ১৪।

দুইদনি পর, একই রকমের হারানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করলো নিউইয়র্ক এর সিরাকুস থেকে আগত এক আমেরিকান ছাত্র। সে নিউইয়র্ক থেকে এসে লন্ডন এয়ারপোর্টের ওশিনিক বিল্ডিংয়ে উঠেছিলো। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের কাউন্টারে মানিচেঞ্জ করার জন্য সে তার পাসপোর্টটা দেখিয়েছিলো। চেকটা ভাঙার পর সে টাকাগুলো নিজের জ্যাকেটের পকেটে রেখে পাসপোর্টটা একটা হাত ব্যাগে রেখেছিলো। কয়েক মিনিট পরে, একটা পোর্টারকে ডাকার জন্য হাত ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখেছিলো, আর তিন সেকেন্ডেই ওটা উধাও হয়ে গেলো। প্রথমে সে পোর্টারের সাথে তীব্র বাক-বিতণ্ডা করলেও কিন্তু পরে টার্মিনাল পুলিশের কাছে ব্যাপারটা খুলে বললো। এরপরে তারা তাকে একটা অফিসে নিয়ে গেলে সেখানে সে তার দূর্দশার কথা ব্যাখ্যা করলো।

একটা তল্লাশির পর হাত ব্যাগটা কেউ ভুল ক'রে নিয়ে গেছে এমন সম্ভাবনা নাকচ করা হলো, একটা রিপোর্ট করা হলো যে, ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত চুরির ঘটনা। লম্বা, সুঠাম দেহের অধিকারী তরুণ আমেরিকান ছেলেটির কাছে পাবলিক প্লেসে পটেকমার অথবা হাত সাফাই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়া হলো, এজন্যে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তাকে আশ্বস্তও করা হলো। ছেলেটিও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ব্যাপারটা মেনে নিয়ে জানালো যে তার এক বন্ধুর সেন্ট্রাল স্টেশনে ছিনতাইয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।

এই রিপোর্টটা লন্ডনের প্রায় সমস্ত পুলিশ ডিভিশন স্টেশনে সাধারণ একটা ডায়েরি হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই সাথে হাত ব্যাগটার বিবরণও দিয়ে দেয়া হলো আর সেটার ভেতরে কি ধরনের কাগজপত্র, পাসপোর্ট ছিলো সেটা জানিয়ে দেয়া

হলো। এই ঘটনাটা ছিলো একটা ঢিমেতালের কেস, কয়েক সপ্তাহ পর যখন কোন হাত ব্যাগ ও পাসপোর্টের সন্ধান পাওয়া গেলো না তখন কেসটার কথা সবাই ভুলে গেলো। ইতিমধ্যেই মার্টি গুলবার্গ গ্রসভেনর স্কয়ারে অবস্থিত তার কনসুলেট অফিসে গিয়ে পাসপোর্ট চুরির ঘটনাটি রিপোর্ট করে এলো। স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি এলাকায় তার বান্ধবীর সাথে একমাস ছুটি কাটিয়ে যাতে আমেরিকায় ফিরে যেতে পারে সেজন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে কনসুলেটে আবেদন করলো। হারানোর রিপোর্টটি কনসুলেটে তালিকাভুক্ত করা হলো এবং সেটা ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই সাথে দুই সরকারের কর্তৃপক্ষের কাছেই ব্যাপারটা খুব জলদিই বিস্মৃত হয়ে গেলো।

বয়সের পার্থক্য থাকলেও, যে দু'জনের পাসপোর্ট হারিয়েছে তাদের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে মিলও ছিলো। দু'জনেই ছ'ফুটের কাছাকাছি, কাধ চওড়া, হাল্কা পাতলা গড়নের, নীল চোখ আর চেহারায়ও দু'জনে সেই ইংরেজের মতোই দেখতে। সে দু'জনকে অনুসরণ ক'রে দু'জনেরই পাসপোর্ট মেরে দিয়েছে। ব্যতিক্রমের হলো, যাজক জেনসেনের বয়স ছিলো আটচল্লিশ, ধূসর চুলের, আর পড়ার জন্য গোল্ড রিমের চশমা; মার্টিন গুলবার্গের বয়স ছিলো পঁচিশ, চুলের রং বাদামী আর খুব ভারী রিমের এক্সিকিউটিভ চশমা যা সে সারাক্ষণই পড়ে থাকতো।

এই চেহারাগুলোই জ্যাকেল গভীর মনোযোগের সাথে তার দক্ষিণ অড়লে স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ব'সে নিরীক্ষণ করেছিলো। একদিন লেগেছিলো এই কাজটি করতে, তারপর নাটকের সাজ-সজ্জা, চশমার দোকান এবং ওয়েস্ট-এন্ডের আমেরিকান কাপড়-চোপরের বিশেষ একটা দোকানে, যাদের পোশাক আসে নিউইয়র্ক থেকে, ঘুরে বেড়িয়ে সে এক সেট নীল রঙের ক্লিয়ার-ভিশন কনট্যাক্ট লেন্স কিনলো; দুই জোড়া চমশা, একটা গোল্ড রিমের অন্যটা ভারি কালো ফ্রেমের। সে দুটোও ছিলো ক্লিয়ার ভিশন লেন্সের; একটা কমপ্লিট ড্রেস, যাতে ছিলো লেদার লোফার-এর একজোড়া টি-শার্ট, আন্ডারওয়্যার, সাদা পায়জামা, নাইলনের আকাশী-নীল রঙের জামা যেগুলোর সবটাই নিউইয়র্কের তৈরি। জামা-কাপড়গুলোর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নামের ট্যাগটি ছিড়ে ফেলা হলো।

সেই দিন তার শেষ গন্তব্য ছিলো চেলসিতে অবস্থিত একটা পুরুষের পরচুলা এবং টুপির দোকান। দু'জন সমকামী সেটা চালাতো। সেখানে সে তার চুলে হালকা ধূসর এবং বাদামী রং করার প্রস্তুতি নিতে গেলো। কিভাবে নিজে নিজে খুব দ্রুত এসব রং নিখুঁতভাবে করা যায় সেটা শিখিয়ে দিতে বলেছিলো সে। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো কিছু ব্রাশ যাতে রং লাগাবার কায়দাটা শিখে নেয়া যায়। কমপ্লিট স্যুট ছাড়া এক দোকান থেকে একের বেশি কিছু কেনেনি সে।

তার পরের দিন, জুলাইর ১৮ তারিখে 'লে ফিগারো' পত্রিকার ভেতরের পাতার নিচে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ ছিলো। সেটাতে বলা আছে যে, প্যারিসে পুলিশ

জুডিশিয়ারের বৃগেড ক্রিমিনাল প্রধান হিপ্পোলাইত দুপয় কুয়ে দে অরফেবরেজে অবস্থিত নিজের অফিসে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নেবার পথে মারা গেছে। তার উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সে হলো কমিশার হোমিসাইড ডিভিশনের প্রধান ক্লদ লেবেল। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে এই গ্রীষ্মকালেই সে তার নতুন পদের দায়িত্ব বুঝে নেবে। জ্যাকেল লন্ডনে পাওয়া প্রতিটা ফরাসি সংবাদ-পত্র প্রতিদিনই পড়ে থাকে, সেই প্যারাগ্রাফটি পড়ার সময় তার চোখ আটকে গেলো হেড লাইনের 'ক্রিমিনেইল' শব্দটিতে, কিন্তু এ নিয়ে কিছুই ভাবলো না।

লন্ডন এয়ারপোর্টে প্রতিদিনকার খোঁজ-খবর শুরু করার আগেই সে ঠিক করেছিলো আসন্ন গুপ্ত হত্যাটি সে পুরোপুরি একটা ভূয়া পরিচয়ে করবে। একটা ভূয়া বৃটিশ পাসপোর্ট যোগাড় করা বিশ্বের সবচাইতে সহজ কাজের মধ্যে একটি। জ্যাকেল সেই প্রক্রিয়াই অনুসরণ করলো যা ভাড়াটে যোদ্ধা, চোরাচালানী এবং অন্যেরা দেশীয় সীমান্ত খুব সহজেই অতিক্রম করার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে। প্রথমে সে একটা গাড়ি নিয়ে তার নিজের এলাকা ছেড়ে কোন একটা গ্রামের খোঁজে টেম্‌স ভ্যালির দিকে চলে গেলো। প্রায় সব ইংলিশ গ্রামেই ছোট্ট আকর্ষণীয় একটা চার্চ থাকে, তার পাশেই থাকে একটা কবরস্থান। তৃতীয় কবরস্থানে গিয়ে জ্যাকেল তার উদ্দেশ্য পূরণের বিষয় পেয়ে গেলো। সেটা ছিলো আলেকজান্ডার ডুগানের, যে ১৯৩১ সালে আড়াই বছর বয়সে মারা গিয়েছে। বেঁচে থাকলে শিশু ডুগান ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে জ্যাকেলের চেয়ে কয়েক মাসের বড় হোতো। বয়স্ক পল্লী-যাজক যখন জানতে পারলো যে অতিথি একজন সৌখিন জিনিওলজিস্ট যে কিনা ডুগান পরিবারের শাখা-প্রশাখা নিয়ে গবেষণায়রত তখন তার ব্যবহার সৌজন্যমূলক এবং সাহায্যভাবাপন্ন হয়ে গেলো। তাকে জানানো হলো সেখানে এক ডুগান পরিবার ছিলো যারা কয়েক বছর আগে এই জায়গায় এসে বসতি গেড়েছিলো। সে অবাক হয়ে কিছুটা অনুরোধের সুরে আর্জি জানালো যে, যদি তাকে গীর্জার রেকর্ডটা একটু দেখতে দেয়া হয় তবে তার অনেক উপকার হবে।

পল্লী-যাজক ভদ্রলোকটি খুবই দয়ালু, আর চার্চে যাবার পথে খুবই সুন্দর ছোট্ট একটা নরম্যান বিল্ডিংয়ের পাশে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সাহায্যের জন্য রাখা দান বাক্সটা পরিবেশটাকে আরো বেশি দয়ালু করে তুললো। রেকর্ড ঘেটে দেখা গেলো ডুগানের বাবা-মা দু'জনেই সাত বছর আগেই মারা গেছে। আর দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে তাদের একমাত্র ছেলে আলেকজান্ডারকে ত্রিশ বছর আগে এই চার্চ সংলগ্ন কবরস্থানেই কবর দেয়া হয়েছে। জ্যাকেল জেলা, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ের রেজিস্ট্রি পাতাটা অলসভাবে ওল্টালো।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসের জন্ম এবং মৃত্যুর পাতায় সে ডুগান নামটা খুঁজলো। একটা কাঁপা-কাঁপা কেরাণী হাতের লেখার দিকে তার চোখ আঁটকে গেলো। আলেকজান্ডার জেম্‌স কোয়েনটিন ডুগান, জন্ম স্যামবোর্ন ফিশ্‌লের সেন্ট মার্ক জেলায়,

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে। সে তার নোট বুকে বিস্তারিত সব লিখে নিয়ে পল্লী-যাজককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলো। লন্ডনে ফিরে সে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে'র রেজিস্ট্রি অফিসের তরুণ সহকারীটির কাছে নিজেকে শ্রপশায়ারের ড্রেট্রনের এক সলিসিটর ফার্মের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিলো। তরুণ সহকারীটি কোনরকম খোঁজ-খবর না নিয়েই কথাটা বিশ্বাস করলো। জ্যাকেল দাবি করলো যে সে কিছুদিন আগে মারা যাওয়া তার ফার্মের একজন মক্কেলের নাতি আলেকজান্ডার জেমস ডুগানের খোঁজে এসেছে। কেননা তার মক্কেল মারা যাবার আগে নিজের সমস্ত সম্পত্তি আলেকজান্ডার ডুগানের নামে দান ক'রে গেছেন, যার জন্ম হয়েছিলো স্যামবোর্ন ফিশ্‌লে'র সেন্ট মার্ক জেলায়, ১৯২৯ সালের ৩ এপ্রিলে।

বৃটেনের বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারীই কোন ভদ্র আবেদনের ব্যাপারে খুবই সাহায্যপরায়ন হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে এই সহকারীটিও তার ব্যতিক্রম হলো না। রেকর্ড-পত্র ঘেটে দেখা গেলো আবেদনকারীর দেয়া তথ্য মতে সবকিছুই ঠিক আছে, তবে সে এক সড়ক দূর্ঘটনায় ১৯৩১ সালের ৮ নভেম্বরে মারা গেছে। কয়েক সিলিং দিয়ে জ্যাকেল জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেটটির একটি কপি তুলে নিলো। বাড়িতে ফেরার আগে সে শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক শাখা অফিসে থামলো। সেখান থেকে পাসপোর্ট আবেদন-পত্রের ফর্মটা তুলে নিয়ে একটা খেলনার দোকান থেকে পনেরো সিলিং দিয়ে শিশুদের এক সেট রং-তুলি কিনে নিলো। ফেরার পথে ডাকঘর থেকে এক পাউন্ডের পোস্টাল অর্ডারও কিনলো সে।

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে পাসপোর্ট ফর্মটি ডুগান নামে পূরণ করলো সে। বয়স, জন্ম তারিখ ইত্যাদি ডুগানেরই ছিলো কিন্তু বর্ণনার বেলায় নিজের বর্ণনা দিলো। নিজের উচ্চতা, চুলের রঙ এবং চোখের রঙ, তবে পেশার জায়গায় শুধু লিখলো 'ব্যবসায়ী'। ডুগানের বাবা-মা'র পূর্ণাঙ্গ নামটি সে বাচ্চাটার জন্ম সার্টিফিকেট থেকে নিয়েছিলো। আর রেফারেন্সের জায়গায় সে লিখলো রেভারেন্ড জেমস এলডার্স, যে যাজক লোকটির সাথে সে স্যামবোর্ন ফিশ্‌লের সেন্ট পার্ক জেলার গীর্জায় দেখা করেছিলো তার নাম। যাজকের পূর্ণ নামটি সে টুকে নিয়েছিলো চার্চের গেটের বাইরের একটি নাম-ফলক থেকে। যাজকের স্বাক্ষরটি ছিলো হালকা হাতে, অল্প কালিতে, পাতলা নিবের কলমে সেটা লেখা হয়েছিলো। রঙ-তুলির সেট দিয়ে একটা স্টাম্প রিডিং তৈরি করলো সে।

সেন্ট মার্ক জেলার চার্চ
স্যামবোর্ন ফিশ্‌লে

যাজকের নামের পর এটা সুন্দর ক'রে বসিয়ে দেয়া হলো। বার্থ সার্টিফিকেটের একটা কপি, আবেদনপত্র, আর পোস্টাল অর্ডারটা পাসপোর্ট অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেটটা ধ্বংস ক'রে ফেললো। চারদিন পর এক সকালে সে যখন 'লে

ফিগারো' পত্রিকাটি পড়ছিলো তখন একদম নতুন পাসপোর্টটি তার দেয়া ঠিকানায় ডাক মারফত এসে পৌঁছালে লাঞ্চের পর ওটা তুলে নিলো। সেই বিকেলের পর তার ফ্ল্যাটটা তালা মেরে লন্ডন এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলো সে। সেখান থেকে কোপেনহেগেন এর ফ্লাইট ধরলো। টিকেটের টাকাটা নগদে দিয়ে চেকের ব্যাপারটা সে এড়ালো। তার সুটকেসের একটা চোরা তল ছিলো, সেটার পুরুত্ব হবে একটা ম্যাগাজিনের চেয়েও পাতলা। দেখে সেটা বোঝা যায় না এমন কি ভালো মতো তল্লাশী করলেও ধরা পড়বে না। সেই জায়গায় ছিলো দুই হাজার পাউন্ড, যা সে সেদিন সকালেই, হলবর্নের এক সলিসিটর ফার্মের ভল্টের ব্যক্তিগত দস্তাবেজের বাক্স থেকে তুলে নিয়েছিলো। কোপেনহেগেনের যাওয়ার উদ্দেশ্যটা ছিলো ব্যবসা ধরনের। কাস্ট্রুপ এয়ারপোর্ট ছাড়ার আগে সে পরের দিনের বিকেল বেলায় ব্রাসেলসের সাবিনা ফ্লাইট ধরার জন্য বুকিং দিলো। ডেনমার্কের রাজধানীতে কেনাকাটা করার জন্য খুব বেশিই দেরি হয়ে গিয়েছিলো। তাই সে কনজেনস নাইটের হোটেল ডি এঙ্গলেটারে একটা রুম বুকিং দিলো। সেভেন নেশন-এ সে রাজার মতো খাওয়া-দাওয়া করলো, টিভোলি গার্ডেনে ঘোরাঘুরির সময় সে দু'জন ব্লন্ড মেয়ের সাথে ফ্লার্টও করলো একটু। আর সকাল একটার মধ্যেই বিছানায় চ'লে গেলো ঘুমানোর জন্য।

পরের দিন সেন্ট্রাল কোপেনহেগেন থেকে পুরুষের পোশাকের জন্য খ্যাত একটি দোকান থেকে একটি হালকা ধূসর রঙের স্যুট এক জোড়া মার্জিত কালো জুতা, মোজা, আন্ডারওয়্যার এবং তিনটা সাদা শার্ট কলার সমেত কিনে আনলো। প্রতিটা জিনিস কেনার সময় সে শুধু সেগুলোই কিনলো যেটার ভেতরে ডেনিশ প্রস্তুতকারকের ট্যাব লাগানো ছিলো। আর তিনটি সাদা শার্ট কেনার ব্যাপারটা ছিলো শুধুমাত্র ট্যাগগুলোর জন্যই, যা সে লন্ডন থেকে কেনা শার্ট, ডগ কলার, বিব-এ লাগিয়ে নিয়েছিলো।

তার শেষ কেনার বস্তুটি ছিলো একটা ডেনিশ ভাষার বই, যাতে ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য সব চার্চ আর ক্যাথেড্রালের বর্ণনা রয়েছে। সে লাঞ্চ করলো টিভোলি গার্ডেনের লেক পারের একটা রেঁস্তোরায়, আর ৩টা ১৫ মিনিটে ব্রাসেলসের প্লেনটা ধ'রে চ'লে গেলো।

চার

পল গুসেনের মতো সন্দেহতাতীত প্রতিভাবান লোক মাঝ বয়সে এসে কেন ভুল পথে চালিত হলো সেটা তার কতিপয় বন্ধু, বহু সংখ্যক ক্রেতা এবং বেলজিয়ান পুলিশের কাছে ছিলো রহস্য। লিগে অবস্থিত ফেবরিক ন্যাশনেইল-এর একজন কর্মচারী হিসেবে দীর্ঘ ত্রিশ বছরে সে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় তার একটি সুনাম প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলো সে ছিলো অব্যর্থ, নিখুঁত আর সেখানে নিখুঁত ব্যাপারটা ছিলো একদম অপরিহার্য। তার সততা নিয়েও সেখানে কোন সন্দেহ ছিলো না। কর্মজীবনের ঐ ত্রিশ বছরে কোম্পানির সবচাইতে অভিজ্ঞ দূরপাল্লার অস্ত্র নির্মাতা ছিলো সে। সেই চমৎকার কোম্পানিটি এসব অস্ত্র তৈরি করতো, ছোটো-খাটো লেডিস পিস্তল থেকে শুরু ক'রে ভারি মেশিন গান পর্যন্ত।

তার যুদ্ধের রেকর্ড ছিলো অসাধারণ। যদিও সে জার্মান অধিকৃত সময়কালে অস্ত্র কারখানায় নাজিদের তত্ত্বাবধানে কাজ ক'রে গিয়েছিলো তবুও পরবর্তীতে দেখা গিয়েছিলো যে প্রতিরোধ আন্দোলনে ছিলো তার ছদ্মবেশী ভূমিকা, আর এটা স্বীকৃতিও পেয়েছিলো। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মিত্রবাহিনীর ভূপাতিত বিমানের বন্দী বৈমানিকদেরকে সে নিরাপদে পালাতে সাহায্য করেছিলো। অস্ত্র কারখানায় তার কাজটিও ছিলো প্রশংসিত, কেননা তার তত্ত্বাবধানে তৈরি অস্ত্রগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে অকেজো হয়ে গিয়েছিলো আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরিত হয়ে জার্মান সৈনিকদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো সেগুলো। এছাড়াও সে মানুষ হিসেবে ছিলো খুবই বিনয়ী। নিজের সম্পর্কে একদম বড়াই করতো না সে। পরবর্তীতে যখন সে দোষী সাব্যস্ত হলো তখন তার নিজের বক্তব্য, যুদ্ধকালীন সময়ে তার কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে নীরব থাকা বা তার মতে, সম্মানসূচক মেডেলগুলো তাকে বিব্রত করতো – এসবের জন্য বিচারক অভিভূত হয়ে তার শাস্তি কমিয়ে দিয়েছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে, একটা লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনায় প্রচুর পরিমাণের টাকা একজন বিদেশীর কাছ থেকে আত্মসাত করা হয়েছিলো। আর সন্দেহটা গিয়ে পড়েছিলো তার ওপর। সে তখন ঐ ফার্মের ডিপার্টমেন্টাল প্রধান ছিলো। যদিও তার উপরওয়ালা চিৎকার করেই পুলিশকে জানিয়েছিলো যে, বিশ্বস্ত মিঃ গুসেনের ওপর

তাদের সন্দেহটা একদম হাস্যকর। এমন কি বিচার চলার সময় তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার হয়ে কথা বলেছিলো। কিন্তু বিচারক এমন ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, সে তার বিশ্বস্ত অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যা খুবই দূষণীয়। আর সেজন্যেই তিনি তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। আপিল আবেদনে এটা কমে গিয়ে পাঁচ বছর হয়েছিলো। জেলে খুব ভালো আচরণের জন্য সাড়ে তিন বছর পরই তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো।

তার বউ তাকে তালাক দিয়ে বাচ্চাগুলো সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিলো। মফস্বলী জীবনের সেই পুরাতন জীবনপ্রণালী আর পুষ্পশোভিত একটা সুন্দর বাড়িতে বসবাস করাটা, (এরকম সুন্দর বাড়ি লিগে খুবই কম দেখা যায়) যেনো অতীতের ব্যাপার হয়ে গেলো আর সেই সাথে এফএন'র সাথে তার সম্পর্কটিও চুকে গেলো। সে ব্রাসেল্‌সে একটা ফ্ল্যাট নিলো, পরবর্তীতে তার নিজস্ব ব্যবসাটার সমৃদ্ধি হবার পর পরই শহরের কিছুটা বাইরে একটা বাসাবাড়ি নিলো। ব্যবসাটা ছিলো অবৈধ অস্ত্রের। আর ষাট দশকের মধ্যেই তার ডাক নাম হয়ে গেলো 'আরমুরিয়ার দ্য আরমুর', মানে অস্ত্রের ভাণ্ডার। যে কোন বেলজিয়ান নাগরিকই তার নাগরিকত্বের কার্ড দেখিয়ে বেলজিয়ামের যেকোন অস্ত্রের দোকান অথবা স্পোর্টস-শপ থেকে মারাত্মক অস্ত্র, রিভলবার, স্বয়ংক্রিয় অথবা রাইফেল কিনে নিতে পারে। গুসেন কখনই এসবের ধার ধারে নাই। প্রতিটি অস্ত্র এবং গুলি বিক্রির সময় ক্রেতার পরিচয়ের বিবরণের সাথে অস্ত্রের নাম, পরিমাণ এবং সময়ের কথা একটা রেজিস্ট্রি বইয়ে লিখে রাখতে হয়। গুসেন্‌স অন্যসব লোকের কার্ড ব্যবহার করতো। সেগুলো হয় চুরি করা নয়তোবা জাল।

সে শহরের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠিত পকেটমারের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখে। যারা যে কোন লোকের পকেট মেরে দিতে পারঙ্গম। এসব জিনিস সে চোরদের কাছ থেকে নগদ টাকায় কিনে নেয়। তার নিজের অধীনে খুব বড় এক জালিয়াত ছিলো, যে চল্লিশের দশকে বিপুল পরিমাণের ফরাসি ফ্রাঁ জাল করতে গিয়ে বড়-সড় একটা ধাক্কা খেয়েছিলো। "Banque de France" এর জায়গায় "a" বর্ণটি ভুলক্রমে বাদ দিয়ে দিয়েছিলো (তার বয়স তখন কম ছিলো)। শেষ পর্যন্ত জাল পাসপোর্ট ব্যবসায়েই সে বেশি সফল হলো। একবার যখন গুসেন্‌সের তার এক কাস্টমারের জন্য অস্ত্র কেনার প্রয়োজন হলে ভূয়া পরিচয় পত্র দেখিয়ে সেটা কিনে নিয়েছিলো।

তার নিজের 'কাজের' ব্যাপারে শুধুমাত্র পকেটমার এবং জালিয়াতরাই তার আসল পরিচয় জানতো। তার ক্রেতাদেরও অনেকেই সেটা জানতো, যারা ছিলো বেলজিয়ান আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের শীর্ষ ব্যক্তি। তারা শুধু তাকে সাহায্যই করতো না, বরং ধরা পর কোত্থেকে অস্ত্র নিয়েছে সেটা না বলার জন্য পর্যাপ্ত নিশ্চয়তাও দিতো। কারণ সে ছিলো তাদের কাছে খুবই কাজের এক লোক।

বেলজিয়ান পুলিশের কাছে তার কাজের একটা অংশ সম্পর্কে একদম অজানা ছিলো না। তবে তারা তাকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি অথবা এমন কোন জবানবন্দি আদায় ক'রে নিতে পারেনি যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে কোর্টে কোন কিছু প্রমাণ করা যায়।

তারা তার গ্যারাজের ব্যাপারে খুবই সন্দেহ পোষণ করতো। সেটাকে ছোটো-খাটো একটা জালিয়াতির কারখানায় রূপান্তর করা হয়েছিলো। কিন্তু বারবার সেখানে অভিযান চালিয়েও কোনকিছুই বের করতে পারেনি, শুধুমাত্র রট মেটালের মেডেল এবং ব্রাসেল্সের নানান ভাস্কর্যের স্যুভিনিওর ছাড়া। তাদের শেষ অভিযানের সময় সে খুব শান্তভাবেই চিফ ইন্সপেক্টরকে ম্যানেকেন-পিস-এর একটি ছোট সংস্করণ দেখিয়েছিলো, যেটা ল এন্ড অর্ডারের শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৬৩ সালের ১ জুলাইর সকালে ইংরেজ লোকটির জন্য অপেক্ষা করার সময় তার মধ্যে কোন তাড়া ছিলো না। তার এক ঘনিষ্ঠ ক্রেতা যে ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কাতাঙ্গাতে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলো এবং পরবর্তীকালে বেলজিয়ামের রাজধানীর পতিতাপল্লীগুলোর নিরাপত্তা দেবার ব্যবসা শুরু করেছিলো, টেলিফোনে তার নিশ্চয়তা পেয়েই গুসেন্স এই সাক্ষাতে রাজি হয়েছে।

অতিথি কথামতোই বিকেল বেলায় আসলে এম গুসেন্স তাকে তার বাড়ির ছোট্ট অফিসে নিয়ে গেলো।

"আপনি আপনার সানগ্লাসটা একটু খুলবেন?" অতিথি যখন বসতে যাচ্ছিলো তখন সে বল্লো, আর লম্বা ইংরেজ লোকটা একটু ইতস্তত করছে দেখে সে তাকে আশ্বস্ত ক'রে বল্লো, "মনে হয় আমরা একে অন্যকে বিশ্বাস করেই এখানে এসেছি, আর সেটা যতোক্ষণ 'ব্যবসা' চলবে ততোক্ষণ অটুট থাকাই ভালো। ড্রিংক চলবে?"

এই লোকটা, পাসপোর্ট অনুযায়ী যার নাম আলেকজান্ডার ডুগান, সে তার সানগ্লাস খুলে ফেলে ছোটো-খাটো অস্ত্র বিক্রেতার দিকে তাকিয়ে একটু পরিহাসপূর্ণ হাসি দিলো। দুটো বিয়ার খোলা হলো। এম গুসেন্স ডেস্কের পেছনে ব'সে বিয়ারে চুমুক দিয়ে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, "কিভাবে আমি আপনার কাজে আসতে পারি, মঁসিয়ে?"

"আমার বিশ্বাস লুইস আপনাকে আমার আসার ব্যাপারে আজই ফোন করেছিলো?"

"অবশ্যই," এম গুসেন্স সায় দিলো। "তা' না হলে আপনি এখানে আসতে পারতেন না।"

"সে কি আপনাকে বলেছে আমার কাজ সম্পর্কে?"

"না, শুধু বলেছে আপনাকে কাতাঙ্গা থেকে চেনে। সে আপনার বিচার বুদ্ধি ওপর আস্থাশীল, আর আপনার একটা অস্ত্রের প্রয়োজন। আপনি সেটা নগদে কিনবেন, স্টার্লিং-এ।"

ইংরেজ লোকটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। "ভালো, যেহেতু আমি জানি আপনার ব্যবসাটা কি, তাই আমার ব্যবসাটা কি সেটা না জানার তো কোন কারণ আমি দেখছি না। তাছাড়া, যে অস্ত্রটি আমার দরকার সেটা হতে হবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। একজন ব্যক্তিকে, যার অনেক ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী শত্রু আছে, তাকে সরাবার মতো বিশেষত্ব থাকতে হবে সেই অস্ত্রটার। এ ধরনের মানুষেরা খুব ধনী আর ক্ষমতাবান হয়ে

থাকে। এটা মোটেই কোন সহজ কাজ নয়। তারা বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবহার করতে সক্ষম। এ ধরনের কাজে চাই পরিকল্পনা এবং সঠিক অস্ত্র। এই মুহূর্তে এরকম একটি কাজ আমার হাতে রয়েছে। আমার একটা রাইফেলের দরকার।"

এম গুসেন্‌স তার বিয়ারে আবার চুমুক দিয়ে অতিথির কথায় সায় দিলো।

"চমৎকার, চমৎকার, আমার মতোই বিশেষ ধরনের কিছু। আমার মনে হয় আমি চ্যালেঞ্জের গন্ধ পাচ্ছি। কি ধরনের রাইফেল মনে মনে ঠিক করেছেন?"

"কি ধরনের রাইফেল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং প্রশ্নটা হলো কি ধরনের সীমাবদ্ধতা সেই কাজটা তৈরি করবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেইসব সীমাবদ্ধতার মাঝে যে ধরনের রাইফেল সন্তোষজনকভাবে কাজ করতে পারবে সেটাই বড় কথা।"

এম গুসেন্‌সের চোখ আনন্দে ছলছল ক'রে উঠলো।

"অনন্য ধরণের," সে আনন্দের সাথে বললো। "একটা অস্ত্র যেটা তৈরি করা হবে একজনের জন্য, একটা কাজের জন্যই, আর কখনও সেটা বানানো হবে না। আপনি সঠিক লোকের কাছেই এসেছেন। আমি চ্যালেঞ্জের গন্ধ পাচ্ছি, মঁসিয়ে। আমি খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন ব'লে।"

ইংরেজ লোকটা বেলজিয়ান লোকটার পেশাগত উচ্ছাস দেখে একটা হাসি দিলো। "আমিও খুশি হয়েছি মঁসিয়ে।"

"এখন আমাকে বলুন সীমাবদ্ধগুলো কী?"

"প্রধান সীমাবদ্ধটা হলো আকারের, লম্বায় না, এর অন্যান্য অংশসহ পুরুত্বের দিক থেকে। চেম্বার আর বৃচ-এর চেয়ে বেশি মোটা হবে না – " সে তার ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল গোল ক'রে একটা আড়াই ইঞ্চিরও কম বৃত্ত তৈরি ক'রে দেখালো।

"তার মানে, এটার কোন 'রিপিটার' থাকতে পারবে না, যেহেতু একটা গ্যাস চেম্বারে চেয়েও সেটা ছোট হবে, সে কারণে সেটার কোন স্প্রিং মেকানিজমও থাকবে না," ইংরেজ লোকটা বললো। "আমার মনে হচ্ছে সেটা বোল্ট-এ্যাকশন রাইফেলই হবে।"

এম গুসেন্‌স সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে সায় দিলো। তার মনোযোগ অতিথির চাওয়ার দিকে, তার অতিথি কি চায় সেসব খুঁটিনাটি নিজের মাথায় ঢুকিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে সে একটা চিকন, পাতলা, খুবই সরু রাইফেলের ছবি আঁকছে, সেটার যন্ত্রপাতিগুলো কী রকম হবে সেটা ভাবছে।

"বলুন, বলুন," সে বললো।

"তাছাড়া সেটার কোন হাতাওয়ালা বোল্ট থাকবে না, যা মসার সেভেন-নাইনটি-টু এবং লি এনফিল্ড থ্রি নট-থ্রি রাইফেলের মতো পাশে লেগে থাকবে না। বোল্টটা অবশ্য কিছুটা শোল্ডারের দিকে লম্বা-লম্বি থাকবে, তাছাড়া কোন ট্রিগার গার্ড থাকবে না, ট্রিগারটাও এমনভাবে লাগানো থাকবে যাতে গুলি করার আগে সেটা লাগিয়ে নেয়া যায়।"

"কেন?" বেলজিয়ান লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ পুরো জিনিসটিই একটা টিউবের ভেতর ঢুকিয়ে বহন করা হবে। আর সেটা যাতে কারো নজরে না আসে সেজন্যই একটু আগে আমি যেমনটা দেখিয়েছি তার চেয়ে বেশি পুরু হবে না জিনিসটা। কেন হবে না সেটা পরে ব্যাখ্যা করবো। আলগা ট্রিগার কি সম্ভব?"

"নিশ্চয়, প্রায় সবই সম্ভব। অবশ্যই, একটা সিঙ্গেল-শট রাইফেল কেউ ডিজাইন করতে পারে যা গুলি ভরার জন্য পেছন দিক দিয়ে খোলা থাকবে, শটগানের মতো অনেকটা। এরকম একটা রাইফেল তৈরি করা কোন সহজ কাজ নয়, বিশেষ ক'রে ছোট্ট কোনো ওয়ার্কশপে, তবে জিনিসটা বানানো সম্ভব।"

"কতোদিন লাগতে পারে?" ইংরেজ লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

বেলজিয়ান লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে বললো, "মনে হচ্ছে কয়েক মাস লাগবে।"

"আমার হাতে অতো সময় নেই।"

"সেক্ষেত্রে, প্রচলিত কোন রাইফেল যেকোন দোকান থেকে কিনে নিয়ে সেটা মোডিফাই করতে হবে। প্লিজ, আপনি বলে যান।"

"ঠিক। বন্দুকটা ওজনে হালকা হতে হবে। সেটার কোন ভারি ক্যালিবারের দরকার নেই। বুলেটটাই কাজটা করবে। সেটার ব্যারেল অবশ্যই ছোট হতে হবে। সম্ভবত বারো ইঞ্চির বেশি হবে না।"

"কত দূর থেকে আপনি গুলি করবেন?"

"সেটা এখনও ঠিক করা হয়নি, তবে সম্ভবত একশো তিরিশ মিটারের বেশি হবে না।"

"আপনি কি মাথা অথবা বুকে গুলি করবেন?"

"সম্ভবত সেটা মাথায়ই হবে। আমি বুকেও করতে পারি, কিন্তু মাথাটাই বেশি নিশ্চিত।"

"খুন করার জন্যে সেটাই বেশি নিশ্চিত, যদি আপনি খুব ভালো নিশানা করতে পারেন।" বেলজিয়ানটা বললো। "কিন্তু বুকে নিশানা করাটা বেশি সুবিধাজনক। বিশেষ ক'রে যখন কেউ হালকা অস্ত্র ব্যবহার করে, যার ব্যারেলটা ছোট। একশ তিরিশ মিটার দূর থেকে সম্ভাব্য বাঁধা এড়িয়ে গুলি করলে সেটাই হবে ভালো। আমি অনুমান করছি," সে আরো বললো, "মাথা অথবা বুক, আপনার এই অনিশ্চয়তা থেকে আমার মনে হচ্ছে মাঝখানে হয়তো অনেকেই থাকবে?"

"হ্যাঁ, সম্ভবত।"

"আপনি কি দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ নেবেন, কয়েক সেকেন্ড লাগবে খালি কার্টিজটা ফেলে নতুন কার্টিজ ভরে আবার গুলি করতে?"

"একদম না। যদি আমি সাইলেন্সার ব্যবহার করি তবে দ্বিতীয়টির কথা ভাববো, তাছাড়া প্রথম গুলিটা ব্যর্থ হলে সেটা কারোর নজরে যদি না আসে কেবল তবেই। আর

যদি প্রথম গুলিটাও মাথা ভেদ ক'রে ফেলে তবুও আমার একটা সাইলেন্সার লাগবে, সেটা আমাকে পালাতে সাহায্য করবে। গুলিটা কোত্থেকে করা হয়েছে সেটা বুঝতে কয়েক মিনিট লাগবে।"

বেলজিয়ানটা আবারও সায় দিলো। তার চোখ দুটো ডেস্ক প্যাডের দিকে।

"সেক্ষেত্রে, আপনার জন্য ভালো হবে এক্সপ্লোসিভ বুলেট ব্যবহার করা। আমি রাইফেলটা তৈরি করার সময় কিছু বুলেটও বানিয়ে দিতে পারবো। আপনি বুঝতে পারছেন, আমি কি বোঝাতে চাইছি?"

ইংরেজটা সায় দিলো। "গ্লিসারিন অথবা পারদ?"

"ওহ্, আমার মতে পারদ। অনেক বেশি নিখুঁত এবং পরিষ্কার। এই অস্ত্রটার ব্যাপারে আপনার আর কিছু বলার আছে?"

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আছে। জিনিসটা চিকন হবার জন্যে ব্যারেলের নিচে কাঠের বাটটা সরিয়ে ফেলতে হবে। পুরোটাই সরাতে হবে। গুলি করার জন্য এটার অবশ্য স্টেনগানের মতো ফ্রেম-স্টক থাকতে হবে। তিনটা ভাগের প্রতিটাই স্ক্রুবিহীন অবস্থায় সংযুক্ত হতে হবে। সবশেষে, এটার থাকতে হবে সম্পূর্ণ শব্দ নিরোধক একটি সাইলেন্সার আর একটা টেলিস্কোপ। এই দুটো জিনিসই খুলে ফেলা যায়,এমন হতে হবে বহন করার সুবিধা এবং লুকিয়ে রাখার জন্য।"

বেলজিয়ানটা দীর্ঘ সময় ধরে ভেবে তার বিয়ার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুমুক দিতে লাগলো। ইংরেজটা অধৈর্য হয়ে পড়লো।

"তো, আপনি কি কাজটা করতে পারবেন?"

এম গুসেন্স তার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠে ক্ষমা চেয়ে হাসলো।

"ক্ষমা করবেন আমায়। এটা খুব জটিল একটা ফরমায়েশ। কিন্তু হ্যাঁ, আমি সেটা করতে পারবো। আমি এখন পর্যন্ত ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী কিছু দিতে ব্যর্থ হইনি। আসলেই, আপনি যা বর্ণনা করলেন তাতে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা শিকারের বিষয় যাতে যন্ত্রপাতিগুলো অবশ্যই সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে, সমস্ত চেকিং এড়িয়ে বহন করা যায়। একটা শিকারের জন্য চাই একটা শিকারী রাইফেল। আর আপনি সেটাই পাবেন। খোরগোশ এবং গিনিপিগ শিকারের জন্য নির্মিত টুয়েন্টি টু ক্যালিবারের চেয়ে সেটা ছোট হবে না, আবার রেমিংটন থ্রি হানড্রেড-এর মতো বড়ও হবে না, সেটা আপনার চাহিদা মতো অতো ছোটোও হবে না।

"আমার মনে হয়, আমার মথায় এরকম অস্ত্রের খোঁজ আছে আর সেটা ব্রাসেল্‌সের কোন স্পোর্টর্স শপে খুব সহজেই পাওয়া যাবে। একটা দামি অস্ত্র, খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নির্ভুল জিনিস। খুবই নিখুঁত, দেখতে সুন্দর, আর অবশ্যই হালকা এবং চিকন। ব্যবহার করা হয়ে থাকে হরিণ এবং সেই রকম ছোট জন্তু-জানোয়ার শিকারে, কিন্তু এক্সপ্লোসিভ বুলেট থাকলে সেটা বড় ধরনের খেলার বিষয় হয়ে যায়। আমাকে বলুন, যাকে গুলি করবেন সেকি কি ধীরে অথবা দ্রুত নড়বে, নাকি স্থির থাকবে?"

"স্থির।"

"তাহলে কোন সমস্যা নেই। রাইফেলের তিনটি অংশ আলাদা তিনটি রড দিয়ে খুব সহজেই জোড়া লাগানো যাবে। সাইলেন্সারটি আট ইঞ্চি লম্বা হবে, সেটা আমি নিজেই বানাতে পারবো। আপনি কি খুব ভালো শুটার?"

ইংরেজ লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"টেলিস্কোপসহ রাইফেল থাকলে একজন অনড় ব্যক্তিকে একশো ত্রিশ মিটার দূর থেকে গুলি করাটা কোন সমস্যাই হবে না। আর সাইলেন্সারের ব্যাপারটি আমি নিজেই তৈরি করবো। ওসব খুব জটিল কিছু না, কিন্তু বিশেষ ক'রে লম্বা সাইলেন্সার যা সাধারণত রাইফেলে ব্যবহার করা হয় না তার যন্ত্রপাতি যোগাড় করাটা খুব কঠিন। এখন, মাঁসিয়ে, আপনি আগে বলেছিলেন যে রাইফেলটি আপনি একটা টিউব জাতীয় কিছুর ভেতরে কয়েকটা অংশে ভেঙ্গে বহন করতে চান, সে ব্যাপারে কি ভাবছেন?"

ইংরেজটা তার আসন থেকে উঠে ডেস্কের কাছে এসে বেলজিয়ানটাকে ঘুরে ঘুরে দেখলো। সে তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো, আর কয়েক মুহূর্ত সেটা ছোট-খাটো লোকটার চোখে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এই প্রথম সে দেখলো যে খুনীর চেহারায় যাই প্রকাশ ঘটুক না কেন, সেটা তার চোখে প্রতিফলিত হয় না, অনেকটা ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া আকাশের মতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ লোকটা পকেট থেকে একটা পেন্সিলই বের করলো।

সে ঃ এম গুসেন্‌সের নোট প্যাডে কয়েক সেকেন্ড আঁকিবুকি করলো।

"আপনি কি এটা চিনেত পারছেন?" সে প্যাডটা অস্ত্র বিক্রেতার দিকে ঘুড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই," আঁকা জিনিসটায় ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে বেলজিয়ানটা জবাব দিলো।

"ঠিক আছে, তো' পুরো জিনিসটা এলমুনিয়াম দিয়ে, স্ক্রুসহকারে বানানো হবে। এই রকম – " চিত্রটার একটা অংশে পেন্সিল দিয়ে টোকা দিয়ে দেখালো– "রাইফেলের কয়েকটা অংশ এটাতে থাকবে।" এভাবে ইংরেজটা তার চাহিদার বর্ণনা ও বিস্তারিত সব দেখাতে লাগলো। বেলজিয়ানটা গভীর মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনে গেলো। তার বলা শেষ হলে ইংরেজটা বললো, "ঠিক আছে?"

কয়েক সেকেন্ড ধরে ডায়াগ্রামটা পরখ ক'রে ছোটখাটো বেলজিয়ানটা চেয়ার ছেড়ে উঠে কাগজটা হাতে তুলে নিলো।

"মঁসিয়ে," শ্রদ্ধার সাথে সে বললো, "এটা একজন জিনিয়াসের কনসেপ্ট। একদম বোঝা যাবে না, কারো চোখে ধরা পড়বে না। আর খুব সরলও। এটা বানানো যাবে।"

ইংরেজ লোকটাকে না কৃতজ্ঞ দেখালো, না অখুশী দেখালো।

"ভালো," সে বললো।" এখন প্রশ্ন হলো সময়ের, অস্ত্রটা আমার চৌদ্দ দিনের মধ্যে চাই। সেটা কি করা যাবে?"

"হ্যাঁ, অস্ত্রটা আমি তিন দিনেই যোগাড় করতে পারবো। এক সপ্তাহ লাগবে সেটা ঠিকঠাক করতে। টেলিস্কোপ কেনাটা কোন সমস্যাই না। সেই ব্যাপারটা আপনি আমার

হাতেই ছেড়ে দিতে পারেন। আমি জানি একশো ত্রিশ মিটার দূরত্বের জন্য কতো রেঞ্জের টেলিস্কোপ লাগবে। সাইলেন্সার বানাতে, বুলেটগুলো মোডিফাই করতে আর বাইরের কেসিংটা নির্মাণ করতে.... হ্যাঁ, যে সময়ের কথা বলেছেন, সেই সময়ের মধ্যে সেটা করা যাবে– যদি আমি একদম উঠে পড়ে লেগে যাই। যা হোক, আপনি যদি হাতে একদিন অথবা দু'দিন রেখে এখানে ফিরে আসেন তবে ভালো হয়। কেননা শেষ মুহূর্তে যদি আপনার প্রয়োজনে কোন কিছু আবার করতে হয়। আপনি কি বারো দিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, আজ থেকে সাত এবং চৌদ্দ দিনের মধ্যে যে কোন দিন। কিন্তু চৌদ্দ দিন হলো ডেডলাইন। আমি লন্ডন থেকে অবশ্যই আগস্টের চার তারিখে ফিরে আসবো।"

"আগস্টের এক তারিখেই আপনি পুরো রাইফেলটা পেয়ে যাবেন, তাছাড়া দু'একদিন আগে আসলে আরো নতুন কিছু বিষয় নিয়েও চিন্তা ভাবনা করা যাবে, মঁসিয়ে।"

"ভালো, এখন বলুন আপনার খরচ এবং পারিশ্রমিক কতো হতে পারে" ইংরেজটা বললো। "কতো হবে পারে সে সম্পর্কে আপনার কি কোন ধারণা আছে?"

বেলজিয়ানটা একটু ভাবলো, "এ ধরনের কাজের জন্য আমাকে যা যা করতে হবে, আর যেসব যন্ত্রপাতি কিনতে হবে, তাতে সব মিলিয়ে আমি এক হাজার ইংলিশ পাউন্ড চাইবো। আমি মেনে নিচ্ছি এই পরিমাণ টাকা একটা সহজলভ্য, সাদামাটা রাইফেলের জন্য বেশিই হয়ে যায়, কিন্তু এটাতো আসলে খুব সহজ আর সরল একটি রাইফেল না। এটাতে শৈল্পিক কাজের ছোঁয়া লাগাতে হবে। আমি বিশ্বাস করি সমগ্র ইউরোপে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে এই কাজটি সুন্দর মতো করতে পারবে। আপনার কাজের উপযোগী ক'রে তৈরি করতে পারবে। আপনার মতো, আমিও, মঁসিয়ে, নিজের কাজে সেরা। সেরা কাজের জন্যই লোকে পয়সা দেয়। এটাতো বললাম আমার পারিশ্রমিক, তাছাড়াও অস্ত্র কেনা, বুলেট, টেলিস্কোপ এবং অন্যান্য মালামাল কেনার জন্য আরো দুশো পাউন্ড লাগবে।"

"ঠিক আছে," কোন ধরনের দামাদামি না করেই ইংরেজ লোকটা মেনে নিলো। সে তার বুক পকেট থেকে পাঁচ পাউন্ড নোটের একটা বান্ডিল বের করলো। সেখান থেকে সে নোটগুলো গুনতে শুরু করলো। "আমি আপনাকে অগ্রীম হিসেবে পাঁচশো পাউন্ড দিচ্ছি, যা দিয়ে জিনিসপত্র কিনে সহজেই কাজ শুরু ক'রে দিতে পারবেন, কাজ শেষ হলে বাকি সাতশো পাউন্ড পাবেন। আমি ফিরে এসেই সেটা পরিশোধ করবো। এ ব্যাপারে আপনি কি রাজী?"

"মঁসিয়ে," বেলজিয়ানটা খুব দক্ষতার সাথে নোটগুলো পকেটে ভরে বললো, "একজন পেশাদার এবং ভদ্রলোকের সাথে কাজ করাটা সত্যি আনন্দের ব্যাপার।"

"আরেকটা কথা আছে," ইংরেজটা একটু সোজা হয়ে, অনড় ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলো, কোন রকমের বিরতি না দিয়েই, "আপনি লুইয়ের সাথে অথবা অন্য কারোর সাথে, আমি কে, আমার সত্যিকারের পরিচয় কি এসব জানার জন্যে কোন ধরনের

যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। আপনি আমার সম্পর্কে কোন খোঁজ খবরই নিতে পারবেন না, আমি কি কাজ করছি, কার হয়ে করছি, কার বিরুদ্ধে করছি সেসব জানার চেষ্টা করবেন না। এসব যদি আপনি করেন, তবে নিশ্চিতভাবেই আমি জেনে যাবো সেটা। সেক্ষেত্রে আপনি নির্ঘাত মরবেন। আমি এখানে ফিরে আসলে পুলিশের সাথে যদি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, অথবা কোন ফাঁদ পাতেন, আপনি মারা যাবেন। ব্যাপারটা কি আপনি বুঝতে পারছেন?"

এম গুসেন্‌স খুব কষ্ট পেলো। ইংরেজ লোকটাকে দেখে তার মনের ভেতরে একটা ভয় বাসা বাঁধলো। সে বেলজিয়ান আন্ডার ওয়ার্ল্ডের অনেক হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিকে দেখেছে, মোকাবেলা করেছে, যারা তার কাছে আসতো অদ্ভুত এবং বিশেষ ধরনের অস্ত্রের জন্য, অথবা কোল্ট স্পেশাল পিস্তলের জন্য। সেইসব লোকগুলো ছিলো বেশ জাঁদরেল। কিন্তু তাদের সাথে এই লোকটার, যে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, অনেক পার্থক্য রয়েছে। কোন গ্যাং-এর বস না, একজন মস্তবড় লোক সম্ভবত একজন রাজনীতিবিদ তার শিকার। সে ভাবলো প্রতিবাদ করবে অথবা অনুযোগ করবে। তারপর ভাবলো না, এসব কোনটাই করবে না।

"মঁসিয়ে," সে খুব শান্তভাবে বললো।" আমি আপনার সম্পর্কে কোন কিছু জানতে চাই না, কোন কিছুই না। যে অস্ত্রটা আপনি পাবেন তার কোন সিরিয়াল নাম্বার থাকবে না। আপনার সম্পর্কে আমার খোঁজ নেয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি আর বন্দুকটা নেবার পর আমাকে খোঁজ করবেন না। বঁজুখ, মঁসিয়ে।"

জ্যাকেল রৌদ্রজ্জ্বল রাজপথে হেঁটে, দু'রাস্তা পার হয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে হোটেলে আমিগোতে চলে গেলো। সে সন্দেহ করলো যে বন্দুকটা যোগাড় করার জন্য গুসেন্‌স তার কোন জালিয়াতকে নিযুক্ত করবে। কিন্তু সে বেশি পছন্দ করবে তার নিজের কাউকেই। হয়তো লুইসকেই। তার সাথে সেই কাতাঙ্গার পুরনোর দিনের যোগাযোগ তাকে সাহায্য করেছিলো। সেটা খুব কঠিন কিছু ছিলো না। আইডি কার্ড জাল করার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্রাসেল্‌সের সুদীর্ঘ সুনাম আছে । আর অনেক বিদেশীই মনে করে এখান থেকে তাদের কাজ ভালো মতো করা যাবে। ষাট দশকের শুরুতে ব্রাসেলস ভাড়াটে সৈনিদেকর অপারেশন ঘাঁটি হিসেবে পরিণত হয়েছিলো।

জ্যাকেল তার লোককে পেয়ে গেলো রুই নুয়েভ বারে। লুইস টেলিফোন ক'রে এপয়েন্টমেন্টটার ব্যবস্থা করেছিলো। সে তার নিজের পরিচয় দিয়ে একটা কর্নারে গিয়ে বসলো। জ্যাকেল তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করলো যেটা ছিলো তার নিজের নামে। দু'বছর আগে লন্ডনের কাউন্টি কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ছিলো সেটা আর কয়েক মাস বাকি ছিলো সেটার মেয়াদ শেষ হতে।

"এটা," সে বেলজিয়ানটাকে বললো, "এটা একজন লোকের ছিলো, এখন সে মৃত। আমি বৃটেনে ড্রাইভিং করতে নিষিদ্ধ হওয়াতে, আমার দরকার নিজের নামে নতুন একটা ফ্রন্ট পেজ।" সে ডুগান নামের পাসপোর্টটা জালিয়াতের সামনে রাখলো। ওপাশে বসা লোকটা পাসপোর্টটার দিকে তাকিয়ে পাসপোর্টটা যে খুবই নতুন সেটা

বুঝতে পারলো। সত্যি বলতে কি সেটা মাত্র তিনদিন আগে ইস্যু করা হয়েছে। সে ইংরেজটার দিকে তীক্ষ্মভাবে তাকালো।

"এন এফেত," সে বিড়বিড় ক'রে বললো, তারপর ছোট্ট লাল ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুলে দেখলো। কয়েক মিনিট ধরে সেটা দেখলো।

"কঠিন কিছু না, মঁসিয়ে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষরা খুব বেশি ভদ্রলোক। তারা মনে হয় না আশা করে যে অফিসিয়াল কাগজ-পত্র জাল হতে পারে, তাই তারা খুব কমই সতর্কতা অবলম্বন করে। এই কাগজটা"– লাইসেন্সের প্রথম পৃষ্ঠাটায় টোকা মেরে যেখানে লাইসেন্স নাম্বার এবং এর মালিকের নাম লেখা আছে, – "বাচ্চাদের প্রিন্টিং সেটের সাহায্যেই ছাপানো যেতে পারে। জলছাপটাও খুব সহজ। এটা কোন সমস্যাই না। এসবই কি আপনি চান?"

"না, অন্য আরো দুটো কাগজ আছে।"

"আহ! আপনি যদি আমাকে বলতে দেন,তবে আমি বলবো, এটা খুবই অবাক করার ব্যাপার যে আপনি এসব কাজের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন। লন্ডনেই আপনার নিজের এমন লোক আছে যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটা ক'রে দিতে পারে। অন্য কাগজ-পত্রগুলো কি?"

জ্যাকেল বিস্তারিতভাবে সব খুলে বললো। বেলজিয়ানটার চোখ চিন্তায় কুঁচকে গেলো। সে প্যাকেট থেকে একটা বাসতোস সিগারেট বের ক'রে ইংরেজটাকে সাধলো, সে না ক'রে নিজেই একটা ধরালো।

"এটা খুব সহজ ব্যাপার না। ফরাসি আইডি কার্ড, খারাপ না। এ কাজে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আপনি বুঝতে পারছেন, একেবারে অরিজিনাল একটা থেকে কাজটা শুরু করলে ভালো ফল হবে। কিন্তু অন্যটা, আমার মনে হয় না আমি এরকম কিছু দেখেছি। এটা খুবই অন্য ধরনের কাজ।"

সে একটু বিরতি দিলে জ্যাকেল একজন ওয়েটারকে গ্লাস দুটো আবার ভরে দিতে বললো। ওয়েটারটা চলে যাবার পর সে আবার বলতে শুরু করলো।

"আর, তারপর ছবিটা। সেটা খুব সহজ কাজ হবে না। আপনি বলেছেন বয়সের পার্থক্য থাকতে হবে, চুলের রঙে এবং লম্বায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যারা ভূয়া কাগজ-পত্র চায় তারা নিজের আসল ছবিটাই দেয় কিন্তু ব্যক্তিগত তথ্য থাকে ভূয়া। কিন্তু এমন একটা ছবি যেটার সাথে আপনার এখনকার চেহারার মিল নেই সেটা যুক্ত করাটা একটু জটিলই বটে।

সে তার বিয়ার অর্ধেক পান ক'রে ওপাশে বসা ইংরেজটার দিকে তাকিয়ে রইলো। "এটা করতে হলে, কাছাকাছি বয়সের কোন লোকের কার্ডের প্রয়োজন হবে। যার চেহারার সাথে আপনার মিল থাকতে হবে। কমপক্ষে চেহারা এবং মাথাটাতে মিল থাকতেই হবে। চুলটা কেটে ঠিক করা যাবে। তারপর সেই লোকটার একটা ছবি সেই কার্ডে যুক্ত করতে হবে। এখন আপনি এক্ষেত্রে নিজেই ঐ লোকটার মতো সেজে মডেল হতে পারেন, আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। আপনার উপরই সেটা নির্ভর করবে। আপনি আমার কথা খেয়াল করছেন?"

"হ্যাঁ," জ্যাকেল জবাব দিলো।

"এতে কিছু সময় লাগবে। আপনি ব্রাসেল্‌সে কতোদিন থাকতে পারবেন?"

"বেশিদিন না," জ্যাকেল বললো। আমাকে খুব জলদিই রওনা দিতে হবে। তবে আগস্টের ১ তারিখে আমি ফিরে আসতে পারবো। তখন আমি আরো তিন দিন থাকতে পারবো। আমাকে চার তারিখেই লন্ডনে ফিরে যেতেই হবে।" বেলজিয়ানটা আবারো কিছুক্ষণ পড়লো, তার সামনে রাখা পাসপোর্টটার ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো। শেষে ভাজ ক'রে ওটা ইংরেজটার কাছে ফিরিয়ে দিলো। ফিরিয়ে দেবার আগে ওখান থেকে কিছু তথ্য লিখে নিলো একটা কাগজে, বিশেষ ক'রে আলেকজান্ডার কোয়েন্টিন ডুগান নামটা। সে লেখা শেষ ক'রে কাগজটা আর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পকেটে ভরে নিলো।

"ঠিক আছে, এটা করা যাবে, কিন্তু এখন আমাকে আপনার একটা ভালো ছবি তুলে নিতে হবে, পুরো চেহারা এবং পুরো শরীরের। এটাতে সময় লাগবে। আর টাকা। এতে একটু বাড়তি খরচ লাগবে.... ফ্রান্সের ভেতরই একজনের একটা কার্ড পকেট মেরে আনার প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য আমি ব্রাসেল্‌সেই প্রথমে খোঁজ নেবো, কিন্তু ওখানে যেতেও প্রয়োজন হবে.... "

"কতো?" কথার মাঝখানে বললো ইংরেজ লোকটা।

"বিশ হাজার বেলজিয়ান ফ্রাঁ।"

জ্যাকেল কিছুক্ষণ ভাবলো। "একশো পঞ্চাশ স্টার্লিংয়ের মতো ঠিক আছে। আমি আপনাকে একশো দিচ্ছি এখন, বাকিটা ডেলিভারির সময়।"

বেলজিয়ানটা উঠে দাঁড়ালো। "তাহলে আমাদের ছবি তোলার কাজটা করতে হয়। আমার নিজের স্টুডিও আছে।"

তারা একটা ট্যাক্সি নিয়ে এক মাইল দূরে বেসমেন্টে অবস্থিত ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে চলে গেলো । স্টুডিওটা জরাজীর্ণ এবং অগোছালো মনে হলো। স্টুডির বাইরে সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে যে, এই স্টুডিওটি একজন কর্মাশিয়াল এবং পাসপোর্ট ছবির দক্ষ ফটোগ্রাফার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ছবি তোলার পর কাস্টমার অপেক্ষা ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই ছবি ডেভেলপ ক'রে নিয়ে যেতে পারবে। স্টুডির জানালায় দুটো মেয়ের ছবি লাগালো। পথ চলতি লোকজনকে যা আকৃষ্ট করে। বেলজিয়ানটা সিঁড়ি দিয়ে তাকে নিচে নিয়ে গেলো। বন্ধ দরজাটা খুলে তার অতিথিকে ভেতরে ঢুকতে আমন্ত্রণ জানালো।

কাজটা করতে দু'ঘন্টা সময় লাগলো। বেলজিয়ানটা ক্যামেরার যে দক্ষতা দেখালো তা জানালায় টাঙানো ছবির ফটোগ্রাফারের মতো মনে হলো না। এক কোণায় একটা বিশাল ট্রাঙ্ক রাখা আছে, সেটা সে খুলে দামি-দামি ক্যামেরা, ফ্লাশ আর যন্ত্রপাতি বের করলো। এগুলো ছাড়াও সেখানে ছিলো মুখের মেকআপ সরঞ্জাম, চুল ডাই করার সামগ্রী, টুপি, পরচুলা, বিভিন্ন ধরনের প্রচুর পরিমাণে চশমা এবং এক বাক্স থিয়েটারের কসমেটিক্স। পুরো সেশনের অর্ধেকটা সময় জুড়ে বেলজিয়ানটা অন্য আরেকজনকে দিয়ে সত্যিকারের ছবিটা তোলার আইডিয়ার কথা ব'লে যাচ্ছিলো। ত্রিশ মিনিট ধরে সে

জ্যাকেলের মুখের স্টাডি ক'রে মেক-আপ দিলো, আচমকা সে একটা পরচুলা বের ক'রে আনলো :

"এটার ব্যাপারে আপনার কি মত?" সে জিজ্ঞেস করলো। পরচুলাটা ছিলো ধূসর রঙের, আর সেটা *এনব্রোস* স্টাইলে কাটা।

"আপনি কি মনে করেন, আপনার নিজের চুলটা এই রকম ক'রে কাটলে আর এরকম রঙের ডাই করলে এটার মতো দেখাবে?"

জ্যাকেল পরচুলাটা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। "আমরা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি ছবিতে এটা কেমন দেখায়", সে মতামত দিলো।

এটায় কাজ হলো। বেলজিয়ানটা ছ'টা ছবি তুলে আধঘন্টা পরে হাতে ছবিগুলো নিয়ে ডেভ্‌লপিং রুম থেকে বেড়িয়ে আসলো। সেগুলো ডেস্কে ছড়িয়ে রাখলো। একটা বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত মুখের ছবির দিকে তাকালো সে। গাঁয়ের চামড়া ছাই রঙের ধূসর এবং চোখে যন্ত্রণা আর গভীর কালো দাগ। লোকটা দাঁড়ি গোঁফ কিছুই পড়েনি। কিন্তু মাথার ধূসর চুল নিশ্চিতভাবেই বলে দিচ্ছে লোকটা কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের হবে। আর সেটা শক্ত সামর্থ্যের পঞ্চাশ নয় মোটেও।

"আমার মনে হয় এটায় কাজ হবে", শেষে বেলজিয়ানটা বললো।

"সমস্যাটা হলো," জ্যাকেল জবাব দিলো, "আপনাকে এরকম রূপ দিতে আমার মুখে আধঘন্টা ধরে মেক-আপ দিতে হয়েছিলো। তারপর পরচুলাটা। আমি এসব নিজে নিজে করতে পারবো না। তাছাড়া এখানে লাইটের মধ্যে আছি আমরা, কিন্তু আমাকে আমার কাগজ-পত্রগুলো যেখানে দেখাতে হবে সেটা উন্মুক্ত জায়গা হবে।"

"কিন্তু এটা আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন পয়েন্ট না," জালিয়াতটা যুক্তি দিলো, "ছবিটাতে আপনাকে মৃত মনে হবে না। যে লোকেরা আপনার কাগজ-পত্র দেখবে তারা প্রথমে আপনাকে দেখবে, সত্যিকারের আপনাকে, তারপর কাগজ-পত্র চাইবে, এরপরেই সে ছবিটা দেখবে। তার মনের চোখে, সামনে দাঁড়ানো লোকটার ছবিটাই ভাসবে, এটাই তার বিচারকে প্রভাবিত করবে। সে মিলগুলো খুঁজবে, অমিলগুলো নয়।

"দ্বিতীয়ত এই ছবিটা পঁচিশ বাই বিশ সেন্টিমিটারের। আইডি কার্ডে ছবিটা আকার হবে তিন বাই চার। তাছাড়া কার্ডটা যদি কয়েক বছর আগে ইস্যু করা হয়ে থাকে, তবে এটা অসম্ভব যে লোকটা একটুও বদলায়নি। ছবিতে আপনি ওপেন-নেক্‌ড স্ট্রাইপ শার্ট পড়ে আছেন – যেটাতে কলার আছে। উদাহরণ হিসেবে এই ধরনের শার্ট পরিহার ক'রে দেখেন অথবা ওপেন নেক্‌ড শার্ট একেবারেই বাদ দিয়ে দেখুন, একটা টাই পড়ুন অথবা স্কার্ফ, কিংবা টারটেল নেক্‌ড সোয়েটার।

"তাছাড়া আমি এমন কিছু করিনি যা খুব সহজেই করা যাবে না। আসল ব্যাপারটা অবশ্যই চুল। ছবিটা দেখাবার আগে আপনাকে *এন ব্রোস* কাট চুল কাটতে হবে। চুলটা ধূসর রঙে ডাইও করতে হবে। সম্ভবত ছবির তুলনায় একটু বেশি ধূসর। তার চেয়ে কম না। বয়স এবং ভগ্ন অবস্থা বাড়ানোর জন্য দু'তিন দিনের খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি রাখতে পারেন। তারপর *কাট-থ্রোট* রেজর দিয়ে শেভ করবেন। খুব বাজেভাবে। বয়স্ক

লোকেরা এসব ক'রে থাকে। এটার দরকার আছে। খুব করুণ দেখানোর জন্য ধূসর এবং ক্লান্ত হতে হবে। আপনি কি কিছু করডাইট যোগাড় করতে পারেন?"

জ্যাকেল খুব মনোযোগ দিয়ে জালিয়াতটার কথা শুনে গেলো আর ভাবলো তার চেহারায় যাতে এসব কিছুই না বোঝা যায়। একদিনে দ্বিতীয়বারের মতো সে এমন এক লোকের সাথে যোগাযোগ করেছে, যে তার পেশা সম্পর্কে পুরোপুরি সবই জানে। সে মনে মনে ঠিক করলো, লুইসকে যথাযোগ্যভাবে ধন্যবাদ জানাবে- কাজটা শেষ হবার পর।

"এটার ব্যবস্থা করা যাবে," সে খুব সতর্কভাবে বললো।

"ছোট-ছোট দু'তিন টুকরা করডাইট চিবিয়ে নেবেন অথবা গিলে ফেলবেন। আধ ঘন্টার মধ্যে বমি-বমি ভাব চলে আসবে। খুবই অস্বস্তিদায়ক কিন্তু ক্ষতিকর না সেটা। এতে মুখের চামড়াটা ধূসর হয়ে যাবে। আমরা এই কৌশলটা আর্মিতে থাকাকালীন সময়ে প্রচণ্ড শারীরিক কসরত আর মার্চ-পাস্ট এড়াতে ব্যবহার করতাম।"

"এইসব আমাকে জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন বাকিগুলোর ব্যাপারে কথা বলা যাক। আপনি কি মনে করেন, ঠিক সময়ে আপনি কাগজ-পত্রগুলো তৈরি করতে পারবেন?"

"টেকনিক্যাল দিক থেকে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র সমস্যাটা হলো, একটা অরিজিনাল ফরাসি ডকুমেন্ট যোগাড় করা। সেটার জন্য আমাকে খুব দ্রুত কাজ করতে হবে। তবে আপনি যদি আগস্টের কয়েকদিনের মধ্যে এসে পৌছান এখানে, তাহলে আমার মনে হয় আমি আপনার জন্য সবকিছুই তৈরি ক'রে রাখতে পারবো। আপনি খরচা-পাতির জন্যে অগ্রিম কিছু টাকা দেবেন বলেছিলেন-"

জ্যাকেল তার পকেট থেকে পঁচিশ পাউন্ডের নোটের একটা বান্ডিল বের ক'রে বেলজিয়ানটাকে দিয়ে দিলো।

"আপনার সাথে আমি কিভাবে যোগাযোগ করবো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"আজকে যেভাবে দেখা হয়েছে, আমি বলবো সেভাবেই।"

"খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আমার যোগাযোগের লোকটা সম্ভবত চলে গেছে অথবা শহরের বাইরে আছে। তবে আমি আপনাকে খুঁজে পাবার আর কোন রাস্তাতো দেখছি না।"

বেলজিয়ানটা কয়েক মুহূর্ত ভাবলো। "তাহলে আমি আগস্টের প্রতি তিন দিন অন্তর-অন্তর ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত এই বারে অপেক্ষা করবো। আপনি যদি না আসেন, আমি ভেবো নেবো চুক্তিটা বাতিল হয়ে গেছে।"

ইংরেজটা মাথা থেকে পর চুলাটা খুলে টাওয়েল দিয়ে মুখটা মুছে নিলো। নিঃশব্দে সে টাই আর জ্যাকেটটা খুলে ফেলে সে বেলজিয়ানটার দিকে তাকালো।

"আরো কিছু বিষয় আছে যা আমি স্পষ্ট ক'রে দিতে চাই।" সে শান্তভাবে বললো। তার কণ্ঠ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবটা চলে গেলো, আর চোখে দেখা দিলো কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে কিছু। সেই ধোঁয়াটে চোখে বেলজিয়ানটার দিকে তাকালো।

"যখন আপনি কাজটা শেষ করবেন, কথা মতো বারে উপস্থিত থাকবেন। আপনি নতুন লাইসেন্স আর যাবতীয় কাগজ-পত্র নিয়ে আসবেন। সেই সাথে যেসব ছবি এখন তুলেছি তার নেগেটিভ এবং সমস্ত প্রিন্টও নিয়ে আসবেন। আপনি ডুগান নামটা এবং লাইসেন্সের সত্যিকারের মালিকের নামটাও ভুলে যাবেন। যে দু'টা ফরাসি কাগজ-পত্র আপনি তৈরি করবেন, সেগুলোর নাম আপনি নিজেই দেবেন। সেটা যেন খুব সহজ ও সাধারণ ফরাসি নাম হয়। সেসব নাম সহ কাগজ-পত্র আমার হাতে দিয়ে দেবার পর সেগুলোও ভুলে যাবেন। এসব ব্যাপার নিয়ে আর কারো সাথে, কোনদিন আপনি টু শব্দটিও করবেন না। এক্ষেত্রে আপনি যদি কোন শর্ত ভঙ্গ করেন, তবে আপনি মারা যাবেন, বুঝেছেন?"

বেলজিয়ানটা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তিন ঘন্টা যাবত সে ইংরেজটাকে একজন সাধারণ কাস্টমার হিসেবেই ভেবেছে, যে বৃটেনে গাড়ি চালাতে চায় আর ফ্রান্সে নিজের পরিচয় লুকিয়ে, বয়স লুকিয়ে কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। একজন চোরাচালানী, সম্ভবত মাদকদ্রব্য কিংবা ডায়মন্ড ইংল্যান্ডের কোন নির্জন বন্দর থেকে ফ্রান্সে পাচার করতে চায়।

"বুঝেছি মঁসিয়ে।"

কয়েক সেকেন্ড পর ইংরেজ লোকটা রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। আমিগো হোটেলে ট্যাক্সিতে ক'রে পৌছার আগে সে পাঁচটা ব্লক হেঁটে এসেছিলো। যখন সে পৌছালো, তখন মাঝরাত। সে তার ঘরে ঠাণ্ডা চিকেন আর এক বোতল মোজেল মদের অর্ডার দিলো। মেক-আপগুলো সম্পূর্ণ মুছে ফেলার জন্য সে ভালো ক'রে গোসল ক'রে নিলো, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। পরের দিন সকালে হোটেল ছেড়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে ব্রাবান্ট এক্সপ্রেস ধরলো। সেটা ছিলো জুলাই ২২ তারিখ।

এসডিইসি'র একশন সার্ভিসের প্রধান সেই একই সকালে নিজের ডেস্কে বসে সামনে রাখা দুটো কাগজ নিরীক্ষণ করছিলো। সেগুলো ছিলো অন্য ডিপার্টমেন্টের এজেন্টদের করা কিছু রুটিন রিপোর্ট। প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের দুটো রিপোর্টই সেই সকালে এসে পৌছেছে আর কর্নেল রোল্যান্ড নিয়ম-মাফিক সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে সেগুলোতে কি বলা হয়েছে সেটা বুঝে নিলো। তথ্যগুলো তার অসাধারণ স্মৃতি শক্তির কোথাও সংরক্ষণ ক'রে রাখলো। সেগুলোকে আলাদা-আলাদা শিরোনামও দিলো সে। কিন্তু প্রতিটা রিপোর্টেই একটা শব্দ তাকে আকর্ষিত করলো, শব্দটা তাকে মুগ্ধ করলো।

প্রথম রিপোর্টটা এসেছে ইন্টার ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেটার নাম্বার আর-৩ (পশ্চিম ইউরোপ), যেটাতে রোমে অবস্থিত তাদের অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টটা খুব সোজাসুজি ব'লে দিচ্ছে যে, রদিন, মন্টেক্লেয়ার আর কাসন এখনও হোটেলের উপর তলায় অবস্থান করছে। আর তাদেরকে ১৮ই জুন থেকে কড়া প্রহরা দিচ্ছে আটজন নিরাপত্তারক্ষী। যখন তারা হোটেলে এসে উঠেছে, তখন থেকে আর বাইরে বের হয়নি। প্যারিস থেকে রোমে আর-৩ আরো কিছু স্টাফ পাঠিয়েছে সার্বক্ষণিক

নজরদারির জন্য। প্যারিস থেকে নির্দেশনা অপরিবর্তিত রয়েছে। কিছু না ক'রে শুধু তাদেরকে চোখে চোখে রাখা। হোটেলে অবস্থিত লোকগুলো তিন সপ্তাহ আগে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করেছিলো (আর-৩, রোম রিপোর্ট,জুন ৩০' এ দেখুন)। ভিক্টর কাওয়ালস্কিই বাহক হিসেবে আছে। বার্তা শেষ হলো।

কর্নেল রোল্যান্ড ফাইলটা তার ডেস্কের ডান দিকে রাখা ফাইল ক্যাবিনেটে ১০৫ মিলিমিটার সন-অফ পিস্তলের সাথে রেখে দিলো। তার চোখ জুন ৩০'র রিপোর্টটার দিকে গেলো আর যে প্যারাগ্রাফটা সে খুঁজছিলো, সেটা পেয়ে গেলো।

প্রতিদিন, রক্ষীদের একজন হোটেল ছেড়ে, হেঁটে-হেঁটে রোমের প্রধান ডাকঘরে যায়– সেটাতে বলা আছে। সেখানে একটা পোস্ট বক্স একজন পয়টিয়ারের নামে রিজার্ভ করা আছে। ওএএস সেই পোস্টাল বাক্সের চাবিটা নেয়নি, তাই ধারণা করা হচ্ছে সেটা একটা ধোকা হতে পারে। ওএএস'র প্রধানের কাছে আসা সব চিঠিই পয়টিয়ারের নামে আসে এবং সেটা থেকে দায়িত্বে থাকা ক্লার্কের কাছে। সেই ক্লার্ককে আর-৩'র একজন এজেন্ট ঘুষ দিয়ে চিঠিগুলো হাতাতে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছে। লোকটা এ ঘটনা তার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে জানালে তাকে সরিয়ে একজন সিনিয়র ক্লার্ককে সেখানে দায়িত্ব দেয়া হয়। এটা সম্ভব যে, এখন ইটালিয়ান নিরাপত্তারক্ষীরা সেইসব চিঠিগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখবে। কিন্তু আর-৩'কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইটালিয়ানদের কাছে যেন কেউ সহযোগিতার জন্যে প্রস্তাব না দেয়। ক্লার্ককে ঘুষ দেয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ব'লে মনে করা হচ্ছে। প্রতিদিন চিঠিগুলো ডাকঘরে আসে রাতে আর সেটা রক্ষীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। রক্ষীটাকে চেনা গেছে, সে হলো ভিক্টর কাওয়ালস্কি, বিদেশী সৈন্যবাহিনীর সাবেক করপোরাল এবং ইন্দোচীনায় রদিনের কোম্পানির একজন সদস্য ছিলো সে। কাওয়ালস্কির হয়তো পর্যাপ্ত পরিমাণের ভুয়া কাগজ-পত্র থাকবে যাতে সে নিজেই পয়টিয়ার হিসেবে ডাকঘরে পরিচয় দিতে পারে। কাওয়ালস্কিকে যদি কোন চিঠি ছাড়তে হয় তবে সে ডাকঘরের সব চিঠি সংগ্রহ করার পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে চিঠিটা পোস্ট ক'রে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে, বাক্স থেকে চিঠিগুলো ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বাছাই করার আগ পর্যন্ত। সুতরাং চিঠিগুলো হাতিয়ে নিতে হলে ভয়াবহ সংঘর্ষ বেঁধে যাবে যা প্যারিস থেকে ইতিমধ্যেই কড়াকড়িভাবে নিষেধ ক'রে দেয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে বৈদেশিক কোন সেন্টার থেকে কাওয়ালস্কি খুব দূরে টেলিফোন করে। কিন্তু এখানেও টেলিফোন নাম্বারটা যোগাড় করা কিংবা আঁড়ি পেতে কথাগুলো শোনার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বার্তা শেষ।

কর্নেল রোল্যান্ড ফাইলটা বন্ধ ক'রে রেখে দিলো। সকালে আসা দুটো ফাইলের দ্বিতীয়টা হাতে তুলে নিলো। মেতজ-এর পুলিশ জুডিশিয়ারের পুলিশ রিপোর্ট ছিলো সেটা। তাতে বলা আছে যে, নিয়মিত পুলিশ অভিযানের সময় একটা বার থেকে পুলিশ হত্যার চেষ্টার জন্য এক ব্যক্তিকে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে তার আঙ্গুলের ছাপ নিলে দেখা গেলো সে আসলে

স্যান্ডর কোভাক্স, বিদেশী সৈন্যবাহিনীর একজন সাবেক সদস্য, জন্ম সূত্রে হাঙ্গেরিয়ান, ১৯৫৬ সালে বুদাপেস্ট থেকে উদ্বাস্তু হয়েছিলো। সেই রিপোর্টের শেষে বলা আছে কোভাক্স ওএএস'র একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসী যে কিনা ১৯৬১ সালে বন এবং আলজেরিয়ার কনস্টানটাইন-এ অনুগত বাহিনীকে হত্যার দায়ে ফেরারী হয়ে আছে। সে সময়টাতে সে ওএএস'র আরেক কুখ্যাত অস্ত্রবাজ ভিক্টর কাওয়ালস্কির সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। সেই ভিক্টর কাওয়ালস্কি এখনও পুলিশের প্রধান টার্গেট। বার্তা শেষ।

রোল্যান্ড পুনরায় এ দুজন ব্যক্তির সংযোগ সম্পর্কে ভাবতে লাগলো, যেমনটা সে কয়েক ঘন্টা আগে ক'রে ছিলো। শেষে সে একটা কলিং বেল চেপে কাউকে ডাকলো। সেখান থেকে জবাব এলো, "উই, মঁ কর্নেল।"

"আমার কাছে ভিক্টর কাওয়ালস্কির ব্যক্তিগত ফাইলটা নিয়ে আসো, এখনই।"

দশ মিনিটের মধ্যেই আর্কাইভ থেকে ফাইলটা তার কাছে এসে পৌছালো। সে এক ঘন্টা ধরে সেটা পড়লো । একটা প্যারাগ্রাফের দিকে তার চোখ বার বার আটকে যাচ্ছিলো। অন্যসব পেশাদার প্যারিসবাসী যখন পেভ্‌মেন্ট-এ লাঞ্চ নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, তখন রোল্যান্ড ছোট্ট একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করলো, সে নিজে, তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি, হস্তলেখার একজন বিশেষজ্ঞ এবং তার নিজের প্রাইটোরিয়াঁ গার্ডদের মধ্যে থেকে দু'জন শক্ত সামর্থ্য অস্ত্রধারী নিয়ে ।

"ভদ্রমহোদয়গণ" সে তাদের উদ্দেশ্যে বললো, "অনিচ্ছার সাথে, এখানে উপস্থিত নেই এমন একজনের হয়ে আমরা একটা চিঠি লিখে প্রেরণ করবো।"

পাঁচ

লাঞ্চের ঠিক আগেই জ্যাকেলের ট্রেন গার দু নর্দ-এ এসে পৌছালো। সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রুই দু সুঁরে'র ছোট্ট কিন্তু খুবই আরামদায়ক একটা হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। সে দে লা মেদেলাইন এর কাছ থেকে যাত্রা শুরু করলো। যদিও হোটেলটা কোপেন হেগেনের ডি-এঙ্গলেতের'র কিংবা ব্রাসেল্‌সের আমিগো'র মতো অভিজাত না, কিন্তু সে ফ্রান্সে থাকার জন্যে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এবং বেশী আরামদায়ক হোটেলই' খুঁজছিলো। একটা ব্যাপারে তাকে লন্ডনে দীর্ঘ সময় থাকতে হবে। লন্ডন থেকে উড়ে এসে সম্ভবত এখানে তাকে কোপেন হেগেন কিংবা ব্রাসেল্‌সের মতো ভূয়া নামে না, সত্যি নামেই থাকতে হবে। রাস্তায় বের হয়ে সে নিশ্চিত হলো যে কালো সান গ্লাসে আর এই রৌদ্রোজ্জ্বল বুলেভার্ডে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই তার পরিচয়কে রক্ষা করবে। অভ্যাসবশতই সে সব সময় সান গ্লাস পড়ে থাকে। সম্ভাব্য বিপদটা হোটেলের করিডোর কিংবা অভ্যর্থনা লাউঞ্জে আছে। সে আশা করে তাকে খুব উৎফুল্লভাবে বলা হবে, "আপনাকে এখানে দেখে খুব ভালো লাগছে," তারপর ডেস্কে বসা কেরাণী যে তাকে মিঃ ডুগান নামে চেনে, তার নাম ধরে ডাকাবে।

প্যারিসে সে খুব নীরবে নিভৃতে থাকতে লাগলো। ক্রোইসান্তে সকালের নাস্তা আর নিজের ঘরে কফি খাওয়া। হোটেল কর্মচারীদের সাথে সে খুব সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছিলো আর খুব কমই ফরাসিতে কথা বলেছিলো। যখন একটু আধটু ফরাসি বলতো, তখন সেটা ইংরেজরা যেমন ফরাসি বলে তেমনভাবে বলতো। আর তারা যখন তাকে ডাকতো তখন খুব বিনীতভাবে একটা হাসি দিতো। হোটেলের ম্যানেজার কিংবা কর্মকর্তাদেরকে সে জানিয়ে দিতো যে এখানে থাকতে পেরে তার খুবই ভালো লাগছে, আর এজন্যে তাদেরকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।

"মিঃ," হোটেলের মহিলা মালিকটি ডেস্কে বসা এক তরুণী ক্লার্ককে বললো, "এস্ত এক্সট্রেমেমেন্ত জেন্‌তিল। উঁ ভ্রেই জেন্তল্‌মেন্ত।" এ ব্যাপারে কেউ তার সাথে ভিন্ন মত পোষন করতো না।

হোটেলে তার দিনগুলো কাটতো পর্যটকদের অনুসরণ ক'রে। প্রথম দিন সে প্যারিসের একটা রাস্তার ম্যাপ কিনে নিলো আর একটা ছোট নোট বুকে যেসব দর্শনীয়

স্থান সে দেখার জন্য আগ্রহী তা' টুকে রাখতো। এসব জায়গা সে যেতো এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। এসব জায়গার স্থাপত্যকলা তার মধ্যে আগ্রহের জন্ম দিতো। এসবের ঐতিহাসিক দিকগুলোও সে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবতো।

তিনদিন সে কাটালো আর্ক দ্য ট্রায়াম্প ঘুরে-ঘুরে, অথবা ক্যাফে দ্য এলিসির খোলা চত্বরে বসে-বসে মনুমেন্টটা এবং প্লেস দ্য ইতোয়েল্‌কে ঘিরে থাকা বড়-বড় দালানগুলো, ছাদের চূড়াগুলো পুঙ্খানুপঙ্খভাবে বিশ্লেষন করে। সেই দিনগুলোতে কেউ যদি তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো (অবশ্য কেউ তা করেনি) তবে অবাক হতো। এমনকি প্রতিভাবান স্থাপত্যবিদ মিঃ হসম্যানও এমন মুগ্ধ ভক্ত দেখে আকর্ষিত হতো। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে কোন দর্শকই বুঝতে পারেনি শান্ত এবং অভিজাত ইংরেজ পর্যটকটার ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কফি পান ক'রে আর দালানগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে আসলে মনে-মনে গুলী করার এঙ্গেল, উপরের তলা থেকে নীচের দূরত্ব এবং একজন মানুষের ফায়ার এস্‌কেপ দিয়ে নীচে নেমে মানুষের ভীড়ে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা বা সুযোগ কতোটুকু তা' দেখছে।

তিনদিন পর সে ইতোয়েলে ছেড়ে মন্টভেলেরিতে অবস্থিত ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনে শহীদদের কবরস্থান দেখতে গেলো। একটা ফুলের তোড়া এবং সঙ্গে একজন গাইড নিয়ে উপস্থিত হলো সে। গাইড লোকটা এক সময়কার প্রতিরোধ আন্দোলনের সদস্য ছিলো। সে তাকে গীর্জা এবং অন্যান্য জায়গাগুলো চমৎকারভাবে দেখাতে নিয়ে গেলো আর সেই সাথে বিরামহীন ধারা-বর্ণনা দিয়ে চললো। গাইড লোকটা একদমই বুঝতে পারলো না, পরিদর্শনে আসা লোকটার চোখ কবরস্থানের প্রবেশদ্বার থেকে জেলখানার উঁচু দেয়ালের দিকে, যা ঘিরে থাকা দালানগুলোর ছাদ থেকে সামনের প্রাঙ্গনের দৃশ্যটা দেখতে বাধা দেয়। দুই ঘন্টার পর সে বাড়াবাড়ি রকমের না কিন্তু খুই আন্তরিকতাপূর্ণ 'ধন্যবাদ' দিয়ে চলে গেলো।

৫

সে প্লেস দি ইনভ্যালিডও পরিদর্শনে গেলো। সেটার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হোটেল দি ইনভ্যালিড, নেপোলিয়নের বিজয়-স্তম্ভ, মন্দির, ফরাসি সেনাবাহিনীর বিজয় গাঁথা ইত্যাদি অবস্থিত। পশ্চিম দিকটাতে রুই ফোবার্ট দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা স্কোয়্যার। এই জায়গাটাই তাকে বেশী আকর্ষিত করলো। রুই ফোবার্টের যেখানটায় সানতিয়াগো দু চিলি নামের ছোট্ট তিন কোনা জায়গাটা মিলেছে সেটার এক কোনে একটা ক্যাফেতে সে এক সকালে বসে-বসে অনেকক্ষণ কাটালো। তার মাথার ওপর বিল্ডিংটার ছয় ও সাত তলা থেকে ১৪৬, রুই দ্য গ্রেনেল দেখা যায়, যেখানে রাস্তাটা নব্বই ডিগ্রী এঙ্গেলে রুই ফোবার্টের সাথে মিলেছে। সে নিরুপণ করলো একজন বন্দুকধারী ইনভ্যালিড'র সামনের বাগানগুলো, ভেতরের খোলা প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার, ইনভ্যালিডের প্রায় বেশীরভাগ জায়গা এবং দুটো কিংবা তিনটে রাস্তা পুরোপুরি ওপর থেকে দেখতে পাবে। শেষ অবস্থান হিসেবে একটা ভালো জায়গা, কিন্তু একজন গুপ্তঘাতকের জন্য তা' নয়। একটা ব্যাপার হলো, উপরের জানালা থেকে ইনভ্যালিড

প্রাসাদের দিকে চলে যাওয়া পাথরের রাস্তাটা দেখা যায়। যেখানে গাড়িগুলো পার্ক করা হয়, সেখানে দুইশ' মিটার দূরত্বে দুটো ট্যাঙ্ক আছে, সেটাও ওখান থেকে দেখা যায়। আরেকটা দেখার জায়গা হলো ১৪৬ নাম্বার বিল্ডিংয়ের জানালাগুলো, কিন্তু সেখান থেকে নীচের দৃশ্য আংশিক ঢেকে গেছে বড় বড় গাছের ডাল-পালার জন্য আর ভবানের বিশাল মূর্তির জন্যে। কবুতরেরা সেই অভিযোগহীন মূর্তিদের উপর তাদের সাদা বস্তুগুলো অযাচিত দান হিসেবে দিয়ে দিয়েছে।

সে ঐ জায়গাটা ত্যাগ করলো।

একটা পুরোদিন কাটালো নটর ড্যামের ক্যাথেড্রাল-এর চার পাশটা দেখে। এখানে দে লা সাইট'র সংকীর্ণ পথের মাঝে একটা সিঁড়ি, গলিপথ আর বের হবার রাস্তা আছে। কিন্তু ক্যাথেড্রালের প্রবেশ পথ থেকে পার্ক করা গাড়িগুলোর দূরত্ব কয়েক মিটার, আর প্লেস দু পারভিসের ছাদটা খুব বেশ দূরে। নিরাপত্তারক্ষীরা খুব সহজেই শিকারকে ঘিরে ফেলতে পারবে এখানে।

তার শেষ পরিদর্শন ছিলো রুই দ্য রেনের দক্ষিণ-প্রান্তের স্কোয়্যারটা। জুলাইর ২৮ তারিখে সে ওখানে পৌছালো। এক সময় জায়গাটার নাম ছিলো দ্য রেনে,কিন্তু গল-পন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর জায়গাটার নাম বদলে রাখে প্লেস দু ১৮ জুন ১৯৪০। জ্যাকেলের চোখ ঘুরে ফিরে বিল্ডিংটার দেয়ালে লাগানো নতুন, চক্‌চকে নাম ফলকের উপর গিয়ে পড়লো। বিগত মাসে সে যেটা পড়েছে, সেটাই দেখতে পাচ্ছে এখানে। জুন ১৮, ১৯৪০। যেদিন নিঃসঙ্গ কিন্তু অহংকারী নির্বাসিত লোকটা লন্ডনে মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সকে বলেছিলো যে তারা যদি যুদ্ধের ময়দানে হেরেও যায় তবুও যুদ্ধে তারা হারবে না।

এই স্কোয়্যারটাতে কিছু একটা ছিলো। দক্ষিণ দিকের গারে মঁতোপাঁ'র বিশাল চত্বরটা যুদ্ধকালীন প্যারিস বাসির স্মৃতিতে ভরা, সেটাই গুপ্তঘাতককে থামাতে বাধ্য করলো। আস্তে-আস্তে সে বাড়ন্ত টারমাকটা পরিমাপ করলো। সেটা বুলের্ভাড দ্য রেনে দিয়ে আড়া-আড়িভাবে বিভক্ত। রুই দ্য রেনের উভয় দিকের লম্বা, সংকীর্ণ রাস্তার সামনের বিল্ডিংগুলো সে দেখতে লাগলো। সেখান থেকেও স্কোয়্যারটা উপর থেকে দেখা যায়। সে ধীরে-সুস্থে দক্ষিণ দিকের স্কোয়্যারটার দিকে চলে গেলো আর রেলিং থেকে স্টেশনের সামনের প্রাঙ্গণেটা তাকিয়ে দেখলো। জায়গাটা প্যারিসের অন্যতম বড় মেইন লাইন স্টেশন, শত শত গাড়ির আওয়াজ আর যাত্রীদের হৈ চৈ-এ পূর্ণ থাকে সেটা। কিন্তু সেই শীতে জায়গাটা একটা নিঃশব্দ দানবে পরিণত হলো। স্টেশনটি ১৯৬৪ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয়, তার পাশেই নতুন একটা রেল লাইন ও স্টেশন তৈরী করার উদ্দেশ্যে। জ্যাকেল পেছনে ফিরে তাকিয়ে রেলিং থেকে নীচে রুই দ্য রেনের যানবাহন চলাচলের চিত্রটা দেখে নিলো। তার সামনে প্লেস দু ১৮ জুন ১৯৪০, বুঝতে পারলো, আগে থেকে ঠিক করা সূচী অনুযায়ী ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শেষবার এই জায়গাটাতেই আসবে। গত সপ্তাহে অন্য যেসব জায়গা সে পরিদর্শন করেছিলো সেগুলো ছিলো সম্ভাব্য; তার মনে হলো, এই জায়গাটা, একদম নিশ্চিত। একেবারেই

নিশ্চিত। অল্পকিছুদিনের মধ্যেই এখানে আর কোন গারে মঁতোর্পা থাকবে না। কলামগুলো হয়ে যাবে সীমানা-প্রাচীর আর সামনের প্রাঙ্গন, যেটা বার্লিনের পরাজয় আর ফ্রান্সের বিজয় হিসেবে সাক্ষী ছিলো, সেটা হয়ে যাবে আরেকটা এক্সিকিউটিভদের ক্যাফেটোরিয়া। কিন্তু এসব ঘটার আগে সেই কেপি টুপি পড়া আর দুই তারা খচিত লোকটা, এখানে আবার একবার আসবে। রুই দ্য রেনের পশ্চিম-পাশের কোনার বিল্ডিংয়ের উপর তলা হতে সামনের প্রাঙ্গনের কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব হবে ১৩০ মিটারের মতো।

সামনের জায়গাটার ছবি জ্যাকেল ভালো ক'রে দেখে নিলো, যাতে তার চোখের অনুশীলনটা হয়ে যায়।

রুই দ্য রেনের উভয় দিকের কর্ণারের বাড়ি দুটোই তার পছন্দের তালিকায় ঠাঁই পেলো। রুই দ্য রেনের প্রথম তিনটা বাড়িকে সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করলো। সেখান থেকে সামনের প্রাঙ্গনে খুব সংকীর্ণ এঙ্গেলে গুলী করা যাবে। সেই সব বাড়ির উপর থেকে গুলী করলে এঙ্গেলটা আরো সংকীর্ণ হয়ে যাবে। প্রথম তিনটা বাড়ির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যার সামনে বুলেভার্ড দ্য মঁতোর্পা অবস্থিত। এগুলো ছাড়া আর কোন বিল্ডিং নেই যেখান থেকে সামনের প্রাঙ্গনটাকে খুব কাছ থেকে দেখা যায়। এছাড়া, স্টেশন বিল্ডিং থেকেও তা' সম্ভব কিন্তু সেটা অনেক দূরে, সীমার বাইরে। এটার উপরের অফিসের জানালা দিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা পাহাড়া দেবে। জ্যাকেল সিদ্ধান্ত নিলো প্রথমে সে রুই দ্য রেনের কর্নারের তিনটা বাড়ি খতিয়ে দেখবে। সে পশ্চিম দিকের কর্নারে অবস্থিত ক্যাফে দ্য ডাচেসেস এ্যান'র দিকে একটু অলসভাবে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো।

ক্যাফেতে সে একটা আসনে বসে এককাপ কফির অর্ডার দিলো। তার সামনে, মাত্র কয়েক ফুট দূরেই রাস্তা এবং যানবাহন চলাচলের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সে রাস্তার ওপর দিকের বাড়িগুলো দেখতে লাগলো। এভাবে তিন ঘন্টা একনাগাড়ে দেখে গেলো। পরে একটু দূরে অবস্থিত হাঁসি ব্রাসেরি আলসার্সিয়েতে গিয়ে লাঞ্চ ক'রে সেখান থেকে পূর্বদিকের সারি-সারি দালানের সামনের দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করলো। বিকেল পর্যন্ত সে অলসভাবে ঘোরাঘুরি ক'রে রাস্স্তার পাশের একটা বেঞ্চে বসে থাকলো। সম্ভাবনা হিসেবে খুব ভালো ক'রে, কাছ থেকে, সারিবদ্ধ এপার্টমেন্টগুলোর সামনের দরজাগুলো দেখে নিলো ।

বুলেভার্ড দ্য মঁতোর্পা'র সামনের বাড়িগুলোর দিকে সে চলে গেলো, কিন্তু সেখানকার বিল্ডিংগুলো নতুন অফিস ঘরের, আর জায়গাটা খুব বেশী ব্যস্ত।

পরের দিন সে আবার ফিরে আসলো, বিল্ডিংগুলোর সামনের আশ-পাশ অলস ভঙ্গীতে ঘুরে দেখলো। রাস্তাটা পার হয়ে, গাছের নীচে রাখা একটা বেঞ্চে বসে সংবাদপত্র হাতে নিয়ে উপর তলাগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগলো। পাথরের বিল্ডিংগুলো পাঁচ অথবা ছয় তলার। একেবারে উপড়টা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেখানে কালো টাইল্সের ঢালু ছাদে আছে চিলেকোঠা। এক সময়কার সার্ভেন্ট কোয়ার্টার এখন গরীব

পেনশনভোগীদের আবাস। ছাদটা আর তার প্রাচীরগুলো সেদিন ভালো ক'রে দেখা হলো। কিন্তু ছাদে কেউ থাকলে সেটা বিপরীত দিকের বাড়িগুলোর জানালা দিয়ে দেখা যাবে। কিন্তু একেবারে উপরতলার চিলেকোঠার নীচের জায়গাটা যথেষ্ট উঁচু হবে, আর কেউ যদি ওখানে অন্ধকারে বসে থাকে তবে রাস্তা থেকে একদম দেখা যাবে না। খোলা জানালা, প্যারিসের গ্রীষ্মে ঘাম ঝড়ানো গরমে খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

রুই দ্য রেনের দুদিকের তৃতীয় বাড়ি দুটো গুলি করার জন্য উপযুক্ত নয়, এঙ্গেলটা খুব বেশী সংকীর্ণ হয়ে যায় ব'লে বাতিল ক'রে দিলো সে। এর ফলে বেছে নেয়ার জন্য তার হাতে মাত্র চারটা বাড়ি রইলো। যেদিনটাতে সে গুলী করবে ব'লে ঠিক করেছে, সেই দিন দুপুরের মাঝা-মাঝিতে ঘটনাটা ঘটবে। সূর্যটা তখন পশ্চিম দিকে হেলে যাবে, কিন্তু তখনও সূর্যটা যথেষ্ট উপড়ে থাকবে। রাস্তার পূর্বদিকের বাড়িগুলোর ছাদ ও জানালায় আলো চিক্ চিক্ করবে। এজন্যে সে পশ্চিম দিকের দুটো বাড়ি বেছে নিলো। কারণ, সে জুলাইর ২৯ এ বিকেল চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আর পশ্চিম দিকের উপরতলার বাড়িগুলোর জানালায় সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়বে, তখন পূর্বদিকের বাড়িগুলোর উপর আড়া-আড়ি আলো পড়বে।

পরের দিন সে লক্ষ্য করলো দ্বার রক্ষকটিকে। সেটা ছিলো তার তৃতীয় দিন, হয় ক্যাফের সামনে বসে, নয়তো পেভমেন্টের বেঞ্চে বসে। সে বেছে নিলো কয়েক ফুট দূরে, দুই নাম্বার ব্লকের ফ্ল্যাটের দরজার কাছাকাছি একটা বেঞ্চ। যে জায়গাটা তাকে তখনও আগ্রহী ক'রে রেখেছে। তার কয়েক ফুট দূরে, দরজার কাছে সিঁড়িতে, দ্বার-রক্ষীনি বসে বসে উলের কিছু বুনছে। একসময় কাছের ক্যাফের এক ওয়েটার এসে তার সাথে আড্ডা দিতে গেলো। কিছুক্ষণ সেই লোকটা দ্বার-রক্ষীনিটিকে ডাকলো মাদাম বার্থে ব'লে। দৃশ্যটা ছিলো খুবই সুন্দর। দিনটা খুব গরম ছিলো। সূর্য চক্ চক্ করছিলো। সূর্যের আলো কয়েক ফুট দূরের অন্ধকার দরজার দিকে পৌঁছে গেছে। তখনও দক্ষিণ-পূর্ব দিক, দক্ষিণে, স্টেশনের ছাদে, এবং স্কোয়ারে আলো ফেলছে।

মহিলার ছিলো খুব নরম আর দাদী-নানী সুলভ একটা মন। তার সামনে দিয়ে যেসব লোক যাচ্ছে আসছে, তাদেরকে সে সানন্দে বলছে "বঁজুখ, মঁসিয়ে।" লোকগুলোও তাকে পাল্টা বলছে, "বঁজুথ, মাদামোয়াজেল বার্থে।" বিশ ফিট দূরে বসে জ্যাকেল এসব খেয়াল করছিলো। সে বুঝতে পারলো মহিলাটি সহৃদয় বান, খুব ভালো স্বভাবের, আর এই দূভার্গা পৃথিবীর প্রতি মমতাময়ী।

দুইটার বাজার একটু পরে সেই মহিলা একটা বিড়াল নিয়ে এলো। তার কয়েক মিনিট পরে ঘর থেকে দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আসলো প্রাণীটার জন্যে যেটাকে সে ছোট্ট মিনেট ব'লে ডাকলো।

চারটা বাজার একটু আগে সে তার বোনা-বুনির কাজটা গুটিয়ে ফেলে সেটা তার সাইড পকেটে ভরে নিয়ে হেলে-দুলে রাস্তার ধারে একটা বেকারির দিকে গেলো। জ্যাকেল বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালো খুব ধীরে, প্রবেশ করলো এপার্টমেন্টের ভেতরে।

সে লিফটে না গিয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করলো এবং খুব দ্রুত আর নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলো।

সিঁড়িটা লিফটের চারপাশ দিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে আর প্রতি দু'তলার মাঝে একটা দরজা আছে ফায়ার এস্কেপের জন্য। সেই দরজাটা খুলে নীচে নেমে যাওয়া যায়। ছয় তলার উপরের চিলেকোঠায় গিয়ে, সে একটা দরজা খুলে নীচে তাকালো। ফায়ার এস্কেপটার সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে, জায়গাটা ভেতরের প্রাঙ্গন, যেখান থেকে অন্যান্য ব্লকে ঢোকার রাস্তাও আছে। প্রাঙ্গনের একটু দূরে একটা সংকীর্ণ রাস্তা আছে যেটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে।

জ্যাকেল দরজাটা খুব আস্তে ক'রে বন্ধ ক'রে সাত তলার উপরে উঠে গেলো। এখানে একটা ছোট্ট সিঁড়ি আছে যেটা চিলেকোঠার উপরে উঠে গেছে। বিল্ডিংটার সামনের দিকের ফ্ল্যাটে যাবার জন্য দুটো দরজা আছে। সে বুঝে নিলো যে এই সামনের ফ্ল্যাটগুলোর জানালা থেকেই নীচের রুই দ্য রেনে এভিন্যুটা অথবা স্কোয়্যারের কিছু অংশ, আর সামনের প্রাঙ্গনের স্টেশনটা দেখা যায়। এইসব জানালাই সে নীচের রাস্তা থেকে দীর্ঘ সময় ধরে নিরীক্ষণ করেছে। সামনের দুটো ফ্ল্যাটের দরজার একটার কলিং বেলের নীচে নাম লেখা আছে "মিল বেরেঞ্জার"। অন্যটাতে নাম লেখ আছে "এম, এট মে শেরিয়ার"। সে কান পেতে শুনে দেখলো কোন ফ্ল্যাট থেকেই সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সে তালাগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখলো; দুটোই কাঠের দরজা, পাতলা কিন্তু শক্ত। শক্ত লোহার তালাগুলো অধিবাসীদের নিরাপত্তা সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে। তালাগুলো ডাব্‌ল-লকিং ধরনের। তার চাবির দরকার হবে। সে বুঝতে পারলো, মাদাম বার্থের কাছে প্রতিটা ফ্ল্যাটেরই একটা ক'রে চাবি আছে আর সেগুলো রয়েছে খুব সম্ভবত তার ছোট্ট কুটিরে।

কয়েক মিনিট পর যে সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠেছিলো সেটা দিয়েই খুব দ্রুত নীচে নেমে গেলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে ব্লকটা থেকে বেড়িয়ে আসলো। দ্বার রক্ষীনীটি ফিরে এলে সে রুই দ্য রেনে ছেড়ে চলে এলো। জ্যাকেল আরো দুটো এপার্টমেন্ট ব্লক অতিক্রম করলো, তারপর পোস্ট অফিসের ভবনটা। সেই ব্লকের কোনায় একটা সরু রাস্তা আছে, নাম রুই লিত্‌রে। সে ওখানে গেলো। বিল্ডিংটার শেষ মাথায় আরেকটা চিপা গলি আছে। সে থেমে একটা সিগারেট ধরালো। একটু দূরেই কিছুক্ষণ আগে দেখে আসা ফায়ার এস্কেপের সিঁড়িটার শেষ ধাপ দেখতে পেলো। জ্যাকেল তার পালাবার রাস্তাটা পেয়ে গেলো।

রুই দ্য লিত্‌রের শেষ মাথায় গিয়ে সে বাম দিকে ঘুরে আবার রুই দ্য ভইগারার্দ যেখানে বুলেভার্ড দ্য মঁতোপাঁ'র সাথে মিলেছে সেখানে হেটে গেলো রাস্তা টার কর্নারে গিয়ে প্রধান সড়কের দিকে একটা ট্যাক্সি খুঁজেলো সে। এ সময় একটা পুলিশের মোটর সাইকেল রাস্তার সংযোগস্থলটা অতিক্রম করলে সংযোগস্থলের সমস্ত গাড়ি থামিয়ে দেয়া হলো। পুলিশের মোটর সাইকেলটা একটু দূরে থেমে গেলো, আর তার হুইসেলে রুই দ্য ভইগারার্দ এবং স্টেশনের দিক থেকে আশা বুলেভার্ডের সমস্ত গাড়ি থামিয়ে দেয়া

হলো। কর্নারে দাঁড়িয়ে জ্যাকেল দেখলো বুলের্ভাড দ্য মঁভোপাঁ'র দৈর্ঘটা। সে দেখলো পাঁচশত গজ দূরে একটা মটর-শোভাযাত্রা বুলের্ভাড দে ইনভ্যালিড থেকে ডুরোক জংশনের দিকে আসছে আর সেটা একেবারে তাকে অতিক্রম করেই যাচ্ছে।

সামনের দুটো কালো লেদার জ্যাকেট ও হেল্‌মেট পড়া মোটর চালক। তাদের সাদা হেল্‌মেট সূর্যের আলোয় চিক্‌ চিক্‌ করছে আর সাইরেনের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে চার দিক। পেছনে হাঙ্গরের ধারালো নাকের মতো দুটো ডিএস ১৯ সিটরোঁ গাড়ি পাশাপাশি। জ্যাকেলের সামনে একটা পুলিশ দাড়িয়ে ছিলো, তার নজর ছিলো গাড়িগুলোর দিকে। তার বাম হাতটা জাংশানের দক্ষিণ দিকের এভিন্যু দু মেইনের দিকে ইশারা করছিলো। ডান হাতটা বুকের দিকে ভাজ ক'রে ধাবমান গাড়ি বহরটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে এগোতে ইশারা করলো। ডানদিকে কাঁত হয়ে মোটর সাইকেল দুটো এভিন্যু দু মেইন'র দিকে চলে গেলো। সেটাকে অনুসরণ করলো দুটো লিমুজিন। প্রথম লিমুজিনটার পেছনে ড্রাইভার ও এডিসি'র ঠিক পেছনে লম্বা, কালো সুট পড়া একটা অবয়ব বসে আছে। জ্যাকেল গাড়িগুলো চলে যাওয়ার আগেই মাত্র কয়েক মুহূর্তে দেখে ফেললো উঁচু ক'রে রাখা মাথাটা আর বৈশিষ্টমণ্ডিত নাকটা। পরের বার যখন আমি তোমার চেহারাটা দেখবো, সে নিঃশব্দে বললো, অপসৃয়মান চেহারাটা লক্ষ্য ক'রে, সেটা টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে, খুব কাছ থেকে দেখা হবে। এরপর সে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলে হোটেলে ফিরে আসলো।

দুরোক স্টেশনের বাইরের রাস্তাটায়, যেখানে সে এইমাত্র এসে পৌছেছে, আরো একজন সাধারণ কৌতুহলে প্রেসিডেন্টকে অতিক্রম ক'রে যেতে দেখলো। সে রাস্তা -টা পার হতে যাচ্ছিলো, পুলিশ তাকে ইশারা ক'রে থামিয়ে দিলো। সে সময় মোটর শোভা যাত্রার প্রথম সিটরোঁর পেছনে বসা খুবই বিশেষ ও বিখ্যাত ব্যক্তিটাকে সে কয়েক মুহূর্ত দেখে তার চোখে তীব্র উৎসাহেব বিচ্ছুরণ দেখা গেলো। এমনকি গাড়িগুলো চলে যাবার পরও সে ঐদিকে তাকিয়ে রইলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত না পুলিশ তাকে হাত দিয়ে রাস্তা পার হবার ইশারা করলো।

জ্যাকুলিন দুমা ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী এবং বেশ সুন্দরী। সে জানে কিভাবে নিজের সেরা জিনিসগুলো প্রদর্শন করতে হয়। শ্যাম্প এলিসির পেছনে একটা দামী ও ব্যয়বহুল সেলুনে সে বিউটিশিয়ান হিসেবে কাজ করে। জুলাই ৩০-এর সন্ধ্যায় সে খুব তাড়াহুড়া ক'রে প্লেস দ্য ব্রেতুইলের নিজের-ছোট্ট ফ্ল্যাটে ফিরছিলো কারণ সন্ধ্যায় তাকে একজনের সাথে দেখা করতে হবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সে জানে সে তার প্রেমিকের বাহুতে নগ্ন হয়ে থাকবে। সে তার আজকের প্রেমিককে ঘৃণা করে তার পরও সে চাইছে নিজেকে খুব আকর্ষণীয় দেখাক।

কয়েক বছর আগে এই ব্যাপারটা তার কাছে খুবই অন্যরকম মনে হতো। তখন তার প্রেমিক ছিলো অন্য একজন। খুব ভালো একটি পরিবার ছিলো তার। ভালো একটা ব্যাংকে তার বাবা কেরানীর চাকরি করতো, মা ছিলো একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত

ফরাসি গৃহবধূ। সে তার বিউটিশিয়ান কোর্স সমাপ্ত করেছিলো, আর জ্যাঁ ক্লদ তখন ন্যাশনাল সার্ভিসে ছিলো। পরিবারটা লে ভেসিনে'র বাইরে একটা উপশহরে বসবাস করতো। খুব ভালো জায়গা না হলেও খুব চমৎকার একটা বাড়ি ছিলো তাদের।

১৯৫৯ সালের শেষ দিকে নাস্তা খাওয়ার সময় সশস্ত্রবাহিনীর মন্ত্রনালয় থেকে একটা টেলিগ্রাম আসলো। তাতে বলা ছিলো যে মন্ত্রী মহোদয় খুব দুঃখের সাথে মঁসিয়ে এবং মাদাম আরমান্দ দুমাকে তার ছেলে জ্যাঁ ক্লদের মৃত্যুর সংবাদ জানাচ্ছেন। আলজেরিয়াতে প্রথম প্যারাট্রুপার দলের একজন প্রাইভেট সৈনিক হিসেবে তাদের সন্তান যুদ্ধে মারা গেছে। তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস-পত্র খুব শীঘ্রই তার পরিবারের কাছে পাঠানো হবে।

কিছুদিনের জন্য জ্যাকুলিনের ব্যক্তিগত জীবন এলোমেলো হয়ে গেলো। কোন কিছুই বোধগম্য হলো না, কোন কিছুইতে মন বসলো না। লে ভেসিনে'র পরিবারের নিরাপত্তা কিংবা সেলুনের অন্যান্য মেয়েদের সাম্প্রতিক কালের উন্মাদনা ইয়েভ্‌স মনতান্দ অথবা আমেরিকা থেকে আগত নতুন ধরনের রক-ডান্স ইত্যাদি নিয়ে আলাপ চারিতাতে তার আগ্রহ রইলো না। একটা ব্যাপারই তার মনে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিলো, সেটা হলো, তার ছোট্ট ভাইটি, জ্যাঁ ক্লদ, সেই শিশু ভাইটি, খুবই সহজ সরল, লাজুক আর ভদ্র, যুদ্ধকে ঘৃণা করতো, সহিংতাকে ঘৃণা করতো, শুধু বই নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতো। তাকে সে খুবই ভালোবাসতো আর সেই ভাইটি কিনা আলজেরিয়ার কোন অভিশপ্ত 'ওয়াদি'তে গুলী খেয়ে মরেছে। সে ঘৃণা করতে শুরু করলো। আরবেরাই এই জঘন্য কাজ করেছে, তারা ঘৃণিত, নোংরা কাপুরুষ।

এরপর খুব আচম্‌কাই ফ্রাঙ্কোয়েস এলো রবিবারের এক সকালে। তার মা-বাবা দুজনে তখন কোন এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলো। সেটা ছিলো ডিসেম্বরে। এভিন্যুগুলোতে বরফ পড়ে সবকিছু বরফে ঢেকে গিয়েছিলো। অন্য সবাই যখন ঠান্ডায় জমে কাঠ তখন ফ্রাঙ্কোয়েসকে দেখা গেলো একদম সতেজ ও সবল। সে জিজ্ঞেস করেছিলো মাদাম জ্যাকুলিনের সাথে একটু কথা বলতে পারে কি না। সে বলেছিলো, "সি এস্তু মঁয়ে-মেমে," এবং সে কি চায়? ও জবাব দিয়েছিলো জ্যাঁ ক্লদ দুমা যে প্লাটুনের সৈনিক ছিলো সে ঐ প্লাটুনের একজন কমান্ডার। সে জ্যাঁ ক্লাদের একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে চিঠিটা সে লিখেছে। যখন ফেল্লাঘা বাহিনীর একটা দল একটা পরিবারকে হত্যা করছিলো তখন জ্যাঁ ক্লদ ও তার সঙ্গীরা সেখানে টহল দিচ্ছিলো। চিঠিটা তখন তার বুক পকেটে ছিলো। তারা গেরিলাদের কাউকে পায়নি, কিন্তু এএলএন'র একটা ব্যাটালিয়ন, যা আলজেরিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের প্রশিক্ষিত বাহিনী এফএলএন'রই একটা শাখা, সেটাকে ধাওয়া করেছিলো। ভোরের আধো-আলো আধো অন্ধকারেরর মধ্যে তারা ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে জ্যাঁ ক্লদের বুকে একটা বুলেট এসে লাগে। ওটা ওর ফুস্ ফুসে গিয়ে বিদ্ধ হয়। মারা যাবার আগে প্লাটুন কমান্ডারকে সে চিঠিটা দিয়ে যায়।

জ্যাকুলিন চিঠিটা পড়ে একটু কাঁদলো। তাতে গত সপ্তাহের কিছুই বলা নেই। শুধু কন্সটানটাইনের ব্যারাকের গল্প, যুদ্ধ অভিযান এবং নিয়ম শৃঙ্খলার কথাবার্তা। বাকিটা

সে ফ্রাঙ্কোয়েসের কাছ থেকে শুনেছিলো একজন বীরের মতোই তার ভাই মৃত্যুবরণ করেছে। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর ভয়ে পালায়নি বরং মুখোমুখি যুদ্ধ ক'রে গুলী খেয়ে, মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।

ফ্রাঙ্কোয়েস জ্যাকুলিনের সাথে খুব ভদ্র ব্যবহার করলো। মানুষ হিসেবে সে খুব শক্ত প্রকৃতির এবং সৈনিক হিসেবেও খুব পেশাদার। তার প্লাটুনের একজন সৈনিকের বোনের সাথে সে খুবই ভদ্র ও নম্র আচরণ করেছে এ কারণে জ্যাকুলিন তাকে পছন্দ ক'রে ফেলে এবং প্যারিসে গিয়ে তার সাথে ডিনার করতে রাজী হয়। তাছাড়া সে ভেবেছিলো যে তার মা-বাবা ফিরে এসে যদি ঘটনাটা জেনে যায় যে কিভাবে জ্যঁ ক্রুদ মারা গিয়েছে তবে খুবই কষ্ট পাবে। তারা দু'জনেই যেভাবেই হোক দু'মাস আগের ঘটনাটা সামলে নিয়ে সহজ-স্বাভাবিক হতে পেরেছে। ডিনারে সে লেফটেনান্টকে এ ব্যাপারে চুপ থাকার জন্য প্রতীজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলো, সেও এতে রাজী হয়েছিলো।

কিন্তু আলজেরিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে তার কৌতুহল খুব বেড়ে গেলো। আসলে কি হয়েছিলো, কেন এ যুদ্ধটা হচ্ছে, রাজনীতিবিদরা এ ব্যাপারে আসলে কোন চাল দিচ্ছে।

গত জানুয়ারিতে জেনারেল দ্য গল প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। দেশপ্রেমিকদের উচ্ছ্বাসের জোয়ারে এলিসি প্রাসাদ মুক্ত হয়েছিলো।

তিনি যুদ্ধটা শেষ ক'রে আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অধীনেই রেখে দিলেন। ফ্রাঙ্কেয়েসের কাছ থেকেই সে প্রথমে জানতে পারলো, যে লোকটাকে তার বাবা সমীহ্ করে, শ্রদ্ধা করে, সে একজন বিশ্বাসঘাতক, ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।

ফ্রাঙ্কোয়েসের ছুটিতে তারা দুজনে এক সাথেই কাটালো। সে তার সেলুনের কাজ সেরে প্রতি সন্ধ্যায় তার সাথে দেখা করতো। ১৯৬০ সালে ট্রেনিং স্কুল থেকে বের হবার পর থেকেই সে এই কাজটা ক'রে আসছিলো। সে জ্যাকুলিনকে বলেছিলো ফরাসি সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের সাথে প্যারিসের সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। গোপনে সরকার কারাবন্দী বেন-বেল্লাহর সাথে আপোষ-রফা করেছিলো। বেন বেল্লাহ্ ছিলেন এফএলএন'র প্রধান। আর ঐসব শত্রুর কাছে আলজেরিয়া হস্তান্তর করাটা এখন শুধু বাকী আছে। সে জানুয়ারির মাঝামাঝিতে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিলো আর জ্যাকি মার্সেইতে তার সাথে সেই সময়গুলো একত্রে কাটিয়েছে। সে তার জন্য অপেক্ষা করতো। সে ১৯৬০ সালের হেমন্ত এবং শীত কালটার পুরো সময় ধরে তার জন্যে অপেক্ষা করেছিলো। তার ছবিটা নিয়ে সে ঘুমাতো। বুকে জড়িয়ে থাকতো ছবিটা।

১৯৬১ সালের বসন্তের ছুটিতে সে শেষ বারের জন্য আবার প্যারিসে এসেছিলো। যখন তারা বুলেভার্ড দিয়ে হাটতো তখন তার পরনে ছিলো সামরিক পোষাক আর জ্যাকুলিন তার নিজের সেরা, আকর্ষণীয় পোষাকটি পড়েছিলো। সে ভাবতো ফ্রাঙ্কোয়েস হলো এই শহরের সবচাইতে শক্ত-সামর্থ্য, লম্বা-চওড়া হ্যান্ডসাম একজন মানুষ। তার সাথে কাজ ক'রে এমন একটি মেয়ে তাদের দু'জনকে দেখে ফেললে, পরের দিন সেলুনে জ্যাকুলিনের সুন্দর *প্যারা* 'কে নিয়ে গল্প-গুজব শুরু হয়ে যায়। সে তখন ওখানে ছিলো না; বার্ষিক ছুটিটা নিয়ে তার সাথে কাটাতে চলে গিয়েছিলো।

ফ্রান্কোয়েস ছিলো খুবই উত্তেজিত। বাতাসে কিছু একটা ভাসছিলো। এফএলএন'র সাথে আলোচনার কথাবার্তা লোকজনের জানাই ছিলো। সেনাবাহিনী, সত্যিকারের সেনাবাহিনী, এই ব্যাপারটা বেশীদিন মেনে নিতে পারেনি। সে প্রতীজ্ঞা করলো, আলজেরিয়া ফ্রান্সের সাথেই থাকবে আর তারা দুজনে, সাতাশ বছরের এক যুদ্ধরত সৈনিক এবং তেইশ বছরের হবু-মা, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

ফ্রান্কোয়েস বাচ্চাটার সম্পর্কে কিছুই জানতো না। সে ১৯৬১ সালের মার্চে আলজেরিয়াতে ফিরে গেলো আর এপ্রিলের ২১ তারিখে ফরাসি সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিট গল সরকারের বিরুদ্ধেবিদ্রোহ করলো। প্রথম কোলোনিয়াল প্যারা ট্রুপারদের মধ্যে মাত্র একজনই বিদ্রোহ করেছিলো। কিছু লিফলেট ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়লে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী এবং অনুগত বাহিনীর মধ্যে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই। মে মাসের শুরুতেই ফ্রান্কোয়েস অনুগত বাহিনীর সৈনিকদের সাথে এক দাঙ্গা ফ্যাসাদে জড়িয়ে গুলীতে নিহত হয়।

জ্যাকুলিন, যে এপ্রিল থেকে কোন চিঠি পায়নি, জুলাই মাসের সংবাদটা শোনার আগ পর্যন্ত এব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি। সে নিঃশব্দে প্যারিসের একটা উপশহরে সস্তায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ঘর বন্ধ ক'রে গ্যাস ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো। সে ব্যর্থ হয়েছিলো কারণ ঘরে অনেক ছিদ্র ছিলো যা দিয়ে গ্যাস বের হয়ে গিয়েছিলো। সে বেঁচে গেলেও বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়। তার বাবা-মা তাকে তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে আগস্টের ছুটিটা কাটায়। এরপর ধীরে ধীরে সে ব্যাপারটা সামলে ওঠে। ডিসেম্বরের মধ্যেই সে ওএএস'র একজন সক্রিয় আন্ডার গ্রাউন্ড কর্মী হয়ে ওঠে। তার উদ্দেশ্যটা ছিলো খুবই সোজা আর সহজ সরল : ফ্রান্কোয়েস এবং তার ভাই জ্যাঁ ক্লদ, তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া, যেভাবেই হোক, যাইহোক। তার কিংবা অন্যদের-যাই ক্ষতি হোক না কেন, তার বিনিময়ে প্রতিশোধ। এই উদ্দেশ্যটা ছাড়া এই পৃথিবীতে তার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, লক্ষ্য নেই। তার একটাই মাত্র অভিযোগ ছিলো যে, সে শুধু বার্তা বহন করে, মাঝে মধ্যেই ব্যাগে ক'রে প্লাস্টিক বিস্ফোরক বহন করে। তার আত্মবিশ্বাস ছিলো সে এর চেয়েও বেশী কিছু করতে পারবে।

পেটিট ক্লার্মাতের ঘটনার পর একজন হবু-খুনীর সাথে সে তিন রাত থেকেছে প্লেস দু ব্রেতোয়েল'র নিজের ফ্ল্যাটে। তখন সবাই আত্ম-গোপনে ছিলো। সেটা ছিলো তার জন্য বড় একটা মুহূর্ত। তারপর তাকে ওখান থেকে সরে যেতে হয়েছিলো। একমাস পরে লোকটা ধরা পড়ে গেলো, কিন্তু জ্যাকুলিনের সাথে থাকার কথাটা পুলিশকে বলেনি। সম্ভবত সে ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু খুব নিরাপদে থাকার পরও তার দলনেতা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলো কয়েক মাস ওএএস'র হয়ে কোন কাজ কর্ম যেনো সে না করে। এই উত্তাল সময়টা শেষ না হলে সে যেনো একদম গুটিয়ে রাখে নিজেকে। ১৯৬৩'র জানুয়ারি থেকে সে আবার বার্তা বহন করা শুরু করে।

আর জুলাই মাস পর্যন্ত এরকমই চলেছে। তার পর, তার কাছে এটা লোক এলো দেখা করতে। সেই লোকটার সাথে ছিলো তার দলনেতা। ঐ লোকটা দেখতে একটু

ভিন্ন রকমের। তার কোন নাম নেই। সে কি সংগঠনের জন্য বিশেষ একটা কাজ করতে প্রস্তুত? অবশ্যই। সম্ভবত বিপজ্জনক, নিশ্চিতভাবেই অরুচিকর? কোন ব্যাপার না।

তিনদিন পর তাকে দেখানো হলো একটা লোক একটা ব্লকের ফ্ল্যাট থেকে বের হচ্ছে। তারা পার্ক করা একটা গাড়িতে বসে ছিলো। তাকে বলা হয়েছিলো লোকটা কে আর তার অবস্থান কি, সেই সাথে তাকে কি করতে হবে।

জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে তাদের দেখা হলো, সেটা খুবই কাকতালীয়ভাবে। একটা রেঁস্তোয়ায় যখন সে একটা লোকের পাশে বসেছিলো সেই লোকটা তখন তার টেবিলে রাখা লবন-দানিটা চেয়েছিলো। জ্যাকুলিন হেসে সেটা তাকে দিয়েছিলো। লোকটা কথা বলেছিলো তার সাথে কিন্তু সে ছিলো চুপচাপ আর বিনয়ী। প্রতিক্রিয়াটা ছিলো ঠিক। তার জড়তা, ইতস্ততা লোকটাকে আগ্রহী ক'রে তুললো। কোন কিছু বোঝার আগেই, তাদের মধ্যে কথার্বাতার ফুলকি ছুটলো। লোকটাই নেতৃত্ব দিলো, সে নীরবে তাকে অনুসরণ ক'রে গেলো। দু'সপ্তাহের মধ্যেই তারা ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়লো।

সে পুরুষ সম্পর্কে যথেষ্ট জানাতো, তারা কী ধরনের রুচিবোধ খোঁজে, কোনটা পছন্দ করে। তার নতুন প্রেমিক খুব সহজেই নারীদের জয় করতে অভ্যস্ত এবং মেয়েদের ব্যাপারে অভিজ্ঞ। সে লাজুক-লাজুক আর আগ্রহী কিন্তু বিনয়ীভাব করতো। সেই সাথে তার আকর্ষণীয় দেহটা একদিন পুরোপুরি নষ্ট হবে না এমন ইঙ্গিতও করতো। টোপটা কাজে দিলো। লোকটার কাছে পরম বিজয় হলো মুখ্য ব্যাপার।

জুলাইর শেষের দিকে তার দলনেতা তাকে বললো যে, তাদের দুজনকে খুব জলদি স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রে বসবাস করা শুরু করতে হবে। এ কাজে বাধা হলো লোকটার বউ ও দুটো সন্তান, যারা তার সাথে থাকে। জুলাইর ২৯-এ লোয় উপত্যাকায় তারা তাদের পারিবারিক গ্রামের বাড়িতে চলে গেলো আর স্বামীটি কাজের কথা ব'লে প্যারিসে থেকে গেলো। তার পরিবারের বিদায়ের সাথে সাথেই লোকটা জ্যাকুলিনের সেলুনে ফোন ক'রে তাকে তার সাথে নিজের ফ্ল্যাটে সেই রাতেই ডিনারের আমন্ত্রণের জন্য চাপাচাপি করলো।

নিজের ফ্ল্যাটে বসে জ্যাকুলিন হাত ঘড়িটা দেখলো, তিন-ঘন্টা আছে প্রস্তুত হবার জন্য। যদিও সে তার প্রস্তুতি খুব নিখুঁতভাবে করতে চায়, তবুও সেটা বড় জোড় দু'ঘন্টায় সম্ভব। সেটাই যথেষ্ট হবে। সে নগ্ন হয়ে শাওয়ার ছেড়ে গোসল ক'রে নিলো আর লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শরীরটা শুকালো। সে দেখলো টাওয়াল তার শরীরের চামড়া স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে কিন্তু কোন অনুভূতি হচ্ছে না। হাত দুটো সম্পূর্ণ উপড়ে তুলে স্তনের বোটাটা দেখলো, খাড়া বোটাটাও কোন অনুভূতির সৃষ্টি করলো না। কিন্তু সে যখন জানতো ফ্রাঙ্কোয়েসের হাতের ছোঁয়া পেতে যাচ্ছে তখন তীব্র অনুভূতি হতো তার।

সে আসন্ন নিস্তেজ রাতের কথা ভাবতেই তার পেটটা মোচরাতে শুরু করলো। সে যাবে, সে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ। এটা তাকে করতে হবেই। সে কি ধরনের প্রেম চায় সেটা কোন ব্যাপার না। তাক থেকে ফ্রাঙ্কোয়েসের একটা ছবি নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সেই একই পরিহাসপূর্ণ হাসি, স্মিত হাসি। এরকম সে হাসতো যখন তাকে স্টেশনের প্লাটফর্মে দেখতো তাকে দেখে লাফাচ্ছে। ছবিটার চুল হালকা ধূসর, সৈনিকের পোষাক পড়া, সবকিছুই আছে– শুধু ছবিতে। সে বিছানায় শুয়ে ফ্রাঙ্কোয়েসের ছবিটার উপর মুখ রেখে, যেমনটি সে তার সাথে করতো সহবাসের সময় জিজ্ঞাসা করতো হালকা ছলে, "আলোর, পেতিত্, তু, ভুঁ?...." সে সব সময় ফিস্ ফিস্ করতো, "উই, তু স্য বিঁ...." তারপর সেটা ঘটতো।

সে চোখ বন্ধ ক'রে তাকে তার ভেতরে অনুভব করলো। শক্ত এবং উষ্ণ আর প্রচন্ড শক্তিতে, আর কানে শুনলো নরম পুলকানুভূতির শব্দ, চূড়ান্ত মুহূর্তে সে বলতো, "ভুঁ, ভুঁ...." যা সে কখনও না মেনে পারেনি। সে চোখ খুলে বললো, "ফ্রাঙ্কোয়েস," সে নিঃশ্বাস নিলো, "আমাকে সাহায্য করো, প্লিজ আমাকে সাহায্য করো, আজকের রাতে।"

মাসের শেষ দিনগুলোতে জ্যাকেল খুব ব্যস্ত ছিলো। সে পুরো সকালটা ফ্লি মার্কেটে কাটিয়ে দিলো। স্টলে স্টলে ঘুরে বেড়ালো একটা সস্তাব্যাগ কাধে ঝুলিয়ে। সে একটা কালো তৈলাক্ত টুপি, একজোড়া ভালো জুতা, কিছু অপরিস্কার প্যান্ট এবং অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুজির পর একটা লম্বা মিলিটারি কোট কিনলো। কোটটা খুব লম্বা ছিলো, এমনকি তার হাটুরও নীচ পর্যন্ত সেটা ঠেকলো যা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সে যখন বের হয়ে যাবে তখন তার চোখে পড়লো একটা মেডেলের দোকানের দিকে। বেশীর ভাগই পুরনো ও মরচে ধরা। সে ওগুলোর কয়েকটা কিনলো সাথে একটা বর্ণনামূলক বুকলেট।

বইটাতে লেখা আছে কোন পদের জন্য বা কি ধরনের কাজের জন্য কি ধরনের মেডেল দেয়া হয়। ছবি সংবলিত ও ক্যাপশান দেয়া আছে তাতে।

রুই রয়েল-এর কুইনি' তে হালকা লাঞ্চ সেরে সে হোটেলের এক কর্নারে চলে গেলো। বিল পরিশোধ ক'রে ব্যাগট্যাগ নিয়ে চলে গেলো সে। তার নতুন কেনা জিনিসগুলো তার দুটো দামী সুটকেসের একটিতে রেখে দিলো। একেকটা মেডেল একেক ধরনের কাজের জন্য। সে নিজে একটা বাছাই করলো আর নিজেকে লিবিয়া, তিউনিসিয়া, ডি-ডে এবং জেনারেল ফিলিপ লে ক্লার্কের দ্বিতীয় আরমার্ড ডিভিশনের একজন হিসেবে পুরস্কৃত করলো বির হাকিম পদবীতে।

বাকী মেডেলগুলো ও বইটা বুলেভার্ড মালেশার্বের ল্যাম্প পোস্টগুলোর নীচে দুটো পৃথক ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিলো। হোটেলের ডেস্কে বসা লোকটা তাকে জানালো যে গার দু নর্দ থেকে ব্রাসেল্‌সে যাবার জন্য একটা চমৎকার একপ্রেস ট্রেন ইতোয়েলে দু নর্দে আছে, সেটা ৫ টা ১৫ তে ছাড়বে। সেটাই সে ধরলো আর ভালো ক'রে ডিনারটা সেরে জুলাইর শেষ ঘন্টায় ব্রাসেল্‌সে পৌছে গেলো।

ছয়

রোমে পরের দিন সকালেই ভিক্টর কাওয়ালস্কির কাছে চিঠিটা এসে পৌঁছালো। দৈত্যাকৃতির কোরপোরাল প্রতিদিনকার মেইলগুলো পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে ফেরার পথে হোটেলের বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বেল-বয় তাকে ডেকে বললো, "সিগনর, পার ফাভোর...."

সে খুব কর্কশভাবে তার দিকে ফিরে তাকালো। ছেলেটা কে, সে চিনতে পারলো না, কিন্তু এটা কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা না। সে কখনও হোটেলের অভ্যর্থনা লাউঞ্জের সামনে দিয়ে লিফটের কাছে যাওয়ার সময় তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতো না। কালো চোখের তরুণটির হাতে একটা চিঠি "ই উনা লেতারা, সিগনর। পার উন সিগনর কাওয়ালস্কি.... নন কগ্‌নসকো কুয়েস্তো সিগনর....ই ফোরসে ফ্রান্সেস..."

কাওয়ালস্কি ইটালিয়ান ভাষার একটি শব্দও বুঝতে পারলো না। কিন্তু সে বুঝতে পারলো তার নাম বলা হচ্ছে। যদিও তার মনে হলো নামটা খুব বাজেভাবে উচ্চারিত হয়েছে। সে ছেলেটার কাছ থেকে চিঠিটা ছো মেরে নিয়ে সেটাতে কার নাম ও ঠিকানা আছে সেটা দেখলো। এই হোটেলে সে অন্য নামে উঠেছে আর পত্রিকা পড়ার লোক না হওয়াতে সে খেয়াল করতে পারেনি যে, পাঁচ দিন আগে প্যারিসের একটি সংবাদ-পত্রে স্কুপ নিউজ হিসেবে ওএএস'র তিনজন শীর্ষ কর্মকর্তার এই হোটেলের উপর তলায় অবস্থানের খবরটি ছাপা হয়েছিলো।

চিঠিটা পাবার আগ পর্যন্ত সে মনে করেছিলো, সে এখানে আছে সেটা কেউ জানে না, তাই চিঠিটা তাকে অবাক করলো। সে সচরাচর চিঠিপত্র পায় না। এজন্যে এই জিনিসটার আগমন তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব'লে মনে হলো। চিঠিটা নেয়ার পর ইটালিয়ান ছেলেটা তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো চোখ দুটো গোল ক'রে। যেনো কাওয়ালস্কি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যে এই হতবিহ্বল অবস্থাটার সমাধান দিতে পারবে, কেননা ডেস্কের কোন কর্মচারীই এ নামে কোন অতিথির কথা শোনে নাই। তারা এও জানে না চিঠিটা নিয়ে কি করবে। কাওয়ালস্কি তাকিয়ে বললো, "বন। জে ডেইস ডিমান্ডার," সে কথাটা বললো দাম্ভিকভাবে। ইটালিয়ানটা ভুরু কুচকে দাড়িয়ে রইলো।

"ডিমান্ডার, ডিমান্ডার," কাওয়ালস্কি বারবার বলতে লাগলো, উপরের সিলিংয়ের দিকে ইঙ্গিত ক'রে। ইটালিয়ানটা সিলিংয়ের বাত্তিটা দেখলো। "আহ, সি। ডোমান্ডার। প্রেগো, সিনগর, ট্রান্তে গ্রাজি...."

কাওয়ালস্কি লম্বা-লম্বা পা ফেলে ইটালিয়ানটার কৃতজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে লিফটের দিকে চলে গেলো। আট তলায় পৌঁছে তার সাথে করিডোরে দেখা হলো ডেস্কের একজন লোকের সাথে। দু'জনের চোখাচোখি হলো। এরপর অন্যজন পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটা পকেটে ভ'রে ফেললো। সে ওখানে দায়িত্বে আছে। লোকটা শুধু কাওয়ালস্কিকে দেখেছে, লিফটে অন্য আর কেউ ছিলো না। এটা ছিলো রুটিন মাফিক একটা কাজ। লিফটের বাতিটা সাত তলার ঘর অতিক্রম করলে সবসময় এটা করা হয়। ডেস্কে দায়িত্বে থাকা লোকটা ছাড়াও করিডোরে আরো একজন লোক ছিলো, ফায়ার এস্কেপের দরজার দিকে মুখ ক'রে থাকা। আর অন্যজন ছিলো সিঁড়ির উপর। সিঁড়ি এবং ফায়ার এস্কেপ, দুটোই একটা বুবি ট্র্যাপ। যদিও ম্যানেজমেন্টের লোকজন সেটা জানে না। বুবি ট্র্যাপ দুটো ডেস্কের নিচে থাকা সুইচটা বন্ধ ক'রে দিলে আর ক্ষতিকর হয়ে উঠে না।

দিনের শিফটের চতুর্থ ব্যক্তিটি ওএসএস প্রধানের আট তলার ঘরের ছাদের উপর পাহাড়া দেয় কিন্তু আক্রমণের ঘটনা ঘটলে আরো তিনজন আছে, যারা এখন নিচের তলায় করিডোর সংলগ্ন ঘরে ঘুমাচ্ছে। তাদের দায়িত্ব রাতে। যদি প্রয়োজন পড়ে, তারা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অপারেশনে নেমে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। আট তলার লিফটের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে। তারপরও যদি লিফটের বাত্তিটা সাত তলা অতিক্রম ক'রে ফেলে তবে সেটা একটা সাধারণ সতর্কতা হিসেবে দেখা হয়। এরক ঘটনা মাত্র একবারই ঘটেছিলো। সেটা অবশ্য দূর্ঘটনাক্রমে হয়েছিলো। ভুল ক'রে এক ওয়েটার মদের ট্রে নিয়ে নয় নাম্বার বোতাম টিপে দিয়েছিলো। খুব দ্রুতই সে বুঝতে পেরেছিলো, আর যে ব্যবস্থার মুখোমুখি সে হয়েছিলো, তাতে জীবনে আর নয় নাম্বার বোতাম টিপার সাহস তার হবে না।

ডেস্কে বসা লোকটা টেলিফোন ক'রে চিঠি আসার কথাটা উপর তলায় জানিয়ে দিয়ে কাওয়ালস্কিকে উপরে যাবার ঈশারা করলো। সাবেক কোরপোরাল তার নামে আসা চিঠিটা পকেটে ভরে রাখলো। ওএএস প্রধানের জন্য যে চিঠি সে ডাকঘর থেকে নিয়ে এসেছে সেটা একটা লোহার ছোট্ট বাক্সে ভরা, সেই বাক্সটা বাম হাতের সাথে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা আছে। বাক্সটা আর চেইনের চাবি থাকে রদিনের কাছে। তালাগুলো স্প্রিংলোডেড তালা। কয়েক মিনিট বাদে ওএএস কর্নেল দুটি তালাই খুলে দিলে কাওয়ালাস্কি তার নিজের ঘরে ফিরে ঘুমাতে গেলো। ঘুমাবার আগে ডেস্কে বসা লোকটাকে ছুটি দিয়ে দিলো সে।

নিজের ঘরে এসে শেষ পর্যন্ত সে চিঠিটা পড়তে শুরু করলো। চিঠিটার শুরু হয়েছে স্বাক্ষর দিয়ে। চিঠিটা কোভাক্সের কাছ থেকে এসেছে ব'লে সে খুবই অবাক হলো। কেননা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তার সাথে কাওয়ালস্কির দেখা হয় না,

আর সে খুব একটা চিঠি লিখতে পারে না যেমন কাওয়ালস্কির চিঠি পড়তে কিছুটা অসুবিধা হয়। তবে চিঠিটার সাংকেতিক বার্তা সে ঠিকই বুঝতে পারলো। সেটা খুব একটা দীর্ঘ ছিলো না। কোভাক্স শুরু করেছে এই ব'লে যে, চিঠি লেখার দিন তার এক বন্ধু সংবাদ-পত্রের একটা খবর তাকে পড়ে শুনিয়েছে। সেই খবরে ছিলো, রদিন, মন্টেক্রেয়ার এবং কাসন রোমের একটা হোটেলে লুকিয়ে আছে। তার ধারণা তার পুরনো বন্ধু কাওয়ালস্কিও তাদের সাথে সেখানে রয়েছে, যদি তাকে পাওয়া যায় সেজন্যই এই চিঠি লেখা।

কয়েকটা লাইন জুড়ে শুধু এই লেখা রয়েছে যে, বর্তমানে ফ্রান্সে তাদের দিন বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সব জায়গায়ই কাগজ-পত্র চাওয়া হয়, আর জুয়েলারি দোকানগুলোতে অভিযান চালানো এবং ডাকাতি করার আদেশ এখনও আসছে। সে ব্যক্তিগতভাবে চারটা অভিযানে ছিলো, বলেছে কোভাক্স, আর সেসব মোটেও কোন জোক ছিলো না। সে বুদাপেস্টে পুরনো দিনগুলোতে খুব ভালোই কাটিয়েছে, যদিও সেসব দিন ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত। শেষ লাইনে বলা হয়েছে যে, কোভাক্স কয়েক সপ্তাহ আগে মিচেলের সাথে দেখা করেছে আর মিচেল তাকে বলেছে যে সে জোজোর সাথে কথা বলেছে। সে তাকে বলেছে, সিলভির নাকি অসুখ করেছে, লিউকোমিয়ার মতো কিছু; মানে তার রক্তে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে আর কি। কিন্তু কোভাক্স মনে করছে খুব শীঘ্রই সিলভি সেরে উঠবে। ভিক্টর যেনো এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে।

কিন্তু ভিক্টর চিন্তায় প'ড়ে গেলো। ছোট্ট সিলভি অসুস্থ এটা ভেবেই সে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। ভিক্টর কাওয়ালস্কির ছত্রিশটা হিংসাত্মক বছরে খুব কম জিনিসই তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পেরেছে। জার্মানরা যখন পোল্যান্ডে আগ্রাসন চালায় তখন তার বয়স মাত্র বারো, আর তার এক বছর পরেই একটা কালো ভ্যানে ক'রে জার্মানরা তার বাবা-মা'কে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। সেই ছোট বয়সেও সে ঠিকই বুঝেছিলো তার বড় বোন ক্যাথেড্রালের পেছনে বড় হোটেলে কি করছিলো। জার্মানরা তাকে সেখানে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো আর সেখানে অনেক জার্মান অফিসার যাতায়াত করতো। এই ব্যাপারটা তার বাবা-মাকে খুবই ক্ষুব্ধ করেছিলো। তারা সামরিক সরকারের অফিসে গিয়ে এর প্রতিবাদ করেছিলো। সে সময় পার্টি -জানে যোগ দেবার বয়সও তার হয়েছিলো। পনেরো বছর বয়সে সে প্রথম হত্যা করে। লোকটা ছিলো একজন জার্মান। রাশিয়ানরা যখন এলো তখন তার বয়স সতেরো। কিন্তু তার বাবা-মা সবসময়ই তাদেরকে ঘৃণা করতো, ভয় পেতো। তারা তার কাছে সাংঘাতিক সব গল্প করেছিলো। পুলিশদের সাথে ওরা কি রকম ব্যবহার করেছিলো সেই সব গল্প আর কি। তাই সে পার্টিজানদের ত্যাগ করেছিলো। পরবর্তীতে কমিসার'র আদেশে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো। সেজন্য জন্তু-জানোয়ারের মতো পালিয়ে পশ্চিম দিকে, মানে চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে চলে গিয়েছিলো সে। পরবর্তীতে অস্ট্রিয়াতে, উদ্বাস্তু হয়ে একটা আশ্রয় শিবিরে ঠাঁই নিয়েছিলো। লম্বা, হাড্ডি সর্বস্ব, শুকনা একটা যুবক, যে কিনা পোলিশ ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে পারে না। ক্ষুধার চোটে একেবারে

কাহিল ছিলো সে। তারা ভেবেছিলো সে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের একজন ভাসমান মানুষ মাত্র, ক্ষতিকর কিছু না। আমেরিকান খাদ্য তার শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলো। ১৯৪৬ সালের এক বসন্তের রাতে, সে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে দক্ষিণে ইটালিতে চলে গেলো। তারপর সেখান থেকে ফ্রান্সে। মার্সেইতে সে এক রাতে একটা দোকান ভেঙ্গে চুরি করলো সে। দোকানের মালিককে খুন ক'রে পালালো, কেননা মালিক লোকটা তাকে বাঁধা দিতে চেয়েছিলো। এরপর আবারো সে দৌড়ের উপর। তার সঙ্গীও তাকে ছেড়ে গেলো আর উপদেশ দিয়ে গেলো যে, ভিক্টর তোমার জন্য একটা জায়গাই আছে আর সেটা হলো– বিদেশী লিজিওন। পরের দিন সকালেই সে লিজিওনে যোগ দিলো আর তাকে পাঠানো হলো সিদি বেল আবে'তে। মার্সেইর ঘটনাটা পুলিশি তদন্তের আগেই সে অনেক দূরে চলে গেলো। ভূমধ্যসাগরীয় শহরটা আমেরিকার খাদ্য সামগ্রী রপ্তানির একটা ঘাঁটি ছিলো। আর সে সব খাদ্য সামগ্রীর জন্য খুন-খারাবী খুব একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিলো না। মামলাগুলো কোন সন্দেহজনক আসামী না পাওয়ার দরুণ খুব জলদিই বাতিল হয়ে যেতো। এই সময়টাতেই সে এসব শিখেছিলো, যদিও সে ছিলো এক লিজিওনার। উনিশ বছর বয়সেই সে খুন করার দক্ষতার জন্য কাওয়ালস্কি নামটি অর্জন করে।

ছয় বছর সে ইন্দোচীনেও ছিলো, তারপর তাকে আলজেরিয়াতে পাঠানো হলো। এর মাঝে মার্সেইর বাইরে ছয় মাসের একটা অস্ত্রের ট্রেনিং-এ তাকে পাঠানো হয়েছিলো। সেখানে একটা ছোট্ট কিন্তু নষ্ট মেয়ে-মানুষের বারে জুলির সাথে তার দেখা হয়। জায়গাটা জাহাজ ঘাটার পাশে ছিলো। সেখানে জুলি তার দালালের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো। কাওয়ালাস্কি লোকটাকে প্রচণ্ড জোড়ে ঘুষি মেরে ছয় মিটার দূরে ফেলে দিলো আর সেই এক ঘুষিতেই লোকটা দশ ঘণ্টা অচেতন রইলো। এক বছর পর্যন্ত লোকটা স্পষ্ট ক'রে কথা বলতে পারে নাই। আঘাতটা এতো জোড়ে ছিলো যে, চোয়ালের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।

জুলি বিশালাকৃতির লিজিওনেয়ারকে পছন্দ করেছিলো। তারপর কয়েক মাস যাবত সে হয়ে উঠলো তার রাত্রিকালীন 'রক্ষাকর্তা'। ভুঁ বন্দরের একটা নোংরা চিলেকোঠা থেকে কাজ শেষ ক'রে ঘড়ে ফেরার পথে জুলিকে সে পাহাড়া দিয়ে বাসা অবধি পৌছে দিতো। ব্যাপারটার মধ্যে প্রচুর যৌনাকাঙ্ক্ষা ছিলো, বিশেষ ক'রে জুলির দিক থেকে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন প্রেম ছিলো না, এমন কি যখন জুলি নিজেকে গর্ভবতী হিসেবে আবিষ্কার করলো তারপরও। জুলি তাকে বলেছিলো যে, বাচ্চাটা কাওয়ালস্কিরই, কারণ সে-ই সেটা চেয়েছিলো। জুলি তাকে এও বলেছিলো যে, সে বাচ্চাটা চায় না। তার জানা-শোনা এক বৃদ্ধ মহিলা ওটা খালাস ক'রে দিতে পারে। কাওয়ালস্কি তাকে খামচে ধরে বলেছিলো, সে যদি এমন কাজ করে তবে তাকে সে খুন করবে। তিন মাস পর তাকে আলজেরিয়া থেকে ফিরে আসতে হয়েছিলো। ইতিমধ্যে সে আরেকজন পোলিশ, সাবেক লিজিওনেয়ার, জোসেফ গ্রিজিবোওস্কির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললো। লোকজন তাকে জোজো দ্য পোল ব'লে ডাকতো। তাকে ইন্দোচীনা থেকে বিতাড়িত

করা হয়েছিলো এবং সেখান থেকে এসে স্টেশনে একটা খাবার দোকান চালায় এমন একটা হাসিখুশী বিধবার সাথে বাস করতে শুরু করেছিলো। ১৯৬৩ সালে দু'জন বিয়ে করার পর থেকেই তারা একসাথেই দোকানটা চালানো শুরু করলো। জোজো তার বউয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে টাকাগুলো ভাংতি ক'রে দিতো আর তার বউ খাবারগুলো ক্রেতাকে দিতো। সন্ধ্যার দিকে সে যখন কাজ করতো না, তখন চলে যেতো বারে, যেখানে নিকটবর্তী ব্যারাক থেকে লিজিওনেয়াররা ভীড় করতো আর পুরনো দিনের গল্প করতো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে। তাদের বেশির ভাগই ছিলো বয়সে তরুণ, যারা তুরিন আর ইন্দোচীনে রিক্রুট হয়েছিলো। ওখানেই এক সন্ধ্যায় সে হঠাৎ করেই কাওয়ালস্কির সাথে পরিচিত হয়।

জোজোর কাছেই কাওয়ালস্কি বাচ্চাটার ব্যাপারে উপদেশ চেয়েছিলো। জোজো তার সাথে এক মত পোষণ করেছিলো। তারা দু'জনেই একসময় ক্যাথলিক ছিলো।

"সে বাচ্চাকে নষ্ট ক'রে ফেলতে চায়," বলেছিলো ভিক্টর।

"সালোপে," জোজো বললো।

"কাও," ভিক্টর তার সাথে একমত পোষণ করলো।

তারা আরেকটু মদ পান করলো, বারের পেছনে রাখা আয়নার দিকে খুব মুডে তাকালো।

"বাচ্চাদের সাথে এরকম করা ঠিক না।"

"একদম ঠিক না," জোজো তার সাথে সায় দিলো।

"আমার আগে কোন বাচ্চা-কাচ্চা ছিলো না," একটু ভেবে ভিক্টর কথাটা বললো।

"আমারও না, এমন কি বিয়ের পরও," জোজোর জবাব।

সকালের কোন এক সময়ে কিছুক্ষণ ধরে তারা খুব মদ খেলো আর সেই সাথে একটা পরিকল্পনার ব্যাপারে দু'জনেই একমত হলো। সে সময় তারা দু'জনেই ছিলো একদম মাতাল। পরের দিন সকালে জোজোর মনে পড়লো তার অঙ্গীকারের কথা কিন্তু বউয়ের কাছে কথাটা কিভাবে বলবে সেটা ভেবে পেলো না। এই কাজটা করতে তার তিন দিন লেগেছিলো। বিষয়টা নিয়ে বউয়ের আশেপাশে বার কয়েক ঘুর-ঘুর করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সে আর তার বউ বিছানায়, তখন কথাটা বললো। তার আতিশয্যে বউ খুব খুশী হলো। তাই সবকিছু ঠিকঠাক করা হলো।

যথা সময়েই আলজেরিয়া থেকে ভিক্টর ফিরে এসে মেজর রদিনের সাথে যোগ দিলো। সে সময় রদিন নতুন একটা যুদ্ধের জন্য ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ছিলো। মার্সেইতে জোজো এবং তার বউ ভয়ের সাথে গর্ভবতী জুলির তদারকি করেছিলো। ভিক্টর যখন মার্সেই ছেড়ে যাচ্ছিলো তখন জুলি চার মাসের অন্তস্বত্তা। তাই গর্ভপাতের জন্য খুব বেশি দেরী হয়ে গিয়েছিলো। জোজো একটা ব্যাপারে তাকে জানিয়েছিলো যে, ঐ ভাঙ্গা চোয়ালওয়ালা লোকটা আবার জুলির আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছে। সেই লোকটা লিজিওনেয়ারদের আশপাশে সতর্কভাবে ঘোরাফেরা করতে শুরু ক'রে দিলো। সে তার সাবেক টাকা কামানোর উৎসটির দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করতো। ১৯৬৬ সালের

শেষের দিকে জুলিকে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং সেখানে সে একটা কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। নীল চোখ আর সোনালী চুলের একটা মেয়ে। দত্তক নেয়ার কাগজ-পত্রগুলো ছিলো একেবারেই ভূয়া, সেটা জোজো এবং তার বউ যোগার করেছিলো। জুলির সাথে একত্রেই তারা কাজটা করেছিলো। দত্তক নেয়া হয়ে গেলে জুলি তার পুরনো জীবনে ফিরে গেলো আর জোজো নিজেদের জন্য একটা মেয়ে পেয়ে গেলো। তার নাম দিলো সিলভি। তারা ভিক্টরকে চিঠি মারফত ব্যাপারটা জানালো। ব্যারাকের বিছানায় শুয়ে ভিক্টরের এক আশ্চর্য রকমের আনন্দ হলো। কিন্তু সে কাউকে সেটা বলেনি। তার স্মৃতির ভাণ্ডারে একান্ত নিজস্ব কিছু ছিলো না।

যাহোক, তিন বছর পরে, আলজেরিয়ার পাহাড়-পর্বতে দীর্ঘ তিন বছরের লড়াইয়ের পর, পারিবারিক যাজক তাকে বললো, তার একটা উইল করা দরকার। এ ধরনের চিন্তা সে আগে কখনও করেনি। কারোর জন্য কিছু রেখে যাবার মতো তার কিছু ছিলো না, যেহেতু বেতনের প্রায় পুরোটাই বারে গিয়ে, মদ খেয়ে এবং বেশ্যা পাড়ায় খরচ ক'রে ফেলতো। কিন্তু যাজক তাকে আশ্বস্ত ক'রে বললো যে, আধুনিক লিজিওনে একটা উইলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং সে তার সমুদয় সম্পত্তি ও বস্তুগত জিনিস সাবেক লিজিওনেয়ার জোসেফ গ্রিজিবোস্কির কন্যাকে দান ক'রে দিলো। এই সংক্রান্ত কাগজ-পত্রের এক কপি তার সম্পর্কিত ডসিয়ারের সাথে প্যারিসে অবস্থিত আমর্ড ফোর্স মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত ছিলো। ফরাসি সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে যখন কাওয়ালস্কির নামটা পরিচিত হয়ে উঠলো, বিশেষ ক'রে ১৯৬১ সালের বন ও কনস্টানটাইনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য, তখন অন্যান্য কাগজ-পত্রের সাথে এই ডসিয়ারটা আবার বাইরে আনা হলো। সেটা কর্নেল রোল্যান্ডের পোর্ট দে লাইলা'তে অবস্থিত একশন সার্ভিসের নজরে আনা হলো। গ্রিজিবোস্কির সাথে একবার দেখা করার পর পুরো গল্পটা বেড়িয়ে আসলো। কাওয়ালস্কি এটা কখনও জানতে পারেনি।

সে তার মেয়েকে জীবনে মাত্র দু'বার দেখেছে, একবার ১৯৫৭ সালে উরুতে গুলি লাগার দরুণ মার্সেইতে ছুটি কাটাবার সময়, আর ১৯৬০ সালে, যখন সে কর্নেল রদিনকে প্রহরা দিয়ে মার্সেইতে নিয়ে এসেছিলো। রদিনকে একটা কোর্ট মার্শালের সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছিলো। প্রথমবার ছোট মেয়েটার বয়স ছিলো দুই, পরের বার সাড়ে চার। কাওয়ালস্কি সেখানে গিয়েছিলো জোজোর জন্য উপহার আর সিলভির জন্য খেলনা বোঝাই ক'রে। তারা সেখানে খুব ভালো সময় কাটিয়েছিলো। ছোট্ট মেয়েটা আর তার দাঁড়িওয়ালা চাচা, ভিক্টর। কিন্তু সে তার মেয়ের কথা কাউকে বলেনি, এমনকি রদিনকেও।

আর এখন সে লিউকেমিয়া জাতীয় কিছু একটা অসুখে ভুগছে। পুরো সকালটা কাওয়ালস্কি এটা ভেবে খুব অস্থির ছিলো। লাঞ্চের পর সে উপর তলায় বসে চিঠি আনার বাক্সটা হাতের সাথে চেইন দিয়ে লাগিয়ে নিলো। রদিন ফ্রান্স থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠির আশায় ছিলো, যাতে ধারাবাহিক ডাকাতির ফলে কি পরিমাণ টাকা

যোগার করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকবে। তাই সে চাইলো কাওয়ালস্কি যেনো দ্বিতীয় বারের মতো ডাকঘরে গিয়ে বৈকালিক চিঠি আসার ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে আসে।

"লিউক জিনিসটা কি?" কোরপোরাল হঠাৎ বলে উঠলো। রদিন তার হাতের চেইনটা বাক্সের সাথে লাগাতে লাগাতে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

"আমি এ সম্পর্কে কখনও কিছু শুনিনি," সে জবাব দিলো।

"এটা রক্তের একটা অসুখ," কাওয়ালস্কি ব্যাখ্যা করলো।

ঘরের অন্য প্রান্তে কাসন একটা ম্যাগাজিন পড়ছিলো, সে হেসে উঠলো।

"তুমি বলতে চাচ্ছো, লিউকোমিয়া," সে বললো।

"হ্যাঁ, তো, সেটা কি, মঁসিয়ে?"

"এটা ক্যান্সার," কাসনের জবাব, "রক্তের ক্যান্সার।"

কাওলাস্কি তার সামনে দাঁড়ানো রদিনের দিকে তাকালো। সে সিভিলিয়ানদের বিশ্বাস করে না।

"এটা সাড়ানো যায়, *তুবিব্স, মঁ কর্নেল?*"

"না, কাওয়ালস্কি, এটা মরণব্যাধি। এটার কোন নিরাময় নেই। তুমি এটা নিয়ে এতো জানতে চাচ্ছো কেন?"

"এমনি, বিড়বিড় ক'রে কাওয়ালস্কি বললো, "কোথায় যেনো আমি সেটা পড়েছিলাম।"

এই ব'লে সে চলে গেলো। রদিন যদি জানতো যে তার দেহরক্ষী সাধারণ আদেশ, নির্দেশ ছাড়া অন্য কিছুও পড়ে, পত্রিকাও দেখে তবে সে শব্দটার অর্থ জানার চেষ্টা করতো, কিন্তু সে তা' করেনি আর খুব দ্রুতই ব্যাপারটা তার মাথা থেকে উবে গেলো। বৈকালিক চিঠি সার্ভিসে রদিনের প্রত্যাশিত চিঠিটা এলো, সেটাতে বলা হয়েছে যে, সুইজারল্যান্ডে ওএএস'র সম্মিলিতি ব্যাংক একাউন্ট-এ এখন ২৫০,০০০ ডলারের বেশি জমা আছে। রদিন খুব সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাংকারদের কাছে একটা নির্দেশ লিখে পাঠাতে লেগে গেলো, যাতে ঐ পরিমাণ টাকা ভাড়াটে গুপ্তঘাতকের একাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। একাউন্ট খালি হবার জন্য তার কোন অস্বস্তি লাগলো না, কেননা প্রেসিডেন্ট দ্য গলের মৃত্যুর সাথে সাথে, কোনরূপ দেরী না করেই শিল্পপতি ও ব্যাংকাররা, যারা খুবই উগ্র ডানপন্থী, তারা দ্রুতই বাকি ২৫০,০০০ ডলার দিয়ে দিতে পারবে। যেসব লোকেরা এখন টাকা চাইলে বলে যে, "সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, কোন পদক্ষেপ নিতেও দেখা যাচ্ছে না দেশপ্রেমিক বাহিনীর মধ্যে," তারা গলের তিরোধানের পরপর ঐসব সৈনিকদের জন্য এবং নিজেদের সম্মান ও কৃতিত্ব দেখানোর আশায় নতুন জন্ম নেয়া ফ্রান্সের শাসকদের প্রতি কোন কৃপণতা দেখাবে না, সেটা নিশ্চিত। সন্ধ্যা হতে হতেই রদিন ব্যাংকারদের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্যে লেখা নির্দেশগুলো সম্পূর্ণ ক'রে ফেললো, কিন্তু কাসন যখন এটা দেখলো যে, রদিন ব্যাংকারদের কাছে টাকাটা হস্তান্তরের জন্য নির্দেশ লিখে ফেলেছে,

তখন সে আপত্তি জানালো। সে যুক্তি দেখিয়ে বললো যে, আমাদের তিনজনের সাথে ইংরেজটার একটা প্রতিজ্ঞা হয়েছিলো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের ব্যাপারে, যে, সে প্যারিসে যোগাযোগ ক'রে আমাদের এজেন্টের কাছ থেকে ফরাসি প্রেসিডেন্টনের বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার হাল হকিকত কি, আর তার চলাচল ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন কিছুর পরিবর্তন হয়েছে কিনা ইত্যাদি খবর জেনে নেবে। এসব তথ্য গুপ্তঘাতকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় এসে তাকে টাকা স্থানান্তরের খবরটা জানানো আর তাকে অপরিপক্কভাবে এই কাজে লেগে যাবার উৎসাহ দেয়া একই কথা। যখন, লোকটা কখন আঘাত হানবে সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার, নিজস্ব পছন্দ, তখন, কয়েকদিনের দেরীতে তেমন কিছু হবে না। খুনীকে দেয়া তথ্যের উপরই ব্যর্থতা-সফলতার ব্যাপারটা নির্ভর করবে, এটা নিশ্চিত।

কাসন সেইদিন সকালেই প্যারিস থেকে তার প্রধান প্রতিনিধির কাছ থেকে একটা চিঠি পেলো। তার প্রধান প্রতিনিধি একজন এজেন্টকে দ্য গলের খুব ঘনিষ্ঠ অনুচর হিসেবে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। আরো কয়েকদিন লাগবে সেই এজেন্টকে ঐ জায়গাটার মধ্যে স্থান ক'রে নিতে। দ্য গলের চালচলন, যাতায়াত, নিরাপত্তা অবস্থা এবং কোথায় কোথায় যাবে সে সব জানতে পারা যাবে খুব জলদি। বর্তমানে দ্য গলের জন সমক্ষে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁর যাতায়াত সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানানো হয় না। রদিন কি দয়া ক'রে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারে না, যাতে কাসন তার এজেন্টের কাছ থেকে একটা টেলিফোন নাম্বার পায় আর সেই টেলিফোন নাম্বারে জ্যাকেল যোগাযোগ ক'রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেতে পারে। নিশ্চিত ভাবেই সেটা কাজের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে, তাই নয়কি?

কাসনের দীর্ঘ যুক্তি রদিন মনোযোগ দিয়ে শুনলো। সঙ্গত কারণেই একমত পোষণ করলো যে তার কথাই ঠিক। কেউ জানে না জ্যাকেলের অভিপ্রায় কি। আর সত্যি বলতে কি টাকা হস্তান্তরের সাথে লন্ডনে টেলিফোন নাম্বার পাঠানো হলেও, একের পর এক চিঠি দেয়া হলেও, গুপ্তঘাতকের পরিকল্পনা ও শিডিউলের কোন পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। রোমের সন্ত্রাসীরাও জানে না যে খুনী তার দিন ইতিমধ্যেই ঠিক ক'রে ফেলেছে এবং পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাটা ধরে ধরে। রোমের প্রচণ্ড গরমের রাতে, ছাদে বসে কাওয়ালস্কি তার কোল্ট ৪৫-টা হাতে নিয়ে মেয়েটার কথা ভাবতে লাগলো। মার্সেইতে মেয়েটা অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, লিউক জাতীয় রক্তের কি জানি একটা রোগ তার হয়েছে। ভোর হবার ঠিক একটু আগেই তার মাথায় একটা আইডিয়া এলো। মনে পড়লো ১৯৬০ সালে জোজোর সাথে যখন তার শেষ দেখা হয়েছিলো, তখন সাবেক লিজিওনেয়ার তাকে বলেছিলো যে সে তার ফ্ল্যাটে টেলিফোন নিয়েছে।

যে সকালে কাওয়ালস্কি চিঠিটা পেয়েছিলো, সেই সকালেই জ্যাকেল ব্রাসেল্‌সের আমিগো হোটেলে ছেড়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এম গুসেন্‌সের ওখানে চলে গেলো। ডুগান

নামে সে অস্ত্র বিক্রেতাকে সকালের নাস্তা করার পরপরই ফোন করেছিলো, এ নামেই গুসেন্‌স তাকে চেনে। দেখা করার সময় ঠিক হয়েছিলো ১১টা বাজে। গুসেন্‌সের বাড়ির সামনের রাস্তার কোণে জ্যাকেল ১০টা ৩০ মিনিটে এসে হাজির হলো। আধঘন্টা ধরে রাস্তার পাশে রাখা একটা বেঞ্চে বসে সংবাদ-পত্রে চেহারাটা ঢেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

তার মনে হলো সবকিছু ঠিকই আছে। ১১টা বাজে সে দরজার সামনে উপস্থিত হলো। গুসেন্‌স তাকে নিজের অফিসে নিয়ে গেলো। সে ভেতরে ঢোকার পরপরই গুসেন্‌স সামনের দরজাটা তালা মেরে শিকল দিয়ে আটকে দিলো। ভেতরে ঢুকেই ইংরেজ লোকটা অস্ত্র ব্যবসায়ীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

"কোন সমস্যা?" সে জিজ্ঞেস করলো। বেলজিয়ানটা বিব্রত বোধ করলো।

"হ্যা, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি।"

গুপ্তঘাতক তাকে ঠাণ্ডা চোখে নিরীক্ষণ করলো। তার মুখে কোনো কিছুই প্রকাশ পেলো না। তার চোখ দুটো আধো খোলা এবং চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তাতে দেখা গেলো।

"আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি আগস্টের ১ তারিখে ফিরে আসলে ৪ তারিখের মধ্যেই অস্ত্রটা নিয়ে চলে যেতে পারবো," সে বললো।

"সেটা একদম ঠিক, আর আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে সমস্যাটা অস্ত্র নিয়ে নয়," বেলজিয়ানটা বললো। "অস্ত্রটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে সেটা আমার হাতে তৈরি করা সবচাইতে সেরা মাস্টার পিস হয়েছে বলে আমি মনে করি। খুবই সুন্দর একটা জিনিস। সমস্যাটা আসলে অন্য জিনিস নিয়ে। সেটা অবশ্য তৈরি করা হয়েছিলো, আপনাকে সেটা দেখাচ্ছি।"

ডেস্কের উপরে একটা বাক্সের মতো কিছু রাখা ছিলো, সেটার দৈর্ঘ্য হবে দুই ফিট, চওড়া আঠারো ইঞ্চি আর গভীরতায় চার ইঞ্চি। এম গুসেন্‌স বাক্সটা খুলে ফেললো। জ্যাকেল ভালো ক'রে সেটা দেখে নিলো।

জিনিসটা দেখতে একটা সমতল ট্রে'র মতো। ভেতরে কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, প্রতিটা প্রকোষ্ঠ রাইফেলেটার সরঞ্জামের আকারে তৈরি করা যাতে সেগুলো ওখানে রাখা যায়।

"এটা কিন্তু আসল বাক্সটা নয়, আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়," এম গুসেন্‌স ব্যাখ্যা করলো। "সেটা হোতো আরো লম্বা। আমি বাক্সটা নিজেই বানিয়েছি। সবকিছুই এতে ফিট হয়েছে।"

সবকিছুই খুব নিখুঁতভাবেই ফিট হয়েছিলো। বাক্সটার প্রথম দিকের জায়গাটা ব্যারেল আর বৃচের জন্য, ছিদ্রটা আঠারো ইঞ্চির বেশি হবে না। জ্যাকেল সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো। খুবই হালকা, দেখতে সাব মেশিন গানের ব্যারেলের মতো। বৃচটার একটা ছোট বোল্ট আছে। রাইলেটা নিয়ে জ্যাকেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। সে যেরকমটি চেয়েছিলো, জিনিসটা একেবারেই সেই রকমের।

জ্যাকেল যখন রাইফেলটা দেখছিলো তখন বেলজিয়ানটা স্টিলের একটা রড নিয়ে আসলো, সেটার এক মাথা গুণা করা।

"এটা জোড়া লাগানো হবে," সে বললো।

গুপ্তঘাতক সেই স্টিল রডটার গুণাওয়ালা মাথার সাথে নলটা ভালো ক'রে লাগিয়ে নিলো। এবার সেই স্টিল রডটা দেখতে মনে হলো রাইফেলের পেছনের অংশ এবং সেটা ত্রিশ ডিগ্রী বাঁকা করা যায়। গুণা করা অংশটা থেকে দু'ইঞ্চি দূরে একটা ছিদ্র আছে, সেটাতে আরেকটা ছোট্ট আঙটা লাগানো হলো।

"উপরের দিককার স্ট্রুট," সে বললো।

জ্যাকেল বেলজিয়ানটার হাতে থাকা দশ ইঞ্চির মতো লম্বা কালো একটা টিউবের দিকে লক্ষ্য করলো।

"সাইলেন্সার," ইংরেজটা বললো। সেটা হাতে নিয়ে ভালো ক'রে দেখে তারপর ব্যারেলের সামনের দিকে সেটা ঘুরি ঘুরিয়ে লাগিয়ে নিলো। সাইলেন্সারটা ব্যারেলের সামনে বাড়তি একটা অংশের মতো লেগে থাকলো। এম গুসেন্সের আরেক হাতে থাকা টেলিস্কোপটাও রাইফেলের সাথে যুক্ত করা হলো। ইংরেজটা রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে এমন ভঙ্গী করলো যেনো গুলি করতে উদ্যত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে মনে হবে সে একজন সম্ভ্রান্ত, স্যুট-বুট পড়া ইংরেজ ভদ্রলোক যে স্পোর্টিং গান-শপে এসেছে নতুন কোন স্পোর্টিং গান কিনতে। কিন্তু দশমিনিট আগের অদ্ভুত সাদা-মাটা রাইফেলটা ও তার যন্ত্রাংশগুলো কোনভাবেই স্পোর্টিং গান নয়; এটা খুবই উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন, দূর-পাল্লার, একেবারেই নিঃশব্দ, এ্যাসাসিন রাইফেল। জ্যাকেল সেটা নামিয়ে রেখে বেলজিয়ানটার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

"ভালো," সে বললো, "খুবই ভালো। আমি আপনাকে কংগ্রেচুলেট করছি। চমৎকার একটি জিনিস হয়েছে।" এম গুসেন্স স্মিত হাসি হাসলো।

"তারপরও প্রশ্নথেকে যায়, টেলিস্কোপটার কার্যকারিতা এবং জিনিসটা পরীক্ষা করার কিছু প্র্যাকটিস দরকার। আপনার কাছে কোন বুলেট আছে?"

বেলজিয়ানটা ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা বাক্স বের করলো, যাতে একশোটা বুলেট আছে। বাক্সটার প্যাকেট খোলা এবং ছ'টা বুলেট কম।

"এগুলো প্র্যাকটিসের জন্য," অস্ত্র ব্যবসায়ীটা বললো। "আমি এখান থেকে ছ'টা বুলেট নিয়ে সেগুলোকে এক্সপ্লোসিভ বুলেটে রূপান্তরিত করেছি।"

জ্যাকেল সেখান থেকে এক মুঠো বুলেট নিয়ে ভালো ক'রে দেখে নিলো। সাধারণত এ ধরনের বুলেট খুব ছোট হয়, কিন্তু সে দেখলো ওগুলো আরেকটু লম্বা। এই বাড়তি লম্বার জন্য বুলেটটা আরো বেশি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে, আর এর গতিবেগও হবে বেশি। সেজন্যই খুব বেশি নিখুঁত হবে এবং হত্যা করার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। বুলেটগুলোর মাথাও লক্ষ্য করার মতো। যেখানে বেশির ভাগ শিকারী বন্দুকের গুলির মাথা ভোঁতা হয়ে থাকে, সেখানেই এই গুলিগুলোর মাথা খুবই চোখা।

"গুলিগুলোর আসল মাথাগুলো কোথায়?" গুপ্তঘাতক জিজ্ঞেস করলো।

এম গুসেন্স আবার ড্রয়ারটা খুলে দোমড়ানো মোচড়ানো একটা টিস্যু পেপার বের ক'রে আনলো।

"খুব স্বাভাবিক কারণেই, আমি এগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে দেই," সে ব্যাখ্যা করলো, "কিন্তু যেহেতু আমি জানি আপনি আসছেন, তাই এগুলো বের ক'রে রেখেছি।"

সে টিস্যুটা খুলে এর ভেতরে রাখা জিনিসগুলো একটা সাদা কাগজের উপর মেলে রাখলো। সেখান থেকে ইংরেজটা একটা বুলেট নিয়ে ভালো ক'রে দেখলো।

বুলেটটার চোখা মাথার একেবারে শীর্ষে ছোট্ট একটা ফুটো, আর সেই ফুটোটা কিছু একটা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। জ্যাকেল বুঝতে পারলো যে, ফুটোর ভেতরে পারদ ভরা আছে, তারপর সীসা দিয়ে ফুটোর মুখটা বন্ধ করা হয়েছে।

এ ধরনের বুলেট সম্পর্কে জ্যাকেল আগেই জানতো কিন্তু কোনদিন সে এগুলো ব্যবহার করেনি। এ ধরনের বুলেটের ব্যবহার জেনেভা কনভেনশনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এগুলো অন্য বুলেটের মতো শুধু দাম্-দামই করে না, বরং এগুলো খুবই ভয়ংকর। এক্সপ্লোসিভ বুলেট অনেকটা ছোট্ট গ্রেনেডের মতো, যখন এটা কোন মানুষের শরীরে আঘাত করবে, তখন ভেতরে ঢুকে বিস্ফোরিত হবে। ফায়ারিংয়ের সময় গর্তের ভেতরের সেই কয়েক ফোটা পারদ সজোড়ে পেছন দিকে ধাক্কা খায়, অনেকটা আচমকা গতি বাড়িয়ে দিলে গাড়ির ভেতরের যাত্রী যেরকম পেছনে হেলে পড়ে, সেরকম। বুলেটটা মাংস, হাড্ডি অথবা মজ্জায় আঘাত করলে সেটা আচমকাই গতি শূন্য হয়ে পড়ে।

এর ফলে পারদগুলো সজোড়ে সামনের দিকে ছুটে যায় আর বুলেটের সামনের দিকে মুখটা, যা সীসা দিয়ে বন্ধ করা আছে, সেটা ভেদ ক'রে পারদগুলো বাইরে বেরিয়ে আসবে হাতের আঙ্গুল প্রসারিত করলে যেমনটা হয়, তেমনি ছড়িয়ে বেড় হয়ে আসবে, অথবা ফুল ফোটার মতো পারদের ফোটাগুলো চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ অবস্থায় পারদের ফোটাগুলো গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের মতো মাংসের ভেতরে দুমড়ে মুচড়ে, কেটে কুটে একাকার ক'রে ফেলবে। মাথায় সেই বুলেট আঘাত হানলে শুধু আঘাতই হবে না, বরং মাথার খুলির ভেতর সবকিছু ধ্বংস ক'রে ফেলবে। মাথার হাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

গুপ্তঘাতক বুলেটটা খুব সাবধানে টিস্যু পেপারে রেখে দিলো। তার পাশে দাঁড়ানো গাট্টা-গোট্টা লোকটা, যে এসব বানিয়েছে, সে খুশিতে তাকিয়ে রইলো।

"সব দেখে মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। আপনি আসলেই একজন দক্ষ লোক, এম. গুসেন্স। তবে সমস্যাটা কি?"

"অন্যকিছু, মঁসিয়ে। টিউবটা। আমার ধারণার চেয়ে ওগুলো নির্মাণ করা বেশ কঠিন ব'লে মনে হচ্ছে। আপনার কথা মতো আমি প্রথমে এলুমুনিয়াম দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দয়া ক'রে বুঝতে চেষ্টা করুন, প্রথমে আমি রাইফেলটা তৈরি

করেছি। সেজন্যই বাকি জিনিসগুলো বানানো শুরু করেছি মাত্র কয়েকদিন আগে। আমি আশা করেছিলাম আমার দক্ষতা আর ওয়ার্কশপের সহায়তায় ওগুলো বানানো খুব সহজ হবে।

"কিন্তু টিউবটা খুব হালকা করার জন্য আমি বেশ পাতলা ধাতুই কিনেছিলাম। সেটা খুব বেশি পাতলা ছিলো। যখন কাজ করতে শুরু করলাম, সেগুলো টিস্যু পেপারের মতোই দুমড়ে-মুচড়ে গেলো। অল্প চাপেই সেটা বেঁকে যায়। সুতরাং সবকিছু বিবেচনা ক'রে আমি ঠিক করেছি টিউবটা স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে বানাবো।

"এটা দেখতে এলুমিনিয়ামের মতোই মনে হবে। কিন্তু একটু ভারি হবে। সেটা শক্তও হবে, পাতলাও হবে। এটা দিয়ে কাজ করলে কোনভাবেই বেঁকে যাবে না, ভাঙ্গবে না। অবশ্য কাজ করার জন্য এটা খুবই শক্ত ধাতু, তাই সময় একটু বেশি লাগবে। আমি গতকাল থেকে শুরু করেছি...."

"ঠিক আছে, আপনি যা বললেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ব্যাপার হলো জিনিসটা আমার দরকার, আর আমি সেটা খুব নিখুঁতভাবেই পেতে চাই। কখন?"

বেলজিয়ানটা কাঁধ ঝাঁকালো। "এটা বলা খুব কঠিন। সব কিছুই যোগাড় করা হয়েছে, সবই ঠিক আছে, যদি না নতুন কোন সমস্যা দেখা দেয়। আমার সন্দেহ হচ্ছে আর আমি নিশ্চিত শেষে আরো কোন টেকনিক্যাল সমস্যাও হতে পারে। পাঁচ দিন, ছয়দিন। সম্ভবত এক সপ্তাহ ...."

ইংরেজ লোকটা কোন রকমের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করলো না। চেহারাটা নির্লিপ্তই রাখলো।বেলজিয়ানটা যখন কথা ব'লে যাচ্ছিলো তখন সে তাকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। বেলজিয়ানটার কথা শেষ হলে, সে একটু ভাবলো।

"ঠিক আছে," সে বললো। "তার মানে আমার ভ্রমণ পরিকল্পনায় একটু পরিবর্তন করতে হবে। খুব গুরুতর কিছু হয়নি। সমস্যাটা ছোটো-খাটোই। আমাকে কিছু টেলিফোন করতে হবে। যাহোক, রাইফেলটার সাথে অভ্যস্ত হবার প্রয়োজন রয়েছে আমার। আর সেটা বেলজিয়ামেরই কোন জায়গায় করতে হবে। রাইফেলটা, কিছু গুলি আর এক্সপ্লোসিভ একটা বুলেট আমার দরকার। প্র্যাকটিস করার জন্য খুবই নিরিবিলি একটা জায়গারও দরকার। কোথায়, বলুন তো, একেবারে গোপনে একটা রাইফেল পরীক্ষা করা যায়? কমপক্ষে একশো ত্রিশ এবং একশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে, খোলা জায়গায়?"

এম গুসেন্‌স কিছুক্ষণ ভাবলো। "আরডেন নামের একটা বনে," সে টেনে টেনে কথাটা বললো. "এখানে অনেক বনই আছে যেখানে একজন মানুষ কয়েক ঘন্টা ধরে একা থাকতে পারে। আপনি দিনের মধ্যেই সেখানে গিয়ে ফিরে আসতে পারবেন। আজকে বৃহস্পতিবার, সপ্তাহান্ত শুরু হবে আগামীকাল থেকে আর জঙ্গলগুলো লোকজনের পিকনিক পার্টিতে ভরে যাবে। আমি বলবো সোমবারে মঙ্গলবারে অথবা বুধবারের মধ্যে, আশা করি এর মধ্যেই বাকি কাজগুলো শেষ ক'রে ফেলতে পারবো।" ইংরেজ লোকটা সন্তুষ্ট হয়ে মথা নাড়লো।

"ঠিক আছে, আমার মনে হয় রাইফেলটা আর গুলিগুলো এখনই নিয়ে গেলে ভালো হয়। আমি আপনার সাথে সামনের সপ্তাহের মঙ্গলবার অথবা বুধবারে যোগাযোগ করবো।"

বেলজিয়ানটা পুরো টাকা শোধ করার আগেই জিনিসগুলো নিয়ে নেবার ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি করতে লাগলো।

"আমার মনে হয় আপনি এখনও সাতশো পাউন্ড আমার কাছ থেকে পাবেন। এখানে"– সে ডেস্কের উপর একটা টাকার বান্ডিল রেখে বললো, "পাঁচশো পাউন্ড আছে। বাকি দু'শো পাউন্ড আপনি পাবেন পুরো জিনিসগুলো আমি পাবার পর।"

"মার্থসি,মঁসিয়ে," বেলজিয়ানটা টাকার বান্ডিল পকেটে ভরে নিয়ে বললো। রাইফেলটার বিভিন্ন অংশ খুলে একটা বাক্সে ভরে দিলো। একটা এক্সপ্লোসিভ বুলেট, যেটা গুপ্তঘাতক চেয়েছিলো, সেটা আলাদা ক'রে একটা টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে রাখা হলো। বাক্সটা বন্ধ ক'রে সেটা ইংরেজটার হাতে তুলে দিলে গুলির বাক্সটা অন্য হাতে নিয়ে ইংরেজটা চলে যেতে উদ্যত হলো।

এম গুসেন্স খুব ভদ্রভাবেই তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসলো।

জ্যাকেল হোটেলে ফিরে আসলো লাঞ্চের ঠিক একটু পরেই। প্রথমে সে তার ওয়ার্ডরোবের রাইফেলের বাক্সটা খুব যত্ন ক'রে রেখে তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে চাবিটা পকেটে ভরে নিলো।

বিকেলে সে খুব তাড়াহুড়া না ক'রে প্রধান ডাকঘরে গিয়ে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে একটা ফোন করলো। লাইন পেতে আধঘন্টা লাগলো আর আরো পাঁচ মিনিট লাগলো হার মেইয়ারকে পেতে। ইংরেজটা নিজেকে একটা নাম্বার ব'লে পরিচয় দিলো, তারপর নিজের নাম বললো। হার মেইয়ার ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে দুই মিনিট পর ফিরে আসলো। তার কণ্ঠে পূর্বের সতর্কতা আর ছিলো না। যেসব কাস্টমারের একাউন্ট ডলার এবং সুইস ফ্রাঙ্কে জমা হয়, বৃদ্ধি পায়, তাদের সাথে খুব বেশি সৌজন্যতার সাথে ব্যবহার করা হয়। ব্রাসেল্সের লোকটা একটা মাত্র প্রশ্ন করেছিলো, আর এবার সুইস ব্যাংকার ত্রিশ মিনিট পর আবার লাইনে ফিরে এসে কাস্টমারের ফাইলটা সাথে ক'রে নিয়ে এসেছে এবং সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

"না, মেইন হার," কণ্ঠটা ব্রাসেল্সের ফোন বুথে আলোড়িত হলো। "কোন ধরনের টাকা লেনদেন হয়ে থাকলে আমরা আপনাকে চিঠির মাধ্যমে জানাবো, কিন্তু আপনার উল্লেখিত তারিখের মধ্যে কোন ধরনের টাকা আপনার একাউন্টে জমা হয়নি।"

"আমি এখন লন্ডন থেকে একটু দূরে আছি সপ্তাহ দুয়েকের জন্য, আর সেটা আমার অনুপস্থিতিতে আসতে পারে।"

"না, এরকম কিছু ঘটেনি। টাকা জমা হবার সাথে সাথেই কোন দেরী না ক'রে আমরা আপনাকে জানিয়ে দেবো।" হার মেইয়ারের শুভ কামনা শুনে জ্যাকেল ফোনটা নামিয়ে রেখে বিল পরিশোধ ক'রে চলে গেলো। সেই সন্ধ্যায় সে রুই নুয়েভ বারে

জালিয়াতটার সাথে দেখা করলো। ৬টা বাজার একটু পরে সে ওখানে পৌঁছালো। লোকটা ওখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলো আর ইংরেজটা এক কোণে খালি একটা আসনে বসে পড়লো। সে মাথা ঝাঁকিয়ে জালিয়াতটাকে ইশারা করলো তার সাথে যোগ দিতে। কয়েক সেকেন্ড পর সে এসে তার পাশে বসে একটা সিগারেট ধরালো।

"শেষ হয়েছে," ইংরেজটা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, সব হয়ে গেছে। খুব ভালোভাবেই হয়েছে, আমি নিজেই বলছি, ভালো হয়েছে।"

ইংরেজটা তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

"আমাকে দেখাও," সে বললো।

বেলজিয়ানটা সিগারেটে টান দিয়ে মাথা ঝাঁকালো।

"দয়া ক'রে বুঝতে চেষ্টা করুন, মঁসিয়ে, জায়গাটা একেবারেই একটা পাবলিক প্লেস। তাছাড়া খুব ভালো আলোর দরকার, বিশেষ ক'রে ফরাসি কার্ডের জন্য। সেগুলো স্টুডিওতে আছে।" জ্যাকেল তাকে খুব শীতলভাবে কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ ক'রে মাথা নাড়লো।

"ঠিক আছে। আমরা সেখানে গিয়েই সেটা দেখবো।" তারা কয়েক মিনিট পর বার থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে স্টুডিওর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। দিনটা খুব রৌদ্রোজ্জ্বল আর গরম থাকলেও রাস্তাটা সংকীর্ণ হওয়াতে সেখানে আলো তেমন ছিলো না, তবুও ইংরেজ লোকটা কালো সানগ্লাস পড়ে আছে যাতে তাকে কেউ চিনে ফেলতে না পারে। একটা বৃদ্ধ লোক রাস্তার অন্যদিকে থেকে এসে তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো, কিন্তু লোকটা আর্থরাইটিসে কুজো হয়ে গেছে, তার মাথাও ছিলো মাটির দিকে ঝুঁকে। জালিয়াতটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলো ইংরেজটাকে নিয়ে। স্টুডিওর ভেতরটা একদম অন্ধকার, যেনো রাত হয়ে গেছে। জালিয়াতটা বাতি জ্বালালো।

ভেতরের পকেট থেকে সে একটা বাদামী রঙের ইনভেলপ বের ক'রে সেটা খুললো। ভেতরের জিনিসগুলো পাশে রাখা একটা মেহগনি কাঠের টেবিলের উপর মেলে রাখলো। টেবিলটা একটু তুলে সেন্টার লাইটটার নিচে এনে রাখলো। টুইন আর্ক ল্যাম্পটা তখনও জ্বালানো হয়নি।

"প্লিজ, মঁসিয়ে।" সে খুব চওড়া একটা হাসি দিয়ে টেবিলে রাখা তিনটা কার্ডের দিকে ইশারা করলো। ইংরেজটা একটা কার্ড হাতে নিয়ে সেটা আলোর কাছে এনে দেখলো। এটা তার ড্রাইভিং লাইসেন্স, যার প্রথম পাতায় লেখা আছে মিঃ আলেকজান্ডার কোয়েন্টিন ডুগান, লন্ডনের অধিবাসী, ডব্লিউআই'কে মোটর গাড়ি চালানোর অনুমতি প্রদান করা হলো, যার গ্রুপ নাম্বার ১০ দিডেসম্বর ১৯৬০ থেকে ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এটার কার্যকারিতা বহাল থাকবে। এরপর নিয়ম মতো অন্যসব কিছুই ঠিক ঠিক রয়েছে।

এ পর্যন্ত জ্যাকেলের মনে হলো এটা একটা নিখুঁত জালিয়াতি। তার কাজের জন্য একেবারেই মোক্ষম জিনিস।

দ্বিতীয় কার্ডটা ছিলো ফরাসি *কার্ডে দি আইডেনতিতি*, সেটা আদ্রেঁ মার্টিনের নামে, বয়স তিপান্ন, জন্ম কোরমারে, বসবাস প্যারিসে। তার নিজের একটা ছবি, বয়স বিশ, ধূসর, *এন ব্রসো* চুলের কাট, হতবিহ্বল আর শ্রান্ত, কার্ডের ছোট্ট একটা কোণায়। কার্ডটাও বিবর্ণ এবং জীর্ণ, একটা শ্রমজীবী মানুষের কার্ড।

তৃতীয় কার্ডটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। সেটার ছবিটা আইডি কার্ডের ছবির চেয়ে একটু ভিন্ন। প্রতিটা কার্ডের ইস্যু করার তারিখে কয়েক মাসের পার্থক্য আছে। যেহেতু নবায়ন করার তারিখ ঠিকভাবে দেয়া নেই তাই এগুলো কি সত্যিকারের নাকি সেটা প্রশ্ন থাকতে পারে। এই কার্ডটাতে তার নিজের একটা ছবি আছে যেটা দু'সপ্তাহ আগের তোলা। ছবিটাতে যে শার্টটা আছে সেটা একটু বেশি কালো দেখাচ্ছে, আর তার লালটা যেমন দেখাচ্ছে বর্তমানেও তার লাল তেমনটায়ই। এটা করতে খুবই দক্ষতার প্রয়োজন। একজন মানুষের দুটো ভিন্ন চেহারা তৈরি করার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে দক্ষ কাজই। এই জালিয়াতটার কাজও খুবই চমৎকার হয়েছে। জ্যাকেল কার্ডগুলো তার পকেটে ভরে নিলো।

"খুবই চমৎকার," সে বললো, "আমি যেমনটা চেয়েছিলাম। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পঞ্চাশ পাউন্ড বাকি ছিলো, আমার বিশ্বাস।"

"ঠিক তাই, মঁসিয়ে। *মার্থসি*।" জালিয়াতটা টাকাটার আশা করছিলো। ইংরেজটা পকেট থেকে টাকাটা বের ক'রে দু'আঙুলে সেটা ধরে জালিয়াতটার সামনে তুলে ধরলো। সে বললো, "আমার বিশ্বাস আরো কিছু আছে, না?"

বেলজিয়ানটা এমন ভাব করলো যেনো সে কথাটা বুঝতে পারেনি। "মঁসিয়ে?"

"আসল ড্রাইভিং লাইসেন্সটার প্রথম পৃষ্ঠাটা যেটা আমি বলেছিলাম ফেরত চাই।" জালিয়াতটা যে অভিনয় করছিলো সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আর রইলো না। সে তার ভুরু দুটো কপালে তুলে যারপরনাই বিস্মিত হবার ভান করলো। যেনো ব্যাপারটার এইমাত্র সে ধরতে পেরেছে। সে হাত দুটো পেছনে দিয়ে, মাথাটা নিচু ক'রে একটু হেঁটে গেলো কয়েক পা, যেনো কিছু নিয়ে ভাবছে, তারপর আবার ফিরে আসলো।

"আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদেরকে আরো একটু আলাপ করতে হবে, মঁসিয়ে।"

"হ্যাঁ?" জ্যাকেলের কণ্ঠ অপরিবর্তিত। সেটা খুবই সাদামাটা, কোন ভাব প্রকাশ করে না, শুধুমাত্র হালকা প্রশ্নসূচক ছাড়া। চেহারাটাও কিছু বলছে না, আর চোখ আধখোলা।

"সত্যিই বলতে কি, মঁসিয়ে, আসল ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রথম পৃষ্ঠাটা, যা আটনার নামে করা, সেটা এখানে নেই। ওহ, প্লিজ, প্লিজ"– সে ইংরেজ লোকটাকে পুনরায় আশ্বস্ত করতে চাচ্ছে, যে সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, যদিও ইংরেজটা উদ্বিগ্নতার কোন পরিচয়ই দেয়নি। – "সেটা খুবই নিরাপদ জায়গায় আছে। একটা ব্যাংকে ব্যক্তিগত ডিপোজিট বাক্সে, যেটা আমি ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবে না। আমার মতো এ ধরনের পেশার লোকেরা একটু সতর্কতা নিয়েই চলতে হয় মঁসিয়ে। এটা অনেকটা ইন্সুরেন্সের মতো।"

"আপনি কি চান?"

"তো মাইডিয়ার স্যার, আমি আশা করছি আপনি সেই কাগজটার বিনিময়ে কিছু টাকা দেবেন। দেড়শো পাউন্ডের মতো টাকাতো আগেই দিবেন বলেছেন, সেটা বাদে।"

ইংরেজ লোকটা হালকা একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেললো, যেনো একটা লোক খামোখাই এই পৃথিবীতে তার নিজের জীবনটা জটিলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বেলজিয়ানটার প্রস্তাবের ব্যাপারে সে আর কোন আগ্রহের চিহ্ন দেখালো না।

"আপনি কি আগ্রহী?" জালিয়াতটা লাজুকভাবে বললো। সে এমনভাবে কথাগুলো বলছে যেনো সে এই ব্যাপারটা দীর্ঘ রিহার্সেল ক'রে নিয়েছে,

"আমি এর আগেও ব্লাক মেইলারদের মুখোমুখি হয়েছি," ইংরেকটা বললো, সেটা অভিযোগের সুরে নয়, সহজ কণ্ঠে, শুধুমাত্র কথাটা বলছে এমনভাবে। বেলজিয়ানটা আহত বোধ করলো।

"আহ, মঁসিয়ে, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি। ব্ল্যাকমেইল? আমি? যে প্রস্তাবটা দিয়েছি সেটা ব্ল্যাকমেইল না। আমি শুধু একটা ব্যবসার কথা বলেছি। পুরো জিনসটার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের কিছু টাকা। হাজার হলেও আমি আমার ডিপোজিট বাক্সে আপনার অরিজিনাল লাইসেন্সটা, ছবির নেগেটিভগুলো, যা আমি তুলেছি, আর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি।"

–সে একটা অনুতপ্তের ভঙ্গি ক'রে দেখালো যে সে ভয় পেয়েছে, "আপনি যখন মেক-আপ ছাড়া আর্ক লাইটের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন খুব দ্রুতই আমি একটা ছবি তুলে রেখেছিলাম। আমি নিশ্চিত এই সব ডকুমেন্ট ফরাসি কিংবা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে পড়লে আপনার জন্য কিছু অসুবিধা হয়ে যাবে। আপনি এমন একজন মানুষ যে এ ধরনের অসুবিধার অভ্যস্ত না–"

"কতো চান?"

"এক হাজার পাউন্ড, মঁসিয়ে"

ইংরেজটা সমস্যাটা অনুধাবন করতে পারলো, ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো যেনো এ ব্যাপরটাতে তার একটু আগ্রহ আছে শুধু।

"সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে হলেও ওসব ডকুমেন্ট আমাকে উদ্ধার করতে হবে।" সে মেনে নিলো। বেলজিয়ানটা আতিশয্যে অভিভূত হয়ে গেলো। "আমি এটা শুনে খুবই খুশি হলাম, মঁসিয়ে।"

"কিন্তু উত্তরটা হলো না," ইংরেজ লোকটা বললো, যেনো সে এখনও খুব ভাবছে ব্যাপারটা নিয়ে। বেলজিয়ানটার চোখ কুচ্‌কে গেলো।

"কিন্তু কেন? আমি বুঝতে পারছি না। আপনি বলছেন হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে হলেও এগুলো আপনার ফেরত চাই। এটাতো খুব সোজা ব্যাপার। আমরা দু'জনই আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো নিয়ে লেনদেন করছি আর সেজন্যই টাকাও দিতে হবে।"

"দুইটা কারণ আছে," ইংরেজটা বললো আস্তে ক'রে।

"প্রথমত, আমার কাছে কোন প্রমাণ বা এভিডেন্স নেই, যা অরিজিনাল নেগেটিভগুলো দিয়ে করা যাবে, সুতরাং সেগুলো আমার দরকার নেই।

"আপনার কাগজগুলো ব্যাংকের ডিপোজিটে আছে, আমি ভাবতেও পারছি না, হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে আপনি কেন সেগুলো নেবেন না।"

"এসবের জন্য টাকা চাওয়াটা আমার কাছে খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না। ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটা ফটোকপি বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তেমন ইমপ্রেস করবে না। আর আপনি যদি, ভুয়া লাইসেন্স নিয়ে ধরাও পড়েন তবে সেটা আপনাকে একটু অসুবিধায় ফেলবে, কিন্তু সেজন্য আমাকে এতো টাকা দেবার কোন কারণ নেই। আর ফরাসি কার্ডটার ব্যাপার, যদি ফরাসি কর্তৃপক্ষ জেনে যায় যে একজন ইংরেজ একজন অস্তিত্বহীন ফরাসির ছদ্মবেশ নিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করছে, যার না, আদ্রেঁ মার্টিন, তবে আপনি যদি সেই নামে ফ্রান্সে ঢোকেন তবে তারা আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে। তবে আপনি ইচ্ছে করলে সেই কার্ডটা ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা কার্ড যোগাড় করে নিতে পারেন। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না।"

"তাহলে সেটা আমি এখন করবো না কেন?" ইংরেজটা জিজ্ঞেস করলো, যেহেতু নতুন আরেক সেই কার্ড খুব বেশি হলে আরো একশো পঞ্চাশ পাউন্ডই না হয় লাগবে?" বেলজিয়ামটা হাত তুলে একটা ভঙ্গি করলো।

"আমি যে জিনিস ব্যাংকে রেখেছি সেটার সময় মূল্য আপনার কাছে বেশি। আমার মনে হয় আপনার সেই আদ্রেঁ মার্টিন'র কাগজগুলো ও আমার নিরবতা দুটোই কুব দরকার। আরেক সেট কাগজ তেরি করতেও পেতে খুব সময় লেগে যাবে, আর সেগুলো এতো ভালোও হবে না। আপনার যেগুলো আছে সেগুলো খুবই নিখুঁত। তো, আপনি চান কাজগুলো এবং আমার নিরবতা, দুটোই এবং তখনই। কাজগুলো আপনি পেয়ে গেছেন। আমার নিরবতার মূল্য এক হাজার পাউন্ড।"

"খুব ভালো, আপনি যেহেতু ব্যাপারটা এভাবে রেখেছেন। কিন্তু বেলজিয়ামে এখনই আমার কাছে হাজার পাউন্ড আছে সেটা কি করে ভাবলেন?"

জালিয়াতটা খুব ধৈর্যসহকারে হাসলো যেনো সব প্রশ্নের উত্তরই তার জানা আছে।

"মঁসিয়ে, আপনি একজন ইংরেজ ভদ্রলোক। এটা সবার কাছেই পরিষ্কার। এখন অবশ্য আপনি মাঝ বয়সী ফরাসি শ্রমিক সাজাতে চাচ্ছেন। আপনার ফ্রেঞ্চ খুবই অর্নগল এবং সেটা প্রায়ই ইংরেজটা মুক্ত। সেজন্যেই আমি আদ্রেঁ মার্টিনের জন্মস্থান কোলমারে দিয়েছি। আপনি জানেন, ঐ অঞ্চলের লোকজন আপনার মতো করে ফ্রেঞ্চ বলে। আপনি আদ্রেঁ মার্টিন হিসেবে ফ্রান্সে ঢুকে যেতে পারবেন। নিখুঁত, প্রতিভাবানের কাজ সেটা। কে মার্টিনের মতো একজন বৃদ্ধের ব্যাপারে খোঁজ নিতে যাচ্ছে? তো আপনি যা-ই বহন করুন না কেন সেটা খুবই মূল্যবানই হবে। মাদকদ্রব্য সম্ভবত? স্মার্ট ইংরেজরা আজকাল এসব হরহামেশাই করছে। আর মার্সেই হলো এসবের অন্যতম সরবরাহ কেন্দ্র। অথবা হীরা? আমি জানি না। কিন্তু সে ব্যবসায়ই আপনি থাকুন না

কেন সেটা খুবই লাভজনক। ইংরেজরা রেসকোর্সের ময়দানে পকেট মেরে তাদের সময় নষ্ট করে না। প্লিজ, মঁসিয়ে, আমরা এসব খেলা বন্ধ করি, হ্যাঁ-? আপনি আপনার লন্ডনের বন্ধুদের কাছে ফোন করে বলুন তারা যেনো এখানকার ব্যাংকে এক হাজার পাউন্ড পাঠিয়ে দেয়। তারপর আগামীকাল রাতে আমরা আমাদের প্যাকেজগুলো বদল করে নেবো আর– আপনি তা' করছেন, তাই নয়কি?"

ইংরেজটা বার কয়েক মাথা নাড়লো, যেনো আগের কথা ভুলগুলোর জন্য সে অনুতপ্ত। হঠাৎ করেই সে তার মাথাটা তুলে বেলজিয়ানটার দিকে তাকিয়ে হাসি দিলো। এই প্রথম জালিয়াতটা তাকে হাসতে দেখলো। আর এটা দেখে তার কিছুটা স্বস্তিবোধ হলো যে, ইংরেজটা পুরো ব্যাপারটা খুব ঠাণ্ডা মাথায়ই নিয়ে বুঝতে পেরেছে। সচরাচর এক্ষেত্রে লোকজন সমস্যাটা থেকে বের হবার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। যাহোক, কোন সমস্যা নেই। লোকটা বুঝতে পেরেছে। সে বুঝতে পারলো দুশ্চিন্তা তার মাথধা থেকে উঠে গেছে।

"খুব ভালো," বাললো, ইংরেজ লোকটা, "আপনিই জিতেছেন। আগামীকাল বিকেলের মধ্যেই আমি এক হাজার পাউন্ড পেয়ে যাবো। কিন্তু একটা শর্ত আছে"

"শর্ত?" তৎক্ষনাৎ বেলজিয়ানটা আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

"আমরা এখানে দেখা করবো না?"

জালিয়াতটা খল্‌খল্‌ ক'রে বলে উঠলো। "এ জায়গায় কোন সমস্যা নেই। এটা খুবই নিরিবিলি আর ব্যক্তিগত জায়গা...."

আমার দৃষ্টিতে এখানে সব কিছুতেই সমস্যা। একটু আগেই আপনি আমাকে বলেছেন যে, এখানে আমার একটা ছবি লুকিয়ে তুলেছেন। আমি চাই না আমাদের ছোট্ট সাক্ষাতটি, যেখানে আমাদের দু'জনের কিছু প্যাকেজের বিনিময় হবে, সেটা গোপন কোন জায়গায় থেকে আপনার কোন বন্ধুর ক্যামেরায় ধরা পড়ুক...."

বেলজিয়ানটার স্বস্তির ভাব ছিলো দৃশ্যমান। সে জোড়ে হাসলো।

"সেসব নিয়ে আপনি ভয় পাবেন না, *শের এমি*। এই জায়গাটা খুবই বিচ্ছিন্ন, আর আমার আমন্ত্রণ ছাড়া এখানে কেউ আসতে পারে না। আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। আমি এখানে কিছু কাজ করি যা খুবই অন্য ধরনের। পর্যটকদের ছবি তুলি, আর কিছু আছে যা সাধারণত কেউ স্টুডিওতে করে না।" সে তার বাম হাতটা তুলে ধরে তর্জনী এবং বুড়ো আঙুলটা দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করলো, আর ডান হাতের তর্জনীটা সেই বৃত্তের ভেতর বার কয়েক ঢুকিয়ে যৌনকর্মের ইঙ্গিত করলো।

ইংরেজ লোকটার চোখের পাতা খুব দ্রুত পড়লো। চোখ দুটো একটু বড় ক'রে তারপর হেসে ফেললো। বেলজিয়ানটাও তার সাথে হেসে উঠলো। ইংরেজটা তার হাত দিয়ে বেলজিয়ানটার কাঁধে চাপড় মারলো। অশ্লীল ইঙ্গিতময় হাসি হাসতে লাগলো দু'জনেই। হুছাৎ ক'রে বেলজিয়ানটা এমন ভাব করলো যেনো তার ব্যক্তিগত অঙ্গটি একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কা খেয়েছে। তার মাথাটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো। হাত দুটো মুকাভিনয় করা বাদ দিয়ে দোমড়ানো বিচি ধরে কোঁকাতে লাগলো। ইংরেজটা তার

ডান হাঁটু দিয়ে সেই জায়গাটা চেপে ধরে রাখলো। লোকটার হাসি ঘোৎ ঘোৎ শব্দে রূপান্তরিত হলো। অর্ধেক অচেতন হয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে গোল হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো। কোঁকাতে কোঁকাতে নিজের গলিত বিচির যত্ন নিতে আরম্ভ করলো।

জ্যাকেল তাকে তার হাঁটুর উপর ভর ক'রে ওঠাতে সাহায্য করলো, তারপর সজোড়ে বেলজিয়ানটার পেছনে আরেকটা লাথি মারলো। পেছন থেকে ডান হাত দিয়ে বেলজিয়ানটার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরলো সে। বাম হাতটা দিয়ে জালিয়াতটার মাথার পেছনের চুল খামছে ধরলো। একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ঘাড়টা সামনে, পেছনে এবং দু'পাশে মোচর দিলো। মাথার নিচের মেরুদণ্ডের হাড়টার ভাঙ্গার শব্দ খুব জোড়ে না হলেও শান্ত-নিথর স্টুডিওতে সেটা ছোট্ট একটা পিস্তলের গুলির মতো-শোনা গেলো। জালিয়াতটার শরীর নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, যেনো সেটা কোনো খেলনার পুতুল। জ্যাকেল তারপরও মাথাটা ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। মৃতের চেহারাটা এক পাশে চেয়ে রইলো। হাতটা তখনও ব্যক্তিগত অঙ্গটি ধরে আছে। জিভটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটু বের হয়ে গেছে আর চোখ দুটো একেবারে খোলা।

ইংরেজটা জানালার পর্দার সামনে ধীরে ধীরে হেঁটে গেলো পর্দাগুলো ঠিক মতো বন্ধ আছে কিনা সেটা দেখতে। তারপর আবার মৃতদেহটার কাছে চলে গেলো। দেহটা উল্টে চিৎ ক'রে বাম হাতের দিককার পকেটে হাত দিয়ে একটা চাবি বের ক'রে আনলো। স্টুডিওর এক কোণায় একটা বড় ট্রাঙ্ক আছে, মেক-আপ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সেটাতে থাকে। চতুর্থ চাবিটা দিয়ে সেটা খোলা গেলো। দশ মিনিট সময় নিয়ে ভেতরের জিনিসগুলো বের ক'রে আনার পর ট্রাঙ্কটা একেবারে খালি হয়ে গেলো।

খালি ট্রাঙ্কটাতে মৃতদেহটা টেনে তুলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। পুরো দেহটা খুব ভালোভাবেই ভেতরে জায়গা ক'রে নিলো। এরপর যে জিনিসগুলো ট্রাঙ্কটার ভেতরে ছিলো সেগুলো একের পর এক আবার রেখে দেয়া হলো মৃত দেহটার উপর। সেগুলো খুব সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখা হলো। ঐসব জিনিস দিয়ে দেহটা একেবারে ঢেকে গেলো। ট্রাঙ্কের ঢাকনাটা বন্ধ করতে একটু বেগ পেতে হলো, জোড়ে চাপ দিয়ে সেটা অবশেষে বন্ধ ক'রে তালা মেরে দেয়া হলো।

পুরো কাজটা করার সময় ইংরেজটা তার হাত একটা রুমাল দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছিলো, যাতে আঙ্গুলের ছাপ কোথাও না লাগে টেবিলে পড়ে থাকা পাঁচ পাউন্ড নোটের বান্ডিলটা তুলে নিয়ে সেটা দেয়ালের পাশে পূর্বের জায়গায় রেখে দেয়া হলো। শেষে সে বাতি নিভিয়ে দেয়ালের পাশে রাখা একটা চেয়ারে বসে সন্ধ্যার অন্ধকার নামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কয়েক মিনিট পর জ্যাকেল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের ক'রে একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটের খালি বাক্সটা ছাইদানি হিসেবে ব্যবহার করলো আর খাওয়া শেষ হলে ফিল্টারটা সেই প্যাকেটেই ভরে ফেললো।

সে কিছুক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলো যে, জালিয়াতটার অদৃশ্য হওয়ার কথাটা হয়তো অজানাই থেকে যাবে। কিন্তু পর মুহূর্তে ভাবলো, এরকম একটা লোক আন্ডার

ওয়ার্ল্ড এ এবং অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত ক'রে থাকে। হয়তো কারোর সাথে দেখা করার কথাও দিয়ে থাকবে, আর ঠিক সময়ে সেটা না হলে তারা তাকে খুঁজতে আসবেই। তাছাড়া পর্নো ছবির ব্যবসাটার সাথে জড়িতরা তার খোঁজে আসলেও সব জেনে যেতে পারবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিশ্চিতভাবেই ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে লাশটা পেয়ে যাবে।

তবে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের কোন সদস্য এসব জেনে গেলেও সম্ভবত পুলিশকে সেটা জানাবে না। তার সে রকমই মনে হলো। তারা ভাববে জালিয়াতটা কোন আন্ডার ওয়ার্ল্ডের বসের সাথে ঝামেলার কারণে মারা পড়েছে। কোন পার্নো ছবির লোকজন তাকে খুন ক'রে এভাবে বাক্স বন্দী করবে না।

কিন্তু প্রকারন্তরে পুলিশ ঘটনাটা জানবেই। এই ক্ষেত্রে জালিয়াতটার একটা ছবি সন্দেহাতীতভাবেই পত্রিকায় ছাপা হবে আর বারের লোকটা সেই ছবিটা দেখতেও পারে। যদি দেখে তবে চিনতে পারবে যে আগস্টের ১ তারিখে জালিয়াতটা একজন চেক স্যুট আর কালো সানগ্লাস পড়া ইংরেজের সাথে বসে বসে আড্ডা দিয়েছিলো। যদি সেটা জালিয়াতটার নিজের নামে থাকে তবে ডিপোজিট করা বাক্সটার ব্যাপারে এক দু'মাসের আগে কেউ জানতেও পারবে না, আর অন্য নামে থাকলে সেটা হয়তো চিরকালের জন্য বাক্স বন্দী হয়ে রইবে।

জ্যাকেল বারের লোকটার সাথে কোন কথা বলেনি, আর দুটো ড্রিংসের জন্য ওয়েটারকে যে অর্ডার সে দিয়েছিলো সেটাতো দু'সপ্তাহের আগের ঘটনা।

দু'সপ্তাহ আগে একজন বিদেশীর দুটো বিয়ারের অর্ডার দেয়ার কথা যদি সে মনে করতে পারে তবে ওয়েটারটার অবশ্যই একটা অসাধারণ স্মৃতি শক্তি থাকতে হবে। পুলিশ লম্বা, সোণালী চুলের একজন ইংরেজের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে আলেকজান্ডার ডুগানকে আবিষ্কার করলেও জ্যাকেল থাকবে তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাছাড়া তার মনে হলো, কমপক্ষে একমাস সে নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবে, আর সেটাই তার প্রয়োজন। জালিয়াতটাকে খুন করা তেলাপোকা পিষিয়ে মারার মতোই যান্ত্রিক একটা কাজ। জ্যাকেল স্বস্তিবোধ করলো। দ্বিতীয় সিগারেটটা শেষ ক'রে বাইরে তাকালো, ৯টা ৩০ মিনিট বাজে। সংকীর্ণ রাস্তাটা গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। বাইরের দরজাটা তালা মেরে দিয়ে সে স্টুডিওটা নিরবে ত্যাগ করলো। রাস্তায় যখন সে নামলো তখন কেউ তাকে দেখলো না। আধ মাইল দূরে এসে সে স্টুডিওর এবং বাক্সটার চাবির গোছা বিশাল একটা ড্রেনে ফেলে দিলো। চাবিটা পানিতে পড়ার শব্দ শোনা গেলো। সে হোটেলে ফিরে এলো রাতের খাবারের ঠিক পরেই।

পরের দিন শুক্রবার। সে ব্রাসেলসের একটা শ্রমিক শ্রেণীজীবিদের উপশহরে কেনাকাটা ক'রে কাটালো। একটা ক্যাম্পিং ইকুইমেন্টের দোকান থেকে এক জোড়া হাইকিং বুট, লম্বা, উলের মোজা, জিন্সের প্যান্ট, উলের চেক শার্ট আর একটা হ্যাভার শ্যাক কিনলো। তার অন্যান্য কেনা জিনিসের মধ্যে ছিলো পাতলা ফোমের রাবার, শপিং ব্যাগ, একটা সূতার কুন্ডলী আর হান্টিং নাইফ, দুটো পেইন্ট ব্রাশ, দু' কৌটা

গোলাপী এবং ধূসর রঙ। সে ফলের দোকান থেকে বড়সড় একটা তরমুজ কেনার কথা ভেবেছিলো ,কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলো,না, এখন না। সেটা সম্ভবত উইকেন্ডের মধ্যেই পচে যাবে। হোটেলে ফিরে সে তার নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ব্যবহার করলো। পরের দিন সকালে তার আলেকজান্ডার ডুগান নামের পাসপোর্টের সাথে মিলিয়ে একটা নিজের চালানোর জন্য গাড়ি ভাড়া ক'রে ফেললো। হোটেলের রিসেপ্শনে এসে সাগর তীরের কোন রিসোর্টে বাথরুমসহ একটা সিঙ্গেল রুম উইকেন্ডের জন্য বুক করতে বললো। আগস্টে রিসোর্টের রুম পাওয়া খুব সহজ না হলেও হোটেল ক্লার্ক ব্যবস্থা ক'রে ফেললো। জিব্রগের ফিশিং হারবারের ছোট্ট একটা হোটেলে তাকে উইকেন্ডের সাগর তীরে ভালো সময় কাটানোর আশাবাদ ক'রে ধন্যবাদ জানালো।

সাত

জ্যাকেল যখন ব্রাসেল্‌সে শপিং করছিলো, কাওয়ালস্কি তখন রোমের প্রধান ডাকঘরের টেলিফোন বুথ থেকে আন্তর্জাতিক ফোন কল করার জন্য রীতিমতো কুস্তি ল'ড়ে যাচ্ছিলো। সে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলছিলো না। কাউন্টারে বসা কেরাণীকে সাহায্যের জন্য খুঁজছিলো। প্রকারন্তরে তাদের মধ্যে একজন রাজী হলো যে, সে অল্প-বিস্তর ফরাসি ভাষা জানে। হরবর ক'রেই কাওয়ালস্কি তার কাছে ব্যাখ্যা করলো যে, সে মার্সেইর একজন লোকের কাছে একটা ফোন করতে চায়, কিন্তু লোকটার টেলিফোন নাম্বার তার জানা নেই। হ্যাঁ, সে তার নাম আর ঠিকানা জানে। নাম হলো গ্রিজিবোস্কি। এটা ইটালিয়ানটাকে হতচকিত করলো। সে কাওয়ালস্কিকে নামটা লিখে দিতে বললে কাওয়ালস্কি তা' লিখে দিলো, কিন্তু ইটালিয়ানটা এটা বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, কারোর নাম "Grzyb..." দিয়ে শুরু হতে পারে। সে ইন্টার ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ অপারেটরের কাছে উচ্চারণ করলো, "Grib...," ভাবলো কাওয়ালস্কি হয়তো লেখার সময় "I " এর জায়গায় ভুলক্রমে "Z" লিখেছে । জোসেফ গ্রিবোস্কি নামের কোন লোক মার্সেইর টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নেই, ইটালিয়ানটাকে অপারেটর কথাটা জানালো। কেরাণীটি কাওয়ালস্কির দিকে ফিরে ব্যাখ্যা করলো যে, এ নামে কেউ নেই।

খুবই কাকতালীয়ভাবে, কারন একজন বিদেশীকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে সে ছিলো সচেতন আর উদ্বিগ্ন, কেরাণীটি তার হাতে লেখা নামটি আবার উচ্চারণ করলো।

"*ন' এক্সিস্তে পাস, মঁসিয়ে। ভয়োঁ : জে, আর, আই–*"

"*নঁ, জে, আর, জেড....*" কাওয়ালস্কি বাঁধা দিয়ে বললো।

কেরাণীটিকে খুবই হতবিহ্বল দেখালো।

"*এক্সিউজেজ মোয়ে, মঁসিয়ে। জে, আর, জেড? জে, আর, জেড, ওয়াই, বি?*"

"উই," কাওয়ালস্কি জোড় দিয়ে বললো। "জি-আর-জেড-ওয়াই-বি-ও-ডব্লিউ-এস- কে-আই।"

ইটালিয়ানটা মাথা ঝাঁকিয়ে আবার সুইচবোর্ডের অপারেটরকে বললো।

"আমাকে একটা ইন্টারন্যাশনাল এনকোয়ারিতে সংযোগ দিন, প্লিজ।"

দশমিনিটের মধ্যেই কাওয়ালস্কি জোজো'র টেলিফোন নাম্বার পেয়ে গেলো, আর আধঘন্টার মধ্যে সে লাইনটাও পেয়ে গেলো। লাইনের অন্য প্রান্তে সাবেক লিজিওনেয়ারের কণ্ঠটা একটু বিকৃত শোনালো ঘড় ঘড় আওয়াজের জন্য। তাকে কোভাস্কের চিঠির দুঃসংবাদটার নিশ্চিত করার ব্যাপারে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ব'লে মনে হলো। হ্যাঁ, সে খুব খুশি হয়েছে যে, কাওয়ালস্কি তাকে ফোন করেছে। সে তাকে তিনমাস ধ'রে চেষ্টা করেছে খুঁজে পাওয়ার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটা সত্য যে, সিলভির অসুখটা ঠিকই হয়েছে। সে ক্রমেই দুর্বল ও রোগা হয়ে যাচ্ছে। আর যখন শেষ পর্যন্ত একজন ডাক্তার তার রোগটা ধরতে পারলো, সে তখন রীতিমতো শয্যাশায়ী। জোজো যে ফ্ল্যাট থেকে কথা বলছে তাকে সেই ফ্ল্যাটেরই পাশের শোবার ঘরে রাখা হয়েছে। না, এটা সেই ফ্ল্যাটটা না, তারা আরো বড় ও নতুন একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে। ঠিকানাটা কি? জোজো সেটা তাকে দিলো। অন্যপ্রান্তে কাওয়ালস্কি লিখে নিলো।

"হাতুড়ে ডাক্তারটা তাকে কতোদিন সময় দিয়েছে?" টেলিফোনেই সে গর্জে উঠলো। অন্য প্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা।

"আলো? আলো?" কোন উত্তর না পেয়ে সে চিৎকার করতে লাগলো। জোজোর কণ্ঠটা আবার শোনা গেলো।

"এটা এক সপ্তাহের ব্যাপার হতে পারে, হয়তো দুই, অথবা তিন," জোজো বললো। অবিশ্বাস নিয়ে কাওয়ালস্কি তার হাতে ধ'রে থাকা টেলিফোনটার দিকে তাকালো। কোন কথা না ব'লেই সে ফোনটা নামিয়ে রেখে বুথ থেকে সশব্দে বের হয়ে গেলো। ফোন বিলটা মিটিয়ে দিয়ে সে চিঠিটা সংগ্রহ ক'রে হাতের সাথে লাগোয়া স্টিলের বাক্সে সেটা ভ'রে হোটেলে ফিরে আসলো। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম তার চিন্তা-ভাবনা একটু টাল খেয়ে গেলো। তার আশে পাশে এমন কেউ নেই যাকে সে এই সমস্যার একটা সমাধানের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে, সহিংস পথে।

আর মার্সেইর ফ্ল্যাটে, ঠিক একই সময়ে যখন সে বুঝতে পারলো কাওয়ালস্কি ফোনটা ছেড়ে দিয়েছে তখন জোজোও ফোনটা নামিয়ে রাখলো। সে এ্যাকশন সার্ভিসের দু'জন লোককে খোঁজা শুরু করলো, তারা তার আশেপাশেই ছিলো। প্রত্যেকের সাথেই কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ স্পেশাল। একজন জোজোকে, অন্যজন তার বউকে কড়া নজরে রেখেছে। তার বউ ঘরের এককোণের সোফায় ফ্যাকাশে মুখে বসে আছে।

"বাস্টার্ড," জোজো বিদ্বেষে বললো। "ধ্যাৎ।"

"সে কি আসছে?" তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো।

"সে কিছু বলেনি। শুধু ফোনটা রেখে দিয়েছে," পোলটা বললো।

কালো চোখের করসিকানটা তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তাকে আসতেই হবে। এটাই নির্দেশ দেয়া আছে।"

"আপনি তো আমার কাছ থেকে শুনেছেনই। আপনি যা চান আমি তাই বলেছি। সে খুব কষ্ট পেয়ে ফোনটা রেখে দিয়েছে , আমি তাকে বাধা দিতে পারিনি।"

"সে আসবেই, তোমার কসম জোজো," করসিকানটা জবাব দিলো।

"সে আসবে," কথাটা জোজো নির্লিপ্তভাবে বললো। "যদি সে পারে, সে আসবেই। মেয়েটার জন্যই আসবে।"

"ভালো, তাহলে তোমার কাজ শেষ।"

"তাহলে এখান থেকে চলে যান," চিৎকার ক'রে বললো জোজো। "আমাদের ছেড়ে দিন।" করসিকানটা উঠে দাড়ালো, অস্ত্রটা তখনও তার হাতে। অন্যজন তখনও ব'সেই আছে। মহিলাটাকে চোখে চোখে রাখছে।

"আমরা যাবো," করসিকানটা বললো, "কিন্তু তোমরা দু'জনকে আমাদের সাথে যেতে হবে। আমরা তো আর তোমাদেরকে রোমে ফোন করতে দিতে পারি না, পারি কি জোজো?"

"আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবেন?"

"একটা ছোট্ট ছুটি কাটাতে। পাহাড়ি এলাকার একটা নতুন চমৎকার হোটেলে। খুব রোদ আর বিশুদ্ধ বাতাস আছে সেখানে। তোমার জন্য খুব ভালো হবে জোজো।"

"কতোদিন থাকতে হবে?" পোলটা নিস্তেজভাবে বললো।

"যতোদিন কাজটা করতে লাগে।"

পোলটা উদাসভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

"এটা পর্যটকদের মরশুম। ট্রেনগুলো লোকজনে ভরা থাকে এসব দিনে। পুরো শীতে আমরা যা আয় করি তার চেয়ে বেশী করি এক আগস্টেই। আমাদেরকে কয়েক বছরের জন্য শেষ ক'রে দেবে যদি এখানে না থাকতে পারি।"

করসিকানটা হাসলো, যেনো আইডিয়াটা তাকে খুব আনন্দ দিয়েছে।

"তুমি অবশ্যই এটাকে ক্ষতি না ভেবে বরং লাভ হিসেবেই বিবেচনা করবে জোজো। এটা তোমার পোষ্য দেশ, ফ্রান্সের জন্য করতে হবে।"

পোলটা ঘুরে বললো, "আমি রাজনীতির নিকুচি করি। কে ক্ষমতায় আছে সেটা আমি পরোয়া করি না, কোন দল সবকিছু *ফাক্-আপ* করতে চাচ্ছে সেটাও আমার বিষয় নয়। কিন্তু আমি তোমাদের মতো লোককে চিনি, সারাজীবনে এদেরকে আমি মোকাবেলা ক'রে এসেছি। তোমাদের মতো লোকেরা হিটলারের হ'য়ে, মুসেলিনির হ'য়ে, ওএএস'র হ'য়ে অথবা যে কারোর জন্যই কাজ করতো। সরকার বদলাতে পারে, কিন্তু তোমাদের মতো বাস্টার্ডেরা কখনও বদলাবে না...." সে চিৎকার ক'রে বললো।

"জোজো," সোফা থেকে তার বউ চিৎকার ক'রে উঠলো, "আমি আপনাদের কাছে কড়জোড়ে দয়া ভিক্ষা করছি– তাকে ছেড়ে দিন।"

পোলটা থেমে গিয়ে তার বউয়ের দিকে তাকালো যেনো সে এতোক্ষণ ধরে ভুলেই গিয়েছিলো সে এখানে আছে। ঘরের লোকজনদের দিকে একজন একজন ক'রে তাকিয়ে দেখলো সে। তারাও তার দিকে চেয়ে রইলো। তার বউয়ের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিলো।

সিক্রেট সার্ভিসের দু'জন হোমড়া চোমড়া ব্যাপারটা পরোয়াই করলো না। তারা এ ধরনের আচরণের সাথে পরিচিত। দু'জনের মধ্যে যে লোকটা নেতাগোছের, সে শোবার ঘরের দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো।

"সবকিছু গুছিয়ে নাও। তুমি প্রথমে, তারপর তোমার বউ।"

"সিলভির কি হবে? চারটা বাজে সে স্কুল থেকে ফিরবে। এখানে তাকে দেখার জন্য তো কেউ থাকবে না," মহিলাটা বললো।

করসিকানটা তখনও তার স্বামীর দিকে চেয়ে আছে।

"তাকে আমরা যাওয়ার পথে স্কুল থেকে তুলে নেবো। সবকিছুই ঠিক করা আছে। প্রধান শিক্ষিকাকে বলা হয়েছে তার দাদী মারা যাচ্ছে, আর পুরো পরিবারকে সেই মৃত্যুশয্যায় ডেকে পাঠানো হচ্ছে। খুবই সর্তকতার সাথে এসব করা হয়েছে। এখন চলো।"

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার বউয়ের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলো সব কিছু গোছাতে। তার পেছন পেছন করসিকানটা আসলো। তার বউ দু হাতে রুমালটা নিয়ে মোচ্‌রাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সে সোফায় ব'সে থাকা অন্য লোকটার দিকে তাকালো। এই লোকটা অন্য করসিকানটার চেয়ে বয়সে তরুণ, একজন *গ্যাসকন*।

"কি– তারা ওকে কি করবে?"

"কাওয়ালস্কি?"

"উিক্টর।"

"কয়েকজন ভদ্রলোক তার সাথে কথা বলতে চায়, এই।"

এক ঘন্টা পরে পরিবারটি একটা বড়সড় সিতরোঁ'র পেছনে গিয়ে বসলো। এজেন্ট দু'জন সামনে। খুব দ্রুতগতিতে ভারকোরের একটা প্রাইভেট হোটেলের উদ্দেশ্যে ছুটলো গাড়িটা।

জ্যাকেল সপ্তাহান্তটি সমুদ্রতীরেই কাটালো। সে একটা সাতারের পোষাক কিনে শনিবারটা জিব্রুগের সমুদ্র সৈকতে সূর্যস্নান ক'রে আতিবাহিত করলো। উত্তর সাগরে কয়েকবার গোসল করলো। ছোট্ট হারবার শহরে ঘুরে বেড়ালো আর সেই শহর সংলগ্ন একটা সমাধি, যেখানে এক সময় বৃটিশ সৈন্য-নাবিকেরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ক'রে, গুলি আর রক্তে একাকার হয়েছে, সেখানে গেলো। কিছু বিরাট গোঁফওয়ালা লোক সমাধিক্ষেত্রের বেঞ্চিগুলোতে ব'সে ছিলো, তারা হয়তো ছেচল্লিশ বছর আগের কথা স্মরণ করছিলো। সে ভাবলো, কি তাদের কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু সে করলো না।

এক রোববারের সকালে সে ব্যাগ-পত্র নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো ফ্লেমিশদের গ্রামের দিকে। ঘেন্ট আর ব্রুজেসের সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে ছুটে চললো। পথে সে দাম্‌ নামের একটা জায়গায় লাঞ্চ করলো আর বিকেকেলের মাঝামাঝিতে গড়িটা ঘুরিয়ে ব্রাসেল্‌সের দিকে রওনা হলো। রাত হবার আগেই সে খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া

ক'রে নিলো। খাবারটা সে ফোন ক'রে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললো। সে ব্যাখ্যা করলো যে, পরেরদিন গাড়ি চালিয়ে আরডেনে যাবে, সেখানে তার বড় ভাইয়ের কবর আছে, যে আর বাস্তোন এবং মাম্‌দির মধ্যে বুল্‌গ নামের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। ডেস্কের কেরাণীটি খুব সহৃদয় অনুভূতি ব্যক্ত ক'রে বললো যে, সে অবশ্যই একদিন সেই জায়গায় যাবে শ্রদ্ধা জানাতে।

রোমে ভিক্টর কাওয়ালস্কির সপ্তাহান্তটা কাটলো খুব অস্বস্তিতে। সে তার রুটিন মাফিক প্রহরা দিলো ঠিক সময়েই, হয় নয়-তলার ডেস্কে বসে, নয়তো রাতের বেলায় ছাদে। কাজ না থাকলে সে খুব কমই ঘুমায়। বেশীরভাগ সময় ন'তলার প্যাসেজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট অথবা মদ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। তার মদটা আসে *গ্যালোন ফ্ল্যাগোন* থেকে। সেই লাল মদটা তার সাবেক লিজিওনেয়ার বন্ধুরা তাকে দেয়।

নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কাওয়ালস্কি খুব বেশী সময় নেয়, এটাই তার স্বভাব। কিন্তু সোমবারে সকালে সিদ্ধান্তটা সে খুব দ্রুতই নিয়ে ফেললো।

সে খুব বেশী দিনের জন্য যাবে না, সম্ভবত একদিনের জন্য, যদি প্লেন ঠিকমতো সময়ে না পৌঁছাতে পারে তবে, দুদিনের জন্য। যাই হোক, তাকে এটা করতেই হবে। পরে সে তার "নিয়োগকর্তা"কে বুঝিয়ে বলবে। সে খুব নিশ্চিত ছিলো, তার 'নিয়োগ কর্তা' ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। যদিও উনি খুব রেগে যাবে, তবুও ব্যাপারটা অবশ্যই তিনি বুঝবেন। প্রথমে তার মনে হয়েছিলো যে, সমস্যার কথাটা কর্নেলকে জানিয়ে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য ছুটি চাইবে, কিন্তু তার নিশ্চিত মনে হলো যে, কর্নেল, যদিও একজন কমাডিং অফিসার এবং তার লোকজনের সমস্যার ব্যাপারে খুব সহানুভূতিশীল, তবুও তাকে যেতে নিষেধ করবে। সে সিলভির ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। আর কাওয়ালস্কি জানতো সে কখনওই ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে পারবে না। সে কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না। সোমবারের সকালের শিফ্‌টের দায়িত্ব নেবার জন্য ঘুম থেকে উঠে ব'সে খুব দীর্ঘ ক'রে নিঃশ্বাস নিলো। এটা ভেবে সে খুব অস্বস্তিতে ছিলো যে, একজন লিজিওনেয়ার হিসেবে এই প্রথম তাকে যেতে হচ্ছে এডব্লিউওএল নিয়ে (এবৃসেন্স উইদাউট অফারিং লিভ)।

৷

ঠিক একই সময়ে জ্যাকেল ঘুম থেকে উঠে খুব নিখুঁতভাবে গুছিয়ে-গাছিয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। প্রথমে সে গোসল ক'রে শেভ করলো। বিছানার পাশে ব'সে খুব উপাদেয় নাস্তা করলো। তালাবদ্ধ ওয়ার্ডরোব থেকে রাইফেলের বাক্সটা বের ক'রে নিলো। রাইফেলের প্রতিটা অংশ রাবারের ফোম দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে সেগুলো তার কাঁধের ঝোলা-ব্যাগে ভ'রে নিলো। সেই ব্যাগের উপরের অংশে রঙ, ব্রাশ, জিন্সের প্যান্ট, চেক শার্ট, মোজা এবং বুটগুলো ভ'রে নিলো। ছোট্ট শপিং-ব্যাগটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের বাইরের পকেটে ভরলো। অন্য পকেটে বুলেটের বাক্সটা।

সাধারণত সে যে, ধরনের স্ট্রাইপ শার্ট পড়ে, সে রকম একটা শার্ট পড়লো। তার উপর ধূসর রঙের একটা স্যুট আর শুচির কালো চামড়ার জুতা। একটা কালো সিল্কের টাই, তার শেষে সজ্জা হিসেবে ঠাই পেলো। সে হোটেলের লটে পার্ক করা তার গাড়ির দিকে গেলো। পিঠের ঝোলাটা গাড়ির পেছনের ডালায় রেখে ডালাটা তালা মেরে দিলো। গাড়িটা থেকে একটু দূরে, হোটেলের অভ্যর্থনা লাউঞ্জের দিকে গিয়ে ডেস্কের কেরাণীর কাছ থেকে প্যাকেট লাঞ্চটা নিয়ে নিলো। ডেস্কের কেরাণীর শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা *বন ভয়েজ* এর জবাবে মাথা নাড়ালো সে। ন'টার মধ্যে পুরনো ই-৪০ হাইওয়ে ধ'রে ব্রাসেল্‌স ছেড়ে নামুর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। দিনটা ছিলো খুব রোদ্রৌজ্জ্বল, তার কাজের জন্য অনুকূল। তার সামনে থাকা রোড-ম্যাপ তাকে বলছে বাস্তোন এখান থেকে চুরানব্বই মাইল দূরে। শহরটার দক্ষিণ প্রান্তের বন ও পাহাড়ি এলাকা খুঁজছিলো সে। দুপুরের মধ্যেই একশো মাইল অতিক্রম করতে পারবে ব'লে তার অনুমান, আর সে জন্যেই গাড়িটার গতি বাড়িয়ে দিলো।

সূর্যটা মাথার উপরে আসার আগেই তার গাড়িটা পৌছে গেলো নামুর এবং মারচে এলাকায়। রাস্তার পাশে পোতা মাইল ফলক থেকে সে জানতে পারলো বাস্তোন খুব সামনেই। ১৯৪৪ সালে হাসো ফন মানতিউফেল-এর রাজকীয় টাইগার ট্যাংক বাহিনীর কামানের গোলায় ও বন্দুকের গুলিতে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া ছোট্ট শহরটা সে অতিক্রম ক'রে সে দক্ষিণ দিকের রাস্তাটা, যেটা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে, সেটা ধরলো। রাস্তাটা দু'পাশের সারি সারি গাছের ডাল-পালার জন্য ঢেকে গেছে, তাই সূর্যের আলো মাঝে মধ্যে ফাঁক গলিয়ে বের হচ্ছিলো। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে জ্যাকেল একটা সংকীর্ণ রাস্তা পেলো, যেটা বনের ভেতরে চ'লে গেছে। সে গাড়িটা ঐ রাস্তা দিয়ে চালিয়ে নিলো। একমাইল যাওয়ার পর, বনের দিকে চ'লে যাওয়া আরেকটা সরু পথ পেয়ে গেলো সে। জ্যাকেল গাড়িটা রাস্তা থেকে একটু নীচে নামিয়ে একটা গাছের নীচে থামালো। কিছুক্ষণ সেখানে ব'সে নিস্তব্ধ বনের চারপাশটা দেখে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। দূরের গাছপালার ডালগুলোর শব্দ আর কবুতরের ডাক শুনতে পেলো সে।

গাড়ি থেকে সে নেমে এসে ডালাটা খুলে পিঠের ঝোলা ব্যাগটা বের করলো। এরপর সে তার পোষাক বদলে ফেললো। জায়গাটা যথেষ্ট গরম তাই জ্যাকেটের দরকার নেই। শেষে দামী জুতাটা খুলে হাইকিং বুটটা পড়ে নিলো। জিন্স প্যান্টের নীচের অংশটা বুটের ভেতর গুজে দিলো।

পেচাঁনো রাবার ফোম থেকে রাইফেলের অংশগুলো একে একে খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে ফেললো। প্যান্টের পকেটে সাইলেন্সার আর টেলিস্কোপটা ঢুকিয়ে রাখলো। গুলির বাক্স থেকে বিশটা গুলি নিয়ে বুক পকেটে রেখে অন্য পকেটটাতে একটা এক্সপ্লোসিভ বুলেট টিসু পেপারে মুড়িয়ে রাখলো।

যখন রাইফেলের বাকি-অংশগুলো জোড়া লাগানো হয়ে গেলো, তখন সে রাইফেলটা গাড়ির হুডের উপর রেখে আবার ডালার কাছে গেলো। সেখান থেকে গতকালের কেনা জিনিসগুলো বের ক'রে আনলো। তরমুজটা পিঠের ঝোলা ব্যাগে ছুরি,

রঙ আর ব্রাশের সাথে ভ'রে নিলো, তারপর গাড়িটা তালা মেরে বনের ভেতরে চলে গেলো। তখন কেবলমাত্র বিকেল হতে শুরু করেছে।

দশমিনিটের মধ্যেই সে একটা লম্বা, সংকীর্ণ, পরিস্কার ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেলো, যেখানে ১৫০ গজ দূরত্বের পরিস্কার দৃষ্টি সীমা রয়েছে। রাইফেলটা একটা গাছের নীচে রেখে ১৫০ কদম সামনে চলে গেলো সে। তারপর সেখান থেকে যে গাছটার নীচে রাইফেলটা রেখে এসেছে সেটা দেখে নিলো। তার পিঠে ঝোলানো ব্যাগ থেকে জিনিস পত্রগুলো বের ক'রে মাটিতে রাখলো। রঙের কৌটা দুটোর মুখ খুলে তরমুজটাতে রং করার কাজ শুরু ক'রে দিলো। তরমুজটার উপর এবং নীচের অংশে ঘন সবুজ রঙের জায়গায় খুব দ্রুত ধূসর রঙ করলো আর মাঝখানের অংশটাতে করলো গোলাপী রঙ। যখন দুটো রঙই কাঁচা তখন সে তর্জনী দিয়ে সেখানে একজোড়া চোখ, নাক, মোচ এবং মুখ আঁকলো। তরমুজটা উপরে ছুরির এক ঘা রসালো, তারপর জ্যাকেল কোন ধরনের তাড়াহুড়া না ক'রে তরমুজটা স্টৃং ব্যাগের ভেতরে স্থাপন করলো। ব্যাগটার মাঝখানের জিপার খোলা থাকার দরুণ তরমুজটার কোন অংশই, বিশেষ ক'রে রঙ করা, আঁকা আঁকি করার অংশটা ঢেকে গেলো না।

শেষে ছুরিটা গাছটার মাটি থেকে সাতফুট উঁচুতে গাথিয়ে দিলো আর তাতে ব্যাগটার হ্যান্ডেল ঝুলিয়ে দিলো। সবুজ গাছটার শরীরে জিনিসটা এমনভাবে ঝুলতে লাগলো যেনো সেটা কোন মানুষের কাটা মুন্ডু। সে একটু পেছনে গিয়ে নিজের হাতের কাজটা পরখ করলো। ১৫০ গজদূর থেকে এই জিনিসটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

রঙের কৌটাগুলোর মুখ লাগিয়ে সেগুলো গভীর জঙ্গলে ছুড়ে ফেলে দিলে জিনিসগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো। ব্রাশগুলো মাটিতে পিষে ফেলে পিঠের ঝোলাব্যাগটা নিয়ে সে রাইফেলের কাছে চলে গেলো।

সাইলেন্সারটা খুব সহজেই লাগানো গেলো। ব্যারেলের মুখে ওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেশ শক্ত ক'রে লাগানোর পর ব্যারেলের ওপর টেলিস্কোপটা স্থাপন করা হলো। বোল্টটা টেনে পেছনে নিয়ে প্রথম কার্টিজটা বৃচে ঢোকালো। টেলিস্কোপটা দিয়ে দূরের লক্ষ্যবস্তুটাকে নিশানা করলো। টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখলে একটা কালো চিকন লাইনের ক্রস দেখা যায়, সেই ক্রসটার মাঝখানে লক্ষ্যবস্তুটা এনে গুলি ছুড়তে হয়। জ্যাকেল যখন টেলিস্কোপ দিয়ে তরমুজটা দেখলো, কিছুটা অবাক হলো। মনে হলো সেটা মাত্র ত্রিশগজ দূরে। খুব স্পষ্ট আর সামনে মনে হলো। তরমুজটার একেবারে মাঝখানে নিশানা ঠিক করলো সে। জিনিসটা দেখতে মানুষের মাথার মতো।

একটা গাছে সামান্য হেলান দিয়ে নিশানাটা পোক্ত করলো। যখন মনে হলো সবকিছু ঠিক আছে তখন তরমুজটার ঠিক মাঝখানে লক্ষ্য ক'রে গুলি চালালো। গুলি ছোড়ার সময় রাইফেলটার পেছন দিকের ঝাকুনি, তার ধারনার চেয়েও কম মনে হলো। আর সাইলেন্সার দিয়ে "ফুট" ক'রে যে শব্দটা বেরোলো তা' এতোই আস্তে যে, নিরিবিলি রাস্তার মধ্যেও সেটা শোনা যাবে না। রাইফেলটা বগলে নিয়ে তরমুজটা পরীক্ষা করতে চলে গেলো সে। তরমুজটার ডান দিকে বুলেটটা ঢুকে বের হয়ে গেছে,

সেই সাথে স্ট্রং শপিংব্যাগটাও ফুটো ক'রে গাছের সাথে আটকে দিয়েছে। ফিরে এসে দ্বিতীয় গুলিটা করলো ।

একই ফল হলো। দুই ইঞ্চির মতো এদিক-ওদিক। টেলিস্কোপটা একটুও না ঘুরিয়েই সে চারটা গুলি ছুড়লো। সবগুলো গুলিই তরমুজটার ডান দিকে গিয়ে লাগলো। এবার সে টেলিস্কোপটা একটু ঠিক ক'রে নিলো।

এবারের গুলিটা একটু নীচে আর বাম দিকে লাগলো। নিশ্চিত হবার জন্যে সে তরমুজটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলো বুলেটটা কোথায় বিদ্ধ হয়েছে। এটা মুণ্ডুটার বাম দিকের মুখে লেগেছে। এইভাবে সে আরো তিনটা গুলি ছুড়লো। বুলেটগুলো একই জায়গায় গিয়ে লাগলো।

নবম গুলিটা একেবারে কপালের মাঝখানে। সেখানেই সে তার নিশানা ঠিক করেছিলো। তৃতীয়বারের মতো টার্গেটের কাছে গেলো। এবার যেসব জায়গায় বুলেটগুলো লেগেছে সেসব জায়গাগুলো পকেট থেকে চক বের ক'রে দাগ দিয়ে দিলো।

তারপর সে দুটো চোখ, নাকের উপরে, ঠোঁটের পাশে এবং গালে নিশানা ক'রে গুলি করলো। শেষ ছয়টা গুলি ঝুলন্ত মাথাটার ঠিক কপালে উপর করলো। কানের কাছে, ঘাড়ে, গলায়, চোয়ালে এবং খুলিতে গিয়ে গুলিগুলো লাগলো, শুধুমাত্র একটা গুলি একটু লক্ষ্যচ্যুত হলো।

রাইফেলটার কার্যকারিতা নিয়ে সন্তুষ্ট হলো সে। টেলিস্কোপটার স্ক্রু গুলো একটু ন'ড়ে যাচ্ছে দেখে সঙ্গে ক'রে আনা *বাল্সা* উড সিমেন্ট দিয়ে সেটা শক্ত ক'রে লাগিয়ে দিলো। আধঘন্টায় দুটো সিগারেট সাবাড় করার পর সিমেন্টটা জোড়া লেগে শক্ত হয়ে গেলো।

এবার বুক পকেট থেকে এক্সপ্লোসিভ বুলেটটা বের ক'রে রাইফেলের বৃচে ঢোকালো। খুব সর্তকভাবে তরমুজটার মাঝখানে নিশানা ক'রে গুলি চালালো।

সাইলেন্সার দিয়ে নীল রঙের ধোঁয়া বের হবার পর জ্যাকেল রাইফেলটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে রেখে ঝোলানো ব্যাগটার কাছে গেলো। সেটা ঝুলো প'ড়ে গেছে, আর প্রায় খালি। যে তরমুজটা বিশটার মতো সীসার টুকরো লেগেও ফেটে যায়নি, ভেঙ্গে পড়েনি, টুকরো টুকরো হয়নি, সেই তরমুজটাই এই একটা বুলেটের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এর টুকরোগুলো। এমনকি ভেতরের পদার্থগুলো তরল হয়ে গলে গলে পড়ছে। ব্যাগটার নীচের দিকে তরমুজটার কিছু অংশ লেগে আছে। সে ব্যাগটা নিয়ে কাছের ঝোঁপে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিছুক্ষণ আগের জিনিসটা এখন মন্ড ছাড়া আর কিছুই না। সেটা দেখে কেউ বুঝে উঠতে পারবে না। চাকুটা সে গাছ থেকে টেনে বের ক'রে পকেটে ভ'রে নিয়ে গাছের নীচ থেকে রাইফেলটা নিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এলো।

এখানে এসে আবার রাইফেলের প্রতিটা অংশ বিভক্ত ক'রে সেগুলো ফোম রাবার দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে নিজের ঝোলা ব্যাগটাতে ভ'রে ফেললো। তারপর তার বুট, মোজা, শার্ট এবং প্যান্টটা ব্যাগে ভ'রে নিলো। সে আবার শহুরে পোষাক প'ড়ে নিলো। গাড়ির

পেছনে ব্যাগটা রেখে সেটার ডালা বন্ধ ক'রে গাড়িতে ব'সে আরাম ক'রে স্যান্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ করলো। খাওয়া শেষ ক'রে সে ঐ জায়গাটা ছেড়ে প্রধান সড়কে গাড়িটা চালিয়ে আনলো। বাস্তোন, মারচে, নামুর হয়ে আবার ব্রাসেলসে এসে পৌছালো। সন্ধ্যা ছ'টার একটু পরেই সে হোটেলে ফিরে আসতে পারলো। গাড়ি থেকে মালপত্রগুলো ঘরে রেখে এসে ভাড়া করা গাড়িটার পাওনা মিটিয়ে দিলো। গোসল করার আগে সে এক ঘন্টা ব্যয় করলো রাইফেলটার বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার করতে, তার পর রাইফেলের বিভিন্ন অংশে যেগুলো খুব বেশী নড়াচড়া করে, সেগুলোতে তেল দিলো। রাইফেলটার বাক্স বের ক'রে ওয়ার্ডরোবে রাইফেলটা রেখে তালা মেরে দিলো। সেই রাতেই পিঠের খোলা ব্যাগ, রাবারের ফোম এবং কিছু জিনিস করপোরেশনের ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিলো। আর একুশটা ব্যবহৃত কার্টিজের খোসা আশপাশের একটা খালে ফেলে দিয়ে আসলো।

আগস্টের ৫ তারিখের সেই সোমবারের সকালে, ভিক্টর কাওয়ালস্কি রোমের প্রধান ডাকঘরে পুণরায় খোজ নিতে গেলো ফরাসি ভাষা জানা কোন লোক সেখানে আছে কিনা। এবার ডেস্কে বসা কেরাণীটাকে সে জিজ্ঞেস করলো আলিতালিয়ার কোন ফ্লাইটে সেই সপ্তাহে রোম থেকে মার্সেই এবং রোমে ফেরার প্লেন আছে কিনা। সে জানতে পারলো সোমবারের ফ্লাইটটা একটুর জন্য হাতছাড়া ক'রে ফেলেছে। পরবর্তী সরাসরি ফ্লাইটটা রয়েছে বুধবারে। না, এছাড়া রোম থেকে সরাসরি মার্সেইতে যাবার আর কোন ফ্লাইট নেই। কিছু ইনডাইরেক্ট ফ্লাইট আছে; সিনর কি এইসব ফ্লাইটে চেষ্টা ক'রে দেখবেন? না? বুধবারেরটা? অবশ্যই, এটা ১১ টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে, মার্সেইর মারিনা এয়ারপোর্টে নামবে দুপুরের একটু পরে। ফিরতি ফ্লাইটটা পরের দিন। বুকিং দেবো? সিঙ্গেল অথবা ফিরতি? অবশ্যই, আর নামটা? কাওয়ালস্কি তার পকেটে থাকা কাগজটা বাড়িয়ে দিলো যেটাতে নামসহ বিস্তারিত সবই আছে। ন্যাশনাল আইডি কার্ডটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

তাকে বলা হলো বুধবারের আলিতালিয়া ফ্লাইটটা ধরার এক ঘন্টা আগে যেনো সে ওখানে পৌছায়। কেরাণীটার কাছ থেকে স্লিপটা নিয়ে কাওয়ালস্কি হোটেলে ফিরে এলো।

পরের দিন সকালেই জ্যাকেল শেষবারের মতো এম গুসেনসের সাথে দেখা করলো। নাস্তা খাওয়ার সময় সে ফোন করেছিলো। অস্ত্রব্যবসায়ীটি তাকে জানালো যে, কাজটা শেষ করতে পেরে সে খুবই আনন্দিত। মঁসিয়ে ডুগান কি ১১টার দিকে ফোন করতে পারবে? আর দয়া ক'রে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যেনো চূড়ান্ত কাজটি শেষ করার জন্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।

সে আবারও আধঘন্টা আগেই পৌছালো। একটা সাধারণ ফাইবার সুটকেস, যেটা সেই সকালেই সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেট থেকে কিনেছিলো, সেটার ভেতরে একটা ছোট্ট বাক্স। জ্যাকেল ত্রিশ মিনিট ধ'রে রাস্তা থেকে অস্ত্র ব্যবসায়ীটির বাড়ির সামনের অবস্থা

দেখে নিলো, তারপর দরজায় টোকা দিলো। এম গুসেন্‌স যখন তাকে ভেতরে যেতে দিলো তখন সে কোন ধরণের দ্বিধা না ক'রেই ভেতরের অফিস ঘরের ভেতরে চলে গেলো। দরজাটা তালা মেরে গুসেন্‌সও তার সাথে অফিস ঘরে প্রবেশ করলো।

"কোন সমস্যা?" ইংরেজটা জিজ্ঞেস করলো।

"না, এবার মনে হয় আমরা জিনিসটা পেয়ে গেছি।" ডেস্কের অপর পাশ থেকে বেলজিয়ানটা কয়েকটা রোল করা চটের ছালা বের ক'রে ডেস্কের উপর রাখলো। সেগুলো খোলার পর কতোগুলো পাতলা স্টিলের টিউব বের হ'য়ে আসলো। এতো বেশী পালিশ করা যে, সেগুলোকে এলুমুনিয়াম ব'লে মনে হলো। এ সময় জ্যাকেল তার সুটকেস থেকে বাক্সটা বের ক'রে তার হাতে দিয়ে দিলো।

একের পর এক রাইফেলের অংশগুলো টিউবের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললো। প্রতিটাই খুব সুন্দরভাবে ঢুকে গেলো।

"টার্গেট প্র্যাকটিস কেমন হলো?" কাজ করতে করতে সে জানতে চাইলো।

"খুবই ভালো।"

গুসেন্‌স খেয়াল করলো টেলিস্কোপটার স্ক্রুগুলো বালসা-উড সিমেন্ট দিয়ে শক্ত ক'রে লাগানো হয়েছে।

"স্ক্রুগুলো খুব ছোট হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত," সে বললো, "ওগুলো বেশী বড় হ'লে এই টিউবগুলোর ভেতরে ঢুকতে পারতো না। তাই আমাকে ছোটোছোটো স্ক্রু ব্যবহার করতে হয়েছে।"

সে টেলিস্কোপটা একটা টিউবের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললো। আর অন্য সব জিনিসের মতো এটাও ঠিক ঠিকভাবে ফিট্ হ'য়ে গেলো। রাইফেলের অংশগুলোর কাজ শেষ হ'য়ে যাবার পর সে ছোট্ট একটা সূচের মতো স্টিল হাতে তুলে নিলো। সেটা ট্রিগার আর বাকি পাঁচটা এক্সপ্লোসিভ বুলেটের জন্য।

"এগুলো আপনি দেখেছেন, অন্য জায়গায় আমি ব্যবস্থা করছি," সে ব্যাখ্যা করলো। এভাবে প্রতিটা জিনিসই ঢুকিয়ে ফেললো টিউবের ভেতরে। কোন কথা না ব'লে ইংরেজটা টিউবগুলো একের পর এক পরীক্ষা ক'রে দেখলো। সে ওগুলো ঝাঁকালো, কিন্তু ভেতর থেকে কোন শব্দ হলো না। ভেতরটা রেশমী কাপড়ের দুটো স্তরে এমনভাবে সাজানো যে, ঝাঁকি দিলে সেটা এবজর্‌ভ করতে পারে, তাই কোন শব্দ হয় না। সবচেয়ে লম্বা টিউবটা বিশ ইঞ্চির মতো; তাতে রাইফেলের ব্যারেল এবং বৃচ রাখা হয়েছে।

বাকিগুলো প্রত্যেকটা এক ফুটের মতো, আর সেখানে রাখা হয়েছে দুটো স্ট্রাট্‌স, উপরের এবং নিচের স্টক, সাইলেন্সার এবং টেলিস্কোপটা। ট্রিগার আর বাট্‌টা আলাদা ক'রে রাখা আছে প্যাডে। আর রাবারের নব্‌টাতে আছে বুলেটগুলো। একটা শিকারী রাইফেল, গুপ্তঘাতকের রাইফেল না হয় না-ই বলা হলো, চোখের সামনে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

"একদম ঠিক আছে," জ্যাকেল খুব শান্তভাবে মাথা নেড়ে বললো। "একেবারে আমি যে রকমটি চেয়েছিলাম।"

বেলজিয়ানটা খুশী হলো। যদিও সে তার নিজের কাজে খুবই দক্ষ তবুও তার পাশে থাকা লোকটার মতো সেও প্রশংসায় খুশী হয়। আর সে এব্যাপারেও সচেতন ছিলো যে তার সামনে থাকা লোকটাও নিজের কাজে সেরা।

যে টিউবটগুলোর ভেতরে রাইফেলটা আছে, সেগুলো জ্যাকেল হাতে তুলে নিয়ে খুব সাবধানে চটের ছালার মধ্যে পেঁচিয়ে নিলো। প্রত্যেকটা জিনিসই এভাবে পেঁচিয়ে ফাইবার সুটকেসে ভ'রে নিলো। তারপর যে বাক্সটা সাথে ক'রে নিয়ে এসেছিলো সেটা অস্ত্র ব্যবসায়ীটির হাতে তুলে দিলো।

"এটা আর আমার দরকার নেই। রাইফেলটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, যতোক্ষণ না ওটা ব্যবহার করার সময় আসে।" সে বেলজিয়ানটার পাওনা বাবদ বাকি দু'শো পাউন্ড টেবিলের উপর রাখলো।

"আমার মনে হয় আমাদের লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে, এম গুসেন্‌স।" বেলজিয়ানটা টাকাগুলো পকেটে ভরে নিলো।

"হ্যা মঁসিয়ে, যদি না আমি আপনার অন্য কোন কাজে আসি।"

"একটা মাত্র কাজ বাকি আছে," ইংরেজটা জবাব দিলো। "আপনি দয়া ক'রে আমার ছোট্ট অনুরোধটা রাখবেন, যেটা আমি এক পক্ষকাল আগে করেছিলাম, নীরবতা পালনের ব্যাপারে।"

"আমি সেটা ভুলে যাইনি, মঁসিয়ে," বেলজিয়ানটা শান্তভাবে জবাব দিলো।

সে আবার ভয় পেয়ে গেলো। এই নরম কথা বলা খুনিটা কি তাকে এখন চুপ করিয়ে দেবে, নীরবতাকে নিশ্চিত করার জন্য? অবশ্যই না। এ ধরনের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করলে পুলিশ উদঘাটন ক'রে ফেলবে যে, একজন লম্বা ইংরেজ এই বাড়িতে এসেছিলো। আর সেটা ঘটবে তার সুটকেসে রাখা রাইফেলটার ব্যবহার করার অনেক আগেই। ইংরেজটা বোধহয় তার চিন্তা ভাবনাগুলো প'ড়ে ফেলেছে। সে হাসলো ছোট্ট ক'রে।

"এ নিয়ে আপন্যকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। আমি আপনার কোন ক্ষতি করবো না। তাছাড়া, আমি অনুমান করতে পারি, আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান লোক তার ক্রেতার হাতে খুন হবার বিপক্ষে কিছু সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চয় নিয়েছে। সম্ভবত, ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা টেলিফোন কল? যদি কলটা না ধরা হয় তবে একজন বন্ধু এসে দেহটা খুঁজে পাবে, তাই না? একটা চিঠি, একজন আইনজীবির কাছে জমা আছে, আপনার মৃত্যু হলেই কেবল সেটা খোলা হবে? আমার জন্য আপনাকে হত্যা করা সমাধানের চেয়ে সমস্যাই বেশী সৃষ্টি করবে। এম গুসেন্‌স ভয়ে চমকে গেলো। সে আসলেই একটা চিঠি একজন আইনজীবির কাছে জমা রেখেছে স্থায়ীভাবে, সেটা কেবল মাত্র তার মৃত্যু হলেই খোলা হবে। সেই চিঠিটাতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়া আছে যে, পেছনের বাগানে একটা পাথরের নীচে খোঁজ করার জন্যে। পাথরটার নীচে একটা

বাক্সে. কারা তার সাথে দেখা করেছে আর কেন করেছে তার বিবরণ আছে। আর এই কাজটা প্রতিদিন করা হয়। আজকের দিনের জন্য, চিঠিটাতে লেখা আছে যে, একমাত্র একজনই আজ দেখা করেছে, একজন লম্বা ইংরেজ ভদ্রলোক। পরিপাটি পোশাকের লোকটার নাম, ডুগান। এটা এক ধরনের ইনসুরেন্স।

ইংরেজটা তাকে শীতলভাবে পর্যবেক্ষণ করলো।

"আমিও সেরকমই ভেবেছি," সে বললো। "আপনি যথেষ্ট নিরাপদ। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিত খুন করবো, যদি আপনি আমার সম্পর্কে, আমার অস্ত্র কেনার সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেন। এই বাড়ি থেকে আমি বেড়িয়ে যাবার পর আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে একদম ভুলে যাবেন।"

"ব্যাপারটা একদম পরিস্কার, মঁসিয়ে। এটা আমার সব ক্রেতার জন্যই সাধারণ একটা ব্যবস্থা। আমি বলতে পারি, আমিও তাদের কাছ থেকে একই ধরনের বিচক্ষণতা আশা করি। সেজন্যেই আপনার রাইফেলের সিরিয়াল নাম্বারটা এসিড দিয়ে মুছে ফেলেছি। আমাকেও নিজের সুরক্ষার কথা ভাবতে হয়, মঁসিয়ে।"

ইংরেজটা আবারও হাসলো। "তাহলে আমরা একে অন্যেকে বুঝতে পেরেছি। আপনার দিন ভালো যাক, মঁসিয়ে গুসেন্স।"

কয়েক মিনিট পরে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। বেলজিয়ানটা, যে বন্দুক আর বন্দুকবাজদের সম্পর্কে ভালোই জানে, কিন্তু জ্যাকেলের সম্পর্কে জানে খুবই কম, তাই জ্যাকেলের চ'লে যাবার পর সে বড় ক'রে নিঃশ্বাস নিলো। টাকাগুলো নিয়ে সে অফিস ছেড়ে চ'লে গেলো।

জ্যাকেল চাইছিলো না তাকে হোটেলের কোন কর্মচারী সস্তা একটা সুটকেস হাতে দেখুক। তাই লাঞ্চের পর সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চ'লে গেলো প্রধান স্টেশনে, সেখানে লেফ্‌ট লাগেজ অফিসে সুটকেসটা বুকিং দিয়ে টিকিটটা মানিব্যাগে রেখে দিলো।

পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবার ব্যাপারটা সেলিব্রেট করার জন্য সিগ্‌নেতে সে খুব ব্যয়বাহুল একটা লাঞ্চ ক'রে নিলো। বিল পরিশোধ ক'রে সে আমিগো হোটেলে ফিরে গেলো। এপর্যন্ত সে ১৬০০ পাউন্ড নিঃশেষ করেছে, কিন্তু তার রাইফেলটা নিরাপদে একটা সুটকেসে আইনসিদ্ধভাবে লাগেজ অফিসে দিয়ে এসেছে। তাছাড়া খুব চমৎকার তিনটা জাল কার্ড তার পকেটে রয়েছে। ৪টা বাজার একটু পরই প্লেনটা ব্রাসেল্‌স ছেড়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। যদিও লন্ডন বিমান বন্দরে তার একটা ব্যাগ খুব ভাল্যোভাবে তল্লাশী করা হয়েছিলো, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।

আর সাতটার মধ্যেই সে তার নিজের ফ্ল্যাটে এসে পৌছালো। ওয়েস্ট-এন্ডে ডিনার করার আগেই সে ভালো মতো গোসল ক'রে নিলো।

আট

কাওয়ালস্কির জন্য খুবই দুঃখজনক, বুধবারের সকালে ডাকঘর থেকে কোন ফোন কল করা যায় না; তবে কি সে তার প্লেন মিস্ করবে। চিঠিটা মিঃ পয়টিয়ারের জন্য কবুতরের খোপে অপেক্ষা করছিলো। সে পাঁচটা এনভেলপ সংগ্রহ ক'রে হাতে চেইন দিয়ে বাঁধা স্টিলের বাক্সটায় ভ'রে খুব দ্রুত হোটেলে ফিরে আসলো। সাড়ে ন'টার দিকে সে কর্নেল রদিন এবং তার পাহাড়ার দায়িত্ব, দুটো থেকেই ছুটি পেলে নিজের ঘরে এসে ঘুমালো। তার পরবর্তী দায়িত্ব হলো ছাদে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে।

সে তার ঘরে আসলো শুধুমাত্র নিজের কোল্ট পয়েন্ট ৪৫টা নিতে, (রদিন তাকে কখনও সেটা নিয়ে রাস্তায় বের হতে দিতো না) জিনিসটা শোল্ডার হোলস্টারে ভ'রে নিলো। সে যদি খুব ভালো ফিটিংস-এর পোষাক পড়তো তবে অস্ত্রটা ও হোলস্টারের আকৃতি একশো গজ দূর থেকেও বোঝা যেতো। কিন্তু তার সুটটা বাজে ফিটিংসের, এতোটাই বাজে যে, যেকোন খারাপ দর্জিও সেটা বানাতে পারবে। তার ভুরি থাকা সত্ত্বেও সেটা সুন্দরভাবেই ঝুলে রইলো। সে কিছু স্টিকিং প্লাস্টারের রোল নিয়েছিলো। আর যে টুপিটা আগের দিন কিনেছিলো সেটা জ্যাকেটের ভেতরে রেখে দিলো। পকেটে কিছু লিরা ও ফরাসি ফ্রাঁ ভ'রে নিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে চ'লে গেলো। যাওয়ার সময় নীচের তলার ডেস্কের প্রহরী তার দিকে তাকালো।

"এখন আবার তারা টেলিফোন করতে চাচ্ছে," কাওয়ালস্কি বললো। বুড়ো আঙ্গুলটা দশ তলার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। প্রহরীটা কিছু বললো না, শুধু তাকে লিফ্টে যেতে দেখলো। কয়েক সেকেন্ড পর সে রাস্তায় নেমে এলে বড় কালো সানগ্লাসটা প'রে নিলো।

রাস্তার ওপাশে একটা ক্যাফেতে ব'সে এক লোক *ওজ্জি* ম্যাগাজিনটা একটু নামিয়ে একমূহুর্ত দেখে নিলো, কাওয়ালস্কি কালো সানগ্লাসটা প'রে উপরে-নীচে তাকিয়ে, একটা ট্যাক্সি থামাতে চাইছে। যখন কোন ট্যাক্সি থামলো না, তখন সে কর্নারের ব্লকের দিকে হাটতে শুরু করলো। ম্যাগাজিন হাতে লোকটা ক্যাফে থেকে বেড়িয়ে ফুটপাতে নেমে গেলো। একটা ছোটো ফিয়াট গাড়ি পার্কিং লাইন থেকে সেই লোকটার সামনে

এসে থামলো। সে গাড়িটাতে উঠে পড়লে ফিয়াটটা কাওয়ালস্কির পেছন পেছন আস্তে আস্তে অনুসরণ করতে লাগলো।

কর্নারে এসে কাওয়ালস্কি একটা ক্রুইজিং ট্যাক্সি পেয়ে গেলে সেটা হাত দিয়ে ইশারা ক'রে থামালো। "*কিউমিচিনো,*" ড্রাইভারকে সে বললো।

এয়ারপোর্টে এসডিইসিই'র লোকটা তাকে খুব শান্তভাবে অনুসরণ ক'রে গেলো, সে যখন আলিতালিয়ার ডেস্কের লোকটার কাছে আসলো তখনও। টিকেটের টাকাটা সে নগদে পরিশোধ করলো। ডেস্কের তরুণীটাকে সে আশ্বস্ত করলো যে, তার সাথে কোন সুটকেস কিংবা লাগেজ নেই। তাকে বলা হলো মার্সেইর ফ্লাইটটা ১১টা ১৫ মিনিটে আর সেটা একঘন্টা পাঁচ মিনিট পরেই।

সময় কাটানোর জন্য সাবেক লিজিওনেয়ার লাউঞ্জের ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে লাউঞ্জের প্লেট গ্লাসের পাশে গিয়ে বসলো, সেখান থেকে বাইরের বিমান বন্দরের প্লেন ওঠা-নামার দৃশ্য দেখা যায়। সে বিমান বন্দর খুব পছন্দ করে, যদিও সে জানে না প্লেন কিভাবে কাজ করে। তার জীবনে এরোপ্লেনের শব্দ মানেই জার্মান মেসার শ্মিট্স, রাশিয়ান স্টর্মোভিক্স অথবা আমেরিকান ফ্লাইং ফোর্টস। পরবর্তীতে বি-২৬ অথবা ভিয়েতনামের স্কাইরেইডার্স, মিসটেরেস অথবা আলজেরিয়ার ফোউগাঘ। কিন্তু এখন, একটা বেসামরিক বিমান বন্দরে ব'সে তাদেরকে বড় সিলভারের পাখির মতো উঠা-নামা করতে দেখে তার ভালো লাগছে। যদিও মানুষ হিসেবে সামাজিকভাবে সে খুব লাজুক, তবুও একটা বিমান বন্দরের সীমাহীন কাজ-কর্ম, প্লেনের উঠা-নামা দেখতে সে খুব পছন্দ করে। সম্ভবত, সে আনমনা হয়ে ভাবলো, যদি তার জীবনটা অন্যরকম হতো, তবে সে বিমান বন্দরে কাজ করতো। কিন্তু সে যা, সে তা-ই। ফিরে যাবার আর কোন উপায়ই নেই এখন।

তার চিন্তা-ভাবনা সিলভির দিকে ঘুরলো। তার মোটা ভুরু দুটো কুচকে গেলো। এটা ঠিক না, সে মনে মনে বললো। এটা ঠিক না, সিলভি ম'রে যাবে আর সেইসব বাস্টার্ডরা প্যারিসে দিব্যি বেঁচে থাকবে। কর্নেল রদিন তাকে তাদের ব্যাপারে সবই বলেছিলো। যেভাবে তারা ফ্রান্সকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে, হেয় করেছে, সেনাবাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ধ্বংস করেছে লিজিওন আর ইন্দোচীন এবং আলজেরিয়ার লোকজনকে যেভাবে সন্ত্রাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, সব কিছুই। কর্নেল রদিন কখনও ভুল বলে না।

তার ফ্লাইটটার ডাক এলে সে প্লেনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। অবজারভেশন বারান্দা থেকে কর্নেল রোল্যান্ডের দু'জন এজেন্ট তাকে প্লেনে উঠতে দেখলো। সে তখন কালো টুপিটা প'রে ছিলো। একজন এজেন্ট অন্যজনের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে ভুরু তুললো। বিমানটা মার্সেইর উদ্দেশ্যে ওড়ার সাথে সাথে সেই দু'জন লোক বিমান বন্দর ত্যাগ করলো। চ'লে যাবার আগে প্রধান হলের পাবলিক ফোন বুথ থেকে তাদের একজন রোমের লোকাল একটা নাম্বারে ফোন করলো। সে নিজেকে অপর প্রান্তের লোকটার কাছে একটা খ্রিস্টান নামে পরিচয় দিলো এবং খুব ধীরে বললো,"সে

রওনা দিয়েছে। আলিতালিয়ার ফোর-ফাইভ-ওয়ান। মারিনা'তে অবতরণ করবে বারোটা দশে। *চিয়াও।*"

ম্যাসেজটা দশ মিনিট পর প্যারিসে পৌছালো। আর তারও দশ মিনিট বাদে সেটা মার্সেইতে শোনা গেলো।

আলিতালিয়ার বিমানটি মারিনা বিমান বন্দরে অবতরণ করার উদ্দেশ্যে নামতে শুরু করলো। সুন্দরী রোমান বিমান-বালারা মিষ্টি হাসি দিয়ে যাত্রীদের সবার সিট-বেল্ট লাগনো আছে কিনা তা' পরীক্ষা করতে শুরু করলো। একজন বিমান-বালা বললো, যাত্রীরা যদি জানালা দিয়ে তাকায় তবে দেখতে পাবে সাদা রঙের রোন্ ব-দ্বীপটা, যেনো যাত্রীরা কেউ এমনটি জীবনেও দেখেনি।

সে একজন বড়-সড় পেটানো শরীরের মানুষ যে, ইতালিয় ভাষা জানে না। আর তার ফ্রেঞ্চটাও খুব প্রকটভাবে পূর্ব-ইউরোপের কোন দেশের ভঙ্গীর মতো। সে তার কোকড়া কালো চুলের উপর একটা কালো টুপি পড়েছে, সেই সাথে একটা কালো সুট এবং কালো সানগ্লাসও। সানগ্লাসটা সে সারাক্ষণ পরেছিলো। তার চেহারার অর্ধেকটা প্লাস্টারে ঢাকা; সে নিজেই শেভ করতে গিয়ে খুব বেশি কেটে ফেলেছে, ভাবলো বিমান-বালা মেয়েটা।

বিমানটা ঠিক সময়ই মাটি স্পর্শ করলো। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামলে যাত্রীরা কাস্টম্‌স-হলের দিকে হেটে গেলো। যাত্রীরা কাঁচের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে যাবার সময়, একজন ছোটোখাটো টেকো লোক, যে পাসপোর্ট পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে পুলিশটার গোড়ালিতে আস্তে ক'রে টোকা মারলো।

"বিশাল দেহের লোকটা, কালো টুপি, মুখে প্লাস্টার লাগানো।" তারপর সে খুব ধীরে একটু দূরে স'রে গেলো এবং আরেকজনকে ঐ একই কথা বললো। যাত্রীরা দু'লাইনে বিভক্ত হ'য়ে বের হতে লাগলো। গ্রিলের পাশে দশ ফুট দূরে দু'জন পুলিশ একে অন্যের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে। যাত্রীরা তাদের কাছে কাগজ-পত্র দেখাচ্ছে। প্রত্যেক যাত্রীই তাদের পাসপোর্ট এবং আইডি-কার্ড দেখাচ্ছে। অফিসার দু'জন ছিলো সিকিউরিটি পুলিশের, যারা ডিএসটি নামে পরিচিত। ফ্রান্সের ভেতরে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের। তাছাড়া যেকোন আগত বিদেশী ও দেশে ফেরা ফরাসিকে চেকিংয়ের কাজটাও তারা করে। কাস্টম্‌স অফিসারদের কয়েকজন কাঁচের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার আগেই সেই ছোট্ট টেকো লোকটার কাছ থেকে নীচুশব্দে কথাটা শুনেছে। সিনিয়র কাস্টম্‌স অফিসার কাওয়ালস্কিকে ডাকলো।

"মঁসিয়ে, আপনার লাগেজ।"

কাওয়ালস্কি হেলে-দুলে কাস্টম্‌স অফিসারের কাছে গিয়ে বললো, "আমার কাছে কোন লাগেজ নেই।"

কাস্টম্‌স অফিসার ভূরু কপালে তুলে বললো, "কোন লাগেজ নেই? তো, কোন কিছু ডিক্লেয়ার করার আছে আপনার?"

"না, কিছুই নেই," কাওয়ালস্কি বললো।

কাস্টম্‌স অফিসারটি খুব সুন্দর ক'রে হাসলো। মার্সেইর বাচনভঙ্গীতে গান গাইলো, মুখটা যতোটুকু প্রসারিত হয় ততোটুকু প্রসারিত ক'রে।

"খুব ভালো, তবে আপনি যেতে পারেন, মঁসিয়ে।" সে বেড়িয়ে যাবার দরজার দিকে ইশারা করলো। কাওয়ালস্কি মাথা নেড়ে বাইরের রৌদ্রোজ্জ্বল পথে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে বেড়িয়ে পড়লো। একা একা, মুক্তভাবে চলতে অভ্যস্ত না হবার দরুণ সে বিমান বন্দরের বাসের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো। একটা বাস পেতেই সে ঝট-পট সেটাতে উঠে পড়লো।

দৃষ্টিসীমার বাইরে চ'লে যাবার পর, কাস্টম্‌স অফিসারদের কয়েকজন তাদের সিনিয়র অফিসারে কাছে জড়ো হলো।

"অবাক ব্যাপার, ওরা ওর কাছে কি চায়," একজন বললো।

"তাকে দেখে বদমেজাজী ধরনের মনে হলো।"

"ঐ বাস্টার্ডেরা যখন ওকে কিমা বানাবে তখন বদমেজাজ আর থাকবে না," তৃতীয়জন মাথাটা পেছনের অফিসের দিকে নেড়ে ইঙ্গিত করলো।

"আসো, কাজে ফিরে যাই," বয়োজ্যেষ্ঠজন তাড়া দিলো।

"আজকের মতো আমরা ফ্রান্সের জন্য আমাদের কাজ ক'রে ফেলেছি।"

"*লো গ্রঁ* শার্লির জন্য, তুমি কি তার কথা বলছো," প্রথমজন কাজে যোগ দিতে দিতে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো, "ঈশ্বর তাকে ভোগাবে।"

শহরের প্রাণকেন্দ্রে এয়ার ফ্রান্সের অফিসে বাসটা এসে থামলো লাঞ্চের সময়। জায়গাটা রোমের চেয়েও বেশি গরম। মার্সেইর আগস্টের অনেক গুনা আছে, কিন্তু গরমের ব্যাপারটা তার মধ্যে পড়ে না। গরমটা শহরে রোগ-বালাইয়ের মতো বিস্তার করে। হামাগুড়ি দিয়ে সব জায়গায় ঢুকে পড়ে। প্রাণশক্তি সব কেড়ে নেয়। ঠাণ্ডা ঘরে, দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে, ফ্যানটা ফুল স্পিডে দিয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

এ সময়ে রাস্তায় লোকজন খুব একটা বেড়োয় না, তাই ট্যাক্সিও থাকে কম। আধ ঘন্টা লেগে গেলো একটা ট্যাক্সি পেতে, বেশিরভাগ ড্রাইভারই পার্কের ছায়া ঢাকা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

জোজো কাওয়ালস্কিকে যে ঠিকানাটা দিয়েছে, সেটা শহরের বাইরে কাসি এলাকাটার দিকে, প্রধান সড়কের পাশেই। দ্য লা লিবারেশন এভিনুতে এসে সে ড্রাইভারকে বললো তাকে নামিয়ে দিতে, যাতে বাকি পথটুকু সে হেঁটেই যেতেই পারে।

কাওয়ালস্কি ট্যাক্সিটাকে শহরের দিকে চ'লে যেতে দেখলো। যতোক্ষণ না সেটা দৃষ্টি সীমার বাইরে চ'লে গেলো, সে ওখানে দাড়িয়ে রইলো। তার হাতে একটা কাগজে লেখা নাম। সেটা রাস্তার উপর একটা ক্যাফের আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকা ওয়েটারকে দেখিয়ে রাস্তাটা পেয়ে গেলো। ফ্ল্যাটগুলো দেখে মনে হলো নতুন। কাওয়ালস্কি ভাবলো জোজো স্টেশনের ট্রলিতে খাবার বেঁচে ভালোই পয়সা বানিয়েছে। সম্ভবত, তারা স্থায়ী

একটা দোকান দিয়েছে, যা মাদাম জোজোর বহু দিনের স্বপ্ন ছিলো। যে কেউ খুব সহজেই বুঝতে পারবে তাদের উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারটা। ছোট্ট সিলভির জন্য জাহাজ ঘাটার মধ্যে থাকার চেয়ে এ রকম প্রতিবেশীদের মধ্যে বাস করাটা খুবই ভালো হবে। তার মেয়েটার কথাটা ভেবে, আর ঠিক একটু আগে মেয়ের সম্পর্কে যে বোকামীপূর্ণ ভাবনা সে ভেবেছে, সেটা মনে ক'রে তার পা একটা এপার্টমেন্টের সিঁড়ির সামনে এসে থেমে গেলো। ফোনে জোজো কি বলেছে? এক সপ্তাহ? সম্ভবত দুই? এটা সম্ভব না।

সে দৌড়ে সিঁড়িটা ডিঙিয়ে হলের ভেতর দুটো লেটারবক্স-এর সামনে এসে থামলো। গ্রিজিবোস্কি নামটা পড়লো, এপার্টমেন্ট নাম্বার ২৩। যেহেতু সেটা তিন তলায় তাই সে সিদ্ধান্ত নিলো সিঁড়ি দিয়েই উঠবে।

অন্যসব এপার্টমেন্টের মতো এপার্টমেন্ট ২৩-এর দরজাটাও একই রকম। একটা সাদা কার্ডে "গ্রিজিবোস্কি" লেখাটা টাইপ করা, তার পাশেই কলিংবেল। করিডোরের শেষ প্রান্তে দরজাটা অবস্থিত। সে বেলটা বাজালো। দরজাটা খুলে যেতেই ভেতর থেকে একটা গাইতি সজোড়ে তার কপালে আঘাত হানলো।

আঘাতটা চামড়া ভেদ করলেও হাড়ে লেগে "থাং" ক'রে একটা ভোঁতা আওয়াজে ফিরে আসলো। পোলটার দু'দিকের এপার্টমেন্ট ২২ ও ২৪ থেকে দরজা দুটো খুলে কয়েকটা লোক বের হয়ে এলো। পুরো ঘটনাটি ঘটলো আধ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে। ঠিক ঐ সময়েই কাওয়ালস্কিও ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিরোধ করতে গেলো, যদিও সব ক্ষেত্রে খুব ধীর-চিন্তার লোক সে, কিন্তু একটা কৌশল সে ভালোভাবেই জানতো, সেটা হলো মারামারি করা।

সংকীর্ণ করিডোরের মধ্যে তার মতো একজন বিশাল আকাড়ের মানুষের পক্ষে সমস্ত শক্তিই কার্যকরহীন হ'য়ে গেলো। তার উচ্চতার কারনে গাইতির আঘাতটা পুরোপুরি মাথায় লাগেনি। রক্তে ঢেকে যাওয়া চোখ দিয়েই সে দেখতে পেলো দরজার সামনে দু'জন আর দু'দিকের দরজা দিয়ে তার দু'পাশে দু'জন ক'রে চারজন লোক আছে। নড়াচড়া করার জন্য তার দরকার একটু জায়গা, তাই সে এপার্টমেন্ট ২৩-এর ভেতরে ঢুকে পড়লো।

তার সামনের লোকটা ধাক্কা খেয়ে পিছু হটে গেলো; যারা তার পেছনে, খুব কাছে ছিলো, তারা তার কলার ও জ্যাকেটটা ধ'রে ফেললো। ঘরের ভেতর ঢুকে সে বগলের নীচ থেকে কোল্ট পিস্তলটা বের ক'রে মুহূর্তে ঘুরেই দরজার দিকে একটা গুলি চালালো। গুলিটা করার সময় একজন সজোড়ে তার কব্জিতে আঘাত হানলে নিশানাটা নীচের দিকে ঝাঁকি খেলো।

বুলেটটা একজন আক্রমণকারীর হাটুর বাটিতে গিয়ে বিধলো। সে হুড়মুর ক'রে প'ড়ে গেলো। এরপরই অস্ত্রটা তার হাত থেকে প'ড়ে গেলো। আরেকটা আঘাত যখন তার কব্জিতে লাগলো তখন আঙ্গুলগুলো অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়লো। এক সেকেন্ড পরেই পাঁচজন লোক তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। লড়াইটা তিনমিনিট স্থায়ী

হয়েছিলো। পরে একজন ডাক্তার অনুমান করেছিলো যে, জ্ঞান হারাবার আগে হয়তো মাথায় চামড়ায় পেঁচানো গাইভির প্রচণ্ড আঘাতটা সে পেয়েছিলো। তার একটা কানের কিছু অংশ আঘাতের ফলে থেত্‌লে গিয়েছিলো। নাকটা ভেঙ্গে গিয়ে, মুখটা গভীর লাল রঙের মুখোশ হয়ে গেলো যেনো।

তার লড়াইটার বেশিরভাগই ছিলো প্রতিক্রিয়ামূলক। কমপক্ষে দু'বার সে নিজের হাতছাড়া হওয়া অস্ত্রটা প্রায় ধরেই ফেলেছিলো, কিন্তু একটা লাথিতে অস্ত্রটা ছিট্‌কে ঘরের অন্য প্রান্তে চ'লে যায়। শেষ পর্যন্ত যখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, তখন সেখানে কেবল তিনজনই দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলো।

যখন তারা পেরে উঠলো আর বিশাল আকৃতির দেহটা অচেতন অবস্থায় মাটিতে প'ড়ে রইলো, তখন কপাল ফেটে কয়েক ফোটা রক্ত ঝড়তেই বোঝা গেলো, লোকটা তখনও বেঁচে আছে। টিকে থাকা তিনজন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুকটান ক'রে নিঃশ্বাস নিলো। যে লোকটার পায়ে গুলি লেগেছিলো, সে দরজার পাশের দেয়াল ধরে খুড়িয়ে-খুড়িয়ে ঘরে ঢুকলো। সাদা, ফ্যাকাশে মুখে, লাল রক্তে রাঙানো হাত দিয়ে হাটুর ভাঙ্গা বাটিটা চেপে রেখেছে সে। প্রচণ্ড ব্যথায় তার ধূসর যন্ত্রণাকাতর ঠোঁট দিয়ে বিশ্রী শব্দ বের হতে লাগলো। আরেকজন হাটু গেড়ে ব'সে আছে আর সামনে-পেছনে ধীরে ধীরে দুলছে। হাত দিয়ে দোমড়ানো বিচিটা ধ'রে আছে সে। শেষের জন পোলটার কাছাকাছি কার্পেটে পড়ে আছে, তার মাথার বাম দিকটা কাওয়ালস্কির প্রচণ্ড একটা ঘুষিতে থেত্‌লে গেছে। দলনেতা উপুর হয়ে প'ড়ে থাকা কাওয়ালস্কিকে ঠেলে-ঠুলে চিৎ ক'রে দিলো আর তার বন্ধ হওয়া একটা চোখের পাতা উল্টিয়ে দেখার পর জানালার কাছে রাখা টেলিফোনটার কাছে গিয়ে লোকাল একটা নাম্বারে ফোন ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলো।

লোকটা তখনও জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। যখন ফোনে কণ্ঠস্বর শোনা গেলো তখন লোকটা ফোনের অপর প্রান্তের লোকটার কাছে বললো, "ওকে আমরা ধ'রে ফেলেছি....মারামারি? অবশ্যই, হারামজাদাটা মারামারি করেছে.... সে একটা গুলি করেছিলো, গুয়েরিনির হাটুর বাটিতে লেগেছে। কাপেত্তির বিচিতে আঘাত লেগেছে, আর ভিসার্ত জ্ঞান হারিয়েছে.... কি? হ্যাঁ, পোলটা বেঁচে আছে, এটাইতো বলা ছিলো আমাদের, তাই না? তা না হলে তো' সে আমাদের কাউকে ফুলের টোকাটাও দিতে পারতো না.... তো', সে আহত হয়েছে, ঠিক আছে। দুনো, সে অজ্ঞান হয়ে আছে.... দ্যাখো, আমরা এক প্লেট সালাদ চাই না, আমরা চাই কয়েকটা এ্যামবুলেন্স, আর সেটা খুব জলদি পাঠাও।"

টেলিফোনটা ধপাস ক'রে রেখে সে আপন মনে ব'লে উঠলো, "*কনস*"। ঘরের চার পাশটা তাকিয়ে দেখলো সে। আসবাব-পত্রগুলো ভেঙ্গে-চুড়ে একাকার। তারা সবাই ভেবেছিলো লোকটা প্যাসেজের বাইরে চ'লে যাবে, তাই পাশের ঘরে আসবাব গুলো সরানো হয়নি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ঘরের মধ্যেই ঘটলো। সে নিজেও কাওয়ালস্কির এক হাতে ছোড়া একটা হাতাওয়ালা চেয়ারের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য

থেমে গিয়েছিলো। তার পরও সেটার আঘাতে আহত হয়েছে সে। হারামজাদা পোল, সে ভাবলো, হেড অফিসের শুয়োরগুলো তাদের বলেনি লোকটা দেখতে কেমন।

পনেরো মিনিট পর, এপার্টমেন্টটার বাইরে দুটো এ্যাম্বুলেন্স এসে থামলে সেখান থেকে ডাক্তার বের হয়ে এলো। সে পাঁচ মিনিট ধ'রে কাওয়ালস্কিকে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। শেষে অচেতন হয়ে প'ড়ে থাকা লোকটাকে দেখে নিয়ে একটা ইন্‌জেকশন দিলো। দু'টো স্ট্রেচার দিয়ে কাওয়ালস্কি ও আরেকজনকে লিফটের কাছে নেয়া হলো।

যে লোকটা গুলি খেয়েছে, ডাক্তার তার কাছে গিয়ে তার হাতটা হাটু থেকে সরিয়ে নিয়ে জায়গাটা দেখে শিষ বাজালো।

"ঠিক আছে। মরফিন এবং হাসপাতাল। আমি আপনাকে অচেতন ক'রে দিচ্ছি। এছাড়া এখানে আমি আপনার জন্যে আর কিছু করতে পারছি না। সে যাই হোক, মঁ *পেতিত্*, এই লাইনে আপনার ক্যারিয়ার এখানেই শেষ।"

সুঁইটা ঢোকার সময় গুয়েরিনি আবার মুখ দিয়ে বিশ্রী শব্দটা করলো।
ভিসাঁত মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে, তার চোখে-মুখে ভগ্নদশা। দেয়ালে হেলান দিয়ে কাপেস্তি মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু'জন কলিগ তার দু'পাশ থেকে হাত ধ'রে করিডোর দিয়ে নীচে নিয়ে গেলো। দলনেতা ভিসাঁতকে স্ট্রেচারে ওঠাতে সাহায্য করলো।

করিডোরে এসে ছয়জন লোকের দলটির নেতা আবার ঘরের দিকে ফিরে তাকালো, ঘরটা একেবারে নাস্তানাবুদ। ডাক্তার তার পাশেই দাঁড়ানো।

"পুরোপুরি লণ্ডভণ্ড, তাই না?" ডাক্তার বললো।

"লোকাল অফিস এটা পরিস্কার করতে পারবে," নেতা গোছের লোকটি বললো। "এটা তাদেরই এপার্টমেন্ট।"

এই ব'লে সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। এপার্টমেন্ট ২২ ও ২৪-এর দরজাও খোলা ছিলো, কিন্তু সেসব ঘরের ভেতরটা একেবারেই অস্পর্শ রয়ে গেছে। সে দরজাগুলো টেনে বন্ধ ক'রে দিলো।

"এখানে অন্য কোন বাসিন্দা নেই?" ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো।

"কোন বাসিন্দা নেই," করসিকানটা বললো, "পুরো ফ্লোরটাই আমরা নিয়ে নিয়েছি।"

ডাক্তারকে অনুসরণ ক'রে সেও হতভম্ব ভিসার্তকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহায্য করলো। নীচে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

বারো ঘন্টা পরে, প্যারিসের বাইরের একটা ব্যারাকের গারদের ভেতরের খাটে কাওয়ালস্কি শুয়েছিলো। তাকে খুবদ্রুত গাড়িতে ক'রে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘরটার দেয়াল সাদা, মরচে পড়া আর স্যাঁত-স্যাঁতে, যেমনটা সব জেলাখানার গারদ হয়ে থাকে। এখানে সেখানে কিছু অশ্লীল অথবা প্রার্থনার কথা আঁকা-আঁকি করা আছে। জায়গাটা গরম আর অল্প পরিসরের। কার্বোলিক এসিড, ঘাম আর প্রস্রাবের গন্ধে ভরা। পোলটা একটা সরু লোহার খাটে শোয়া, যার পায়াগুলো সিমেন্টের তৈরী, মাটির সাথে

লাগানো। বিস্কিট রঙের ম্যাট্রেস আর তার মাথার নীচে দেয়া আছে পেঁচানো কম্বল। সেটা ছাড়া খাটটাতে আর কিছুই নেই। দু'টো মোটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে তার পা-টা বেঁধে রাখা হয়েছে। হাতটা খোলাই আছে। অজ্ঞান থাকার সময়ই তার বুকটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে পেঁচিয়ে খাটের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। পোলটা মাঝে মাঝে খুব বড় ক'রে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

পানি দিয়ে মুখে লেগে থাকা রক্ত পরিস্কার করা হয়েছে। কান আর মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো। ভাঙা নাকটা একটা প্লাস্টার দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। নিঃশ্বাস নেবার সময় ফাঁক হওয়া মুখটা দিয়ে খুব সহজেই দেখা যায় তার সামনের দুটো দাঁত প'ড়ে গেছে। মুখের বাকি অংশটাও প্রচণ্ডভাবে থেত্‌লে গেছে। ডান হাতটা খুব ভারী ব্যান্ডেজ ক'রে টেপ দিয়ে পেচাঁনো।

সাদা কোট পড়া লোকটা তার পরীক্ষা শেষ ক'রে স্টেথিসস্কোপটা সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সে ঘুরে তার পেছনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে মাথা নাড়লো। দরজাটা খুলে গেলে দু'জনে বের হয়ে গেলো।

"কি দিয়ে তাকে আঘাত করেছেন, এক্সপ্রেস ট্রেন?" ডাক্তার প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে বললো।

"কাজটা করতে ছয়জন লোক লেগেছে," জবাব দিলো কর্নেল রোল্যান্ড।

"হ্যাঁ,তারা খুব ভালোভাবেই কাজটা করেছে। তাকে প্রায় খুন করেই ফেলেছিলো। তার যদি ষাড়ের মতো দেহ না হতো, তবে তারা মেরেই ফেলতো।"

"এটাই একমাত্র রাস্তা ছিলো," কর্নেল জবাব দিলো,"সে আমার তিনজন লোককে শায়েস্তা করেছে।"

"তাহলে তো' খুবই মারামারি হ'য়ে থাকবে।"

"হ্যাঁ, তাই। এখন বলুন তার কি ক্ষতি হয়েছে?"

"যদি অনুমান করতে পারি সম্ভবত ডান হাতের কব্জিটা ভেঙ্গে গেছে– আমি অবশ্য এখন পর্যন্ত এক্সরে করতে পারিনি। মনে রাখবেন– তাছাড়াও বাম কানটার কিছু অংশ ছিড়ে গেছে, কপালের হাড় এবং ভাঙা নাক। অনেক জায়গাই থেত্‌লে গেছে, কেটে গেছে, অল্প-স্বল্প অভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণও হচ্ছে, যা খুবই খারাপ হতে পারে, আর তাতে সে মরে যেতেও পারে। আবার আপনা আপনি ঠিক হয়েও যেতে পারে। তার রুক্ষ এবং শক্ত একটা শরীর আছে– অথবা বলতে পারেন সে তৈরী ক'রে নিয়েছে। আমি তার মাথাটা নিয়ে বেশী উদ্বিগ্ন। আপাতত এই। ঠিক আছে। খুব বেশী, না অল্প সেটা এখন বলা সহজ না। মাথায় কোন ফ্র্যাক্‌চার নেই, মনে হয় সেটা আপনার লোকদের দোষ না। তার মাথার হাড় একেবারে খাঁটি হাতির দাঁত। কিন্তু তার জ্ঞান না ফিরলে ব্যাপারটা খুব খারাপ ব'লে ধরে নিতে হবে।"

"তাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার দরকার ছিলো," কর্নেল সিগারেটের শেষ অংশটার দিকে তাকিয়ে বললো। তারা দু'জন থেমে গেলো। ডাক্তার এ্যাকশন সার্ভিসের প্রধানের দিকে বিরক্ত হ'য়ে তাকালো।

"এটা জেলখানা," খুব শান্তভাবে সে বললো। "ঠিক আছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যারা তাদের জন্য এটা। কিন্তু আমি এখনও একজন জেল-ডাক্তার। এই জেলখানার অন্য জায়গাটা, ঐ করিডোরটা-" সে তার মাথা নেড়ে, তারা যেখান দিয়ে এসেছিলো সেই রাস্তাটা ইঙ্গিত ক'রে বললো- "আপনাদের অধিকারে। কী ঘটেছে না ঘটেছে, সেটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর ব্যাখ্যা হবে। আর আমি এ ব্যাপারে কিছু বলবোও না। আমি শুধু বলবো: তার সেরে ওঠার আগে আপনারা যদি তাকে আপনাদের পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তবে হয় সে মরবে, নয়তো একটা ক্ষ্যাপা উম্মাদ হয়ে যাবে।"

কর্নেল রোল্যান্ড ডাক্তারের তিক্ত কথাগুলো শুনে গেলো ভাবলেশহীনভাবে।

"কতোদিন?" সে জিজ্ঞেস করলে ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকালো।

"বলা অসম্ভব। আগামীকাল হয়তো সে জ্ঞান ফিরে পাবে। অথবা কয়েকদিন পর। যদি সে জ্ঞান ফিরে পায়ও, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুরোপুরি তৈরী হবে না। মেডিক্যালি ফিট, এই যা – আমার মতে, কমপক্ষে দু' সপ্তাহ, খুব কম ক'রে হলেও। অবশ্য ব্যাপারটা যদি তেমন বড়সড় কিছু না হয়ে থাকে।

"কিছু ড্রাগ আছে," কর্নেল আস্তে ক'রে কথাটা বললো।

"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু সেসব ব্যবহার করার কথা আমি বলতে পারি না। সেসব প্রেসক্রাইব করার কোন ইচ্ছাও আমার নেই। আপনি হয়তো সেগুলো যোগাড় করতে পারবেন, সম্ভবত পারবেন। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। ওসব ব্যবহার করলেও সে এখন কিছুই বলতে পারবে না। এটাই আমার অনুমান। ভেবে দেখতে পারেন। সেটা হবে অর্থহীন। তার মন নিঃসন্দেহে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এটা ঠিক হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু, ঠিক যদি হয়ই, তবে সেটা হবে নিজ থেকে। যতো সময় তার জন্য লাগুক। এই ধরনের ড্রাগ ব্যবহার করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই হবে না। আপনার কিংবা কারোর কোন কাজে লাগবে না সেটা। সম্ভবত এক সপ্তাহ লাগবে তার চোখের পাতা মেলতে। আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।"

এ কথা ব'লে ডাক্তার তার ক্লিনিকের দিকে চ'লে গেলো।

কিন্তু ডাক্তারের কথা ভুল প্রমাণিত হলো। তিনদিন পরই কাওয়ালস্কি চোখ মেলে তাকালো, সেটা আগস্টের ১০ তারিখ। আর সেদিনই তার প্রথম এবং শেষ জিজ্ঞাসাবাদের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হলো।

জ্যাকেল ব্রাসেল্স থেকে ফিরে আসন্ন ফ্রান্স মিশনের প্রস্তুতির শেষ কিছু কাজ ক'রে তিনদিন ব্যয় করলো।

আলেকজান্ডার জেম্স কোয়েন্টিন ডুগান নামের নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পকেটে নিয়ে সে চ'লে গেলো অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের সদর-দফতর ফনাম হাউজে, সেই নামে একটা আর্ন্তজাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে।

সে একই রকমের দুটো চামড়ার সুটকেস সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে কিনে নিলো যা ভ্রমনের সময় সাধারণত ব্যবহার করা হয়। সেটার মধ্যে কাপড়-চোপরগুলো ভ'রে নিলো, যদি প্রয়োজন পড়ে তবে সে কোপেনহেগেনের যাজক পার জেনসেন'র ছদ্মবেশ নিতে পারবে। কাপড়গুলো ভরার আগে ডেনিস প্রস্তুতকারকের লেবেলগুলো কাপড়ে লাগিয়ে নিলো; ঐ তিনটা সাধারণ শার্ট সে কোপেনহেগেন থেকে কিনেছিলো। সেগুলোর সাথে জুতা, মোজা ও ধূসর রঙের সুটটাও ভ'রে নিলো। একই সুটকেসে আমেরিকান ছাত্র মার্টি শুলবার্গের জামা-কাপড়গুলোও ভ'রে নিলো। সুটকেসের ভেতরে দুই বিদেশীর পাসপোর্ট রাখলো, যেগুলো সে পরবর্তীকালে হয়তো ব্যবহার করতে পারে। সেই সুটকেসে আরো ছিলো, ফরাসি ক্যাথেড্রালের উপর একটা ডেনিস বই, একজোড়া চশমা, একটা ডেনিস আরেকটা আমেরিকানটার জন্য। খুব যত্ন ক'রে টিসু পেপারে মোড়ানো দুটো ভিন্ন-ভিন্ন রকমের কনট্যাক্টলেন্স, আর চুল রঙ করার সামগ্রী।

দ্বিতীয় সুটকেসটাতে প্যারিসের ফ্লিয়া মার্কেট পেকে কেনা ফ্রান্সের তৈরী জুতা, মোজা, শার্ট এবং প্যান্ট। সেই সাথে গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা গ্রেট কোট আর কালো টুপি। এইসব কাপড়-চোপড়ের সাথে সে ভূয়া কাগজ-পত্রগুলো রাখলো। এই সুটকেসটার কিছু অংশ খালি রাখা হলো। খুব জলদি এখানে কিছু স্টিলের টিউব, যার ভেতরে একটা স্নাইপার রাইফেল ও গুলি আছে, সেটা রাখা হবে।

তৃতীয় সুটকেসটা কিছুটা ছোটো, আলেকজান্ডার ডুগানের যাবতীয় কাগজ-পত্রে ঠাসা, সেই সাথে রয়েছে এক হাজার পাউন্ড যা ব্রাসেল্‌স থেকে ফেরার পথে সে প্রাইভেট ব্যাংক হতে তুলে নিয়েছিলো।

তার লাগেজের শেষ জিনিসগুলো ছিলো একটা হাত ব্যাগ, যাতে দাঁড়ি কামাবার জিনিস-পত্র রয়েছে, পায়জামা, স্পঞ্জের ব্যাগ এবং একটা টাওয়েল। তাছাড়াও হালকা পাতলা সেলাই করা কাপড়, দুই ব্যাগ প্লাস্টার অব প্যারিস, কয়েক রোল ব্যান্ডেজ, আধ ডজন স্টিকি প্লাটার, তিন প্যাকেট কটন উল আর একজোড়া ক্ষুর রয়েছে তাতে। হাত ব্যাগটি হ্যান্ড-লাগেজ হিসেবে চালানো হবে। তার অভিজ্ঞতা বলে যে, সাথে থাকা ছোটোখাটো লাগেজ যে কোন বিমান বন্দরের কাস্টম্‌স অফিসারেরা সাধারণত খুলে দেখার অনুরোধ করে না।

তার এসব কেনা-কাটা এবং গোছ-গাছের মধ্য দিয়ে সে তার পরিকল্পনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলো। যাজক জেনসেন এবং মার্টি শুলবার্গের ছদ্মবেশটা, সে আশা করলো, একদমই সর্তকতামূলক একটা কৌশল, যা হয়তো ব্যবহার করা নাও হতে পারে, যদি না কোন সমস্যার কারনে আলেকজান্ডার ডুগান পরিচয়টি পরিত্যাগ করা হয়। তার পরিকল্পনায় আদ্রেঁ মার্টিনের পরিচয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এমন সম্ভাবনাও আছে যে, বাকি দুটোর কোন দরকারই হলো না। সেক্ষেত্রে পুরো সুটকেসটা কাজ শেষ হবার পর লাগেজ অফিসে ফেলেও দিতে হতে পারে। তারপরও সে ভাবলো, পালাবার জন্য দুটোই কাজে লাগতে পারে। আদ্রেঁ মার্টিন এবং রাইফেলটাও কাজ শেষ হলে পরিত্যাগ করা হতে পারে। কারন ওগুলোর তখন আর দরকার হবে না। ফ্রান্সে তিনটা

সুটকেস ও হাতব্যাগটা নিয়ে ঢুকলেও বের হবার সময় সে একটা সুটকেস ও হ্যান্ড লাগেজটা নিয়ে বের হবে, অবশ্যই এর বেশি না।

এইসব কাজ সেরে সে দুটো কাগজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এই কাগজগুলো এলেই সে কাজে নেমে যাবে। একটা হলো প্যারিসের একটা টেলিফোন নাম্বার, যা ফরাসি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা-রক্ষীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে। অন্যটা, হার মেইয়ারের কাছে থেকে তার ব্যাংকের একাউন্টে ২৫০০০০ ডলার জমা হবার একটা লিখিত নোটিফিকেশন, জুরিখ থেকে সেটা আসবে।

যখন সে এসবের জন্য অপেক্ষা করছিলো, তখন সে নিজের ফ্ল্যাটে সময় কাটাতো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাটার চর্চা ক'রে। দু'দিনের মধ্যেই সে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলো যে, খুব নিখুঁতভাবে সে খোঁড়ার মতো হাটতে পারছে। কেউ তাকে দেখলে একদমই ভাবতে পারবে না যে, তার পা-টা ভেঙ্গে যায়নি।

প্রথম চিঠিটা সে পেলো আগস্টের ৯ তারিখের সকালে। সেটার এনভেলপে রোমের ডাকঘরের ছাপ মারা, তাতে বলা হয়েছে "আপনার বন্ধু আপনার সাথে মলিতোর ৫৯০১ এ দেখা করতে পারবে। আপনি তাকে নিজের পরিচয় দেবেন '*ইসি শ্যাকাল*' ব'লে। জবাবটা আসবে '*ইসি ভালমি*' নামে। গুডলাক।"

১১ই আগস্টের সকালে জুরিখ থেকে আরেকটা চিঠি এলো। সে দাঁত বের ক'রে হেসে চিঠিটা খুলে দেখলো, সেটাতে একটা 'কনফারমেশন' দেয়া আছে, আর এই ব্যাপারটার জন্যই সে মুখিয়ে ছিলো। বাকি জীবনের জন্য সে খুব ধনী হয়ে গেলো।

যদি আসন্ন অপারেশনটা সফল হয়, তবে সে আরো ধনী হয়ে যাবে। সফল হবার ব্যাপারে তার কোন সন্দেহই ছিলো না। ব্যর্থতার কোন সুযোগই রাখা হয়নি।

সকালের বাকি সময়টা সে টেলিফোনে বিমানের টিকেট বুকিং দেয়ার কাজে ব্যস্ত রইলো। যাত্রার সময় ঠিক করা হলো পরের দিন ১২ই আগস্টের সকালে।

নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া সেলটা একেবারেই নীরব। টেবিলের অপর পাশের পাঁচজন লোকের খুব দীর্ঘ আর ভারী কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাস পড়ছিলো। সেই টেবিলটার সামনে একটা ওক্ কাঠের চেয়ারে খুব শক্ত ক'রে একটা লোকটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার নিঃশ্বাস খুব দ্রুত পড়ছিলো। কেউ বলতে পারবে না সেলটা কত বড় কিংবা দেয়ালের রঙ কী রকম। পুরো ঘরটাতে একটা মাত্রই বাতি জ্বলছে, আর সেটা বন্দীর মুখ বরাবর। এটা সাধারণ একটা ল্যাম্প হলেও বাল্বটা খুব বেশি পাওয়ারের এবং উজ্জ্বলতাও অনেক বেশি। আলোর তাপে ঘরে একটু উষ্ণতাও যোগ করেছে। ল্যাম্পটা টেবিলের বাম দিকে আটকানো।

আলোর একটু অংশ টেবিলটার কিছু অংশে পড়েছিলো আর তাতে দেখা গেলো কয়েকটা আঙ্গুল, একটা হাত আর একটা কব্জি। একটা হাতে সিগারেট ধরা। সিগারেটের ধোঁয়ায় টেবিলটার অপর পাশ আচ্ছন্ন। নীল রঙের ধোঁয়া উপরের দিকে উঠছে।

আলোটা খুব তীব্র হলেও সেলের বাকি অংশ অন্ধকারে ঢাকা। মুখাবয়ব আর কাঁধগুলো টেবিলের ওপাশে সারিবদ্ধভাবে বসা পাঁচজন লোকের। বন্দীর কাছে সেগুলো অদৃশ্যই রয়ে গেলো। সে শুধু প্রশ্ন কর্তাকে চেয়ারে নড়তে-চড়তে আর সেখান থেকে উঠে পাশের জনের সাথে কথা বলতে দেখতে পারছে।

তার পা-টা চেয়ারে পায়ার সাথে খুবই শক্ত ক'রে বাঁধা। প্রতিটা পায়ের সামনে এবং পেছনে একটা এল-আকৃতির লোহার ব্রাকেট মাটির সাথে সংযুক্ত করা আছে। চেয়ারটার হাতা ছিলো আর বন্দীর হাত দুটো সেটার সাথে চামড়ার বেল্ট দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। আরেকটা চামড়ার বেল্ট তার কোমর পেঁচিয়ে আছে। আর তৃতীয় বেল্টটা তার বিশাল বুকটা বেঁধে রেখেছে।

টেবিলটার উপর শান্ত কয়েকটি হাত ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। পুরো টেবিলটা একেবারে ফাঁকা। টেবিলের নীচ দিয়ে একটা ইলেক্ট্রিক তার চ'লে গেছে ঘরের এক কোণের দিকে। তারটার এক প্রান্তস্থ বন্দীর চেয়ারের সাথে আর অন্য প্রান্তটা ঘরে রাখা একটা ট্রান্সফর্মারের সাথে সংযুক্ত। সেটার পাশে একটা লোক দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে। তার সামনে রাখা একটা টেপ রেকর্ডারের সবুজ বাতিটা জ্বলে থাকলেও রেকর্ডিং স্পুলটা থেমে আছে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া সেলটার মধ্যে আর কিছু শোনা যাচ্ছিলো না, যদিও সেখানে শরীরি উপস্থিতি রয়েছে। ঘরের লোকগুলোর সবার শার্টেরই হাতা গোটানো, আর ঘামে ভেজা। ঘামের গন্ধটা তীব্র, সেই সাথে লোহা, সিগারেটের ধোঁয়া আর মানুষের বমির গন্ধ মিলে-মিশে বিকট একটা গন্ধ তৈরী করেছে। তারপরও আছে প্রচণ্ড ভয়াল একটা পরিবেশ, যেকোনো শক্তিমানকেও ভড়কে দেবে।

মাঝখানে বসা লোকটা অবশেষে কথা বললো। কণ্ঠটা মর্জিত, ভদ্র আর আন্তরিক।

"*ইকুতে মোঁ পি'*তিত ভিক্টর। তুমি আমাদেরকে বলবে। হয়তো এখন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলবেই। তুমি খুবই সাহসী একজন মানুষ। আমরা সেটা জানি। আমরা তোমাকে স্যালুট করি। কিন্তু তোমার মতো একজন লোকও এটা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং আমাদেরকে কেন বলছো না? তুমি কি মনে করো কর্নেল রদিন আজ এখানে থাকলে তোমাকে এসব বলতে নিষেধ করতো ? সে তোমাকে আমাদের কাছে সব কিছু বলার জন্য আদেশ করতো। সে এসব জিনিসের ব্যাপারে ভালোই জানে। সে নিজেই তোমাকেই আরো বেশী অশ্বস্তিতে ফেলে দিয়ে সব ব'লে দিতো। তুমি নিজেই জানো, শেষে ঠিকই বলবে। *নইস্পেন্স সি প'*, ভিক্টর ? তুমি এরকমটি দেখেছো, না ? কেউই এগুলো বেশীক্ষণ ধ'রে সহ্য করতে পারে না। তো' এখন বলছো না কেন? ব'লে ক'য়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, ঘুমাও আর ঘুমাও। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না.... ।"

চেয়ারে বসা লোকটার মুখ গর্জে উঠলো। ঘেমে যাওয়া মুখটা আলোতে চক্ চক্ করতে লাগলো। চোখ দুটো তার বন্ধ। হয় মার্সেইর কিমা বানানো মারপিটটার জন্য অথবা তীব্র আলোর কারনে, কেউ বলতে পারবে না। নিচের দিকে চেয়ে থাকা মুখটা

সামনের টেবিলটার দিকে তাকালো, তারপর কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারের দিকে। মুখটা একটু খুললো, কিছু বলার চেষ্টা করলো। একটা ওয়াক শব্দ ক'রে বমিগুলো মুখ থেকে বুকে এবং কোলের উপর গিয়ে পড়লো। মাথাটা একেবারে বুকের কাছে নেমে গেলো। গালটা বুক স্পর্শ ক'রে আবার মাথাটা পেছন দিকে টেনে নিলো সে। টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠটা আবার শোনা গেলো।

"ভিক্টর *ইকুতে-মোঁয়ে*। তুমি খুব শক্ত মানুষ। আমরা সবাই তা' জানি। আমরা সবাই সেটা মেনেও নিয়েছি। তুমি ইতিমধ্যেই রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছো। কিন্তু তুমিও বেশীক্ষণ চালাতে পারবে না। কিন্তু আমরা পারবো, ভিক্টর, আমরা পারবো। যদি আমাদেরকে করতেই হয়, তবে আমরা তোমাকে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। আগেকার দিনের মতো নয়। এখন এসব খুব বেশী টেকনিক্যাল হ'য়ে গেছে। অনেক ড্রাগ আছে, *তু-সেঁ*। ইতিমধ্যেই থার্ড ডিগ্রি দেয়া সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং কেন কথা বলছো না। আমরা বুঝতে পারছি, বুঝেছো। আমরা যন্ত্রণাটা বুঝি। কিন্তু আঙ্গুলের সাঁড়াশিগুলো সেটা বুঝে না। তারা একদমই বোঝে না, ভিক্টর। তারা শুধু আঙ্গুলগুলো চেপেই যায়, চেপেই যায়....তুমি আমাদেরকে বলো, তারা রোমের হোটেলে কি করছিলো? তারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলো?"

বড়-সড় মাথাটা ধীরে ধীরে এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগলো। বন্ধ চোখ দুটো সামনের লোকটাকে দেখে নেয়ার পর আঙ্গুলগুলো চেপে রাখা পিতলের সাঁড়াশি, বুকের বোটা আটকানো চিমটাটা আর লিঙ্গের দু'পাশে আটকানো ক্লিপটা পরীক্ষা ক'রে তারপর মাথাটা নাড়লো।

তার সামনে বসা যে লোকটা কথা বলছিলো, সে একটু বিরতি দিলো। তার একটা হাতের পাঁচটা আঙুল টেবিলের উপর স্থির হয়ে ছিলো। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর একটা হাতের বুড়ো আঙুলটাকে মোচড়ে চার আঙুল ফাঁক ক'রে টেবিলে রেখে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দূরের কোনায় বসা লোকটা ইলেক্ট্রিক সুইচটার মিটার দুই থেকে চার-এ উঠিয়ে সুইচটা চালু ক'রে দিলো।

ওপাশের লোকটা তার তর্জনীটা উপড়ে তুলে নিচের দিকে নামিয়ে "চালাও" নির্দেশটা দিলো। ইলেক্ট্রিক সুইচটা চালু হয়ে গেলো।

বন্দীর চেয়ারটার সাথে একটা তার দিয়ে ইলেক্ট্রিক সুইচ-বক্সের সাথে সংযুক্ত করা আছে, আর সেটা একটা গুণ-গুণ শব্দে চালু হলো। নীরব থাকা বিশাল দেহটা চেয়ারের উপর এমনভাবে লাফাতে শুরু করলো যেনো কেউ তাকে অদৃশ্য হাত দিয়ে ঝাঁকাচ্ছে। তার হাত-পা দুটো বাধন খুলে ছিট্‌কে বেড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো, মনে হলো চামড়ার বেল্টটা হাত-পায়ের মাংস ছিঁড়ে হাড্ডিও ভেঙ্গে ফেলবে। চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিক্‌রে বের হতে উদ্যত হলো। মাথাটা ছাদের দিকে মুখ করা। চোখ দুটো সেই ছাদের দিকে প্রচণ্ডভাবে চেয়ে রইলো আর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো পুরো শরীরটা। মুখটা এমনভাবে খুলে গেলো যেনো অবাক হয়ে হা-ক'রে আছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই ফুস্‌ ফুস্‌ থেকে প্রকাণ্ড একটা চিৎকার বের হয়ে এলো মুখ দিয়ে। আর সেটা বার বার হতে লাগলো....

ভিক্টর কাওয়ালস্কি বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে হাল ছাড়লো। টেপটা সবকিছুই রেকর্ড ক'রে ফেললো।

সে কথা বলতে শুরু করলো। বলা ভালো বিড় বিড় করা কিংবা আবোল-তাবোল বলা শুরু করলো। সেই সময় ওপর পাশের লোকটার কণ্ঠস্বর শান্ত, বেশ স্পষ্ট আর সোজাসুজি ছিলো।

"তারা সেখানে কেন, ভিক্টর.... সেই হোটেলে.... রদিন, মন্টক্লেয়ার এবং কাসন.... তারা কিসের জন্যে এতো ভয় পাচ্ছে.... কোথায় ছিলো তারা, ভিক্টর.... তাদেরকে কে দেখেছে.... তারা কারো সাথে দেখা করছে না কেন, ভিক্টর.... বলো আমাদের, ভিক্টর.... রোমে কেন.... রোমের আগে.... ভিয়েনায় কেন, ভিক্টর.... ভিয়েনার কোথায়,... কোন হোটেলে.... তারা সেখানে কেন, ভিক্টর...."

পঞ্চাশ মিনিট পর কাওয়ালস্কি শেষ পর্যন্ত নীরব হয়ে গেলো। তার শেষ গোঙানিটা, যার পর পরই সে আবার অচেতন হয়ে পড়ে, সেটাও রেকর্ড করা হলো। টেবিলের ওপাশের কণ্ঠস্বরটা বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন ক'রে গেলো আরো কয়েকটি মিনিট, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিশ্চিত হলো যে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। তারপর লোকটা তার অধীনস্তদেরকে ইশারা ক'রে বৈঠকটা শেষ করতে বললো।

রেকর্ডিং করা টেপটা খুব দ্রুত প্যারিসের বাইরে এ্যাকশন সার্ভিসের অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হলো। প্যারিসের সেই চমৎকার বিকেলটা সোনালী আলো ছড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে এগোলো আর ন'টা বাজে রাস্তার বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হলো। ওয়াটার ফ্রন্টের খোলা ক্যাফেগুলোর সামনে লোকজন জড়ো হতে শুরু করলো। তাদের আলাপচারিতা আর গ্লাসের টুং-টাং শব্দগুলো বাড়তে লাগলো। পর্যটকদের আনাগোনা আগস্টের এ সময়টাতে একটু বেশিই দেখা যায়।

পোর্তে দে লাইলা'র কাছে অবস্থিত ছোট্ট অফিসটাতে উদাসীনতা আর অলসতা প্রবেশ করতে পারেনি। তিনজন লোক রেকর্ড করা টেপটা ডেস্কের উপর প্লেয়ারে চাপিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো। বিকেলের শেষ দিক এবং সন্ধ্যা থেকে তারা কাজ ক'রে যাচ্ছে। একজন লোক প্লেয়ারটার সুইচ্ নিয়ন্ত্রণ করছে, একবার সামনে, একবার পেছনে এভাবে বারবার টেপটা বাজাতে লাগলো দ্বিতীয় লোকটার নির্দেশে। এই লোকটার কানে হেডফোন লাগালো আর তার ভুরু দুটো কুচকে আছে গভীর মনোযোগে। টেপ থেকে যেসব শব্দ আসছে তাতে কোন কথাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোন শব্দটা কী তা' খুঁজে বের করছে সে। তার ঠোঁটে একটা সিগারেট ধরা, সেটার নীল ধোঁয়ায় তার চোখে পানি এসে গেছে। একটা অংশ শোনার পর সে আঙুল দিয়ে অপারেটরকে একটা ইঙ্গিত করলো। কখনও সে দশ সেকেন্ডের একটা অংশ দশ-বারোবার শুনে অপারেটরকে মাথা নেড়ে থামতে ইঙ্গিত করে, যাতে সে কথাটার শেষ অংশ ধরতে পারে।

তৃতীয় লোকটা, সোনালী চুলের এক তরুণ, একটা টাইপ রাইটার নিয়ে ডিক্টেশনের জন্য অপেক্ষা করছে। সেলের ভেতরে বন্দীকে করা প্রশ্নগুলো ছিলো খুবই

স্পষ্ট আর সরাসরি। সেগুলো খুব সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু জবাব গুলো খুবই অসংলগ্ন আর অস্পষ্ট। টাইপিস্ট একটা সাক্ষাৎকারের মতো ক'রে টেপের কথাগুলো লিখে গেলো। প্রশ্নগুলো শুরু হবে Q দিয়ে, আর তার পরের লাইনে R দিয়ে উত্তরগুলো শুরু হবে। কিন্তু এই টেপের কথাগুলো এতোটাই বিক্ষিপ্ত যে ওভাবে লেখা সহজ নয়। টেপে অনেক সময়ই বিরতি আছে, যা লেখার সময় ডট্ দিয়ে প্রকাশ করা হলো, আর এই বিরতিগুলো কাওয়ালস্কির সম্পূর্ণ অজ্ঞান হওয়ার জন্যই।

রাত বারোটার দিকে তাদের কাজ শেষ হলো। ঘরের জানালা খোলা থাকা সত্ত্বেও সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস খুব ভারী ছিলো।

তিনজন লোক ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। সবাই আড়মোড়া দিয়ে শরীরের জড়তা দূর ক'রে নিলো। তিনজনের একজন টেলিফোনটার কাছে গিয়ে বাইরের কলের জন্য অপারেটরের কাছে লাইন চেয়ে নাম্বারটা ডায়াল করলো। টেপের কথাগুলো টাইপ ক'রে তিনটা কপি করা হলো। এর একটা কপি পাঠানো হবে কর্নেল রোল্যান্ডের কাছে, দ্বিতীয়টা ফাইলে রাখা হবে আর তৃতীয়টা মিমোগ্রাফের জন্য। যদি রোল্যান্ড অনুমতি দেয় তবে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের প্রধানদের জন্য বাড়তি কপিগুলো করা হবে ।

কর্নেল রোল্যান্ড যখন একটা রেঁস্তোরায় ব'সে তার বন্ধুদের সাথে ডিনার করছিলো তখন খবরটা পৌছালো। যথারীতি সম্ভ্রান্ত, অভিজাত দেখতে, ব্যাচেলর সিভিল সার্ভেন্টটি হাস্যরসের মধ্যেই ছিলো। তার কথাবার্তা, হাস্যরস মহিলা সঙ্গীদের কাছে খুবই প্রসংসিত হয় যদি তাদের স্বামীরা সেখানে উপস্থিত না থাকে। যখন ওয়েটার তাকে জানালো যে, তার একটা ফোন এসেছে, তখন সে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে আড্ডা ছেড়ে ফোনটা ধরতে চ'লে গেলো। ফোনটা কাউন্টারেই ছিলো। কর্নেল শুধু "রোল্যান্ড" ব'লে নিজের পরিচয় দিলো।

এরপর রোল্যান্ড আগে থেকেই বলা আছে এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা ব'লে চললো। কোন শ্রোতা যদি তার কথাবার্তা শুনে ফেলতো তবে সে জানতে পারতো যে, তার যে গাড়িটা ঠিক-ঠাক করতে দিয়েছিলো, সেটা সম্পর্কে কোন তথ্য পাচ্ছে। গাড়িটা ঠিক হ'য়ে গেছে আর রোল্যান্ড ইচ্ছে করলে যখন খুশি সেটা নিয়ে যেতে পারবে। কর্নেল তথ্য প্রদানকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেবিলে ফিরে এলো। পাঁচ মিনিট বাদে সে সবার কাছে থেকে আবার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিতে চাইলো এই ব'লে যে, তার সকালে একদমই ঘুম হয়নি, তাই একটু ঘুমানোর দরকার। দশ মিনিট পর সে তার গাড়িতে ক'রে খুব দ্রুত গতিতে যানজট এড়িয়ে পোর্তে দে লাইলা'র দিকে ছুটতে লাগলো। খুব দ্রুতই নিজের অফিসে পৌছে গেলো। ১টার মধ্যেই কালো জ্যাকেটটা খুলে একজন কর্মচারীকে এক কাপ কফি দিতে ব'লে তার সহকারীর কাছে ফোন করলো।

কফির সাথে কাওয়ালস্কির স্বীকারোক্তির কপিটাও আসলো। এই প্রথমবার সে ছাব্বিশ পৃষ্ঠার ডোসিয়ারটা একটানে খুব দ্রুত প'ড়ে ফেললো। বুঝতে চেষ্টা করলো লিজিওনেয়ারের কথার মূল সারবস্তাগুলো কী। মাঝখানের কিছু একটাতে তার চোখ

আটকে গেলো। ভুরূ দুটো কুচ্‌কে ভাবতে লাগলো। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন বিরতি না দিয়েই পুরোটা পড়লো সে।

তার দ্বিতীয়বার পড়াটা ছিলো একটু ধীরগতিতে। খুব বেশি সর্তকভাবে আর খুববেশি মনোযোগ দিয়ে প্রত্তিটা প্যারাগ্রাফ পড়লো কর্নেল। তৃতীয়বার সে একটা কালো কালির ফাউন্টেন পেন নিয়ে আরো বেশি ধীরে আর কিছু লাইনের নীচে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়লো। যে লাইনগুলোতে সিলভি, লিউকেমিয়া জাতীয় কিছু, ইন্দোচীনা, আলজেরিয়া, জোজো, কোভাক্স, করসিকান, বাস্টার্ড, লিজিওন ইত্যাদি শব্দ আছে সেগুলোর নীচে দাগ দিয়ে রাখলো। এগুলো সবই সে বুঝতে পারে, আর এসবে তার কোন আগ্রহও নেই।

সিলভি আর জুলি নামের একটা মহিলা সংক্রান্স্ত কথাগুলো রোল্যান্ডের কাছে অর্থহীন। এগুলো বাদ দেয়া হ'লে স্বীকারোক্তিটা মাত্র ছয় পৃষ্ঠায় এসে দাঁড়ালো। আর এই পৃষ্ঠাগুলো থেকেই সে কিছু একটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো। এখানে রোমের কথা আছে। তিনজন নেতা রোমে অবস্থান করছে। এই খবরটা সে ভালো ক'রেই জানে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটা আটবার করা হয়েছে। প্রত্তিবারই উত্তরটা প্রায় একই রকম। ফেব্রুয়ারিতে আরগুদের অপহরণ হওয়ার মতো তারা অপহৃত হতে চায় না। খুবই স্বাভাবিক, রোল্যান্ড ভাবলো। তাহলে কি সে কাওয়ালস্কির অপারেশনটা নিয়ে খামোখাই সময় নষ্ট করছে? একটা শব্দ লিজিওনেয়ারটা দু'বার উল্লেখ করেছে, অথবা বলা যায় বিড় বিড় করেছে। শব্দটি হলো "গোপনীয়তা"। একটা বিশেষণ হিসেবে? রোমে তাদের অবস্থানের কথাটা কোন গোপনীয় ব্যাপার না। অথবা একটা বিশেষ্য হিসেবে। গোপনীয়তা কিসের জন্যে?

রোল্যান্ড প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত দশবার প'ড়ে ফেললো। তারপর আবার শুরু থেকে। ওএএস'র তিনজন নেতা রোমে আছে। তারা সেখানে আছে, কারন তারা অপহৃত হতে চায় না। তারা অপহৃত হতে চায় না, কারন, তারা একটা কিছু গোপন রাখতে চাচ্ছে।

রোল্যান্ড পরিহাসের হাসি হাসলো। সে জেনারেল গুইবদের চেয়ে রদিনকে আরো ভালো ক'রে চেনে। সে জানে, রদিন শুধুমাত্র ভয়ে আত্মগোপন করবে না।

তাহলে তারা একটা গোপন কিছু জানে, তাই নয় কি? গোপন ব্যাপারটা কি? মনে হচ্ছে ভিয়েনাতে তারা কোন ধরনের বাঁধা পেয়েছিলো। তিনবার ভিয়েনা শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু প্রথমে রোল্যান্ড ভেবেছিলো এটা লিওর দক্ষিণে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটা শহর ভিয়েনে'ই হবে। কিন্তু সম্ভবত এটা অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা, ফ্রান্সের প্রাদেশিক শহর নয়।

তারা ভিয়েনাতে একটা বৈঠক করেছিলো, তারপর তারা রোমে আশ্রয় নিলো যাতে সম্ভাব্য অপহরণ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, ধরা পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে গোপন ব্যাপারটা উন্মোচিত না হয়। গোপনীয়তাটা অবশ্যই ভিয়েনাতে রক্ষা করা সম্ভব ছিলো না।

কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হলো, তাই অগুনতি কাপ কফিও নিঃশেষ হলো। এস্ট্রেতে জমলো অনেক অনেক পরিত্যাক্ত সিগারেট। লেখাটার কিছু অংশ নেই। এগুলো কি একেবারেই হারিয়ে গেলো – যেহেতু সকাল তিনটার সময় ফোনে তাকে একটা খবর দেয়া হয়েছিলো যে, কাওয়ালস্কিকে আর কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না, কারন সে মারা গেছে? অথবা লেখার ভীড়েই এমন কিছু লুকিয়ে আছে, যা কোন লোকের চোখে ধরা পড়ছে না?

রোল্যান্ড কাগজটাতে ক্রিস্ট নামের একটা শব্দ দেখে ভাবলো, এটা কোন জায়গার নাম হবে না হয়তো। ক্রিস্ট, একটা লোকের নাম? কাওয়ালস্কি একজন পোলিশ হওয়াতে এই শব্দটা সে ঠিক ঠিকভাবেই উচ্চারণ করতে পেরেছিলো, আর যুদ্ধের সময় থেকে রোল্যান্ডের জানা কয়েকজন জার্মান বন্ধু আছে, যারা ফরাসি অনুবাদক ভুল বানানে লিখলেও এই শব্দটা সঠিকভাবে লিখতে ও উচ্চারণ করতে পারবে। অথবা এটা কি কোন ব্যক্তির নাম? সম্ভবত, একটা জায়গা? সে টেলিফোন ক'রে অপারেটরকে ভিয়েনার ডিরেক্টরিতে ক্রিস্ট নামের কোন ব্যক্তি বা স্থানের সন্ধান করতে বললো। দশ মিনিট বাদে জবাব এলো। দুই ধরনের ক্রিস্ট আছে ভিয়েনায়, কিছু ব্যক্তির নাম আর দুটি জায়গার নাম। ক্রিস্ট : ছেলেদের জন্য একটা স্কুল, এডোয়ার্ড ক্রিস্ট বয়েজ স্কুল আর অন্যটা পেনশন ক্রিস্ট, ব্রাক্‌নারালিতে অবস্থিত। রোল্যান্ড দুটোই টুকে নিলো, কিন্তু পেনশন ক্রিস্ট-এর নীচে দাগ দিয়ে রাখলো। তারপর আবার পড়তে শুরু করলো।

একজন বিদেশীর উল্লেখ আছে কয়েকবার, যার সম্পর্কে কাওয়ালস্কির মিশ্র-অনুভূতি ছিলো বলা যায়। কয়েকবার সে "*বন*" শব্দটা ব্যবহার করেছে, যার অর্থ ভালো। লোকটাকে উদ্দেশ্য ক'রে হয়তো বলা। অন্য কয়েকবার সে তাকে বলেছে একজন "*ফশার*" ব'লে, মানে খুবই বিরক্তিকর আর উৎপাত ধরনের। পাঁচটা বাজার একটু পরে, কর্নেল রোল্যান্ডের কাছে টেপটা পাঠানো হ'লে, সেটা সে কয়েক ঘন্টা ধ'রে শুনতে লাগলো। টেপটা বন্ধ ক'রে নিজে নিজে খুব ক্রুদ্ধ হ'য়ে গেলো। একটা কলম নিয়ে সেই স্বীকারোক্তিটাতে কিছু পরিবর্তন করলো রোল্যান্ড।

কাওয়ালস্কি বিদেশীকে "*বন*" হিসেবে আখ্যায়িত করেনি, করেছে "ব্লন্ড" হিসেবে, যার মানে সোনালী চুলের ব্যক্তি। আর "*ফশার*" ব'লে যেটা লেখা হয়েছে সেটা আসলে হবে "*ফাউশার*" মানে খুনি।

এরপর থেকে কাওয়ালস্কির প্রহেলিকাপূর্ণ স্বীকারোক্তির অর্থ খোঁজার কাজটা খুব সহজ হ'য়ে গেলো। 'জ্যাকেল' শব্দটি রোল্যান্ড প্রথমে ভেবেছিলো, যারা কাওয়ালস্কিকে ধরেছে তাদেব সম্পর্কে কাওয়ালস্কির অপমানসূচক একটি বিশেষণ, কিন্তু এখন এই নামটার অন্য অর্থ দাঁড়িয়ে গেলো। এটা এখন একজন, সোনালী চুলের খুনির ছদ্ম নাম হ'য়ে গেলো, যে একজন বিদেশী, আর সে ওএএস'র তিনজন প্রধানের সঙ্গে ভিয়েনার পেনশন ক্রিস্টে বৈঠক করেছিলো। ঠিক তার পরদিনই ঐ তিনজন কড়া প্রহড়ায় রোমে চ'লে যায় এবং লুকিয়ে পড়ে।

রোল্যান্ড এবার ব্যাংক আর জুয়েলারি ডাকাতির ধারাবাহিক ঘটনগুলোর কারনটা ধরতে পারলো, যা সমগ্র ফ্রান্সে আট সপ্তাহব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলো। সোনালী চুলের লোকটা, সে যে-ই হোক, টাকার বিনিময়ে ওএএস'র হ'য়ে একটা কাজ করতে চায়। এই পরিমান টাকায় এই পৃথিবীতে একটা কাজেই করানো যায়। লোকটাকে একটা গ্যাং ফাইটের জন্য নিশ্চয় ডেকে আনা হয়নি।

সকাল সাতটায় কর্নেল রোল্যান্ড তার কমিউনিকেশন রুমের রাতে দায়িত্বরত অপারেটরকে ডেকে নির্দেশ দিলো, ভিয়েনার এসডিইসি'র অফিসে একটা জরুরী অনুরোধ জানাতে। ভিয়েনার অফিসটা ছিলো পশ্চিম ইউরোপের আর-৩ এর অধীনের এলাকা। তারপর সে কাওয়ালস্কির স্বীকারোক্তির প্রতিটা কপি তার কাছে পাঠাতে বললো। কপিগুলো তার কাছে এলে সেগুলো নিজের কাছে নিরাপদে তালা মেরে রেখে দিয়ে একটা রিপোর্ট লিখতে ব'সে গেলো। সেই রিপোর্টটা শুধুমাত্র একজনই পাবে আর সেটার শুরুতে লেখা আছে "শুধুমাত্র আপনার জন্যই।"

সে খুব যত্ন ক'রে লিখলো। কাওয়ালস্কিকে ধরার অপারেশনটা সম্পর্কে বিস্তারিত কিন্তু সংক্ষেপে জানালো ; সাবেক লিজিওনেয়ারের মার্সেইতে আসার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটা; তাকে প্রলোভিত করা হয়েছিলো একটা মিথ্যা গল্প সাজিয়ে যে, তার খুব ঘনিষ্ঠ একজন অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতালে আছে। সে এই ফাঁদে প'ড়ে এখানে এসে এ্যাকশন সার্ভিসের লোকদের কাছে ধরা পড়ে। সংক্ষেপে সে এও জানালো যে, কাওয়ালস্কিকে এ্যাকশন সার্ভিসের এজেন্টরা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে একটা স্বীকারোক্তিও আদায় ক'রে নিয়েছে। তার মনে হলো আরেকটা নিরস তথ্য জুড়ে দেয়া দরকার, যে সাবেক লিজিওনেয়ারকে গ্রেফতার করতে গিয়ে তাদের দু'জন লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে আর কাওয়ালস্কি নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে নিজেকে মারাত্মক রকমের আহত করেছে। তাকে সম্ভাব্য সারিয়ে তোলার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার রোগ-শয্যা থেকেই এই স্বীকারোক্তিটা নেয়া হয়েছে। রিপোর্টের বাকি অংশটা খুব বড়, যার মধ্যে আছে স্বীকারোক্তিটা আর এ সম্পর্কে রোল্যান্ডের নিজের ব্যাখ্যা। সে এই লেখাটা শেষ ক'রে একটা বিরতি দিলো। তাকিয়ে দেখলো সকালের সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। রোল্যান্ডের একটা সুনাম ছিলো যে, সে সব ব্যাপারে খুব সচেতন থাকে, বিশেষ ক'রে মন্তব্য বা বিবৃতির ব্যাপারে। নিজের কেসগুলোর ব্যাপারে কখনও সে বাড়িয়ে বলে না। চূড়ান্ত প্যারাগ্রাফটি খুব যত্ন নিয়ে শেষ করলো সে।

"এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যদিও এখন পর্যন্ত কোন পর্যাপ্ত তথ্য বা প্রমাণ নেই, তবুও এটা বলা যায় যে, এই লেখা যখন লেখা হচ্ছে তখন ষড়যন্ত্রটার বিস্তৃতি ঘটছে। আমার মতে, সবকিছু বিবেচনা ক'রে ও আপাত প্রাপ্ত তথ্য মতে, সন্ত্রাসীরা খুবই বিপজ্জনক এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে সমূহ বিপদে ফেলার একটা একক প্রচেষ্টা চালানোর চেষ্টা করছে। বর্ণনা মতে ষড়যন্ত্রটার যদি অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে বিদেশী গুপ্তঘাতক, যে কিনা একটা ছদ্মনাম 'জ্যাকেল' হিসেবে পরিচিত, সে এই কাজে যুক্ত হয়েছে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্য। সে এখনও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটা আমার দায়িত্ব আপনাদেরকে জানানো যে, আমার মতে আমরা জাতীয় জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করছি।

কর্নেল রোল্যান্ড চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি নিজ হাতে টাইপ করলো, তার জন্য এটা খুবই বিরল ঘটনা। একটা এনভেলপে ব্যক্তিগত সিল দিয়ে বন্ধ ক'রে ঠিকানা লিখে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য বিশেষ স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিলো। তারপর খসড়া কাগজগুলো, যা থেকে টাইপ করা হয়েছে, সেগুলো পুড়িয়ে ফেললো। সেই পোড়া ছাইগুলো অফিসের কোনায় রাখা একটা বেসিনের মধ্যে ফেলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললো।

এসব কাজ শেষ ক'রে তার হাত-মুখ ধুয়ে সেগুলো শোকানোর জন্য বেসিনের উপর রাখা আয়নায় নিজের মুখটা দেখলো। যে চেহারাটা সে আয়নায় দেখতে পেলো, তার মনে হলো, সেটা সৌন্দর্য ও সৌম্যভাব হারাচ্ছে। এই মলিন চেহারাটা, যা যৌবনে ছিলো খুবই আকর্ষণীয় ও রমণীমোহন, মাঝবয়সে এসে ক্লান্ত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছে। অনেক অভিজ্ঞতা আর পরিপক্কতা, সেই সাথে তিক্ত স্মৃতি; অনেক সঙ্গী সাথীকে হারিয়ে সে আজও টিকে আছে।

কতো ছল-চাতুরি, প্রলোভন, ফাঁদ! কতো লোককে পাঠানো হয়েছে তার নির্দেশে, হয় মরতে না হয় মারতে। জেলে ভ'রে নির্যাতন ক'রে, অথবা নিজেরাই নির্যাতিত হয়েছে কখনও। এখন অনেক বয়স হ'য়ে গেছে, এই চুয়ান্ন বছর বয়সে এ্যাকশন সার্ভিসের প্রধান হয়েছে সে।

"এই বছরের শেষে" সে নিজের মনে বললো, "আমি, সত্যি এই কাজ থেকে রেহাই পেতে যাচ্ছি।" তার চেহারাটা বিধ্বস্ত দেখালো। অবিশ্বাস অথবা হাল ছেড়ে দেয়ার মতো কি? সম্ভবত মানুষের চেহারা তার চিন্তার চেয়েও বেশী ভালো প্রকাশ করে। কয়েকটা বছর সে একেবারেই বের হতে পারে নি। সারাদিনই কাজ ছিলো। প্রথমে সিকিউরিটি পুলিশে, তারপর এসডিএসসি'তে, আর শেষে এ্যাকশন সার্ভিসে। কতো মানুষ আর কতো রক্ত ঝড়েছে এতোগুলো বছরে? সে আয়নার চেহারাটাকে জিজ্ঞেস করলো। আর সবই করা হয়েছে ফ্রান্সের জন্য। ফ্রান্স কীসের পরোয়া করে? আয়নার চেহারাটা আয়না থেকে স'রে তাকালো আর নিজের মনে বললো, কিছুই না। দুটো চেহারাই জানে উত্তরটা কি।

কর্নেল রোল্যান্ড একজন মোটর সাইকেল ডেসপ্যাচারকে ডাকলো তার সাথে শীঘ্রই যোগাযোগ করতে। অফিসে সে আরো বললো কিছু ডিমভাজা, রোল, মাখন আর কয়েক কাপ কফি দিতে। কিন্তু এই সময়ে চাই একটা বড় কাপে দুধের কফি, সেই সাথে মাথা ব্যাথার জন্যে এসপিরিন। সে মোটর সাইকেল আরোহীকে একটা প্যাকেট আর কিছু নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। রোল্যান্ড ডিম ভাজা আর রোল খেয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কফিতে চুমুক দিতে লাগলো। সেই জানালা দিয়ে প্যারিসের ব্যস্ততম এলাকাটা দেখা যায়। তখন সময় সকাল ন'টারও কিছু বেশি আর আগস্টের ১১ তারিখ। ইতিমধ্যেই শহরটা কাজে ব্যস্ত হ'য়ে গেছে।

রোল্যান্ড ভাবলো, যা-ই ঘটুক না কেন, এই বছরের শেষে এই কাজ থেকে সে অবসরে চ'লে যাবে।

নয়

স্বরাস্ট্রমন্ত্রী সেই সকালে তাঁর ডেস্কে ব'সে জানালা দিয়ে বাইরের রোদ ঝল-মলে প্রাঙ্গনের দিকে উদাসভাবে তাকিয়েছিলেন। প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে খুবই সুন্দর একটা রট আয়রনের বিশাল দরজা, রিপাবলিক অব ফ্রান্স-এর *কোট অব আর্মস* দিয়ে সেটা সাজানো। সেটার বাইরে প্লেস বুভাও, যেখানে গাড়ি-ঘোড়ার নিরন্তর প্রবাহ, সেন অনরে এবং দ্য মারিনি এভিনু থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে আর ট্রাফিক পুলিশ সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে রাস্তার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে।

স্কোয়্যার থেকে আরো দুটো রাস্তা চ'লে গেছে, মিরোমেইল এভিনু এবং রুই সসেঁর দিকে। ট্রাফিক পুলিশের হুইসেলে সেই রাস্তা থেকে গাড়ি আসছে, থামছে, আবার চ'লে যাচ্ছে। সে পাঁচটা রাস্তার যানবাহনের প্রবাহকে চালাচ্ছে, অনেকটা বুলফাইটার যেমন ষাড়ের সাথে ক'রে থাকে, তেমন। ঠাণ্ডা মাথায়, মাথা উঁচু ক'রে, আভিজাত্য এবং খবরদারির সাথে। এম রজার ফ্রে তার কাজের সহজ সরলতার জন্য তাকে একটু ঈর্ষা করলেন ।

মন্ত্রণালয়ের প্রধান ফটকে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী সর্তক দৃষ্টি রাখছে। তারা কাঁধে সাব মেশিনগান ঝুলিয়ে রেখেছে আর রট-আয়রনের ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে অবলোকন করছে। সেই লোহার গেটটা তাদেরকে কিছুটা নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাদের মাসিক বেতন, ক্যারিয়ারের ধারাবাহিকতা, উচ্চ আসনে তাদের স্থান এসবই তাদের খুবই নিশ্চিত। মন্ত্রী মহোদয় তাদেরকেও ঈর্ষা করলেন, তাদের নির্ভেজাল, সহজ-সরল কাজ, জীবন এবং সর্বোপরি তাদের উচ্চাকাঙ্খার জন্য।

নিজের ডেস্কে ব'সে আছেন তিনি, একগাদা কাগজ-পত্র দেখতে হয়েছে তাঁকে। ডেস্কের দিকে পেছন হয়ে ব'সে আছেন। ডেস্কের অপর পাশের লোকটা ফাইলগুলো বন্ধ ক'রে মন্ত্রীর সামনে রাখলো। তারা দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে আছে, নীরবতা ভাঙলো দরজার পাশে রাখা ঘড়িটার ঢং ঢং শব্দ আর বুভা'র যানবাহনের হৈ-হল্লাতে।

"তো, তোমার কি মনে হয়?"

কমিশার জ্যঁ দুক্রেত, প্রেসিডেন্ট গলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান, ফ্রান্সের সব ধরণের নিরাপত্তার বিষয়ে সবচাইতে বেশি অভিজ্ঞ সে। আর বিশেষ ক'রে একক কোন ব্যক্তিকে গুপ্তহত্যার হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি অভিজ্ঞ। এজন্যেই সে এ পদে

আছে, আর সেজন্যেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ছয়-ছয়টি ষড়যন্ত্র, হয় কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, নয়তো প্রস্তুতিতেই শেষ ক'রে দেয়া হয়েছে।

"রোল্যান্ড ঠিকই বলেছে," খুব লম্বা ক'রে বললো সে। কণ্ঠ তার নিরাবেগ এবং দৃঢ়। মনে হচ্ছে সে আসন্ন ফুটবল খেলার ফলাফল সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করছে। "যদি সে যা বলেছে তা' সত্যি হয়, তবে ষড়যন্ত্রটি খুবই অভাবনীয় একটি বিপদ। ফ্রান্সের সবগুলো সিকিউরিটি এজেন্সির সবধরণের ফাইল করার সিস্টেম, ওএএস'র অভ্যন্তরে ঢুকে থাকা সব এজেন্টদের বর্তমান নেটওয়ার্ক, সবই অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়বে, কারন হত্যাকারী একজন বিদেশী, বাইরের লোক। একাই কাজ করছে, কোন যোগসূত্র না রেখেই। তার উপর, সে একজন চুক্তিবদ্ধ পেশাদার লোক। রোল্যান্ড যেহেতু ব্যাপারটা তুলে ধরেছে, তাহলে"–এ্যাকশন সার্ভিস প্রধানের রিপোর্টটার শেষ পাতায় টোকা মেরে জোরে জোরে প'ড়ে বললো –"বলতেই হয়, খুবই বিপজ্জনক একটি ব্যাপার। এমন ভয়াবহ চক্রান্ত এর আগে সন্ত্রাসবাদীরা আর করেনি।"

রজার ফ্রে তাঁর ছোটো ক'রে কাটা ধূসর চুলে আঙ্গুলগুলো চালিয়ে জানালার কাছে গেলেন আবার। তিনি খুব সহজে অশান্ত, চঞ্চল হবার মতো লোক নন। কিন্তু আগস্টের ১১ তারিখে তিনি অস্থির আর চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। দ্য গলের একজন একান্ত অনুগত ব্যক্তি হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন ধ'রে একটা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ইন্টিলিজেন্স আর শহুরে চাল চলনের অন্তরালে একজন হোমরা-চোমড়া হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। আর সেজন্যেই আজ তিনি মন্ত্রী। তাঁর চোখ দুটো খুবই সুন্দর। কখনও সেটা আকর্ষণীয় আর স্নিগ্ধ আবার কখনও সেটা হিম-শীতল। তাঁর পৌরুষ বুক, কাঁধ আর হ্যান্ডসাম চেহারা, শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গে উপভোগ করা কতিপয় রমণীর কাছেই নয়, বরং অনেকের কাছেই সমীহ আদায় ক'রে নেয়।

পুরনো দিনগুলোতে, যখন গলপন্থীদেরকে আমেরিকান শত্রুতা, বৃটিশদের অসহযোগীতা, গিরাউদ পন্থীদের উচ্চাকাঙ্খা আর কমিউনিস্টদের অরাজকতার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে টিকে থাকতে হয়েছিলো তখন তিনি খুব ভালো ক'রেই নিজের ভেতরে কিভাবে যুদ্ধ করতে হয় সেটা শিখেছিলেন। যেভাবেই হোক তারা জিতে গিয়েছিলো। আর আঠারো বছরে দু'বার তারা যে লোকটার অনুসারি হয়েছিলো, নির্বাসন থেকে ফিরে তিনি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গত দু'বছর ধ'রে লড়াইটা আবার শুরু হয়ে গেছে, আর এবার তাদের বিপক্ষে সেই সেনাবাহিনী, যারা জেনারেলকে দু'দুবার ক্ষমতায় বসিয়েছে। কয়েক মিনিট আগেও মন্ত্রী ভেবেছিলেন যে, তাদের শত্রুদের শেষ লড়াইটা নিস্তেজ হয়ে গেছে আর পুণরায় অক্ষমতা এবং অসহায় রাগে তাদের শত্রুরা পুড়ে মরবে।

কিন্তু এখন তিনি জেনে গেলেন, সেটা হবার নয়। তাদের লড়াই শেষ হয়নি। একজন পড়ন্ত কিন্তু উগ্র কর্নেল রোমে ব'সে একটা পরিকল্পনা ফেঁদেছে, যা এখন একজন ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের পুরো সংগঠনটি হুমকীর মুখে পড়বে। অনেক দেশেরই আছে স্থিতিশীল সংবিধান যা তাদের একজন প্রেসিডেন্ট কিংবা রাজার অর্ন্তধানের পরও টিকে থাকে, যেমনটি বৃটেন দেখিয়েছে আঠাশ বছর আগে এবং আমেরিকা দেখিয়েছিলো সেই বছরটার শেষ দিকে। কিন্তু রজার ফ্রে এব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন যে, ফ্রান্স ১৯৬৩ সালে

সংবিধান পেলেও তাদের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পর পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, সেটা অরাজকতা আর গৃহযুদ্ধেরই নামান্তর। এব্যাপারে তাঁর কোন ভ্রান্তি বিলাস ছিলো না।

"তো," তিনি বললেন, তখনও জানালা দিয়ে বাইরের প্রাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে আছেন, "উনাকে তো এটা বলতেই হবে।"

পুলিশের লোকটা কোন জবাব দিলো না। একজন টেকনিশিয়ান হবার সুবিধাটা হলো, যে, তুমি তোমার কাজ সেরে ফেলবে আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো তাদের উপর ছেড়ে দেবে যাদেরকে এজন্যে টাকা দেয়া হয়। এই কাজের জন্য আগবাড়িয়ে কিছু করার ইচ্ছা তার ছিলো না।

মন্ত্রী তার দিকে ঘুরে দাড়ালেন।

"*বিয়েঁ, মাখসি*, কমিশার। তাহলে আমি আজকের বিকেলেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করবো। প্রেসিডেন্টকে সব জানাতে হবে।" কণ্ঠটা ছিলো তরঙ্গায়িত আর দৃঢ়সংকল্পের। "কিছু একটা করতেই হবে। আমি তোমাকে খুবই কড়াকড়িভাবে অনুরোধ করছি, এ ব্যাপারে একদম নিশ্চুপ থাকবে, যতোক্ষণ না আমি পেসিডেন্টের সাথে দেখা ক'রে জেনে নিতে পারি তিনি কিভাবে ব্যাপারটা সামলাতে চান।"

কমিশার দুকরেত চ'লে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। স্কোয়্যারটা পেরিয়ে একশগজ দূরে এলিসি প্রাসাদে ফিরে গেলো সে। সে চ'লে যাবার পর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর সামনে রাখা ফাইলটা নিয়ে আবার পড়তে লাগলেন, এবার তিনি ধীরে ধীরে পড়লেন। রোল্যান্ডের সিদ্ধান্ত ও বিবেচনার প্রতি তাঁর কোন সন্দেহই নেই আর দুকরেত এব্যাপারে একমত পোষণ করাতে তাঁর অন্যকোন চিন্তার অবকাশও রইলো না। বিপদটা সেখানেই, খুবই গুরুতর একটা ব্যাপার। এটা কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রেসিডেন্টকে সেটা জানতে হবে।

পড়ায় বিরতি দিয়ে তিনি তাঁর সামনে রাখা ইন্টারকমের সুইচটা টিপে খুবই দ্রুত এবং সময়ক্ষেপন না ক'রে বললেন, "এলিসির সেক্রেটারি জেনারেলের নাম্বারে ফোন লাগাও।"

ইন্টারকমের পাশে রাখা লাল টেলিফোনটা মিনিট খানেকের মধ্যেই বেজে উঠলো। তিনি সেটা তুলে নিয়ে কান পেতে রইলেন কয়েক সেকেন্ড।

"*মঁসিয়ে ফোর্কাত, সিল ভোঁ প্লেইত্*।" আরেকটা বিরতি, তারপর ফ্রান্সের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তির অত্যন্ত নরম কণ্ঠটা শোনা গেলো। রজার ফ্রে খুব সংক্ষেপে জানালেন তিনি কি চান এবং কেন চান।

"যতোদ্রুত সম্ভব, জ্যাক.... হ্যা, আমি জানি তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি অপেক্ষায় থাকবো। দয়া ক'রে আমাকে ফোন কোরো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

ফিরতি কলটা আসলো এক ঘন্টার মধ্যে। সাক্ষাতের সময় ঠিক হলো বিকেল চারটায়। প্রেসিডেন্ট তাঁর দুপুরের ঘুম শেষ করবার পরপরই। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মন্ত্রীর মনে হলো এই ব'লে প্রতিবাদ করবে যে, তাঁর সামনে যে কাগজ-পত্র রয়েছে সেটা যেকোন *সিয়েস্তার* চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রতিবাদটা দমন করলেন। প্রেসিডেন্টের অন্যান্য অনুচরদের মতো তিনিও জানেন, এই নরম কণ্ঠের সিভিল সার্ভেন্টটি প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং কোনটা বেশি জরুরী সেটা তিনি ভালোই জানেন।

লন্ডনের সামুদ্রিক খাবারের সবচাইতে দামী আর উপাদেয় খাবার দিয়ে লাঞ্চ সেরে সেই বিকেলে জ্যাকেল কানিংহাম থেকে কার্জন স্ট্রিটে আবির্ভূত হলো। অড়লে স্ট্রিটে এসে তার মনে হলো, সম্ভবত কিছু দিনের জন্য এটাই লন্ডনে তার শেষ লাঞ্চ। আর সেটা সেলিব্রেট করার যথেষ্ট কারন আছে।

ঠিক সেই সময়ে প্লেস বুভাও'তে অবস্থিত ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটা কালো ডিএস ১৯ সিডান প্রধান ফটক দিয়ে বেড়িয়ে গেলো। স্কোয়্যারের মাঝখানে দাড়ানো পুলিশটা চিৎকার ক'রে তার সঙ্গীদের জানিয়ে দিলো আশপাশের সমস্ত রাস্তার যানবাহন থামাতে। তারপর একটা স্যালুট দিলো সে।

রাস্তা থেকে একশো মিটার দূরে সিতরৌটা এলিসি প্রসাদের সামনে ধূসর পাথরের চত্বরে এসে থামলো। এখানেও সশস্ত্র প্রহরীরা গাড়িটাকে বিস্ময়কর রকমের সরু পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অন্যান্য যানবাহনগুলো থামিয়ে দিলো। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দুজন রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীর সদস্য রাইফেল হাতে সিকিউরিটি বক্সে দাঁড়িয়েছিলো। তারা এক হাতে সাদা গ্লাভ্সে রাইফেলটা ধ'রে আছে, আরেকটা হাত দিয়ে স্যালুট দিয়ে আছে। মন্ত্রীমহোদয় সামনের দালানে প্রবেশ করলেন। সেই দালানের ভেতরে আরেকটা প্রবেশদ্বার আছে, সেখানে শিকল দিয়ে ধাবমান গাড়িটাকে আটকে দায়িত্বরত ইন্সপেক্টর, দুকরেতের একজন লোক, গাড়ির ভেতরে এক ঝলক তাকিয়ে দেখলেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ইনপেক্টর ইশারা করলে শিকলটা তুলে নেয়া হলে সিতরৌটা প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ভেতরে চ'লে গেলো। ড্রাইভার লোকটার নাম রবার্ট, সে গাড়িটা ডান দিকে মোড় নিয়ে প্রাঙ্গনে একটা "এন্টিক্লকওয়াইজ"চক্কর দিয়ে প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের সামনে যে গ্রানাইটের ছয়টা সিঁড়ির ধাপ আছে, সেখানে এসে থামলো।

দরজাটা দু'জন দ্বাররক্ষকের একজন খুলে দিলো, তাদের পরণে কালো ফ্রক কোর্ট। মন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। প্রধান দ্বারক্ষক তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে যথারীতি শুভেচ্ছা বিনিময় ক'রে নিলো। তারপর দ্বাররক্ষককে অনুসরণ ক'রে তিনি ভেতরে চ'লে গেলেন। ভেতরে একটা অভ্যর্থনা রুমের মতো জায়গায় এসে দ্বাররক্ষক থেমে গেলো। মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট ক'রে হাসি দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে সিঁড়ির কাছে লিফটের দিকে চললো।

দ্বিতীয় তলায় এসে দ্বাররক্ষক একটা "এনট্রেজ" লেখা দরজায় আলতো ক'রে টোকা দিলে তারা থামলো। ভেতর থেকে একটা প্রতিত্তুর এলে দ্বাররক্ষক দরজাটা খুব ধীরে খুলে মন্ত্রীকে ভেতরে যাবার ইশারা করলো। মন্ত্রী ভেতরে ঢোকার পর সেটা বাইরে থেকেই দ্বাররক্ষক আবার বন্ধ ক'রে দিলো একেবারে নিঃশব্দে।

বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকের জানালাটা দিয়ে সূর্যের আলো এসে জমিনের কার্পেটটা উষ্ণ ক'রে ফেলেছে। বড় বড় জানালা, যেগুলো মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা, সেগুলোর একটা ছিলো খোলা। আর সেখান দিয়ে বাইরের বাগানের গাছপালা থেকে কবুতরের বাকবাকুম শব্দ ভেসে আসছিলো। জানালাগুলো থেকে পাঁচশত গজ দূরে শ্যাম্প এলিসি'র যানবাহনের শব্দ, বাগানের গাছ-পালার জন্যে অতোটা জোড়ে বৈঠকখানায় এসে পৌছাতে পারেনি।

সেগুলো কবুতরের আওয়াজ থেকেও কম শোনা যাচ্ছে। যখনই তিনি এলিসি প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের ঘরটাতে আসেন, তখন শহরে বেড়ে উঠা একজন শহুরে মানুষ হিসেবে তিনি কল্পনা করতে পারেন যে, তিনি শহরের মাঝে অবস্থিত জমিদারের একটা শ্যাতো মানে পল্লীভবনে আছেন। তাঁর জানা মতে প্রেসিডেন্ট গ্রামের লোকজনদের বেশি পছন্দ করেন।

সেই দিনের এডিসি ছিলো কর্নেল টেসি। সে তার ডেস্কের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"*মঁসিয়ে লো মিনিস্ত্রে....*"

"কর্নেল...." এম ফ্রে বৈঠকখানার বাম দিকের একটা বন্ধ দরজার দিকে ইশারা ক'রে বললেন, "দেখা করতে পারবো?"

"অবশ্যই, *মঁসিয়ে লো মিনিস্ত্রে।*" টেসি দরজায় একটা আলতো টোকা মেরে একটা কপাট খুলে দাঁড়িয়ে রইলো।

"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, *মঁসিয়ে লো প্রেসিডেন্ট।*"

ভেতর থেকে একটা চাপা গলায় হা-সূচক জবাব এলো। টেসি পেছনে ঘুরে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলো। রজার ফ্রে শার্ল দ্য গলের পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ঘরটাতে প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। তিনি সবসময়ই ভাবেন, যে ব্যক্তি এই ঘরটাতে থাকে, এখানে সেরকম কিছুর প্রতিফলন দেখা যায় না। ডান দিকে তিনটা বিশাল বড় বড় জানালা, যেমনটা বৈঠক খানায় আছে। সেখান থেকে বাগানটা পুরোপুরি দেখা যায়। বই ঘরের একটা জানালাও খোলা আর বাগান থেকে কবুতরের বাকবাকুম শব্দ এখানেও শোনা যাচ্ছে।

সেইসব বাতাবি লেবু ও বনবৃক্ষের আড়ালে ওৎ পেতে আছে কয়েকজন ভারি মেশিনগান নিয়ে, কিন্তু দোতলা থেকে তাদের একজনকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর প্রাইভেসিতে বিঘ্ন ঘটলো ব'লে সেই লোকটা তাঁকে প্রচণ্ড বিরক্ত করলো। দুকরেত এসব ব্যবস্থা করেছে, আর এই লোকটা নিজের সুরক্ষার ব্যাপারে সবসময়ই ত্যক্ত-বিরক্ত। তিনি মনে করেন এসব তাঁকে ছোটো ক'রে ফেলে। তাই এই রকম একটা কাজের জন্য দুকরেতকে কেউ ঈর্ষা করে না।

বাম দিকের দেয়ালে বড় বড় বইয়ের তাক, সেগুলো কাঁচের দরজা দিয়ে সু-রক্ষিত। ঘরের পাটাতন সাভোনি কার্পেট দিয়ে মোড়ানো, যা শ্যালো'তে অবস্থিত রয়েল কার্পেট ফ্যাক্টরিতে তৈরি। প্রেসিডেন্ট একবার তাঁকে বলেছিলেন যে, ১৬১৫ সালে স্থাপিত এই কারখানাটা আসলে ছিলো সাবানের কারখানা। পরে এটাকে কার্পেটের কারখানায় রূপান্তরিত করা হয়। সেজন্যেই পূর্বের নামটিই ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে।

মন্ত্রীর মনে পড়লো শার্ল দ্য গলের একমাত্র এ্যাঙ্গলো স্যাক্সোন বন্ধু, প্যারিসে অবস্থানরত বৃটিশ সাংবাদিকদের প্রধান ব্যক্তি হ্যারল্ড কিং একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, দ্য গলের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার বিংশ শতাব্দীর নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর। এরপর যতোবারই রজার ফ্রে তাঁর প্রভুর সাথে দেখা করেছেন, ততোবারই সৌজন্যতা ও সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মনে পড়লো, কয়েকবার এই বৃদ্ধ লোকটি কোন কাজে অসন্তুষ্ট হ'য়ে রেগেমেগে ফেটে পড়েছিলেন। খুবই ক্রুদ্ধ আর ক্ষোভে তিনি ব্যারাকরুমের ভাষা

ব্যবহার করেছিলেন যা তাঁর অনুচর ও ক্যাবিনেট সদস্যদেরকে দারুণ হতবাক ও মর্মাহত করেছিলো। ক্রে যখন তাঁর সাথে নিয়ে আসা কাগজ-পত্রগুলোর কথা আর প্রেসিডেন্টকে যে অনুরোধ করতে যাচ্ছে সেসব কথা ভাবলেন, তখন ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

"*মোঁ শের ক্রে।*"

লম্বা, ধূসর সুটপড়া ব্যক্তিটি ডেস্কের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

"*মঁসিয়ে লো প্রেসিডেন্ট, মো রেসপেক্টস।*" হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। যাহোক, *লো ভ্যু*কে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বেশ ভালো মেজাজেই আছেন। মন্ত্রী ডান দিকের দুটো চেয়ারের একটিতে বসলেন। এই চেয়ারগুলো ব্যুভের প্রথম সম্রাটের আমলের কারুকাজ খচিত। শার্ল দ্য গল তাঁর অতিথির বসার পর ডেস্কের পেছনে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। তিনি একটু পেছনে হেলে বসলেন আর দু হাতটা রাখলেন পালিশ করা টেবিলের উপর।

"আমাকে বলা হয়েছে, মাই ডিয়ার ক্রে, তুমি আমার সাথে একটা জরুরী বিষয় নিয়ে দেখা করতে চাও। তো, আমাকে কি বলতে চাও বলো?"

রজার ক্রে খুব বড় ক'রে নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলেন। তিনি খুব সংক্ষেপে এবং সুন্দর ক'রে তাঁকে ব্যাখ্যা করলেন, কেন তিনি এখানে এসেছেন। তিনি খুবই সচেতন ছিলেন যে, দ্য গল নিজেরটা ছাড়া অন্যের দীর্ঘ ও আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা পছন্দ করেন না। একান্তে তিনি খুবই সংক্ষিপ্ত ও সোজাসুজি বলাটাকে পছন্দ করেন। তাঁর অধীনস্ত অনেক ব্যক্তি, দীর্ঘ ও বিস্তারিত বলতে গিয়ে বিব্রত হয়েছে।

যখন তিনি বলছিলেন তখন দ্য গল আড়ষ্ট হয়ে শুনে গেলেন। বার বার পেছনে হেলান দিয়ে দোল খেতে লাগলেন। তাঁর নাকটা উঁচু ক'রে মন্ত্রীর দিকে এমনভাবে তাকালেন যেনো তাঁর অধীনস্ত লোকটা এই পড়ার ঘরে একটা অনাহূত বিষয় নিয়ে এসেছে। রজার ক্রে এ ব্যাপারে সর্তক ছিলেন যে, মাত্র পাঁচ গজ দূরে বসা প্রেসিডেন্টের কাছে তার কথা-বার্তা দুর্বোধ্য ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। যদিও তিনি ক্ষীণ দৃষ্টির, তবুও জনসমক্ষে এবং বক্তৃতার সময় ছাড়া চশমা না পড়ে ক্ষীণদৃষ্টির ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর কথা শেষ করলেন, যা বড় জোড় মাত্র এক মিনিট স্থায়ী হয়েছিলো। তিনি রোল্যান্ড এবং দুকরেত্তের কথাও উল্লেখ করলেন আর শেষ করলেন, "আমার বৃফকেসে রোল্যান্ডের রিপোর্টটা আছে," এই ব'লে।

একটা শব্দও উচ্চারণ না ক'রে প্রেসিডেন্টের হাত দুটো ডেস্কের উপর আঁচর কাঁটতে লাগলো। এম ক্রে রিপোর্টটা বের ক'রে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

কোটের উপরের পকেট থেকে একটা রিডিং গ্লাস বের ক'রে সেটা প'ড়ে নিলেন, তারপর ডেস্কের উপর রাখা রিপোর্টটা পড়তে শুরু করলেন তিনি। কবুতরগুলো বাকবাকুম করা বন্ধ ক'রে দিলো যেনো তারা বুঝে গেছে এই মূহূর্তে ওসব করা ঠিক হবে না। রজার ক্রে বাইরের গাছগুলোর দিকে তাকালেন, তারপর টেবিল ল্যাম্পটার দিকে চেয়ে রইলেন। ল্যাম্পটা রাজতন্ত্রের পুণরার্বিভাবের সময়কার একটি মশাল, যা সংস্কার ক'রে, বাল্ব লাগিয়ে টেবিল ল্যাম্প বানানো হয়েছে। ল্যাম্পটা পাঁচ বছরের প্রেসিডেন্সির সময়কালে হাজার হাজার ঘণ্টা ধ'রে নানান কাগজ-পত্রের উপর আলো ফেলেছে।

জেনারেল গল দ্রুত পড়ার লোক। তিন মিনিটের মধ্যেই তিনি রিপোর্টটা প'ড়ে ফেলে সেটা ভাঁজ ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তো, মাই ডিয়ার ফ্রে, তুমি আমার কাছে কি চাও?"

দ্বিতীয়বারের জন্য রজার ফ্রে আবার বুকভরে নিঃশ্বাস নিলেন। পরিস্কারভাবে উচ্চারণ ক'রে তিনি বলতে শুরু করলেন। দু'বার তিনি একটি বাক্য ব্যবহার করলেন,"*মঁসিয়ে লো প্রেসিডেন্ট*, আমার বিচারে এই বদমাশটাকে মোকাবেলা করতে আমাদের প্রয়োজন...." আর শেষ বাক্যে ব্যবহার করলেন, "ফ্রান্সের স্বার্থে"।

এই পর্যন্তই তিনি বলতে পারলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকে মাঝপথে নিবৃত্ত করলেন। প্রচণ্ড উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন। ফ্রে'র কাছে মনে হলো এরকম জোড়ালো কণ্ঠ তিনি ফ্রান্সে কখনও শোনেননি।

"ফ্রান্সের স্বার্থেই মাই ডিয়ার ফ্রে, একজন ভাড়াটে শয়তানের শয়তানিতে ভয় পেয়ে গেছে এমনটি দেখানো, প্রেসিডেন্টের জন্য ঠিক হবে না। আর"- তিনি একটু বিরতি দিলেন, যখন তাঁর অজ্ঞাত খুনির বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিলেন তখন, যেনো সে এই ঘরেই আছে -"সে একজন বিদেশী।"

রজার ফ্রে বুঝতে পারলেন, তিনি হেরে গেছেন। জেনারেল কিন্তু অতোটা রেগে যাননি যতোটা মন্ত্রী মহোদয় ভেবেছিলেন। তিনি খুবই পরিস্কারভাবে এবং যথাযথভাবে শ্রোতার কাছে নিজের অভিমত প্রকাশ করলেন, যাতে কোন কিছু অস্পষ্ট মনে না হয়।

তিনি যখন বলতে শুরু করলেন, তখন কতিপয় বাক্যাংশ জানালা পেরিয়ে বাইরে আছড়ে পড়লো আর সেটা কর্নেল টেসি'র কানেও পৌছালো।

"*লা ফ্রান্সে নে সোয়ারে এসেপ্তার....লা ডিগ্নিতে এত লা প্রাক্তুর আসুইতি অঁ মিজারেবল মিনেস্ দুঁ....দুঁ শ্যাকেল....*"

দু'মিনিট পর রজার ফ্রে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। হেটে হেটে তিনি বৈঠক খানা অতিক্রম ক'রে নিচে নেমে গেলেন।

প্রধান দাররক্ষক যখন মন্ত্রীকে পাহারা দিয়ে নীচে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন মনে মনে সে ভাবলো, "লোকটা খুব বড় সড় সমস্যায় পড়েছে। বুড়ো লোকটা তাঁকে কি বলেছে, " অবাক হয়ে ভাবলো সে। কিন্তু একজন প্রধান দাররক্ষী হবার জন্যই তার চেহারা রইলো নির্ভাবনা ও অভিব্যক্তিহীন। ভাবনার কথাগুলো তার মুখে প্রকাশিত হয়নি। বিশ বছর ধ'রে সে এই কাজ ক'রে যাচ্ছে।

"না, এভাবে এটা করা যাবে না। এব্যাপারে প্রেসিডেন্ট একেবারে চুড়ান্ত কথা ব'লে দিয়েছেন।"

রজার ফ্রে তাঁর অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। যে লোকটা এমন মন্তব্য করেছে তাকে একটু নিরীক্ষণ করলেন। এলিসি প্রাসাদ থেকে ফিরে তিনি কয়েকমিনিট পরেই তাঁর প্রধান ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসারকে তলব করেছেন। আলেকজান্ডার সানগুইনেত্তি একজন কর্সিকান, আরেকজন দুঃসাহসী গলপন্থী উগ্রবাদী। স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর সাথে এই

লোকটাই নানা রকম নিরাপত্তামূলক কাজ করেছে বিগত প্রায় দু'বছর ধরে। সানগুইনেত্তি নিজের সুনাম অর্জন করেছে, নিজের নামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একজন জাঁদরেল নাগরিক অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য।

একজন উগ্র বামপন্থী হিসেবে তার পরিচিতি। কমিউনিস্টরা তাকে ফ্যাসিস্ট ব'লে ডাকে। যদিও তার কিছু কাজকর্ম লৌহ শিল্পের শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ও লোহা ব্যবসায়ীদের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিলো। চরম ডান-পন্থীরাও তাকে আকর্ষন করে সমান ভাবে। তার কাজ কর্মে নির্মমতার ব্যাপার থাকে বেশি। নৃশংস আর হিংসাত্মক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানের জন্য সু-খ্যাতি ও কু-খ্যাতি দুটোই তার রয়েছে।

জনসাধারণ তাকে একদমই অপছন্দ করে, কারন তার অফিস থেকে খুবই নির্মম আইন, যা জনসাধারনকে রাজপথে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবাদী কর্মসূচী পালন করতে বাধার সম্মুখীন করেছে। প্রায় সব বড় বড় রাস্তার সংযোগস্থলে আইডিকার্ড পরীক্ষা করা, বড় বড় সব রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া আটকানো এবং তরুণ-তরুণীদের প্রতিবাদরত যেসব ছবি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়, সেসব ছবি থেকে তাদেরকে চিহ্নিত ক'রে সিআরএস'র লোকজন খুঁজে বের ক'রে প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। পত্র-পত্রিকাগুলো ইতিমধ্যেই তাকে ওএএস বিরোধী মঁসিয়ে ব'লে ডাকতে শুরু করেছে। আর গলপন্থী দু'একটা ছোটোখাটো পত্রিকা বাদে তাকে সব পত্রিকায়ই নিয়মিত তুলোধূনা করা হয়।

তার সামনে রাখা কাগজটার উপর সে এক পলক তাকালো। এই কাগজগুলোই রোল্যান্ডের সেই রিপোর্টটা।

"এটা অসম্ভব। অসম্ভব। তিনি খুবই অসম্ভব প্রকৃতির মানুষ। আমাদেরকে তাঁকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি আমাদের সেটা করতে দেবেন না। আমি এই লোকটাকে মানে জ্যাকেলকে ধরতে পারবো। কিন্তু আপনি বলছেন যে, আমাদেরকে কোন পাল্টা ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি, তাহলে আমরা এখন কি করবো? শুধু অপেক্ষায় থাকবো আঘাত করার জন্য? ব'সে থাকবো আর প্রতীক্ষা করবো?"

মন্ত্রী মহোদয় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি বুঝতে পারলেন কাজটা মোটেই সহজ হবে না। অবশ্য তিনি আগেই জানতেন, তাঁর শেফ দ্য কেবিনেট এই রকমটিই করবেন। তিনি আবার তাঁর চেয়ারে বসলেন।

"আলেকজান্ডার শোনো। প্রথম অবস্থাটা হলো, আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানিনা রোল্যান্ডের রিপোর্টটা সত্য কিনা। এটা তার নিজস্ব বিশ্লেষণ এবং মতামত। কাওয়ালস্কির এলোমেলো কথা থেকে সে এটা বের ক'রে এনেছে। সেই কাওয়ালস্কি এখন মারা গিয়েছে। সম্ভবত রোল্যান্ডের বিশ্লেষণটা ভুলও হতে পারে। ভিয়েনাতে এখনও তদন্ত চলছে। আমি গুইবদের সাথে যোগাযোগ রাখছি। আর আজ সন্ধ্যাই সে তার জবাব আমাকে জানাবে। কিন্তু এটাতে সবাই একমত যে, এই পর্যায়ে, দেশব্যাপী তন্ন তন্ন ক'রে একজন বিদেশী, যে কিনা শুধুমাত্র ছদ্ম নামেই পরিচিত, তাকে খুঁজে বের করাটা সত্যিকার অর্থে অবাস্তব কাজই বটে। এই ক্ষেত্রে আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সম্পূর্ণ একমত।

"এছাড়া তাঁর নির্দেশ রয়েছে, না, নির্দেশ নয়, তাঁর একদম চূড়ান্ত আদেশই বলা ভালো, এ ব্যাপারে কোন প্রচারণা থাকবে না। দেশব্যাপী কোন তল্লাশীও চলবে না।

আমাদের কয়েকজন ছাড়া এব্যাপারে কেউ যেন কোন কিছুর একটু ইঙ্গিতও না পায়। প্রেসিডেন্ট মনে করছেন এই গোপন কথাটা যদি পত্র-পত্রিকায় জানাজানি হয়ে যায় তবে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলো ব্যঙ্গ করবে, আর বাড়তি নিরাপত্তা এবং সর্তকভাবে যদি তিনি চলেন তবে তা' এখানে এবং বিদেশে এটা প্রতীয়মান হবে যে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট একজন বিদেশীর ভয়ে লুকিয়ে আছেন, ভীত হয়ে পড়েছেন।

"তিনি সেটা হতে দিতে চান না, আমি আবারও বলছি, তিনি সেটা সহ্য করবেন না। আর যদি"– মন্ত্রী তাঁর তর্জনীটা উঁচিয়ে ধ'রে গুরুত্ব দিয়ে বললেন –"তিনি আমাকে খুব সোজাসুজিভাবে ব'লে দিয়েছেন, যদি কোনক্রমে জানাজানি হয় যে, আমরা এরকম একটি ব্যাপার নিয়ে কাজ করছি, যদি একচুল পরিমানও জানাজানি হয়ে যায়, তবে আমাদের মাথা ভেঙ্গে দেবেন। বিশ্বাস করো, এর আগে আমি তাঁকে কখনও এতো বেশী গোঁয়ার হতে দেখিনি।"

"কিন্তু পাবলিক অনুষ্ঠানগুলো," একটু অনুযোগ সহকারে কর্সিকানটা বললো, "অবশ্যই বদলে ফেলতে হবে। লোকটা ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত তাঁকে কোন ধরনের পাবলিক অনুষ্ঠান এবং জনসভায় উপস্থিত হতে দেয়া যাবে না। তাঁকে অবশ্যই–"

"তিনি কোনকিছুই বাতিল করবেন না। কোন কিছুই বদলানো যাবে না। এক ঘন্টা কিংবা একমিনিটও বদলানো যাবে না। পুরো ব্যাপারটা সারতে হবে একদম গোপনীয়তার সাথে। একদম গোপনে।"

ফেব্রুয়ারিতে ইকোলে মিলিতায়ার-এর হত্যা ষড়যন্ত্রের নস্যাৎ করার পর এই প্রথম, ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করার পরে আলেকজান্ডার সানগুইনেত্তির মনে হলো, সে আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলো, সেখানে ফিরে গেলো। যদিও ব্যাংক এবং জুয়েলারি ডাকাতির প্রাদুর্ভাবের সত্ত্বেও গত দু'মাস ধ'রে সে ভেবেছিলো বিপদ কেটে গেছে। ওএএস'র দু'জন হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি এ্যাকশন সার্ভিসের হাতে ধরা পড়ার পর বাকি চুনোপুটি এবং রাঘব বোয়ালরা হামাগুড়ি দিয়ে গর্তে লুকিয়ে ছিলো। তার মনে হয়েছিলো সিক্রেট আর্মির বোধহয় মৃত্যু হয়ে গেছে আর সেই সংগঠনের কতিপয় ঠগ ও দস্যু নির্বাসনে একটু ভালোভাবে থাকার জন্য এইসব ব্যাংক ও জুয়েলারি ডাকাতি ক'রে কিছু বাগিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু এখন রোল্যান্ডের রিপোর্টের শেষ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে তাতে খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, ওএএস'র ভেতরে রোল্যান্ড যেসব ডাবল এজেন্ট ঢুকিয়েছিলো তারা এই ভাড়াটে খুনির ব্যাপারে একেবারে অন্ধকারে আছে। শুধুমাত্র রোমের হোটেলে অবস্থানরত তিনজন ব্যক্তিই জানে তার পরিচয়। সে বুঝতে পারলো ওএএস'র ভেতরে যেসব লোক তাদের আছে এবং গোয়েন্দা সংস্থার কাছে যে সকল নথিপত্র রয়েছে সেগুলো একদমই কাজে আসবে না, একটা সহজ কারনে: জ্যাকেল একজন বিদেশী।

"কিন্তু আমাদেরকে যদি কাজ করতে অনুমতি দেয়া না হয়, তবে আমরা কি করতে পারি?"

"আমি বলিনি যে, আমাদেরকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়নি," ফ্রে সংশোধন ক'রে দিলেন। "আমি বলেছি, আমাদেরকে প্রকাশ্যে কাজটা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। পুরো

কাজটি করতে হবে গোপনে। আর এজন্যে আমাদের কাছে একটাই মাত্র বিকল্প রয়েছে। এক গোপন তদন্তের মাধ্যমে গুপ্তঘাতকের পরিচয় খুঁজে বের করা। সে যেখানেই থাকুক তাকে খুঁজে বের করা হবে। ফ্রান্সে অথবা অন্যকোন দেশে। তারপর কোন রকমের দ্বিধা না ক'রেই তাকে শেষ ক'রে দেয়া হবে।"

"কোন ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই শেষ ক'রে দেয়া হবে। আমাদের কাছে একটাই রাস্তা খোলা রয়েছে ভদ্রমহোদয়গণ।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ের গোল টেবিলের মিটিংটা, যেখানে চৌদ্দজন লোক উপস্থিত আছে, সেটা একটু নিরীক্ষণ ক'রে দেখলেন, তাঁর কথাটা কে, কিভাবে নিচ্ছে।

মন্ত্রী মহোদয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর একেবারে ঠিক ডান দিকে ব'সে আছে শেফ দ্যা ক্যাবিনেট, আর তাঁর বাঁয়ে পুলিশের প্রধান এবং ফ্রান্সের পুলিশ বাহিনীর রাজনৈতিক প্রধান।

সানগুইনেত্তির ডান দিকে, গোল টেবিলেটায় জেনারেল গুইবদ, এসডিসিই'র প্রধান কর্নেল রোল্যান্ড, এ্যাকশন সার্ভিসের প্রধান এবং রিপোর্টের প্রণেতা পাশাপাশি ব'সে আছে। রোল্যান্ডের অপর পাশে কমিশার দুকরেত প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি বাহিনীর কর্নেল সেন ক্লেয়ার দ্য ভিল্লবাঁ, এলিসির একজন স্টাফ, বিমানবাহিনীর কর্নেল। যে উগ্র মনোভাবের জন্যই বেশী সুপরিচিত।

মরিস পাপা'র বাম দিকে পুলিশ প্রধান, এম মরিস গ্রিমো, ফ্রান্সের ন্যাশনাল ক্রাইম ফোর্সের ডিরেক্টর প্রধান সুরেট ন্যাশনাল আর সারিবদ্ধভাবে ডিপার্টমেন্টের পাঁচজন প্রধান, যারা সুরেট-এর হর্তাকর্তা।

অপরাধ দমন সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও সুরেট ন্যাশনাল খুবই ছোটো এবং দূর্বল একটি সংস্থা, যা অন্য পাঁচটি ক্রাইম শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর ঐ পাঁচটি সংস্থাই আসলে কাজগুলো ক'রে থাকে। সুরেট'র কাজ হলো প্রশাসনিক, অনেকটা ইন্টারপোলের মতোই সুরেট'রও কোন নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী নেই।

মরিস গ্রিমো'র পাশে বসা ফ্রান্সের পুলিশ ফোর্সের ম্যাক্স ফার্নেট। তিনি ডিরেক্টর অব পুলিশ জুডিশিয়ার। ১১ রুই দে সঁসেতে অবস্থিত সুরেটের প্রধান দপ্তরের তুলনায় কুরে ডে অরফেবরোজে অবস্থিত ন্যাশনাল পুলিশ কোর্সের প্রধান কার্যলয়টি অনেক বড় তাছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাশেই পুলিশ জুডিশিয়ার সর্ভেরোটি রিজিওনাল প্রধান দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। একেকটা প্রধান দপ্তর ফ্রান্সের একেকটা মেট্রোপলিটনে ডিস্ট্রিক্টের জন্য। এসব দপ্তরের অধীনে ৪৬৩টি পুলিশ ফোর্স, চুয়াত্তরটি কেন্দ্রীয় কমিশনার, ২৫৩০টি সাংবিধানিক কমিশনার এবং ১২৬টি আঞ্চলিক পুলিশ পোস্ট রয়েছে। পুরো নেটওয়ার্কটি ফ্রান্সের দুই হাজার শহর ও গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই হলো ক্রাইম ফোর্স। পল্লী অঞ্চল, রাজপথ এবং সড়ক পথের আশ-পাশ তদারকি করে জঁদারমে ন্যাশনাল এবং ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক পুলিশকে বলা হয় জঁদারমে মোবাইল। অনেক এলাকায়ই, কর্ম দক্ষতার জন্য, জঁদারমে এবং পুলিশ এজেন্টরা একই ধরনের বাড়ি-ঘর এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ ক'রে থাকে। ম্যাক্স ফার্নেটের অধীনে পুলিশ জুডিশিয়ারের মোট জনবল ১৯৬৩ সালে ছিলো বিশ হাজারেরও

ওপর। টেবিলে ফার্নেটের বাম দিকে সুরেটের অন্য চারজন প্রধান রয়েছেঃ ব্যুরো অব পাবলিক সিকিউরিটি, টেরিটোরিয়াল সার্ভিল্যান্স ডিরেকশনের প্রধান, রিনসাইমেন্ট জেনারে, করপোরেশন প্রধান, রিনসাইনমেন্ট জেনারে, করপোরেশন রিপাবলিকেইন দ্য সিকিউরাইত।

এসব সংগঠনের মধ্যে বিএসপি (ব্যুরো দ্য সিকিউরাইত পাবলিক) প্রধানত দালান-কোঠা, মহাসড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের অধীনে সব কিছুকেই স্যাবোটাজ অথবা ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার করার জন্য করে। আরজি মানে রিনসাইনমেন্ট জেনারে; সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিস অন্য চারটি সংগঠনের সমস্ত কিছুই রেকর্ড সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের কাজ ক'রে থাকে; এর প্রধান দপ্তরের আর্কাইভে ৪৫০০০০০টি ব্যক্তিগত ডোসিয়ার সংরক্ষিত আছে। ফ্রান্সের পুলিশবাহনী প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই, পুলিশবাহিনীর খাতায় যারই নাম কখনও উঠেছে (সন্দেহেরবশেই হোক আর সত্যিই হোক, বেকসুর খালাস পেয়ে থাকুক আর দণ্ডই পেয়ে থাকুক) তাদের পূর্ণ বিবরণ, আঙ্গুলের ছাপ, সব এখানে রেকর্ড করা থাকে। ওখানে অসংখ্য ক্রশ ইনডেক্স সেলফ রয়েছে, যা পাশাপাশি রাখলে সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ হবে। এসব ডোসিয়ারে আসামীদের নাম, সাক্ষীদের নাম, অপরাধের বিবরণ এবং সেই অপরাধের শাস্তি উল্লেখ রয়েছে। যদিও পুরো সিস্টেমটা তখনও কম্পিউটারাইজ করা হয়নি তবুও এই আকাইভ গর্ব করতে পারে যে, কয়েক মিনিটের মধ্যে যেকোনো লোকের যেকোনো দুষ্কর্ম, এমনকি সেটা কোন ছোট্ট প্রত্যাস্ত গ্রামে, দশ বছর আগে সংঘটিত হয়ে থাকলেও, বের ক'রে আনতে পারে। যে মামলার খবর পত্রিকায়ও কোন দিন প্রকাশিত হয়নি সেগুলোও সেখানে রয়েছে। যারা কোন না কোন সময় ফ্রান্সের প্রবেশ করেছিলো তাদের সবার আঙ্গুলের ছাপ এসব ডোসিয়ারে আছে। অবশ্য অনেক আঙ্গুলের ছাপ এখনও অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। আরো আছে ১০৫০০০০টি পরিচয়পত্র, তার মধ্যে সীমান্ত পাড়ি দেবার কার্ডও রয়েছে। পর্যটকরা কোন সীমান্ত কবে পেরোলো, সেসবের কার্ড। ফ্রান্সের হোটেলে যেসব বিদেশী বা পর্যটক উঠে থাকে, তাদের সবার বোর্ডিং কার্ডও সংরক্ষণ করা হয়। কিছুদিন পরপরই এসব কার্ড সাজানো হয়, নতুন কার্ড সংযুক্ত হয়। তবে শুধুমাত্র প্যারিসের হোটেলে অবস্থানকারীদের কার্ডগুলো চ'লে যায় বুলেভার্ড দু প্যালে'র প্রেফেকচার দ্য পুলিশ-এর কাছে। ডিএসটি বা ডিরেকশন দ্য লো সার্ভিলেন্স দু তেরিতোয়ের, যার প্রধান ফার্নেটের পাশে ব'সে আছে, তার কাজ হলো, ফ্রান্সে কাউন্টার-গোয়েন্দা-গিরি করা। ফ্রান্সের বিমান বন্দরগুলো, জাহাজঘাটা, সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা, তদারকি করা, নজরদাবি করা। আকাইভে কার্ডগুলো আসার আগে ডিএসটিতে আগে যায়। সেখানে তারা কোনটা বেশী দরকারী আর কোনটা কম তা' পরীক্ষা ক'রে ট্যাগমার্ক দিয়ে আর্কাইভে পাঠানো হয়।

টেবিলে বসা শেষ লোকটা হলো, সিআরএস'র প্রধান, আলেকজান্ডার সানগুইনেত্তি। সে সংগঠনটাকে ৪৫০০জন লোক নিয়ে গত দু'বছর ধ'রে কাজ ক'রে যথেষ্ট প্রচারণা পাইয়ে দিয়েছে। খুবই অজনপ্রিয় কাজগুলো তারা ক'রে থাকে।

জায়গার স্বলতার কারনে সিআরএস'র প্রধান বসেছে টেবিলের একেবারে শেষ মাথায়, মন্ত্রীর খুব কাছে। সেখানে আরেকটা চেয়ার ছিলো, সেটা সিআরএস'র প্রধান এবং কর্নেল সেন ক্লেয়ারের মাঝখানে। সেটাতে ব'সে আছে বিশালদেহী এবং অবিচলিত এক ব্যক্তি, যার

পাইপের ধোঁয়ায় পাশে ব'সে থাকা খুঁত্ খুতে কর্নেল বিরক্ত বোধ করছিলো। মন্ত্রী মহোদয় ম্যাক্স ফার্নেটিকে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলেন সেই মিটিংয়ে। এই লোকটা হলো কমিশার মরিস বোভোয়া, পিজে'র বৃগেড ক্রিমিন্যালের প্রধান।

"তো এই হলো আমাদের অবস্থা, ভদ্রমহোদয়গণ," মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। "আপনারা সবাই আপনাদের সামনে রাখা কর্নেল রোল্যান্ডের রিপোর্টটা পড়েছেন। আর এখন আপনারা আমার কাছ থেকে কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও শুনেছেন। প্রেসিডেন্ট মনে করছেন ফ্রান্সের মর্যদার জন্যই ব্যক্তিগতভাবে এই হুমকী মোকাবেলা করার কাজে আমাদেরকে কিছু বিধি নিষেধ দিয়ে দিয়েছেন। আমি আবারও বলছি, এই তদন্ত কাজে প্রয়োজনে যদি কোন এ্যাকশন নিতে হয়, তবে একেবারে গোপনীয়তা চাই। বলার প্রয়োজন নেই, আপনারা সবাই একদম চুপ থাকার প্রতীজ্ঞা করেছেন, এখানে উপস্থিত নেই এমন কারোর সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে কোন রকমের আলোচনা করা যাবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সেই ব্যক্তিকে এই কাজে যুক্ত করা হচ্ছে।

"আমি আপনাদের সবাইকে এখানে ডেকে এনেছি কারন, আমার মনে হয়েছে আমরা যা-ই করি না কেন, এতে আপনাদের অধীনে থাকা সবগুলো ডির্পার্টমেন্টেরই প্রয়োজন রয়েছে। খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে এজন্যে ডাকতে হতো। আর আপনারা, এইসব ডিপার্টমেন্টের প্রধানগণ, একদমই সন্দেহাতীতভাবেই মনে করবেন, এ কাজে আপনাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কাজে আপনাদের মনোযোগ থাকতে হবে প্রতিটি স্তরেই, প্রতিটি মুহূর্তেই। আপনাদের কোন জুনিয়র এ ব্যাপারে জানতে পারবে না। আর যদি তাদেরকে কাজের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে মূল কারনটা তাদের কাছে প্রকাশ করা যাবে না।"

তিনি আবার বিরতি দিলেন, টেবিলের দু'পাশে তাকালেন। কিছু মাথা ধীরে ধীরে সম্মতি দিয়ে ন'ড়ে উঠলো। বাকিরা তাদের চোখ হয় বক্তার দিকে স্থির ক'রে রাখলো নয়তো সামনে রাখা ডোসিয়ারের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু দূরে ব'সে থাকা কমিশার বোভোয়া ছাদের দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো, যেনো কোনো রেডইন্ডিয়ান আকাশে তাকিয়ে সিগনাল পাঠাচ্ছে। তারপাশে বসা এয়ার ফোর্সের কর্নেল প্রতিটা ধোঁয়া ছাড়ার সময় বিরক্তি সহকারে একটু পিছু হটে যাচ্ছেন ।

"এখন," মন্ত্রী আবার বলতে শুরু করলেন, "আমার মনে হয় এই বিষয়ে আপনাদের আইডিয়াগুলো কী সেটা জানার দরকার এখন। কর্নেল রোল্যান্ড আপনি কি ভিয়েনাতে কিছু খোঁজ খবর নিতে পেরেছেন?"

এ্যাকশন সার্ভিসের প্রধান নিজের রিপোর্টটার দিকে তাকিয়ে পাশে বসা এসডিইসিই'র জেনারেলের দিকে পাশ ফিরে তাকালো। কিন্তু তার কাছ থেকে না পেলো উৎসাহব্যঞ্জক কিছু না পেলো হতাশাজনক কিছু।

জেনারেল গুইবদ অবশ্য তখন মনে মনে সকালের ঝামেলাটার কথা ভাবছিলো। আর-৩ কে টপকে রোল্যান্ড ভিয়েনায় অনুসন্ধান চালাচ্ছে দেখে আর-৩ এর প্রধান ভীষণ খাপ্পা হয়ে ছিলো। তাকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে গুইবদের সারাটা সকাল কেটে গেছে। অতএব, সে এখন সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"হ্যাঁ," কর্নেল রোল্যান্ড বললো। "ভিয়েনা'র পেনশন ক্রিস্টের ব্রাকনারালির ছোট্ট হোটেলে আজ সকালে ভিয়েনাতে অবস্থিত আমাদের অফিস তদন্ত করেছে। আমাদের লোকজনের কাছে মার্ক রদিন, রেনে মন্তক্রেয়ার আর আদ্রেঁ কাসনের ছবি ছিলো। তাদের কাছে ভিক্টর কাওয়ালস্কির কোন ছবি পাঠানোর সময় আমাদের কাছে ছিলো না। ভিয়েনার অফিসের ফাইলেও তার কোন ছবি ছিলো না।

"হোটেলের ডেস্কে বসা লোকটি কমপক্ষে দু'জনকে চিনতে পেরেছে ব'লে স্বীকার করেছে। কিছু টাকা দিয়ে তাকে হোটেলের রেজিস্টার বইয়ের জুন বারো থেকে আঠারোর মধ্যে যখন ওএএস'র তিনজন নেতা এক সাথে রোমের হোটেলে গিয়ে উঠছিলো, খোঁজ করতে বলা হয়েছে।

"সে রদিনের চেহারাটা মনে করতে পেরেছে। রদিন আসলে শুল্জ নামে জুনের পনেরো তারিখে সেই হোটেলের রুম ভাড়া করেছিলো। ডেস্কে বসা কেরাণীটি বলেছে, সেই দিন বিকেলে রদিন ব্যবসার মতো কোন কিছুর কনফারেন্স করেছিলো। রাতে হোটেলে থেকেই পরের দিন চলে যায় সে।

"সে মনে করতে পেরেছে যে, শুল্জের সাথে আরো একজন ছিলো, খুবই বিশালদেহীর একজন। এজন্যেই সে তাকে মনে রাখতে পেরেছে। সকালে তার কাছে আরো দু'জন দেখা করতে এসেছিলো, তারপর তারা সবাই মিলে নিজেদের ঘরে একটা বৈঠক করে। ঐ দু'জন হতে পারে মন্তক্রেয়ার এবং কাসন। লোকটা নিশ্চিত ক'রে বলতে পারেনি। কিন্তু সে মনে করছে তাদের দু'জনের একজনকে এর আগে দেখেছে।

"কেরাণীটি বলেছে, লোকগুলো ঘরের ভেতরই সারাদিন ছিলো শুধুমাত্র সকালের শেষের দিকে শুল্জ আর ঐ দৈত্যটা, অর্থাৎ কাওয়ালস্কি, আধঘন্টার জন্য বাইরে গিয়েছিলো। তাদের কেউ লাঞ্চ করেনি। নীচে নেমে এসেও কিছু খায়নি।"

"তাদের কাছে কি পঞ্চম লোকটি দেখা করতে এসেছিলো?" অধৈর্য হ'রে সানগুইনেত্তি জিজ্ঞেস করলো। রোল্যান্ড তার প্রতিবেদনটা আগের মতোই নিরেট কণ্ঠে ব'লে গেলো।

"সন্ধ্যার দিকে আরেকজন লোক তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো। কেরাণীটি বলেছে সে লোকটার কথা মনে করতে পারছে, কারন লোকটি হোটেলে খুব দ্রুত ঢুকে পড়েছিলো। সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপড়ে উঠে গিয়েছিলো ব'লে কেরাণীটি তাকে দেখার সুযোগই পায়নি। সে ভেবেছিলো লোকটা হয়তো হোটেলেরই কোন অতিথি। তবে সে লোকটার কোটের কিছু অংশ দেখতে পেয়েছিলো। কিছুক্ষণ পরে লোকটা আবার নীচে নেমে এসে কেরাণীর কাছে এসেছিলো। কোটটা দেখেই কেরাণীটি লোকটাকে চিনতে পেরেছিলো।

"লোকটা ডেস্ক থেকে ফোন নিয়ে শুল্জের ঘরে লাইন দিতে বলেছিলো। তার ঘরের নাম্বার ছিলো ৬৪। ফরাসিতে সে কিছু বলেছিলো, তারপর ফোনটা রেখে আবার উপড়ে চ'লে গিয়েছিলো। সে ওখানে কিছুক্ষণ থেকে কোন কথা না ব'লেই হোটেল থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলো। শুলজ এবং বাকি লোকগুলো সেই রাতটা হোটেলেই ছিলো। পরের দিন সকালের নাস্তার পরই তারা সবাই চ'লে গিয়েছিলো।

"কেরাণীটি সন্ধ্যায় আসা লোকটার যে ছোট্ট বিবরণ দিয়েছে সেটা হলো : লম্বা, বয়স বোঝা যায়নি, চেহারা খুবই সাধারণ কালো সানগ্লাস পড়েছিলো ব'লে পুরো চেহারাটা দেখা

যায়নি। ফরাসি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে সে। তার চুলের রঙ সোনালী। চুলগুলো ব্যাক ব্রাশ করা।"

"ঐ সোনালী চুলের লোকটার কোন ছবি যোগাড় করা কি সম্ভব?" প্রিফেক্ট অব পুলিশের পাপোয়াঁ জিজ্ঞেস করলো। রোল্যান্ড মাথা নাড়লো।

"কোন নাম কি জানা গেছে?" রেকর্ড অফিসের প্রধান জিজ্ঞেস করলো।

"না" বললো রোল্যান্ড। "আপনারা যা শুনলেন সেটা ছিলো কেরাণীটিকে তিনঘন্টা জেরা করার ফল। সে অনেক কিছুই ভুলে গেছে। এছাড়া আর কিছুই সে মনে করতে পারছে না।"

"আপনি কি তাকে আরগুদের মতো পাজাকোলা ক'রে এখানে তুলে আনতে পারেন না, যাতে তাকে দিয়ে গুপ্তঘাতকের একটা ছবি প্যারিসে ব'সেই তৈরী করা যেতে পারে?" কর্নেল সেন ক্লেয়ার প্রশ্ন করলো।

কথার মাঝখানে মন্ত্রীমহোদয় বাঁধা দিলেন।

"কোন ধরনের জোরজবরদস্তি ক'রে তুলে আনা যাবে না। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনও আরগুদের ব্যাপারটা নিয়ে ক্ষেপে আছে। এ ধরনের কাজ একবার করা যায়, বার বার নয়।"

"এতো বড় একটি গুরুত্বপূর্ণব্যাপার, তাছাড়া সামান্য একজন কেরাণী, নিশ্চয় আরগুদের চেয়েও বেশী গোপনে কাজটা যেতে পারে?" ডিএসটি'র প্রধান পরামর্শ দিলো।

"গেলেও তাতে কতটুকু লাভ হবে সন্দেহ আছে," শান্ত কণ্ঠে বললো ম্যাক্স ফার্নেট, "একজন কালো সানগ্লাস পড়া লোকের ছবি খুব কাজে লাগতে পারে ব'লে মনে হয় না। এধরণের ছবি একটু বেশী দেরী ক'রে তৈরী করলে সেটা খুব একটা নিখুঁতও হয় না। এ রকম ছবির সাথে আধ মিলিয়ন লোকের ছবির মিলে যায়। আর কিছু কিছু তো একেবারে ভুল পথে নিয়ে যায়।"

"সুতরাং কাওয়ালস্কি যে ইতিমধ্যেই মারা গেছে, সে বাদে এই পৃথিবীতে মাত্র চারজন লোক জানে কে এই জ্যাকেল," বললো কমিশার দুকরেত। "একজন হলো লোকটা নিজেই, বাকি তিনজন রোমের হোটেলে আছে। তাদের মধ্যে একজনকে এখানে অপহরন ক'রে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে কেমন হয়?"

আবার মন্ত্রী মহোদয় মাথা নাড়লেন।

"এক্ষেত্রে আমার নির্দেশ খুবই সোজা। অপহরণ করা যাবে না। এই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু ভাবতে হবে। এ ধরনের কিছু ঘটলে ইতালিয়ান সরকার ব্যাপারটার পেছনে উঠে প'ড়ে লেগে যাবে আর খুব জলদিই তারা জানতে পারবে, ব্যাপারটার পেছনে সত্যিকারের কারন কি। তাছাড়া এ অপহরন করার সম্ভাবনা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জেনারেল?"

জেনারেল গুইবদ তার চোখ দুটো তুলে তাকালো।

"রদিন এবং তার সঙ্গে থাকা দু'জন লোক যে ধরনের নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা বুহ্যে'র ভেতরে বাস করছে তাতে আমাদের লোকেরা, যারা তাদেরকে সার্বক্ষনিক নিরীক্ষণ করছে,

তাদের অভিমত অনুযায়ী এই কাজটা বাস্তবিক করাও সম্ভব নয়।" সে বললো। "আটজন সাবেক লিজিওন অথবা সাতজন, যদি কাওয়ালস্কির জায়গায় কাউকে না রাখা হয়, বন্দুকবাজ তাদেরকে পাহাড়া দেয়। সবগুলো লিফ্‌ট, সিঁড়ি, ফায়ারস্কেপ এবং ছাদে পাহাড়া দেয়া হয়। তাদের কোন একজনকে জীবিত ধরতে হ'লে বড়সড় একটা বন্দুক যুদ্ধ করতে হবে। সম্ভবত গ্যাস গ্রেনেড এবং সাব-মেশিনগান ব্যবহার করতে হবে। তারপরও পাকড়াও করা লোকটাকে পাঁচশো মাইল উত্তরে, ফ্রান্সে নিয়ে আসাটার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, কেননা ইতালিয়ানরা পেছনে লেগে যাবে। আমাদের কিছু লোক আছে যারা এ ধরনের কাজের জন্য খুবই বিশ্বসেরা, তারাও বলেছে এরকম কমান্ডো স্টাইলের মিলিটারি অপারেশন একেবারে অসম্ভব।

ঘরের মধ্যে আবারও নীরবতা নেমে এলো।

"আচ্ছা, ভদ্রমহোদয়গণ," বললেন মন্ত্রী, "আর কোন পরামর্শ আছে?"

"এই জ্যাকেলকে অবশ্যই খুঁজে বের করা যাবে। এটা খুব জোড় দিয়েই বলা যায়," কর্নেল সেন ক্লেয়ার জবাব দিলো। টেবিলের কয়েকজন একে অন্যের দিকে তাকালো। দু'একজনের ভুরু জোড়া একটু কপালে উঠলো।

"এটা অবশ্যই করা যায়," মন্ত্রীও কথাটা বিড় বিড় ক'রে বললেন। "আমরা যা করার চেষ্টা করছি তা' হলো, এমন একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে, যাতে আমাদের উপর যেসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে, তার মধ্যেই আমরা কাজটা করতে পারি। আর এজন্যে কোন্ ডির্পাটমেন্টকে সবচাইতে বেশী এ কাজের জন্য প্রয়োজন হবে, সেটাও সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

"প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করা," সেন ক্লেয়ার খুবই গাম্ভীর্যের সাথে ঘোষণা করলো, "অবশ্যই নির্ভর করবে শেষ অবলম্বনের উপর। যখন সব কিছু ব্যর্থ হবে তখন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা রক্ষী এবং আমরা যারা তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফ আছি, আমরা আমাদের কাজ করবো, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, মন্ত্রী মহোদয়।"

কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের চোখ বন্ধ করলো অকৃত্রিম ক্লান্তিতে। কমিশার দুকরেত কর্নেলের দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো গুলি ক'রে তাকে খুন ক'রে ফেলবে, আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে।

"সেকি জানে না, বুড়ো লোকটা কিছুই শুনছে না," গুইবদ নীচুস্বরে রোল্যান্ডকে বললো।

"কর্নেল সেন ক্লেয়ার অবশ্য একদম ঠিইক বলেছে," রজার ফ্রে বললেন। "আমরা সবাই আমাদের দায়িত্ব পালন করবো। আমি নিশ্চিত যে, কর্নেলের হয়তো এমন ধারণা হয়েছে যে, এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে একটা ডিপার্টমেন্টকে দায়িত্ব দেয়া হবে। আর যদি সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, কিংবা প্রেসিডেন্টের বলা সত্ত্বেও ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়, তবে সব কিছুই বর্তাবে ঐ ডিপার্টমেন্টের প্রধানের উপর।"

বোভোয়ার পাইপের ধোয়ার চেয়েও বেশী বিরক্ত হ'য়ে উঠলো কর্নেল। তার বিবর্ণ মুখটায় হতাশা আর অনুশোচনা আর চোখে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেলো।

"প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর সীমাবদ্ধ সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে আমরা সবাই অবগত আছি?" বললো, কমিশার দুকরেত, নিরব কণ্ঠে, "আমরা প্রেসিডেন্টের একদম কাছে মানুষদের সাথে কাজ-কর্ম করি । এ তদন্ত কাজটা খুবই ব্যাপকভাবে করতে হবে।"

কেউ তার সাথে দ্বিমত পোষণ করলো না, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের প্রধানই এই ব্যাপার সচেতন ছিলো যে, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান যা বলেছে তা একদম সত্যি। কিন্তু কেউই চাচ্ছে না মন্ত্রীর চোখ তার উপর পড়ুক। রজার ফ্রে টেবিলটার চারদিকে তাকালো, অবশেষে দূরে বসা কমিশার বোভোয়ার দিকে এসে থামলো।

"বোভোয়া, আপনি কি মনে করছেন? আপনি কিন্তু এখনও কিছু বলেননি।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে শেষ ধোঁয়াটা সরাসরি তার সামনে বসা সেন ক্লেয়ারের মুখের দিকে ছেড়ে দিলো। ক্লেয়ার তার মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিলো।

"আমার মনে হচ্ছে, মন্ত্রীসাহেব, এসডিইসিই তাদের যেসব লোক ওএএস'র ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছে, তাদের দিয়ে এই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারবে না, কারন ওএএস ও জানে না লোকটা কে ; এ্যাকশন সার্ভিসও লোকটাকে শেষ করতে পারবে না। আগে তো জানতে হবে কাকে শেষ করতে হবে। ডিএসটিও তাকে সীমান্ত থেকে তাকে পাকড়াও করতে পারবে না, কারন ঐ একই, কাকে ধরতে হবে সেটা তারাও জানে না। তাছাড়া আর জি আমাদেরকে তার সম্পর্কে কোন কাগজ-পত্র দিতে পারবে না যেহেতু তাদের রেকর্ডেও লোকটা অজ্ঞাত। সুতরাং ছবি নেই, নাম নেই, এমন লোককে কিভাবে তারা খুঁজবে। একদম অসম্ভব একাট কাজ। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না, তারাও তো জানে না কাকে গ্রেফতার করতে হবে। সিআরএসও তাকে ধরতে পারবে না সঙ্গত কারনেই। ফ্রান্সের সমস্ত নিরাপত্তা অবকাঠামোই এই একটা লোকের নাম খুঁজে বের করার কাজে পুরোপুরি শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে অন্য কিছু করার আগে, সবার আগে যে কাজটা করার দরকার, যা না হ'লে সবই অর্থহীন, সেটা হলো লোকটার নাম জানা। নামটা পেলে আমরা একটা চেহারাও পাবো, চেহারাটা পেলে একটা পাসপোর্টও পেয়ে যাবো, আর পাসপোর্ট পেলে গ্রেফতার করা যাবে। কিন্তু নামটা খুঁজে পাওয়া আর সেটা খুব গোপনে করাটা, খাঁটি গোয়েন্দা কাজ।"

এই ব'লে আবারও সে চুপ হলো, এই ফাঁকে পাইপটা মুখে ঢুকিয়ে নিয়ে টানতে লাগলো। সে যা বললো তা' উপস্থিত সবাই অনুধাবন করতে পারলো। কেউই তার কথায় দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ পেলো না। মন্ত্রীর পাশে বসা সানগুইনেত্তি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।

"তো এখন বলুন, ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা কে, কমিশার?" খুব শান্ত কণ্ঠে মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। বোভোয়া পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে নেবার আগে কিছুক্ষণ ভেবে নিলো।

"ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা, মঁসিয়ে, আমার নিজেরই ডেপুটি, কমিশার ক্লদ লেবেল।"

"তাকে ডেকে আনুন," স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন।

দ্বিতীয় পর্ব

একটি মানুষ শিকারের ব্যবচ্ছেদ

দশ

এক ঘন্টা পরে ক্রুদ লেবেল বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধিকর অবস্থায় কনফারেন্স রুম থেকে বের হ'য়ে এলো। পঞ্চাশ মিনিট ধ'রে স্বরাস্ট্রমন্ত্রী নতুন কাজের ব্যাপারে তাকে অবগত করেছেন।

ঘরে ঢোকার পর তাকে টেবিলের শেষ প্রান্তে সিআরএস'র প্রধান এবং নিজের বস্ বোভোয়ার মাঝখানে স্যান্ডউইচ হ'য়ে বসতে বলা জন্য হয়েছিলো। বাকি চৌদ্দজনের নীরবতার মধ্যে সে রোল্যান্ডের রিপোর্টটা প'ড়ে ফেললো। চতুর্দিকের কৌতূহলী চোখ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো তখন।

রিপোর্টটা প'ড়ে শেষ ক'রে নামিয়ে রাখার পর তার ভেতরে উদ্বিগ্নতা শুরু হলো। কেন তাকে ডাকা হয়েছে? মন্ত্রীমহোদয় তারপর বলতে শুরু করলেন। সেটা না ছিলো উপদেশমূলক না ছিলো অনুরোধমূলক। তিনি সরাসরি নির্দেশই দিলেন। লেবেলকে নিজস্ব একটা অফিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে; সে যেকোন প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারবে, সব ধরনের প্রবেশাধিকার তাকে দেয়া হবে; তার চারপাশে ব'সে থাকা ব্যক্তিদের ডিপার্টমেন্টের সবকিছুই তার অধীনে ন্যস্ত করা হলো। এই কাজের খরচাপাতির ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না।

বারকয়েক তাকে বলা হলো ব্যাপারটার গোপনীয়তা সম্পর্কে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটি তা-ই চায়। এসব শোনার পর তার উদ্বেগ আরো বেড়ে গেলো। তারা চাইছিলো, না, বরং বলা ভালো দাবী করছিলো, অসম্ভব কিছু। শুরু করার মতো কিছুই তার কাছে ছিলো না। কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি–তখনও। কোন ক্লুও নেই। কোন সাক্ষীও নেই। আর এই তিনজন ছাড়া, কারো সাথে সে এ ব্যাপারে কথাও বলতে পারবে না। শুধুই একটা নাম। একটা ছদ্মনাম। আর পুরো পৃথিবী তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা।

ক্রুদ লেবেল, সে নিজে জানতো যে, সে একজন ভালো পুলিশ অফিসার। পুলিশের কাজে সে সবসময়ই ভালো ছিলো। শান্ত, নিখুঁত, পদ্ধতিগতভাবে এবং ঝুঁকি নিতে উদ্যোগী হ'য়ে কাজ করে সে। কখনও কখনও বিশেষ পরিস্থিতিতে সে একজন ভালো পুলিশ অফিসার থেকে অসাধারণ গোয়েন্দা হবার সম্ভাবনার স্ফুলিঙ্গ দেখিয়েছে। কিন্তু সে কখনও এটা ভুলে যায়নি যে, পুলিশের কাজের নিরানব্বই শতাংশই রুটিন মাফিক, সাদামাটা তদন্ত

কাজ, চেকিং আর চেকিং। এভাবে ধীরে ধীরে একটি জাল বোনা হয় এবং সেই জালে একজন অপরাধীকে ধরা হয়। আদালতে চলা মামলার কাজে সাহায্য করা হয়।

সে পুলিশ জুডিশিয়ারে'তে একজন কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত, যে কিনা প্রচারণা একদম ঘৃণা করে। সে কখনও প্রেস করফারেন্সে উপস্থিত হয়নি, যা তার অন্যান্য সহকর্মীরা নিয়মিতই করে আর এতে তারা কিছুটা সুনামও অর্জন করেছে। তার পছন্দ মই দিয়ে খুব ধীরে ধীরে উঠা, নিজের মামলাগুলো সমাধান করা এবং অপরাধীকে শাস্তি পেতে দেখা। যখন তিনবছর আগে বৃগেড ক্রিমিনালের হোমিসাইড ডিভিশনে একটি পদ খালি হলো আর অনেকেই তাতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলো, তখন ক্লদ লেবেল সেই পদটা পেয়েছিলো যথেষ্ট যোগ্যতা বলেই। হোমিসাইডে তার রেকর্ড ছিলো খুবই ভালো। সেই তিন বছরে ঐ ডিপার্টমেন্টটা কোন গ্রেফতারের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়নি। যদিও একবার একজন অভিযুক্ত অপরাধী আইনের ফাঁক ফোকর গ'লে বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিলো।

হোমিসাইডের প্রধান হিসেবে পুরো বৃগেডের প্রধান মরিস বোভোয়ার খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলো। বোভোয়া হলো আরেকজন পুরনো জমানার পুলিশ। তাই, যখন কয়েক সপ্তাহ আগে হঠাৎ ক'রেই ডেপুটি চিফ হিপোলাত দুপয় মারা গেলো, তখন বোভোয়া দ্বিতীয় কোন চিন্তা না ক'রেই লেবেলকে তার নতুন ডেপুটি হবার আমন্ত্রণ জানালো। পিজে'তে অনেকেই বোভোয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো যে, সে খুব বেশি প্রশাসনিক কাজে ডুবে থাকে, শিরোনাম হওয়া বড় বড় মামলাগুলো অধীনস্তদের উপর চাপিয়ে দেয়। তবে সম্ভবত তারা খুব বেশি উদার ছিলো না ব'লেই এমনটি ভাবতো।

মন্ত্রণালয়ের মিটিংটা শেষ হবার পর, রোল্যান্ডের রিপোর্টগুলো সব এক এক ক'রে মন্ত্রী নিজের কাছে রেখে দিলেন। শুধুমাত্র লেবেলই এক কপি নিজের কাছে রাখতে পারলো আর সেই কপিটা ছিলো বোভোয়ার। তার একমাত্র অনুরোধটি ছিলো, বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের ফাইলে, জ্যাকেলের মতো পেশাদার খুনিদের তালিকা যাদের রয়েছে, তাদের সহযোগীতা যেনো সে পায়। এ ধরনের সহযোগীতা ছাড়া কাজটা শুরু করাও অসম্ভব।

সানগুইনেত্তি বললো, যদি তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া হয়, তবে তারাও যেনো মুখটা বন্ধ রাখে। লেবেল জবাবে বললো যে, সে ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোককে জানে, যাদের সাথে যোগাযোগ করার দরকার আছে। তার এই ধরনের তদন্তের কাজটা হবে আন অফিসিয়াল কিন্তু সেটা পশ্চিমা দুনিয়ার পুলিশের উর্ধ্বতন লোকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেই হবে। কিছুক্ষণ চাওয়া চাওয়ারির পর মন্ত্রীমহোদয় অনুরোধটি মেনে নিলেন।

হলঘরে সে বোভোয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় দেখতে লাগলো ডিপার্টমেন্টের প্রধানরা একে একে তাদের ফাইল বোভোয়াকে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। কেউ কেউ কাট-খোট্টাভাবে তাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানোর জন্য কেবলমাত্র মাথা নেড়ে চ'লে গেলো; বাকিরা গুডনাইট ব'লে একটা সহানুভূতির হাসি দিয়ে চ'লে গেলো। শেষের দু'জন যখন প্রায় চ'লে যাচ্ছে, কনফারেন্স রুমের ভেতরে বোভোয়া খুব ধীরে ম্যাক্স ফার্নেটের সাথে

শলাপরামর্শ করতে লাগলো। ফার্নেট হলো এলিসি প্রাসাদের অভিজাত এক কর্নেল। লেবেল খুব অল্প শুনেছে তার নাম। টেবিলে ব'সে যখন তারা এক অন্যেকে সম্বোধন করছিলো, তখন সে নামটা ধরতে পেরেছিলো। সেন ক্রেয়ার দ্য ভিল্লবঁ্য ছোট্টখাটো কমিশারের সামনে এসে থেমে খুবই তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো।

"আমি আশা করি কমিশার, আপনি আপনার তদন্তে সফল হবেন," সে আরো বললো, "আমরা প্রাসাদের যারা আছি, তারা আপনার কাজ কর্মের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবো। যদি আপনি ঐ ডাকাতটাকে ধরতে ব্যর্থ হোন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে, খুবই.... মানে, তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে।" সে ঘুরে সোজা চ'লে গেলো নীচের সিঁড়ি দিয়ে। লেবেল কিছুই বলেনি শুধু বার কয়েক চোখের পাতা ফেলেছে।

নরম্যান্ডির তরুণ গোয়েন্দা হিসেবে বিশ বছর আগে ফোর্থ রিপাবলিকের পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেবার পর থেকে তদন্ত কাজে ক্লদ লেবেলের সফলতার মূল কারন, লোকজনকে তার সাথে কথা বলার জন্য উৎসাহিত করার সক্ষমতা। খুবই সাধারণ, বিনয়ী আর পুলিশকে প্রচণ্ড ভয় করে, এমন লোকজনের সাথে কথা ব'লে সে তাদের চিন্তাভাবনা ও সন্দেহটা মাথার ভেতর থেকে বের ক'রে আনতে প্যারে। সাধারণত: তারা কিছু জানলেও পুলিশকে ভয়ে বলতে চায় না। এই কাজটা সে করতে পারে কারন, সে তাদের সামনে অসহায়ত্বভাব ফুটিয়ে তোলে, তাদের মতোই নিজেকে উপস্থাপিত করে, আর ঐ সব সাধারন লোকজন তাকে ঘোটেও দূরের কেউ ভাবে না, ভাবে তাদেরই একজন।

বোভোয়ার মতো তার বড়সড় ভুঁড়ি নেই, প্রচলিত আইন প্রয়োগারী হর্তকর্তাদের যেরকম ছবি সাধারণের মনে থাকে, সেরকম কিছুই তার মধ্যে দেখা যায় না। বর্তমান সময়ে নতুন যোগ দেয়া তরুণ ও উদ্যমী গোয়েন্দাদের মতো তার স্মার্টনেসও নেই, যদিও সেই তরুণদের মতো তর্জন-গর্জন ও ছিচ্‌কাদুনে সাক্ষীগোপালও সে নয়। অবশ্য নিজের কোন ঘাটতি আছে ব'লে সে মনে করে না।

এব্যাপারে সে খুব সচেতন ছিলো যে, সমাজে সংঘটিত বেশিরভাগ অপরাধেরই শিকার অথবা সাক্ষী হয় ছোটোখাটো, সাধারণ লোকজনঃ মুদিদোকানদার, সেল্‌স-ম্যান, পিয়ন অথবা ব্যাংকের কেরাণী। এইসব লোকদেরকে সে তার সাথে কথা বলাতে পারে, আর এটা সে ভালোভাবেই জানে। এটা অংশত তার দৈহিক আকৃতির কারনে। সে খুব ছোটোখাটো আর স্ত্রৈণ স্বামীর কার্টুন মার্কা ইমেজের সাথেই বেশি তার মিল। যদিও ডিপার্টমেন্টের কেউ তা জানে না, আসলে সে কী ধরনের।

তার পোশাক অপরিপাটি, কোচকানো সুট, সেটাও আবার ওয়াটারপ্রুফ।

তার আচার ব্যবহার বিনয়ী, প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার মতো। সাক্ষীদের কাছে অনুরোধগুলো এতোই বিনয়ী হয় যে, তারা প্রথমে যেসব আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকের মুখোমুখি হয়েছিলো তাদের তুলনায় তাকে খুবই আন্তরিক আর বন্ধুভাবান্ন ব'লে মনে করে। সেও এমন আচরণ করে যেনো রুক্ষ আর বদমেজাজী অফিসারদের কাছ থেকে তাদেরকে রক্ষা করছে।

কিন্তু আরো কিছু ব্যাপারও আছে। সে ছিলো ইউরোপের সবচাইতে শক্তিশালী ক্রিমিনাল পুলিশ বাহিনীর হোমিসাইড বিভাগের প্রধান। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত পুলিশ জুডিশিয়ারের ক্রিমিনাল বৃগ্রেডের একজন গোয়েন্দা হিসেবে সে দশ বছর ধ'রে কাজ করেছে। বিনয়ী আচরণ আর সহজ-সরলতার আড়ালে একটা বিচক্ষন মস্তিক আছে তার। যখন সে কোন কাজে নামে, তখন কোন ধরণের ভীতি কিংবা হুমকীকে মোটেও পাত্তা দেয় না। তাকে ফ্রান্সের কয়েকজন মারাত্মক রকমের গ্যাং-বস্ হুমকী দিয়েছিলো, কিন্তু লেবেলের বারকয়েক চোখের পাতা ফেলা দেখে তারা বুঝে গিয়েছিলো যে, হুমকীটাকে সে মোটেই পাত্তা দেয়নি, বরং তামাশা করছে সেটা নিয়ে। পরে তারা একটা কারাগারে বন্দী অবস্থায় বুঝতে পেরেছিলো যে, নরম বাদামী চোখের আর টুথব্রাশ মার্কা গোঁফের লোকটাকে তারা হালকাভাবেই নিয়েছিলো।

দু'বার সে শক্তিশালী এবং ধনীব্যক্তিদের কাছ থেকে বড় ধরণের হুমকী পেয়েছিলো। একবার যখন এক শিল্পপতি তার এক জুনিয়র কর্মচারীর বিরুদ্ধে অডিট প্রমাণ পাচারের জন্য তহবিল তসরুফের মিথ্যা মামলা ফাঁসানোর প্রস্তাব দিয়েছিলো, আর যেবার, সমাজের এক হোমরা চোমরা, এক তরুনী অভিনেত্রীর ড্রাগের কারনে মৃত্যুর তদন্তটি বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলো।

প্রথম ঘটনাটির ক্ষেত্রে তদন্তের ফলাফলে শিল্পপতিটির আরো বড় রকমের অসঙ্গতি উদ্‌ঘটিত হয়েছিলো যে, তাকে রীতিমতো পালিয়ে সুইজারল্যান্ডে চ'লে যেতে হয়েছিলো। আর দ্বিতীয় মামলায়, সমাজের হোমরা চোমড়াকে অনেকদিন জেলে থাকতে হয়েছিলো এবং ভিক্টর হুগো পেনথাউজে কখনও যেনো নাক না গলায়, সে ব্যাপারে মুচলেকা দিতে হয়েছিলো।

কর্নেল সেন ক্রেয়ারের কথাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় ক্লদ লেবেল ছোট, স্কুলগামী বাচ্চা ছেলের বকা খাওয়ার মতো চোখগুলো পিট্ পিট্ করলো। কোন কথা বললো না।

কনফারেন্স রুম থেকে সবাই বের হবার পর মরিস বোভোয়া তার কাছে এলো। ম্যাক্স ফার্নেট তার সফলতা কামনা ক'রে হাত মিলিয়ে চ'লে গেলো। বোভোয়া তার হাতটা লেবেলের কাঁধের উপর রাখলো।

"*আহ্ বিঁ, মঁ পেতিত্ ক্লদ*। এই রকমই হয়, বুঝেছো? ঠিক আছে, আমিই তাদেরকে বলেছিলাম যে, ব্যাপারটা যেনো পিজে তদারকি করে। এটা ছাড়া কোন পথও ছিলো না। ওরা তো শুধু চিরকালই কথা ব'লে গেছে। আসো, আমরা গাড়িতে ব'সে কথা বলি।" এই ব'লে সিঁড়ি দিয়ে তারা নীচে নেমে গেলো। তারা নীচে অপেক্ষারত সিতরোঁ গাড়িটার পেছনে গিয়ে বসলো।

গাড়িটা চলতে শুরু করলো। তখন নটা বেজে গেছে। লেবেল বাইরে তাকিয়ে অসাধারণ সুন্দর নদী শ্যাম্প এলিসি দেখলো। যখন সে এই রাজ্যে প্রথম এসেছিলো তখন থেকেই গ্রীষ্মের রাতের এই নদীটা দীর্ঘ দশ বছর ধ'রে তাকে মুগ্ধ ক'রে যাচ্ছে।

"তুমি এখন যাই করছো, সেসব বাদ দিয়ে দিতে হবে। সবকিছু। ডেস্কটা একদম খালি ক'রে ফেলো। আমি ফাভিয়ার আর মালকস্তকে তোমার অধীনের মামলাগুলোর দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি। এ কাজের জন্য তুমি কি নতুন অফিস চাও?"

"না, আমি এখনকারটাই রাখতে চাচ্ছি।"

"ওকে, চমৎকার, কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে সেটা অপারেশন-ফাইন্ড দ্য জ্যাকেল'র প্রধান দপ্তর। আর কিছু না। ঠিক আছে? তুমি কি কাউকে তোমার সাহায্যের জন্য চাচ্ছো?"

"হ্যা। কারোন," লেবেল সুপারিশ করলো একজন তরুন গোয়েন্দার ব্যাপারে, যে তার সাথে হোমিসাইড বিভাগে কাজ করছে এবং বৃগেড ক্রিমিনালে তার নতুন কাজে একজন প্রধানসহকারী হিসেবে আছে।

"ওকে, তুমি কারোনকে পাচ্ছো, আর কেউ?"

"না, ধন্যবাদ আপনাকে। তবে কারোন বাকিটা জেনে নেবে।" বোভোয়া কিছুক্ষণ ভাবলো।

"তাহলে সবকিছুই ঠিক আছে। তারা তো আর অলৌকিক কিছু আশা করতে পারে না। অবশ্যই তোমার একজন সহকারীর দরকার আছে। কিন্তু দু'এক ঘন্টার মধ্যে তাকে কিছুই বোলো না। আমি ফ্রে'কে অফিসে গিয়ে ফোন ক'রে এ ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে নেই, তারপর। তার আগপর্যন্ত কেউই যেনো কিছু না জানে। যদি জানাজানি হ'য়ে যায় তবে দু'দিনের মধ্যেই সেটা পত্র-পত্রিকায় চাউর হ'য়ে যাবে।"

"কেউ জানবে না, শুধু কারোন ছাড়া," বললো লেবেল।

"*বন*। আরেকটা বিষয়। মিটিংয়ের শেষে সানগুইনেত্তি পরামর্শ দিয়েছে যে, মিটিংয়ে উপস্থিত সবাইকে নিয়মিতভাবে তদন্তের অগ্রগতি ও বিবরণ জানাতে হবে। ফ্রেও একমত হয়েছেন। ফার্নেট এবং আমি চেষ্টা করেছিলাম ব্যাপারটা বাদ দিতে কিন্তু আমরা হেরে গেছি। মন্ত্রণালয়ে প্রতি রাতে এখন থেকে তোমাকে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। ঠিক দশটায়।"

"হায় ঈশ্বর," বললো লেবেল।

"তাত্ত্বিকভাবে," খুব ব্যাঙ্গ ক'রে বোভোয়া বলতে লাগলো, "আমরা সেখানে আমাদের উপদেশ ও নির্দেশ নিয়ে হাজির হবো। ঘাবড়ে যেয়ো না ক্লদ, ফার্নেট এবং আমি সেখানে থাকবো। নেকড়েগুলো যদি কোন কারনে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া শুরু ক'রে তবে আমরা তোমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবো।"

"আপাতত এই?" লেবেল জিজ্ঞেস করলো।

"আমারতো তাই ধারনা। ব্যাপারটার খারাপ দিক হচ্ছে, এই অপারেশনের কোন টাইম শিডিউল নেই। *লে গ্র্যাঁ শার্লি*কে কিছু করার আগেই তোমাকে ঐ গুপ্তঘাতককে খুঁজে বের করতে হবে। আমরা জানি না ঐ লোকটার নিজস্ব কোন টাইম-টেবল আছে কিনা। হতে পারে আগামীকাল সকালেই হবে, আবার একমাসেও না হতে পারে। তোমাকেই ধ'রে নিতে হবে তাকে কখন ধরা ঠিক হবে, অথবা তার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে হবে। সে কোথায় আছে সেটাও জানতে হবে। তারপর বাকি সব কিছু এ্যাকশন সার্ভিসের ছেলেরাই সামলাবে।"

"একদল ডাকাত," বিড়বিড় ক'রে লেবেল বললো।

"একদম ঠিক," খুব সহজ কণ্ঠে বোভোয়া বললো। "কিন্তু তাদেরকেও ব্যবহার করার দরকার আছে। আমরা 'চুল খাড়া' সময়ের মধ্যে আছি, প্রিয় ক্লদ। সাধারণ অপরাধের ক্রমবর্ধমান অবস্থার সাথে এখন যোগ হয়েছে রাজনৈতিক অপরাধ। কিছু একটা করতেই হবে। তারা তাদের কাজ করবে, আমরা আমাদেরটা। যাহোক চেষ্টা করো জ্যাকেলকে খুঁজতে।"

গাড়িটা কুয়ে দে অরফেব্রেজ পেরিয়ে পিজে'র সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো। দশমিনিট বাদে ক্লদ লেবেল তার অফিসে ফিরে আসলো। সে জানালাটা খুলে দিলো আর সামনে প্রবাহিত হওয়া নদী, যেটার বাম দিকে কুয়ে দে গ্রাঁ আগুস্তে অবস্থিত, সেখানে তাকালো। যদিও খুব দূরে, তবুও রেঁস্তোরার ডিনারের দৃশ্যগুলো, হাসি-ঠাট্টা আর গ্লাসের টুক-টাক আওয়াজের শব্দ শুনতে পেলো সে।

যদি সে অন্য ধরনের মানুষ হতো, তবে হয়তো তার মনে এমন ধারনা গেঁড়ে বসতো যে, নব্বই মিনিট আগে সে ইউরোপের সবচাইতে ক্ষমতাশালী পুলিশ হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে, প্রেসিডেন্ট কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তার সুযোগ সুবিধার অনুরোধের ব্যাপারে ভেটো দিতে পারবে না; সামরিক বাহিনীকেও ব্যবহার করতে পারবে সে, অবশ্য সেটা খুব গোপনে করতে হবে। তার আরো মনো হলো, তার ক্ষমতাটি নির্ভর করছে সফলতার উপড়; সফলতার মাধ্যমে সে তার পেশাগত জীবনে মুকুটের সম্মান পাবে। কিন্তু ব্যর্থতায় সে খানখান হ'য়ে যাবে, যেমনটা সেন ক্রেয়ার দ্য ভিল্লব্যঁ ইঙ্গিত করেছে।

যেহেতু সে যা, সে তা-ই, সেই কারনে এসব সে একদমই ভাবেনি। লেবেল খুব দুশ্চিন্তায় ছিলো, কিভাবে ফোনে এমিলিকে বোঝাবে যে, বাসায় ফেরার অনুমতি দেয়া না হ'লে সে বাসায় ফিরতে পারবে না। এ সময়ে দরজায় নক্ করার শব্দ শোনা গেলো।

ইন্সপেক্টর মালকন্তে এবং ফাভিয়ার লেবেলের অধীনে থাকা চারটা মামলার নথিপত্রগুলো নিতে আসলো। সে মালকন্তেকে যে দুটি মামলা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে অবগত করলো, আর বাকি দুটো মামলার ব্যাপারে ফাভিয়ারকে আধঘন্টা ধ'রে বৃফ করলো। তারা যখন চ'লে গেলো তখন দীর্ঘশ্বাস ফেললো লেবেল। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো আবার। এবার লুসিয়ে কারোন।

"আমি কমিশার বোভোয়ার কাছ থেকে ফোন পেয়ে এসেছি," সে বলতে শুরু করলো। "তিনি আমাকে আপনার কাছে রিপোর্ট করতে বলেছেন।"

"একদম ঠিক। নতুন কোন নোটিশ আসার আগ পর্যন্ত, তোমার সমস্ত নিয়মিত কাজকর্ম রদ ক'রে তোমাকে একটা বিশেষ কাজ দিচ্ছি। এই মূহূর্ত থেকে তুমি আমার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হলে।"

সে কারোনকে এই ব'লে আহ্লাদিত করতে চায়নি যে, সে একজন তরুন ইন্সফেক্টরকে তার ডান হাত হিসেবে চেয়েছে। ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলে সে তুলে নিয়ে শুনতে লাগলো।

"ঠিক," সে বললো, "বোভোয়া তোমার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র দিতে বলেছে। শুরু করার জন্য তুমি এটা প'ড়ে নাও।" যখন কারোন ডেস্কের সামনে চেয়ারে ব'সে রোল্যান্ডের

রিপোর্টটা পড়তে লাগলো তখন লেবেল তার ডেস্কের সমস্ত কাগজ-পত্র সরিয়ে সেগুলো একটা শেল্‌ফে ভ'রে রাখলো। অফিসটা ফ্রান্সের এ পর্যন্ত সবচাইতে বড় মানুষ শিকারের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে একদমই মানাচ্ছিলো না। কিন্তু এটাও সত্য, পুলিশ অফিসগুলোতে কখনই এর চেয়ে বেশি কিছু থাকে না।

লেবেলের অফিসটা বারো ফুট বাই চৌদ্দ ফুটের বেশি হবে না। দুটো জানালা দক্ষিণ দিকে, সেখান থেকে নদীর তীরে অবস্থিত সেন মিশেল বুলেভার্ড দেখা যায়। একটা জানালা দিয়ে গ্রীষ্মের রাতের উত্তপ্ত বাতাস ও শব্দ ভেসে আসে বাইরে থেকে। অফিসে দুটো ডেস্ক আছে। একটা লেবেলের জন্য, সেটা জানালার পাশে আর অন্যটি পূর্বদিকের দেয়ালের দিকে, সেটা সেক্রেটারির জন্য। দরজাটা জানালার বিপরীত দিকে।

দুটো ডেস্ক আর দুটো চেয়ার ছাড়া ঘরে রয়েছে একটা চেয়ার, একটা আর্ম চেয়ার। ছয়টা গ্রে রঙের ফাইল ক্যাবিনেট, পশ্চিম দিকের দেয়ালটা প্রায় ঢেকে দিয়েছে। সেই ক্যাবিনেট গুলোর উপরে আইনের বইগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। একটা বইয়ের শেল্‌ফও সেখানে আছে। পঞ্জিকা আর ফাইলে ভরা সেটা।

স্বরাস্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রতীক আর একটা ছবির ফ্রেম রয়েছে লেবেলের ডেস্কের উপর। ছবিটা প্রশস্ত আর দৃঢ়চেতা এক মহিলার, তিনি মাদাম এমিলি লেবেল, আর তার দু'সন্তান। একজন মেয়ে, চশমা পড়া, সহজ সরল, আর একজন ছেলের, অল্পবয়সী, দেখতে বাবার মতোন। কারোন পড়া শেষ ক'রে তার দিকে তাকালো।

"*মার্দে,*" সে বললো।

"তুমি যেমনটি বলেছো, *উনে এনরমে মার্দে,*" লেবেল জবাব দিলো। সে খুব একটা শক্ত ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না। পিজে'র বড় বড় কমিশারদের বেশির ভাগই তাদের ডাক নামে পরিচিত। যেমন, "*লো প্যাটরন*" অথবা "*লো ড্যু*"। ক্লদ লেবেল খুব সম্ভবত কখনই এক পেগের বেশি মদ খায় না, ধূমপান করে না অথবা দিব্যি দেয় না, আর তাকে দেখলেই তরুণ গোয়েন্দাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকের কথা মনে প'ড়ে যায়। তাই হোমিসাইড বিভাগ এবং পরবর্তীতে বৃগেড ক্রিমিনালে "*লো প্রফেসর*" হিসেবে পরিচিত। যদি সে খুব ভালো চোর-ছেচর ধরতে না পারতো, তবে সে একজন ভাঁড় হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত হতো।

"তা সত্ত্বেও," লেবেল ব'লে যেতে লাগলো, "আমি যখন তোমাকে খুটিনাটি সব ব'লে যাবো, তখন মন দিয়ে শুনবে। এটা হবে আমাদের শেষ সুযোগ।" ত্রিশ মিনিট ধ'রে সে কারোনকে ব'লে গেলো বিকেলের ঘটনাটা, রজার ফ্রে'র সাথে প্রেসিডেন্টের বৈঠক থেকে মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমের মিটিং, তাকে বোভোয়ার ডেকে পাঠানো, নতুন একটা অফিস বানানো, যা তারা এখন করছে জ্যাকেল নামের একজনকে ধরার জন্য, ইত্যাদি সব। কারোন চুপচাপ শুনে গেলো।

"*মঁ দ্যু,*" লেবেল বলা শেষ করলে সে বললো, "তারা আপনাকে আঁটিকে ফেলেছে।" সে কিছুক্ষণ ভাবলো তারপর চিফের দিকে একটু ঘাবড়ানো ভাব নিয়ে তাকালো। "মঁ কমিশার, আপনি কি জানেন, তারা এ কাজটা আপনাকে দিয়েছে, কেননা অন্য কেউ এটা

চায়নি? আপনি জানেন, ঐ লোকটাকে সময় মতো ধরতে না পারার ব্যর্থতার জন্য তারা আপনাকে কি করবে?"

লেবেল মাথা নাড়লো।

"হ্যা লুসিয়ে, আমি জানি। আমার কিছুই করার নেই। আমাকে কাজটা দিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন থেকেই আমাদেরকে কাজটা শুরু ক'রে দিতে হবে। এটা আমাদেরই করতে হবে।"

এ দুনিয়ার কোন জায়গা থেকে কাজটা শুরু করবো?"

"আমরা এটা মেনে নিয়ে শুরু করবো যে, আমাদের দু'জনকে ফ্রান্সের সবচাইতে বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে," লেবেল খুব উৎফুল্ল হ'য়ে জবাব দিলো। "সুতরাং, আমরা সেটা ব্যবহার করবো।

"শুরু ক'রে দাও ঐ ডেস্কটাতে ব'সে। একটা প্যাড আর নোট প্যাড নাও। আমার আগের সেক্রেটারিকে বদলি ক'রে দাও অথবা আর কোন নোটিশ দেয়ার আগপর্যন্ত পেইড লিভ দিয়ে দাও। কেউ যেনো এই গোপন ব্যাপারটা জানতে না পারে। তুমি আমার সেক্রেটারি এবং সহকারী হিসেবে থাকবে। একটা ক্যাম্প-বেড স্টোর থেকে দ্রুত যোগড় ক'রে এখানে আনো, বিছানা পাতো, বালিশও আনিয়ে নিয়ো। ধোয়ামোছা আর শেভ করার জিনিসও আনতে হবে। কফি, দুধ, চিনি ক্যান্টিন থেকে এখানে নিয়ে আসো। আমাদের প্রচুর কফির দরকার হবে।

"সুইচবোর্ডে গিয়ে বলো দশটা লাইন ছেড়ে দিতে আর একজন অপারেটরকে স্থায়ীভাবে এই অফিসে রেখে দিতে। তারা যদি তোমার কথা না শোনে, বোভোয়াকে বলো। আমার অন্য কোন অনুরোধের বেলায় সরাসরি ডিপার্টমেন্টের চিফের সাথে সরাসরি চ'লে যাবে, আমার কথা বলবে। সৌভাগ্যবশত, এই অফিসটা এখন অন্যান্য সার্ভিসের চেয়ে বেশি সুবিধা পাবে – সে রকম নির্দেশই দেয়া হয়েছে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে চিফ, আমি আজ রাতেই এগুলো করতে পারবো, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?"

"টেলিফোন সুইচবোর্ড। এই জায়গায় আমি একজন ভালো লোককে চাই। তাদের মধ্যে যে সেরা, তাকে। প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার বাড়িতে যাও, বোভোয়ার কথা বোলো।"

"ঠিক আছে। তাদের কাছ থেকে আমরা প্রথমে কি চাইবো?"

"আমি চাই, যতো দ্রুত সম্ভব, তারা যেনো সরাসরি সাতটা দেশের হোমিসাইড ডিভিশনের লোকজনদের সাথে যোগাযোগ করে। সৌভাগ্যবশত, তাদের বেশির ভাগকেই আমি ইন্টারপোলের শেষ মিটিংয়ের সময় থেকে চিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি চিনি ডেপুটি চিফকে। তুমি যদি চিফদের না পাও, ডেপুটিকে পাবার চেষ্টা কোরো।

"দেশ গুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, তার মানে ওয়াশিংটনের ডোমেস্টিক ইন্টেলিজেন্সের অফিস; বৃটেন, সহকারী কমিশনার (ক্রাইম), স্কটল্যান্ডইয়ার্ড; বেলজিয়াম; হল্যান্ড; ইতালি; পশ্চিম জার্মানি; দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের অফিসে কিংবা বাসায় খোঁজ নিও।

"তাদের সাথে একজন একজন ক'রে যোগাযোগ করার পর ইন্টারপোল কমিউনিকেশন্‌স রুমে আমার সাথে তাদের একটা টেলিফোন কলের ব্যবস্থা ক'রে রাখবে। সকাল সাতটা থেকে দশটার মধ্যে, বিশ মিনিট অন্তর অন্তর একেকটা কলের সময় ঠিক করবে। সময় পার্থক্যের কারনে, ভালো হয় আমেরিকানটার সাথে আগে করলে। ইন্টারপোল কমিউনিকেশন্‌স-এ যাও, প্রত্যেক হোমিসাইড চিফের সাথে কথা ব'লে সময়টা ঠিক ক'রে নাও। তারা যেনো তাদের নিজ নিজ কমিউনিকেশন্‌স রুম থেকে ফোনগুলো রিসিভ করে। কলটা পারসন টু পারসন হবে, ইউএইচএফ ফ্রিকোনয়েন্সিতে হতে হবে, আর অন্য কেউ যেনো তা'না শুনতে পায়। তাদেরকে এই ব'লে ইমপ্রেস কোরো যে, আমি যে কথাটা বলবো সেটা শুধুমাত্র তার জন্যই, আর সেটা শুধুমাত্র ফ্রান্সের টপ প্রায়োরিটিই নয় বরং খুব সম্ভবত তাদের নিজেদের দেশের জন্যও বটে। আমাকে সকাল ছ'টার মধ্যে সাতটা ফোন কলের পর্যায়ক্রমিক সময় ও নাম দিয়ে একটা লিস্ট তৈরী ক'রে দাও।"

কারোন কিছুটা হতবুদ্ধিকর হ'য়ে কয়েক পৃষ্ঠার নোটের দিকে চেয়ে রইলো।

"হ্যা, চিফ, বুঝতে পেরেছি। বন। আমি বরং কাজে নেমে পড়ি।" সে টেলিফোনটার দিকে গেলো। ক্লদ লেবেল অফিস থেকে বের হ'য়ে সিঁড়ির দিকে চ'লে গেলো। যখন সে নেমে যাচ্ছিলো, তখন দূরে অবস্থিত নটরডেমের ঘড়িটা মাঝরাতে বেজে উঠলো আর সেই সাথে ফ্রান্স ১২ই আগস্টে প্রবেশ করলো।

এগারো

কর্নেল রাউল সেন ক্রেয়ার ভিল্লর্ব্যা মাঝ রাতের ঠিক আগে বাড়িতে এসে পৌঁছালো। গত তিন ঘন্টা ধ'রে খুব নিখুঁতভাবে, সবিস্তারে, সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে বৈঠক হয়েছে তার বিবরণ টাইপ করেছে। এই বিবরণটা এলিসি প্রাসাদের সেক্রেটারি জেনারেলের ডেস্কে খুব সকালেই পৌঁছাতে হবে।

রিপোর্টটা করতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। দুটো খসড়া করার পর সে সন্তুষ্ট হয়েছে। তারপর খুব সাবধানে তৃতীয় অর্থাৎ চূড়ান্ত কপিটা টাইপ করেছে নিজের হাতে। টাইপ করার মতো বিশ্রী কাজ করতে গিয়ে তার মেজাজই খারাপ হয়ে গেলো। এসব কাজে সে খুব একটা অভ্যস্থও না। কিন্তু রিপোর্টের বিষয়বস্তু আর গুরুত্বের কারনেই তা করতে হয়েছে। ভাগ্য ভালো থাকলে সেক্রেটারি জেনারেল ওটা পড়ার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই প্রেসিডেন্টের টেবিলে চ'লে যাবে। রচনা শৈলিতে একটু বাড়তি যত্ন নিয়েছে সে, যাতে তার নিজের মতামতটা প্রকটভাবে ফুটে না ওঠে, আবার প্রচ্ছন্নভাবে লেখকের ভিন্নমতের ইঙ্গিতও যেনো বোঝা যায়। প্রচ্ছন্নভাবে সে বলার চেষ্টা করেছে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন একজন লোকের জীবন হুমকির মুখে, আর সেটা কি না দেয়া হয়েছে সাধারণ এক পুলিশ অফিসারকে, যার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে শুধু ছোটোখাটো অপরাধী পাকড়াও করা। সাধারণ মানের অপরাধীদের বিরুদ্ধেই তার যতো কর্মকাণ্ড।

এই তদন্তটি খুব বেশি দূর যেতে পারবে না, কাজটা মুখ থুবরে পড়বেই। এমনকি লোকটাকে লেবেল খুঁজেও পাবে না। কিন্তু লেবেলের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, কেউ একজন আগেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেছিলো।

তারচেয়েও বড় কথা, লেবেলকে সে একদমই গ্রাহ্য করেনি। ছোটোখাটো সাধারণ একজন মানুষ; তার সম্পর্কে এটাই তার ব্যক্তিগত ধারণা। "যোগ্যতার রেকর্ডের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই," রিপোর্টের শেষে সে উল্লেখ করলো, কারন ঘটনাচক্রে যদি লেবেল খুনিটাকে ধ'রেই ফেলে তবে এই কথাটা তার রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

নিজের হাতে লেখা প্রথম দুটি কপির ব্যাপারে সে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, তার নিজের জন্য সবচাইতে সুবিধাজনক অবস্থান হলো, লেবেলের নিয়োগের ব্যাপারে কোন বিরোধীতা না করা। যেহেতু মিটিংয়ের সবাই ব্যাপারটা একযোগে সমর্থন ক'রে ফেলেছে।

তাছাড়া সে যদি বিরোধীতা করে, তবে তাকে নির্দিষ্ট কারন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অন্যদিকে সে মনস্থির করলো, প্রেসিডেন্সিয়াল সেক্রেটারিয়েটের পক্ষ থেকে পুরো অপারেশনটা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে আর সর্বপ্রথম সে-ই ব্যর্থতার ব্যাপারে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে যে একজন অযোগ্য লোককে জড়িত করা হয়েছে সেটা বলতে পারবে।

সে ভাবলো, তাকে টেলিফোনে জানানো হয়েছে যে, মিটিংয়ের শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, মন্ত্রী সাহেব লেবেলকে প্রতিদিন তদন্ত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ব্যাপারটাতে লেবেল বিরক্ত হবে আর তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে নির্ঘাত। খবরটা সেন ক্লেয়ারকে আনন্দিত করলো। তার সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেলো। খুব অল্প হোমওয়ার্ক ক'রেই সে গোয়েন্দাকে সবার সামনে প্রাসঙ্গিক এবং যথার্থ প্রশ্ন ক'রে এটা বের ক'রে আনতে পারবে যে, এই তদন্তের ব্যাপারে প্রেসিডেন্সিয়াল সেক্রেটারিয়েট খুব ভালোভাবেই সজাগ আছে এবং ব্যাপারটার গুরুত্বও তারা বেশ ভালো ক'রে বোঝে। ব্যক্তিগতভাবে সে গুপ্তঘাতকের সফল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি দেখে না। তারচেয়ে বড় কথা, সে রকম কোন গুপ্তঘাতক যদি আদতে থেকে থাকে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে সেরা। তার কাজের একটি অংশ হলো প্রেসিডেন্টের জনসম্মুখে অংশগ্রহণ করা অনুষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা। সে জানে, কতোটা সুরক্ষিত প্রেসিডেন্ট, তাই একজন বিদেশী বন্দুকধারীর পক্ষে উচ্চমানের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করার ব্যাপারে তার ভয় ছিলো না বললেই চলে।

সে নিজের ফ্ল্যাটের সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেলো শোবার ঘর থেকে তার নতুন রক্ষিতার কণ্ঠ ভেসে আসছে।

"ডার্লিং তুমি?"

"হ্যাঁ, শেরি। অবশ্যই আমি। তুমি কি একা ছিলে?"

মেয়েটা শোবার ঘর থেকে দৌড়ে ছুটে এলো, পরনে তার চলচ্চিত্রের নায়িকাদের মতো কালো বেবি-ডল নাইটি। গলার দিকে কাজ করা আর নীচের দিকে লেস্ লাগানো। শোবার ঘরের ল্যাম্প থেকে একটা তীর্যক আলো এসে পড়েছে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে, সেই আলোতে তরুণী মেয়েটির শরীরের প্রতিটি বাঁক কালো ছায়ায় প্রস্ফুটিত হ'য়ে আছে। যখনই রাউল সেন ক্লেয়ার তার রক্ষীতাকে দেখে, তখনই সে অনুভব করে পরিতৃপ্তির, যে, মেয়েটা তার, আর কত গভীরভাবেই তার সাথে প্রেমে মত্ত।

মেয়েটা দু'হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধ'রে ঠোটে দীর্ঘ চুম্বন দিলো। সেও জবাব দিলো এক হাতে বৃফকেস এবং সান্ধ্যকালীন একটা পত্রিকা ধ'রে যতোটুকু পারা যায়।

"আসো," গলাটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললো,"বিছানয় চ'লে যাও, আমি আসছি।"মেয়েটা চ'লে যাবার সময় তার পাছায় চাপড় মারলো সে। মেয়েটা দৌড়ে গিয়ে বিছানায় ঝাঁপ দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিলো। একটা হাত মাথার পেছনে দিয়ে স্তন দুটো উঁচু ক'রে তুলে ধরলো।

সেন ক্লেয়ার ঘরে ঢুকে তাকে এভাবে দেখে সন্তুষ্ট হলো। মেয়েটা তার দিকে কামুক দৃষ্টিতে তাকালো।

প্রায় এক পক্ষকাল একত্রে বসবাস ক'রে মেয়েটা বুঝতে পেরেছে যে, শুধু মাত্র হৈ-চৈ ক'রে কামজ ইঙ্গিত করলেই রাজসিক জিনিসটা জেগে উঠবে। মনে মনে জ্যাকুলিন তাকে প্রথম দিন থেকেই ঘৃণা করে। কিন্তু সে এটাও বুঝে গেছে যে, লোকটার পৌরুষের যে ঘাটতি আছে তা সে পুষিয়ে নেয় বাকপটুতায়, বিশেষ ক'রে এলিসি প্রাসাদে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অবস্থানের ব্যাপারে কথা ব'লে।

"জলদি," মেয়েটা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো, "আমি তোমাকে চাই"।

সেন ক্রেয়ার খুবই নির্ভেজাল পরিতৃপ্তির হাসি দিয়ে জুতা খুলে ফেললো। সেগুলো বিছানার এক পাশে সরিয়ে রেখে জ্যাকেটটা খুললো। জ্যাকেটের পকেট থেকে জিনিস-পত্র বের ক'রে টেবিলের উপর রাখলো। অবশেষে প্যান্টটাও খুলে ফেললো। সেটা খুবই সুন্দর ক'রে ভাঁজ ক'রে আলনার উপর রেখে দিলো। শার্টের নিচে তার সরু পা দুটো দেখে মনে হয়, চিকন কোন লাঠি।

"কিসে তুমি ব্যস্ত ছিলে এতোক্ষণ?" জ্যাকুলিন জিজ্ঞেস করলো। "আমি কতোকাল ধ'রে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি।"

সেন ক্রেয়ার তার মাথাটা খুব বিষণ্নভাবে নাড়লো।

"তুমি তোমার মাথা ঘামাও এমন কোন ব্যাপারে নিশ্চয় না, প্রিয়তমা।"

"ওহ্‌, তুমি আমাকে বলবে না।" মেয়েটা তার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটু ভাঁজ ক'রে কৃত্রিম অভিমানের ভাব করলো। সে তার আঙুল দিয়ে এলিয়ে পড়া ঘাড়ের চুলগুলো সরিয়ে দিলো। মেয়েটার পুরো পাছা আর গোপনাঙ্গ নাইটিটা স'রে যাওয়াতে উন্মুক্ত হ'য়ে গেলো। আরো পাঁচ মিনিট পর সে বিছানার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে গেলো। সেন ক্রেয়ার পায়জামাটার ফিতা খুলে ফেলে বিছানায় গিয়ে মেয়েটারে পাশে শুয়ে পড়লো। পেছন থেকে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধ'রে একটা হাত কোমরের নীচ দিয়ে পাছাটা পেঁচিয়ে ধরলো।

"তাহলে, ব্যাপারটা কি ছিলো?"

"কিছু না।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি ওটা করতে চাইছো।"

"তুমি তো আমাকে ব্যাখ্যা করলে না। আমি তোমার অফিসে ফোন করতে পারি না। এখানে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, উদ্বিগ্ন হয়েছি, মনে হচ্ছিলো, তোমার হয়তো কিছু একটা হয়েছে। তুমি কখনও এর আগে ফোন না ক'রে এতো দেরি করোনি।"

মেয়েটা ঘুরে তার চোখের দিকে তাকালো। কনুইর উপর ভর দিয়ে সেন ক্রেয়ার তার ডান হাতটা নাইটির ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে একটা স্তন মর্দন করতে শুরু করলো।

"দ্যাখো ডার্লিং, আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। একটা সমস্যা হ'য়ে গেছে, তাই চ'লে আসার আগেই সেটা সমাধান ক'রে আসতে হয়েছে। আমি ফোন করতাম, কিন্তু আশেপাশে অনেক লোকজন ছিলো। তাদের অনেকেই জানে আমার বউ এখন অন্য জায়গায় আছে। তাই ফোন করাটা অস্বাভাবিক ছিলো। মেয়েটা তার একটা হাত সেন ক্রেয়ারের পাজামার ভেতরে ঢুকিয়ে লিঙ্গটা ধ'রে ফেললো। বুড়োটার শরীরে একটা শিহরণ ব'য়ে গেলো।

"এমন বড় কিছু থাকতে পারে না ডার্লিং, যে, তুমি আমাকে সেটা জানাতে পারো না। আমি সারা রাত উদ্বিগ্ন ছিলাম।"

"উদ্বিগ্ন হবার কোন দরকার নেই আর। *সুঁয়ে মোঁয়ে*, তুমি জানো আমি সেটা পছন্দ করি।"

মেয়েটা হাসলো। অন্য হাতটা দিয়ে তার মাথাটা ধ'রে কানের কাছে নিয়ে আসলো।

"না, তোমার ওটা এরকম আশা করতে পারে না। কোনভাবেই না।" মেয়েটা ধীরে ধীরে ঐ জিনিসটা মোচ্‌রাতে মোচ্‌রাতে মৃদু তিরস্কার করতে লাগলো। কর্নেলের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বেড়ে গেলো। সে চুমু খেতে খেতে একটা স্তন মর্দন করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্তনের বোটাটা এতোটাই শক্ত হ'য়ে গেলো যে, মেয়েটার শরীর মোচ্‌রাতে লাগলো।

"*সুঁয়ে মোঁয়ে*," সে ফিস্ ফিস্ ক'রে উঠলো। মেয়েটার একটা হাত ঐ জায়গাটা থেকে স'রে পাজামার গিট্‌টা খুলতে শুরু করলো। রাউল সেন ক্রেয়ার দেখতে পেলো মেয়েটার বাদামী চুলগুলো তার পেটের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। একটু পেছনে হেলান দিয়ে আনন্দের ধ্বনি উচ্চারণ করলো সে।

"মনে হচ্ছে ওএএস এখনও প্রেসিডেন্টের পিছু ছাড়েনি।" সে বললো, "ষড়যন্ত্রটা আজ বিকেলেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আর সেটা সামালও দেয়া হয়েছে। এজন্যেই আমি আঁটকে ছিলাম।"

একটা 'টুপ' ক'রে শব্দ হলো। জ্যাকুলিন তার মাথাটা একটু এগিয়ে নিয়ে এসে বললো।

"আরে তাও কি হয়, ওরাতো অনেক আগেই শেষ হ'য়ে গেছে।" মেয়েটা আবার তার কাজে ফিরে গেলো।

"শেষ হয়েছে না ছাই। এখন ওরা প্রেসিডেন্টকে খুন করতে বিদেশী ঘাতক ভাড়া করেছে। আহ্, কামড় দিয়ো না।" আধঘন্টা বাদে কর্নেল রাউল সেন ক্রেয়ার দ্য ভিল্লর্বাঁ ঘুমিয়ে পড়লো। চেহারাটার অর্ধেক বালিশের মধ্যে ডুবে গেছে। হালকা নাকও ডাকছে। তার পাশে তার রক্ষীতা অন্ধকার ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। জানালার একটা ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্প থেকে হালকা আলো ঘরে এসে পড়েছে।

মেয়েটার যে অভিজ্ঞতা হলো তাতে সে হতবাক হয়ে গেলো। যদিও সে আগের কোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও জানে না। সে কাওয়ালস্কির স্বীকারোক্তির গুরুত্বটা বুঝতে পারছে।

ঘড়ির কাটা দুটো বাজার আগ পর্যন্ত মরার মতো প'ড়ে রইলো অনেকক্ষণ। তার পর ঘড়ির কাটা যখন ঠিক রাত দুটায় আসলো তখন বিছানা থেকে উঠে শোবার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোন প্লাগটা টেনে খুলে ফেললো।

দরজার দিকে হেঁটে যাবার আগে মেয়েটা কর্নেলের কাছে এসে দেখে নিলো সে ঘুমাচ্ছে কিনা। কর্নেল তখনও নাক ডেকে চলছে।

শোবার ঘর থেকে বের হ'য়ে সে ঘরের দরজাটা খুব আস্তে ক'রে বন্ধ করলো। বসার ঘরটা অতিক্রম ক'রে হল ঘরে চ'লে গেলো। হল ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো সে। হল ঘরের টেবিলে রাখা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটা নম্বরে ডায়াল করলো। ঘুম ঘুম

একটা কণ্ঠের জবাব আসার আগে কয়েক মিনিট নীরবতা ছিলো। মেয়েটা বিরামহীন দু'মিনিট ধ'রে ব'লে গেলো। কথা বলা শেষ হবার পর ওপর পাশ থেকে ধন্যবাদ পেলে ফোনটা রেখে দিয়ে আবার আবার বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করলো।

সেই রাতে প্যারিস থেকে টেলিফোন গেলো ইউরোপের পাঁচটা দেশে, আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেইসব দেশের ক্রাইম চিফরা প্যারিস থেকে ফোন পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো অথবা বলা ভালো বিরক্ত হলো। বেশিরভাগই ত্যাক্ত-বিরক্ত আর ঘুম-ঘুম অবস্থায় ছিলো। পশ্চিম ইউরোপের সময়টা ঠিক ফ্রান্সের সময়ের মতোই ছিলো। রাত একটার দিকে। ফোনটা যখন প্যারিস থেকে করা হলো, ওয়াশিংটনের সময় তখন রাত ন'টা। এফবিআই'র প্রধান তখন ডিনার পার্টিতে ছিলো। তাকে পাওয়ার জন্য কারোন তিনবার চেষ্টা করেছিলো। তারপর তাদের মধ্যেকার সংলাপটা অতিথিদের কোলাহল আর গ্লাসের টুং টাং শব্দে হারিয়ে গেলো। পাশের ঘরেই পার্টি হচ্ছিলো। তার মধ্যেই টেলিফোনে তারা কথা বললো। এফবিআই প্রধান রাজী হলো যে, প্যারিসের সময় সকাল আটটার দিকে কমিনিউকেশন রুমে সে কমিশার লেবেলের ফোনের জন্য অপেক্ষা করবে।

বেলজিয়াম, ইটালিয়ান, জার্মান এবং ডাচ্ পুলিশের ক্রাইম চিফ'রা দেখা গেলো সবাই খুব ভালো পারিবারিক মানুষ। তাড়াতাড়িই বাড়িতে ফেরেন। প্রত্যেককেই কারোন টেলিফোন ক'রে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফোন কলের ব্যবস্থা ক'রে ফেললো। কারোন এও বললো যে, ফোন কলটা খুবই জরুরি এবং সেটা হবে খুব একান্তে। অন্য কেউ যেনো সেখানে না থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্যান রুই ছিলো শহরের বাইরে, আর সে হেড অফিসে সূর্য ওঠার আগে এসে পৌছাতে পারবে না, তাই কারোন তার ডেপুটি এন্ডারসনের সাথে কথা বললো।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার (ক্রাইম) এনথনি মলিনসনের কাছে ফোনটা করা হলো তার বেক্সলির বাড়িতে, চারটা বাজার একটু আগে। সে খুবই বিরক্ত হ'য়ে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে বিছানার পাশে রাখা ফোনটা ধরলো। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো "মলিনসন বলছি।"

"মিঃ এনথনি মলিনসন?" কণ্ঠটা প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ বলছি।" শরীরে জড়ানো চাদরটা সরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলো সে।

"আমার নাম ইন্সপেক্টর লুসিয়ে কারোন, ফ্রান্সের সুরেট ন্যাশনাল থেকে বলছি। আমি কমিশার ক্লদ লেবেলের পক্ষ থেকে আপনাকে ফোন করছি।"

কণ্ঠটা খুব ভালোই বলছে, কিন্তু বেশ শক্ত ইংরেজি বলে। শব্দও খুব পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। অবশ্যই লাইনগুলো বেশী ব্যস্ত ছিলো না। মলিনসন ভুরু কোচ্‌কালো। গদর্ভগুলো কেন ভদ্র একটা সময়ে ফোন করতে পারে না?

"হ্যাঁ।"

"আমার মনে হয় আপনি কমিশার লেবেলকে চেনেন, মিঃ মলিনসন?"

মলিনসন কয়েক মূহুর্ত ভাবলো। লেবেল? ওহ্ হ্যাঁ, ছোটোখাটো লোকটা, পিজে'র হোমিসাইড বিভাগের প্রধান ছিলো। দেখতে আহামরি কিছু না, কিন্তু তার রেকর্ড খুব

ভালো। দু'বছর আগে এক ইংরেজ পর্যটকের হত্যার তদন্তে খুব সাহায্য করেছিলো সে। যদি খুনিকে ধরতে না পারতো, তবে প্রেসের কাছে খুব হেনস্তা হতে হতো তাদের।

"হ্যাঁ, আমি কমিশার লেবেলকে চিনি।" ফোনে সে বললো, "কি ব্যাপার বলুন তো?"

পাশে তার বউ লিলি শুয়ে আছে, ফোনের কথাবার্তায় সে বিরক্ত হলো।

"খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি একটা ব্যাপারে, খুবই বিচক্ষণতারও প্রয়োজন রয়েছে। আমি এই কেসের ব্যাপারে কমিশার লেবেলকে সাহায্য করছি। এই কেসটা খুবই অন্য ধরণের। কমিশার আপনাকে আজ সকাল ন'টা বাজে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কমিউনিকেশন রুমে একটা ফোন করতে চায়, খুবই একান্তে, শুধুই আপনার সাথে। আপনি কি দয়া ক'রে ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত থেকে ফোনটা রিসিভ করতে পারবেন?"

মলিনসন কয়েক মুহূর্ত ভাবলো।

"পুলিশ ফোর্সগুলোর সাথে রুটিন মাফিক সহযোগিতার ব্যাপার কি এটা?" সে জিজ্ঞেস করলো। যদি সেটা ওরকম কিছু হয় তবে ওরা ইন্টারপোলের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারতো। ন'টাবাজে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড খুব ব্যস্ত থাকে।

"না, মিঃ মলিনসন, এটা সেকরম কিছু নয়। এটা আপনার কাছে করা কমিশার লেবেলের একটা ব্যক্তিগত সাহায্য চাওয়ার কাজ। আর এই কাজটা হয়তো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কোন প্রভাব পড়বে না। সেজন্যেই আনুষ্ঠানিক কোন অনুরোধ করা হচ্ছে না।"

মলিসন ব্যাপারটা ভাবলো। স্বভাবে সে খুব সতর্ক একজন মানুষ, আর বিদেশী পুলিশ বাহিনীর কোন গোপন সাহায্যের অনুরোধে সে জড়াতে চায় না। যদি কোন অপরাধ ঘ'টে থাকে, অথবা কোন অপরাধী বৃটেনে পালিয়ে আসে, তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কেন এতো গোপনীয়তা?

"ঠিক আছে, ন'টা বাজে আমি কলটা নিচ্ছি।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিঃ মলিনসন।"

"গুডনাইট।" মলিনসন রিসিভারটা নামিয়ে রেখে এলার্মটা সাতটার পরিবর্তে সাড়ে ছ'টায় সেট ক'রে ঘুমাতে চেষ্টা করলো।

যখন প্যারিসের সবাই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে আছে তখন ছোট্ট ভ্যাপ্‌সা গন্ধযুক্ত একটা ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে মধ্যবয়স্ক একজন স্কুল শিক্ষক ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলো। তার চার পাশের দৃশ্যগুলো খুবই এলোমেলো, অগোছালো। বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং অনেক কাগজ-পত্র বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে টেবিল, চেয়ার, সোফা এমন কি বিছানার চাদরের উপরও। ঘরের এক কোণে একটা সিংকে আধোয়া বাসন-পত্র ঠাসা।

ঘরের অপরিচ্ছন্ন অবস্থার জন্য তার ঘুম আসছিলো না তা নয়। এরকমভাবে থাকা এখন তার অভ্যেস হয়ে গেছে। *সিদিবেল* আব্বাসে যখন সে প্রধান শিক্ষক ছিলো তখন থাকতো চমৎকার একটা বাড়িতে, আর সেই সাথে দু'জন কাজের লোকও ছিলো। কিন্তু সেই চাকরী থেকে বরখাস্ত হবার পর থেকেই তার এই হাল। এই অবস্থা তার জন্যে সহনীয় হ'য়ে গেছে। তার সমস্যা আসলে অন্য জায়গায়।

পশ্চিমাঞ্চলের উপশহরটাতে ভোর হবার সাথে সাথেই সে শেষ পর্যন্ত ব'সে প'ড়ে একটা সংবাদপত্র হাতে তুলে নিলো। তার চোখ বিদেশী সংবাদ বিভাগের পাতায় আরেকবার ছুটে গেলো। সেটার শিরোনামঃ "ওএএস'র নেতারা রোমের হোটেলে অবস্থান করছে।" শেষবারের মতো খবরটা প'ড়ে নিয়ে সে মনস্থির ক'রে ফেললো। ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেটটা প'রে ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে পড়লো।

একটা ট্যাক্সি ধ'রে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো গার দু নর্দে যেতে। যদিও ট্যাক্সিটা তাকে স্টেশনের বাইরে ছেড়ে দিলো, সে হেঁটেই বাকি পথটা গেলো। রাস্তাটা পার হ'য়ে স্টেশনটা পাশ কাটিয়ে সারারাত চলে এমন একটা ক্যাফেতে ঢুকে পড়লো।

এককাপ কফি এবং টেলিফোন করার জন্য একটা মেটাল ডিস্কের অর্ডার দিলো সে। কফিটা কাউন্টারে রেখেই ক্যাফের পেছনে ফোন করতে চ'লে গেলো। ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জে ফোন ক'রে রোমের একটা হোটেলের নাম্বার বললো। ষাট সেকেন্ডের মধ্যেই সে লাইনটা পেয়ে গেলো। এর পর রিসিভারটা রেখে ক্যাফে থেকে চলে গেলো।

ক্যাফে থেকে একশ মিটার দূরে, রাস্তার পাশে আরেকটা টেলিফোন বুথে গিয়ে সে ফোন করলো। এবার কাছের একটা নৈশ ডাকঘরে লাইন চাইলো। সেখানে আন্তর্জাতিক ফোন করা যায়।

ডাকঘরে সে একটা নাম্বার দিলো, নামবিহীন রোমের একটা হোটেলের নাম্বার। বিশ মিনিট উদ্বিগ্ন হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে অবশেষে লাইন পেলো।

"আমি সিগনর পয়টিয়ারের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।" অপর প্রান্তের ইতালীয় কণ্ঠটাকে বললো।

"*সিগনর চে?*" কণ্ঠটা জিজ্ঞেস করলো।

"*এল সিগনর ফ্রান্সেস*। পয়টিয়ার। পয়টিয়ার...."

"*চে?*" কণ্ঠটা বারবার বলতে লাগলো।

"*ফ্রান্সেস, ফ্রান্সেস ....*" প্যারিস থেকে বলা হলো।

"*আহ্, সি, ইল সিগনর ফ্রান্সেস। উঁ মোমেন্তো, পার ফাভোরে....*"

কয়েকবার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ হলো, তারপর একটা ক্লান্ত কণ্ঠ ফরাসিতে জবাব দিলো।

"ওয়ে...."

"শোনো," প্যারিস থেকে খুব তাড়া দিয়ে বললো। "আমার হাতে বেশি সময় নেই। একটা পেন্সিল নিয়ে এসো, আমি যা বলি তা লিখে রাখো। শুরু করলাম। পয়টিয়ারকে ভাল্মি। জ্যাকেল চাউর হয়ে গেছে। আবার বলছি। জ্যাকেল চাউর হয়ে গেছে। কাওয়ালস্কি ধরা পড়েছে। মরার আগে *গীত* গেয়ে গেছে। শেষ। লিখেছো?"

"ওয়ে," কণ্ঠটা বললো। "আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ভাল্মি রিসিভারটা জায়গামতো রেখে খুব দ্রুত বিল পরিশোধ ক'রে ওখান থেকে চ'লে গেলো। এক মিনিটের মধ্যেই সে স্টেশনের জনস্রোতের মধ্যে হারিয়ে গেলো। সূর্যটা দিগন্তের উপড়ে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসকে উত্তপ্ত করতে লাগলো। ভাল্মি উধাও হবার দু'মিনিট পর একটা গাড়ি ডাকঘরের বাইরে ছুটে এলো। ডিএসটি'র দুজন লোক খুব দ্রুত

ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারা সুইচবোর্ড অপারেটরের কাছ থেকে বর্ণনা শুনে নিলো, কিন্তু যে কোন লোকের বর্ণনাই এ রকম হয়।

রোমে মার্ক রদিনকে নীচের তলায় সারারাত ডিউটি করা লোকটা ঘুম থেকে উঠালো ৭-৫৫ তে। সে খুব জলদি উঠে পড়লো। বিছানা থেকে অর্ধেক নেমে গিয়ে বালিশের নীচ থেকে পিস্তলটা বের ক'রে নিলো। কিন্তু যখন দেখলো তার সামনে দাঁড়ানো সাবেক এক লিজিওনেয়ার তখন স্বস্তি বোধ করলো। বিছানার পাশে টেবিলটা এক ঝলক দেখে সে বুঝতে পারলো যে, ঘুমের মধ্যে যেভাবেই হোক একটু পাশে স'রে গিয়েছিলো। গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলে কয়েক বছর কাটানোর পরে, খুব সকালে ওঠার অভ্যাস তার হয়ে গিয়েছিলো। আর রোমের আগস্টের সূর্য ইতিমধ্যেই ছাদের উপড়ে উঠে গেছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কর্মহীন থাকা, সন্ধ্যার সময়গুলো কাসন আর মন্তক্রেয়ারের সাথে পিকেট খেলে কাটানো, বেশি বেশি লাল মদ খাওয়া, কোন ধরণের ব্যায়াম না করা, এসব কিছুই তাকে অলস আর ঘুমকাতুরে ক'রে ফেলেছে।

"একটা ম্যাসেজ মঁ কর্নেল। এইমাত্র একজন ফোন ক'রে জানালো। মনে হচ্ছে খুব তাড়া আছে।"

লিজিওনেয়ার ভাল্মির বক্তব্য লেখা একটা কাগজের টুকরো তাকে দিলো। রদিন ম্যাসেজটা পুরোপুরি একবার পড়লো, তারপর বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো। তার কোমরে একটা সুতির চাঁদর পেঁচানো। প্রাচ্যের এই অভ্যাসটা তার হয়ে গেছে। সে আবার মেসেজটা পড়লো।

"ঠিক আছে। তুমি যাও।"

লিজিওনেয়ার ঘর থেকে বের হয়ে নীচে চ'লে গেলো।

রদিন কয়েক সেকেন্ড ধ'রে নীরবে আর তীব্রভাবে ব্যাপারটা অনুভব করলো। হাতের কাগজটা মুঠি ক'রে ধরলো।

"উফ্, কাওয়ালস্কি।"

কাওয়ালস্কি উধাও হবার পর প্রথম দু'দিন সে ভেবেছিলো লোকটা বোধহয় দলত্যাগী হয়েছে। ক্রমাগত ব্যর্থতা, ধরা পড়া আর শার্ল দ্য গলকে হত্যা করতে না পারা, অর্থাৎ ক্ষমতায় যেতে না পারার জন্য অনেকেই স'রে পড়েছে। যদিও তার ধারণা ছিলো, শেষ পর্যন্ত কাওয়ালস্কি তার অনুগতই থাকবে। এখন এই মেসেজে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, কাওয়ালস্কির এমন কোন অব্যাখ্যাত জরুরি কাজ ছিলো, যার জন্য তাকে ফ্রান্সে যেতেই হয়েছিলো। অথবা তাকে ইতালিতেই পাকরাও ক'রে অপহরণ করা হয়েছে। এখন এটা মনে হচ্ছে যে, সে ওদের সব ব'লে দিয়েছে, অবশ্যই প্রচণ্ড চাপের মধ্যেই।

রদিন খুব তীব্রভাবেই তার কর্মচারীর মৃত্যুতে শোকাহত হলো। একজন লড়াকু যোদ্ধা আর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে তার যে সুনাম অর্জিত হয়েছে, সেটার মূল ভিত্তি ছিলো নিজের লোকদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ আর সীমাহীন প্রীতি। মিলিটারি তাত্ত্বিকদের অনুমানের চেয়েও তার প্রতি লড়াকু সৈনিকদের আনুগত্য বেশি ছিলো। এজন্যে এখন কাওয়ালস্কি মারা গেছে আর তার চ'লে যাবার ব্যাপারে খুব কম অস্পষ্টতাই তার রয়েছে।

এখন, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো তাদের কাছে কাওয়ালস্কি কি ব'লে গেছে, সেটা জানা। ভিয়েনার বৈঠকটি, হোটেলের নাম, সবটাই। বৈঠকের তিনজন ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে এসডিইসিই'র ভালোই জানা আছে। এগুলো তাদের কাছে কোন খবরই না। কিন্তু কাওয়ালস্কি জ্যাকেল সম্পর্কে কি জানতো? সে দরজায় আড়ি পেতে কিছু শোনেনি, এটা একেবারেই নিশ্চিত। সে ওদের বলতে পেরেছে যে, একজন লম্বা, সোনালী চুলের বিদেশী তাদের তিনজনের সাথে দেখা করেছে। এটাও তো কোন খবর হতে পারে না। এ ধরণের একজন বিদেশী হতে পারে একজন অস্ত্র বিক্রেতা, অথবা টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে এমন কোন পৃষ্ঠপোষক। তার সামনে কোন নাম-টাম, কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

কিন্তু ভালমির মেসেজে উল্লেখ করা হয়েছে জ্যাকেল ছদ্ম নামটি। কিভাবে? কাওয়ালস্কি এটা কিভাবে জানতে পারলো?

রদিন সেদিনের ঘটনাটা মনে করতে শুরু করলো। সে দরজার বাইরে ইংরেজটার সাথে দাঁড়িয়ে ছিলো। ভিক্টর ছিলো তাদের থেকে কয়েক হাত দূরে, করিডোরে। রদিন তখন কি বলেছিলো? "*বঁজুখ, মঁসিয়ে শ্যাকাল*!" অবশ্যই, "হায়রে!" অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো সে।

ব্যাপারটা আবার ভাবলো রদিন। সে বুঝতে পারলো, কাওয়ালস্কি কখনও খুনির আসল নামটি শুনেনি। শুধু সে, মন্তক্লেয়ার আর কাসন সেটা জানতো। ভালমি ঠিকই লিখেছে। এসডিসিই'র হাতে ধরা প'ড়ে কাওয়ালস্কির জবানবন্দী পুরো ব্যাপারটা এতোটাই উন্মোচিত ক'রে ফেলেছে যে, সেটা ক্ষতিপূরণের যোগ্য নয়। তারা হোটেলে গেছে নিশ্চিত, সম্ভবত হোটেলের ডেস্কের কেরাণীর সাথে কথাও বলেছে। তারা একজন লোকের চেহারা এবং শারীরিক গঠন সম্পর্কে জেনে গেছে। জেনে গেছে ছদ্ম নামটিও। কোন সন্দেহ নেই তারা অনুমান ক'রে ফেলেছে, যা কাওয়ালস্কিও অনুমান করেছিলো – সোনালী চুলের লোকটা একজন খুনি। এরপর থেকে দ্য গলের চারপাশের নিরাপত্তার জাল আরো নিশছিদ্র হ'য়ে যাবে। তার সমস্ত মিটিং, জনসভা বন্ধ ক'রে দেয়া হবে। তার প্রাসাদের সবগুলো প্রবেশ পথ সিল করা হবে, যাতে কোন ঘাতক একদমই সুযোগ না পায়। ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। অপারেশনটা জানাজানি হয়ে গেছে। জ্যাকেলকে ফিরে আসতে বলতে হবে। টাকাগুলো ফিরিয়ে দেয়ার জন্য চাপ দিতে হবে।

একটা জিনিস খুব দ্রুত ঠিক করতে হবে। জ্যাকেলকে অবশ্যই খুব দ্রুত অপারেশন স্থগিত করতে হবে। রদিন একজন কমান্ডিং অফিসার হিসেবে এমন কোন মিশনে তার লোককে পাঠাতে পারে না, যেখানে সফলতা একেবারেই অসম্ভব।

সে তার দেহরক্ষীকে ডেকে পাঠালো। কাওয়ালস্কি চ'লে যাবার পর তাকে ঐ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দেহরক্ষীকে সে বুঝিয়ে বললো যে, তাকে ডাকঘরে গিয়ে একটা ফোন করতে হবে। পুরো ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো।

ন'টার দিকে দেহরক্ষীটি ডাকঘরে গিয়ে লন্ডনে একটা ফোন করতে চাইলো। বিশ মিনিট লাগলো টেলিফোনটার লাইন পেতে। সুইচ বোর্ডের অপারেটর তাকে ঈশারা ক'রে একটা কেবিনে যেতে বললো, যাতে ওখান থেকে সে ফোনে কথা বলে। ফোনে সে শুধু রিং হবার শব্দই শুনতে পেলো। একটু বিরতি, আবার রিং হবার শব্দ।

জ্যাকেল সেই সকালে একটু আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে ছিলো। তাকে অনেক কিছুই করতে হবে। আগের দিন সন্ধ্যায়ই সে তিনটা প্রধান সুটকেসে যাবতীয় জিনিসপত্র ভ'রে রেখেছিলো। শুধুমাত্র হাত ব্যাগটাতে প্রয়োজনীয় শেভ করার জিনিসগুলো ভরা বাকি ছিলো। হাতব্যাগটাতে বাকি জিনিসগুলো ভ'রে সে চারটা ব্যাগই দরজার পাশে রেখে দিলো।

সকালের নাস্তাটা খুব দ্রুত খেয়ে নিলো। ডিম ভাজা, কমলার জুস এবং কফি, এই ছিলো তার নাস্তা। ছোট ফ্ল্যাটটার একটা রান্না ঘরের টেবিলে ব'সেই খাওয়া-দাওয়া সারলো। একজন পরিচ্ছন্ন এবং নিয়মতান্ত্রিক মানুষ হিসেবে সে বেঁচে যাওয়া দুধগুলো সিঙ্কে ফেলে দিলো, দুটো ডিমও ভেঙে সিংকে ফেললো। কমলার জুসগুলো পান ক'রে সেটার ক্যানটা বাস্কেটে ফেলে দিলো। বাকি রুটি, ডিম, কফির প্যাকেট সবই ফেলে দেয়া হলো। তার অনুপস্থিতিতে যাতে কিছুই প'চে না যায়, সেজন্য কিছুই রাখা হলো না।

সবশেষে পোশাক প'ড়ে নিলো। বেছে নিলো পাতলা সিল্কের সোয়েটার, ধূসর রঙের সুট, যার পকেটে ডুগান নামের কিছু কাগজ-পত্র আর একশত পাউন্ড নগদ টাকা রয়েছে। ধূসর রঙের মোজা, কালো মোকাসিন জুতা, সেই সাথে পুরো জিনিসগুলোর সাথে মিলিয়ে একটা কালো সানগ্লাস। ৯-১৫ মিনিটে সে তার লাগেজগুলো দু'হাতে নিয়ে ফ্ল্যাটের সেল্ফ-লকিং দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। এড্যাম মিউজ থেকে দক্ষিণ অডলে স্ট্রিটে যেতে অল্পই হাটতে হয়। সেখান থেকে সে একটা ট্যাক্সি ধ'রে ফেললো।

"লন্ডন বিমান বন্দর, দুই নাম্বার বিল্ডিং।" ড্রাইভারকে সে বললো।

ট্যাক্সিটা যখন ছুটতে শুরু করলো, তখন তার ফ্ল্যাটের ফোনটা বাজতে লাগলো।

দশটার দিকে লিজিওনেয়ার ডাকঘর থেকে ভায়াকনদোত্তির হোটেলে ফিরে এসে রদিনকে জানালো যে, সে ত্রিশ মিনিট ধ'রে চেষ্টা ক'রেও লন্ডনের ফোন নাম্বারে কোন জবাব পায়নি।

"ব্যাপারটা কি?" কাসন জিজ্ঞেস করলো। লিজিওনেয়ার রদিনের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা ক'রে চ'লে গেলো পাহাড়া দিতে। ওএএস'র দু'জন নেতা সুটের ড্রইং রুমে ব'সে ছিলো। রদিন তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে কাসনের হাতে দিলো। কাসন সেটা প'ড়ে মন্তক্রেয়ারের কাছে দিয়ে দিলো। শেষে দু'জনেই তাদের নেতার দিকে উত্তরের আশায় তাকালো। কোন জবাব এলো না। রদিন জানালার মুখোমুখি ব'সে ছিলো, তার দৃষ্টি ছিলো বাইরে, ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিলো সে।

"এটা কখন এলো?" কাসন জিজ্ঞেস করলো।

"আজ সকালে," ছোট্ট ক'রে রদিন জবাব দিলো।

"তাকে আপনার থামাতেই হবে," মন্তক্রেয়ার প্রতিবাদ ক'রে বললো। "তারা তাকে ধরার জন্য ফ্রান্সের অর্ধেক চষে বেড়াবে।"

"তারা ফ্রান্সের অর্ধেক চষে বেড়াবে একজন সোনালী চুলের বিদেশীকে ধরার জন্য," রদিন খুব শান্তভাবে বললো। "আগস্টে ফ্রান্সে এক মিলিয়ন পর্যটক আসে। আমরা যা জানি, তাদের কোন নাম থাকে না, পাসপোর্ট থাকে না। একজন পেশাদার হবার কারনে সে ভূয়া

পাসপোর্টই ব্যবহার করবে। তাকে ধরাটা খুব সহজ কাজ না। সে যদি ভাল্‌মিকে ফোন করে তবে হয়তো সতর্ক হ'য়ে যাবে। আর তখন ওখান থেকে সে বের হয়ে যেতে পারবে।"

"যদি সে ভাল্‌মিকে ফোন করে, তবে তাকে অবশ্যই বলা হবে অপারেশনটা স্থগিত করতে," মন্তক্রেয়ার বললো। "ভাল্‌মি তাকে আদেশ করবে।"

রদিন মাথা নাড়লো।

"এই কাজ করার ক্ষমতা ভাল্‌মিকে দেয়া হয় নাই। তার কাজ হলো মেয়েটার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে জ্যাকেলের কাছে পাঠিয়ে দেয়া। সেটাও, জ্যাকেল যখন ফোন করবে কেবল তখন। সে তাকে অবশ্যই জানাবে, কিন্তু এর বেশী কিছু না।"

"কিন্তু জ্যাকেল অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, কাজটা আর এখন করা যাবে না।" মন্ত ক্রেয়ার জোড় দিয়ে বললো। "ভাল্‌মিকে ফোন করার পর পরই সে ফ্রান্স থেকে বেড়িয়ে যেতে পারবে।"

"আক্ষরিকভাবে বললে, হ্যাঁ," রদিন চিন্তা ক'রে বললো। "যদি সে তা' করে, তবে টাকাগুলো ফিরিয়ে দেবে। আমাদের সবারই বিপদ রয়েছে, তারও। এটা নির্ভর করছে সে তার নিজের পরিকল্পনার ব্যাপারে কতোখানি আত্মবিশ্বাসী তার উপর।"

"আপনি কি মনে করেন, এরকম ঘটনা ঘটার পর তার কোন সম্ভাবনা এখন আছে?" কাসন জিজ্ঞেস করলো।

"সত্যি বলতে কী, না," রদিন বললো। "কিন্তু সে একজন পেশাদার, যেমনটা আমি, আমার মতো ক'রে। এটা মানসিক গঠনের ব্যাপার। কেউ তার নিজের করা পরিকল্পনাটা স্থগিত ক'রে পিছু হটতে চায় না।"

"তাহলে ঈশ্বরের দোহাই, তাকে ডেকে আনুন।" কাসন ব'লে উঠলো।

"আমি পারবো না। যদি পারতাম, তবে তা-ই করতাম। কিন্তু আমি পারবো না। সে চ'লে গেছে। নিজের কাজে নেমে গেছে। এভাবেই সে কাজটা করতে চেয়েছিলো। আমরা জানি না, সে কোথায় আছে, অথবা সে কি করতে যাচ্ছে। সে সব কিছু নিজেই করছে। এমনকি আমি ভাল্‌মিকে ফোনে ব'লেও দিতে পারছি না যে, তাকে পুরো অপারেশনটা স্থগিত করতে বলো। এটা করলে ভাল্‌মিকে হারাবার ঝুঁকি থাকবে। জ্যাকেলকে এখন কেউ থামাতে পারবে না। খুব দেরি হয়ে গেছে।"

৮

বারো

কমিশার ক্লদ লেবেল তার অফিসে ফিরে আসলো সকাল ৬টা বাজার একটু আগে। এসে দেখে ইন্সপেক্টর কারোন পরিশ্রান্ত হ'য়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি প'রে অফিসের ডেস্কে ব'সে আছে। তার সামনে অনেকগুলো ফুলস্কেপ কাগজ আর সেগুলো হাতে লেখা নোটে ভরা। অফিসে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ফাইল ক্যাবিনেটের উপড়ে একটা বৈদ্যুতিক কফি মেশিন চলছে। সেটার পাশে কাগজের স্তূপ, এক টিন দুধ আর এক বস্তা চিনি। রাতে এই জিনসগুলো নীচের ক্যান্টিন থেকে আনা হয়েছে।

এক কোণায় দুটো ডেস্কের মাঝখানে একটা সিঙ্গেল বিছানার খাট পাতা হয়েছে। সেটার উপর চাদর আর কম্বল। পেপার বাস্কেটটা খালি আর সেটা দরজার কাছে হাতাওয়ালা চেয়ারের পাশে রাখা হয়েছে।

জানালাটা খোলা ছিলো। কারোনের সিগারেটের নীল ধোঁয়া কুয়াশার মতো ঘরময় ছড়িয়ে আছে আর সেগুলো জানালা দিয়ে বাইরে সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

লেবেল তার ডেস্কটার সামনে একটা চেয়ারে বসলো। চব্বিশ ঘন্টা ধ'রে সে জেগে আছে, তার চেহারাটাও কারোনের মতোই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

"কিছু না," সে বললো। "গত দশ বছরে আমি অনেক কিছু দেখেছি। এখানে যে বিদেশী খুনি, একমাত্র বিদেশী খুনি, খুন করবার চেষ্টা করেছিলো, সে হলো দিগুয়েল্দার, সে তো মারা গেছে অনেক আগেই। তাছাড়া সে ছিলো ওএএস'র লোক। আমরা তাকে আমাদের ফাইলে পেয়েছিলাম। এটা ভেবেই রদিন এমন একজনকে বেছে নিয়েছে, ওএএস'র সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। আর নিশ্চিতভাবেই সে ঠিক কাজটাই করেছে। বিগত দশ বছরে শুধুমাত্র চারজন চুক্তিভিত্তিক ভাড়াটে খুনি ফ্রান্সে এ রকম কোন চেষ্টা করেছে – স্বদেশীটাকে বাদ দিলে – আমরা তিন জনকেই ধ'রে ফেলেছিলাম। চতুর্থজন আফ্রিকার কোথাও জীবন অতিবাহিত করছে। তাছাড়া তারা সবাই ছিলো গ্যাংল্যান্ড খুনি। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে খুন করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিলো না।

"আমি বারগেরোনের কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিসে গিয়েছিলাম, তারা ডাবল-চেক্ ক'রে দেখেছে, কিন্তু আমার সন্দেহ লোকটা কোনো ফাইলে নেই। রদিন তাকে ভাড়া করার আগে ভালো ক'রেই খোঁজ নিয়েছে।"

কারোন আরেকটা সিগারেট ধরালো, ধোঁয়া ছেড়ে হাই তুললো।

"তাহলে আমাদেরকে বিদেশ থেকেই শুরু করতে হচ্ছে?"

"একদম ঠিক। এ ধরনের একজন ব্যক্তি অবশ্যই কোথাও না কোথাও প্রশিক্ষণ নিয়েছে। অতীতে কোন বড় সড় কাজের সফলতার নজির না থাকলে, সে পৃথিবীর সেরা হতে পারবে না। হয়তো প্রেসিডেন্ট নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অবশ্যই, আন্ডার ওয়ার্ল্ডের নেতাদের চেয়ে বড় কিছু। তার মানে সে কারো না কারোর নজরে, বা কোথাও না কোথাও তো আলোচিত হবেই। অবশ্যই হতে হবে। তুমি কি ব্যবস্থা করেছো?"

কারোন একটা কাগজ তুলে নামের একটা তালিকা দেখালো, নামের পাশেই সময় লেখা রয়েছে।

"সাতটাই ঠিক করা হয়েছে," সে বললো, "আপনি শুরু করবেন আমেরিকার আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই'র প্রধানকে দিয়ে, সাতটা দশ মিনিটে। তার মানে ওয়াশিংটনে একটা দশ মিনিট। আমি তাকে সবার আগে দিয়েছি আপনার কথামতো।

"তারপর ব্রাসেল্‌সে, সাড়ে সাতটায়, আমস্টারডামে পৌনে আটটা আর বনে আটটা দশে। জোহানেসবার্গের সাথে লিংক করার ব্যবস্থা করেছি আটটা ত্রিশে।"

" প্রত্যেকটাই কি হোমিসাইড বিভাগের প্রধানের সাথে?" লেবেল জিজ্ঞেস করলো।

"দু'একজন তাদের সমকক্ষ কেউ। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার (ক্রাইম) মিঃ এনথনি মলিনসন। তার মানে তাদের মেট্রোপলিটান এলাকায় পুলিশের কোন হোমিসাইড সেকশন নেই। এটা ছাড়া সবগুলোর প্রধানই, শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে। আমি ভ্যান রুইকে একদমই পাইনি। সুতরাং আপনি সহকারী কমিশনার এন্ডারসনের সাথে কথা বলবেন।"

লেবেল কিছুক্ষণ ভাবলো।

"খুব চমৎকার। আমি এন্ডারসনকেই বেশী পছন্দ করবো। আমরা একবার একটা কেস-এ কাজ করেছিলাম। ভাষার প্রশ্নটি এসে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে তিনজন ইংরেজী বলতে পারে। আমার ধারণা শুধুমাত্র বেলজিয়ানটা ফরাসি বলতে পারে। আর বাকিরা নিশ্চিতভাবেই ইংরেজিতে বলতে পারবে, যদি তারা বলতে চায় –"

"জার্মানটার নাম ডিয়েট্রিক, সে ফরাসি বলতে পারে," করোন বাঁধা দিয়ে বললো।

"ভালো, তাহলে ঐ দু'জনের সাথে আমি ফরাসিতে কথা বলবো। অন্য পাঁচজনের সাথে কথা বলবো তোমার মাধ্যমে, তুমি আমার দোভাষী হবে। আমাদেরকে এখনই যেতে হবে। আসো।"

সাতটা দশ মিনিটে পুলিশের গাড়িটা দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে রুই পল ভ্যালেরিতে অবস্থিত ইন্টারপোলের সদর দফতরের সবুজ গেটের সামনে এসে থামলো।

পরের তিন ঘন্টা ধ'রে লেবেল আর কারোন ইন্টারপোলের বেস্‌মেন্টে অবস্থিত কমিউনিকেশন রুমে ব'সে বিশ্বের সর্বোচ্চ অপরাধ দমন সংস্থার সাথে টেলিফোনে কথা ব'লে গেলো। সদর দফতরের ছাদের উপর অবস্থিত জালের মতো এন্টেনাগুলো খুবই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির, যা তিনটি মহাদেশকে 'কভার' করে। এই ফ্রিকোয়েন্সির সিগনাল কেউ 'ইন্টারসেপ্ট' করতে পারে না। যখন পৃথিবী সকালের কফি অথবা রাতের ঘুমে ডুবে যায় তখন নানা দেশের গোয়েন্দারা নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা ব'লে থাকে ।

প্রতিটা টেলিফোন কলেই লেবেলের অনুরোধগুলো ছিলো প্রায় একই রকমের।

"না কমিশনার, এই মুহূর্তে অনুরোধটা আমাদের দুই পুলিশ বাহিনীর মধ্যেকার আনুষ্ঠানিক কোন অনুরোধ হিসেবে রাখছি না.... অবশ্যই আমি অফিসিয়াল আওতার মধ্যেই আছি.... আমরা এই মুহূর্তে নিশ্চিত নই যে, অপরাধটি আদৌ হবে কিনা, কিংবা সেটা প্রস্তুতির পর্যায়ে আছে কিনা.... প্র্যশ্নটি হচ্ছে খতিয়ে দেখার। এই মুহূর্তে এটা একদমই রুটিন চেক-আপের ব্যাপার।....তো, আমরা এমন একজন লোককে খুঁজছি, যার সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি.... এমনকি তার নামটাও জানি না। শুধুমাত্র অল্প কিছুর বর্ণনা ছাড়া....

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে তার জানা মতে যতোটুকু সম্ভব বর্ণনা দিয়ে দিলো। প্রতিটা ক্ষেত্রেই তার বিদেশী কলিগরাও তাকে জিজ্ঞেস করলো কেন তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে আর কি ধরনের ক্লু দিয়ে তারা কাজটা শুরু করতে পারবে। সেই সময়টাতে অন্য প্রান্তে গভীর নীরবতা নেমে এলো।

"সহজে বলতে গেলে; লোকটা যে-ই হোক, তার কিছু যোগত্যা আছে, যা তাকে এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাকে হতে হবে বিশ্বের সেরা পেশাদার ভাড়াটে খুনি.... কোন অস্ত্রবাজ কিংবা মাস্তান চক্রের নেতা নয়, একজন রাজনৈতিক গুপ্তঘাতক, যার অতীত অভিজ্ঞতা আছে। আমরা জানতে আগ্রহী আপনাদের ফাইলে এরকম কারোর খবর আছে কি না। এমনকি সে আপনাদের দেশে কখনও কোন ধরণের কর্মকাণ্ড না ঘটিয়ে থাকলেও। অথবা এমন কেউ যার সম্পর্কে আপনাদের কিঞ্চিৎ হলেও ধারণা আছে।"

অন্য প্রান্তে খুব দীর্ঘ বিরতির পর কণ্ঠটা বলতে শুরু করলো। তারপর শান্ত কণ্ঠ এবং গভীর মনোযোগের পরিচয় পাওয়া গেলো। লেবেলের এ ব্যাপারে কোন মোহ ছিলো না যে, তার ইঙ্গিতপূর্ণ কিন্তু স্পষ্ট ক'রে বলতে না পারার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের হোমিসাইড বিভাগগুলো, সে কি চায়, তা বুঝতে ব্যর্থ হবে। খুন করার জন্য ফ্রান্সে একটি মাত্র রাজনৈতিক টার্গেটই আছে ।

কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই সবগুলো জবাবই ছিলো একই রকমের, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা আপনার জন্য আমাদের সমস্ত ফাইলই খুঁজে দেখবো। চেষ্টা করবো দিন শেষের আগেই আপনাকে ফিরতি ফোন করতে। ওহ্, ক্লদ, গুডলাক। যখন সে রেডিও টেলিফোনটা শেষবারের মতো নামিয়ে রাখলো তখন লেবেল ভাবলো এই সাতটা দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হতে কতোক্ষণ লাগতে পারে। সম্ভবত খুব বেশি সময় লাগবে না। এ ধরণের কিছু হলে, এমনকি একজন পুলিশের লোকও রাজনীতিবিদদের জানাবেই। সে খুবই নিশ্চিত যে, মন্ত্রীরা ব্যাপারটা নিয়ে চুপচাপই থাকবেন। অবশ্য বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য রয়েছে। তারা একই ক্লাবের সদস্য। নৃপতিদের ক্লাব। তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক সাথে গাট-ছড়া বেঁধে লেগে পড়ে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের চাইতে তাদের কোন একজনের শত্রুভাবাপন্ন কি আর বেশি হতে পারে? সে এ ব্যাপারে একদম সচেতন ছিলো যে, এই ঘটনার তদন্ত কাজটা সর্বসাধারণ জেনে গেলে আর প্রেসের কাছে ফাঁস হ'য়ে গেলে সেটা সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে যাবে, আর সেই সাথে সে নিজেও শেষ হয়ে যাবে।

একমাত্র ইংরেজদেরকে নিয়েই সে বেশি চিন্তিত। যদি ব্যাপারটা শুধু পুলিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় তবে সে মলিনসনকে বিশ্বাস করতে পারে।

কিন্তু সে জানতো দিন শেষ হবার আগেই ব্যাপারটা মলিনসনের উপড়ে যারা আছেন তাদের গোচরে চ'লে যাবে। মাত্র সাত মাস আগেই শার্ল দ্য গল বৃটেনের কমন মার্কেটের প্রস্তাবনার ঘোর সমালোচনা ক'রে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর জেনারেলের ২৩ জানুয়ারির সাংবাদিক সম্মেলনের প্রতিক্রিয়ায় লন্ডনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফরাসি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে প্রচারণা চালিয়েছিলো, লেবেল সে সম্পর্কেও সচেতন ছিলো। তারা কি এখন এই ব্যাপারটাকে বৃদ্ধলোকটার বিরুদ্ধে ব্যবহার ক'রে প্রতিশোধ নেবে? লেবেল তার সামনে রাখা নিশ্চুপ ট্রান্সমিটারটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো। কারোন তাকে নীরবে পর্যবেক্ষণ ক'রে গেলো।

"আসো", বললো কমিশার, চেয়ার থেকে উঠে দরজার দিকে রওনা হলো।

"নাস্তা খেয়ে নেয়া যাক, আর একটু ঘুমানোরও দরকার আছে। এর চেয়ে বেশি এখন আমাদের কিছু করার নেই।"

সহকারী কমিশনার এনথনি মলিনসন টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ভুরু তুলে আপন মনে ভাবতে ভাবতে কমিউনিকেশন রুম থেকে বের হয়ে গেলো অপর দিক থেকে ঢুকতে থাকা একজন তরুণ পুলিশ অফিসারের স্যালুটের জবাব না দিয়েই। যখন সে উপড়ের তলার টেম্‌স নদীর তীরে অবস্থিত নিজের বিশাল এবং মার্জিত অফিসে ফিরে গেলো তখনও তার ভুরু দুটো কুচকে ছিলো।

তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, লেবেল কী ধরণের তদন্তের অনুরোধ তাকে করেছে অথবা তার উদ্দেশ্যটা কি। ফরাসি পুলিশ যেভাবেই হোক একটা ইঙ্গিত পেয়েছে যে, খুবই উঁচু দরের একজন গুপ্তঘাতক তাদের প্রেসিডেন্টের পেছনে লেগেছে। লেবেলের কথাতে এটা খুবই স্পষ্ট যে, টার্গেট হলো ফরাসি প্রেসিডেন্ট। সে লেবেলের সুদীর্ঘ পুলিশ জীবনের কীর্তিগুলোর কথা স্মরণ করলো।

"বেচারা", তার ঘরের জানালা থেকে দেখতে পাওয়া নদীর তীরে তাকিয়ে সশব্দে কথাটা উচ্চারণ করলো।

"স্যার?" তার ব্যক্তিগত সহকারী জিজ্ঞেস করলো, যে তাকে সকালের চিঠিগুলো দেবার জন্যে অফিসে ঢোকার সময় থেকে অনুসরণ ক'রে আসছিলো। চিঠিগুলো ডেস্কে রাখা আছে, সে ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করতেই সে বললো।

"কিছু না।" পিএ চ'লে যাওয়ার পরও মলিনসন জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো। যদিও সে লেবেলের ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারলো যে, তার প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার জন্য একটা গোপন এবং অনানুষ্ঠানিক তদন্তের দরকার, তবুও তারও তো প্রভু রয়েছে। লেবেলের সকাল বেলা করা অনুরোধের ব্যাপারে তাদেরকে দেরি হোক আর জলদিই হোক জানাতেই হবে। প্রতিদিন সকাল দশটায় ডিপার্টমেন্টের প্রধানদের একটা বৈঠক হয়, সেটা হতে আর মাত্র আধ ঘন্টা বাকি আছে। সেখানে কি সে এই ব্যাপারটা উল্লেখ করবে?

পরে সে সিদ্ধান্ত নিলো জানাবে না। কমিশনারের কাছে একটা আনুষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত মেমোরান্ডামে এ সম্পর্কে লিখলেই চলবে, লেবেলের অনুরোধের ধরণ সম্পর্কে

জানালেই চলবে। পরবর্তীতে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেও চলবে, কেন ব্যাপারটা সকালের বৈঠকে তোলা হলো না। কাউকে কিছু না জানিয়ে এরই মধ্যে তদন্তটা একটু শুরু ক'রে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

সে চেয়ারে পেছনে হেলান দিয়ে ডেস্কের ইন্টারকমের বোতাম টিপলো।

"স্যার?" তার পিএ'র কণ্ঠটা শোনা গেলো পাশের অফিস থেকে।

"জন, এখানে একটু আসবে কি?"

ধূসর রঙের স্যুট পড়া তরুণ গোয়েন্দাটি হাতে নোট বুক নিয়ে হাজির হলো।

"জন, আমি চাই তুমি এখনই কেন্দ্রীয় রেকর্ড-অফিসে যাও। প্রধান সুপারিন্টেনডেন্ট মার্ক হ্যামের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলো। তাকে বলো এই অনুরোধটি আমার ব্যক্তিগত। আর এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না কেন অনুরোধটি করছি। তাকে জিজ্ঞেস করবে এদেশের জীবিত পেশাদার গুপ্তঘাতকের রেকর্ডগুলো চেক করতে—"

"গুপ্তঘাতক, স্যার?" পিএ এমনভাবে তাকালো যেনো সহকারী কমিশনার তাকে খুবই পরিচিত কোন মার্সিয়ানের ব্যাপারে রুটিন চেকের জন্য বলছে।

"হ্যাঁ, গুপ্তঘাতক। না, ভালো ক'রে বলছি, কোন সন্ত্রাসী বা মাফিয়ার কথা বলছি না। আমি বলছি ঐসব টপ ভাড়াটে খুনিদের সম্পর্কে যারা টাকার বিনিময়ে খুব ভালোভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকা রাজনীতিবিদদের খুন করার কাজ ক'রে থাকে।

"মনে হচ্ছে কাজটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের, স্যার।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। আমি পুরো ব্যাপারটা স্পেশাল ব্রাঞ্চেই পাঠাতে চাইছি। কিন্তু আমাদেরকে তার আগে একটা রুটিন চেক করতে হবে প্রথমে। ওহ্, আর আমি দুপুরের মধ্যে একটা উত্তরও চাই। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে স্যার। আমি সেখানে এক্ষুনি যাচ্ছি।"

পনেরো মিনিট বাদে সহকারী কমিশনার মলিনসন সকালের বৈঠকে যোগ দিলো।

অফিসে ফিরে এসে সে জমে থাকা চিঠিগুলো নড়াচড়া করলো। সেগুলো ডেস্কের এক পাশে সরিয়ে রেখে পিএকে একটা টাইপরাইটার নিয়ে আসতে বললো। একলা ব'সে ব'সে সে টাইপরাইটারে একটা রিপোর্ট তৈরি করলো মেট্রোপলিটান কমিশনারের জন্য। সকালের দিকে আসা লেবেলের টেলিফোনের সারবস্তু কী সেটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাতে থাকলো। ইন্টারপোলের কমিউনিকেশন রুমে লেবেলের সাথে টেলিফোন সংলাপেরও উল্লেখ করলো সে। আর লেবেলের অনুরোধটি কি ধরণের তাও জানালো। মেমোরান্ডামের কাগজটা ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে সেটা তালা মেরে সেদিনের কাজকর্ম শুরু করলো।

বারোটা বাজার একটু আগে তার পিএ দরজায় নক ক'রে ভেতরে ঢুকলো।

"সুপারিন্টেনডেন্ট মার্কহ্যাম এখন সিআরও'তে আছে, সে বললো। "আমাদের বর্ণনা মতে কোন অপরাধীর খোঁজ রেকর্ডে পাওয়া যায় নাই। সতেরোজন আন্ডার ওয়ার্ল্ডের ভাড়াটে খুনি আছে স্যার; দশজন আছে জেলে, আর বাকি সাতজন বাইরে। কিন্তু তারা সবাই বড় বড় সন্ত্রাসী দলের হয়ে কাজ করে, হয় এখানে না হয়, বড় বড় শহরে। তাদের কেউই কখনও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে কাজ করে নাই, এরকম কাজের জন্য তারা উপযুক্তও

না, বলেছেন সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের সহযোগীতা চাইবার কথা বলেছেন, স্যার।"

"ঠিক আছে জন, ধন্যবাদ তোমাকে। এটাই আমার দরকার ছিলো।" পিএ চ'লে যাবার পর মলিনসন ড্রয়ার থেকে আধা ড্রাফট করা মেমোরান্ডামটা বের ক'রে টাইপরাইটারে আবার লিখতে ব'সে গেলো। নীচের দিকে সে লিখলোঃ

"ক্রিমিনাল রেকর্ডে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যার সাথে কমিশার লেবেলের দেয়া বিবরণের সাথে মিলে যায়। এরকম কাজের জন্য যোগ্য কেউ রেকর্ডের ফাইলে নেই। তদন্ত কাজটি তাই স্পেশাল ব্রাঞ্চের সহকারী কমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা হলো।"

মেমোরান্ডাম তিনটার কপিতে স্বাক্ষর ক'রে সেগুলো নিজের কাছে রেখে দিয়ে বাকি কপিগুলো ময়লা ফেলার বাস্কেটে ফেলে দিলো। পরে সেগুলো ধ্বংস করা হবে।

একটা কপি ভাঁজ ক'রে এনভেলপে ভ'রে সেটার উপর কমিশনারের ঠিকানা লিখলো সে। দ্বিতীয়টি সিক্রেট করেসপন্ডেন্স-এর ফাইলে রেখে দেয়াল আলমারিতে তালা মেরে রাখলো। তৃতীয়টি ভাঁজ ক'রে নিজের পকেটের ভেতরে রেখে দিলো।

তার ডেস্কের নোট প্যাডের উপর একটা বার্তা লিখলো।

বরাবর : কমিশার ক্লদ লেবেল, ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল, পুলিশ কমিশার, প্যারিস।

প্রেরক : সহকারী কমিশনার, এনথনি মলিনসন, এসি, ক্রাইম, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, লন্ডন।

বার্তা : আপনার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের রেকর্ড ঘেটে দেখতে পেয়েছি এরকম কোন ব্যক্তির উল্লেখ সেখানে নেই স্টপ। অনুরোধটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাছে পাঠানো হয়েছে আরো ভালো তদন্তের জন্য স্টপ। কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে আপনার কাছে খুব শীঘ্রই পাঠানো হবে স্টপ মলিনসন।

পাঠাবার সময়.... . .১২-৮-৬৩.

সারে বারোটা বেজে গিয়েছিলো। সে ফোনটা তুললো আর যখন অপারেটর জিজ্ঞেস করলো তখন সে স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান, সহকারী কমিশনার ডিক্সনকে চাইলো।

"হ্যালো, আলেক? টনি মলিনসন। তুমি কি আমাকে এক মিনিট সময় দিতে পারো?.... আমি দিতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু পারছি না। নীচে গিয়ে আমাকে স্যান্ডইউচ দিয়ে লাঞ্চ করতে হবে। না, আমি তোমাকে দেখতে চাই তোমার চ'লে যাবার কয়েক মিনিট আগে.... চমৎকার, আমি আসছি এক্ষুণি।"

অফিস থেকে চ'লে যাবার সময় কমিশনারকে দেয়ার জন্য চিঠিটা পিএ'র ডেস্কে রেখে গেলো।

"আমি এসবি'র ডিক্সনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। এটা কমিশনারের অফিসে দিয়ে দিও। ঠিক আছে জন? ব্যক্তিগতভাবে। আর এই মেসেজটা নিজ হাতে টাইপ ক'রে নিও, খুব ভালো ক'রে।"

"হ্যাঁ স্যার" ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর যখন মেসেজটার দিকে চোখ বোলাচ্ছিলো তখন মলিনসন ডেস্কের অপর পাশে দাঁড়িয়েছিলো। পড়া শেষে দু'জনেই তাকালো দু'জনের দিকে।

"জন ....

"স্যার ?"

"দয়া ক'রে এ ব্যাপারে চুপ থেকো।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"একদম চুপ, জন।"

"একটা শব্দও না, স্যার।"

মলিনসন তার দিকে চেয়ে ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে অফিস থেকে চ'লে গেলো। পিএ লেবেলের জন্য মেসেজটা দ্বিতীয় বার পড়লো। মলিনসনের জন্য সকালে রেকর্ড ঘেটে যে তদন্ত কাজটি করেছে সেটার কথা ভাবলো, নিজেই করেছিলো সেটা। ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো, "বাপরে বাপ।"

মলিনসন ডিক্সনের সাথে বিশ মিনিট কাটালো আর তার ফলে আসন্ন ক্লাবের লাঞ্চটা মাটি হয়ে গেলো। সে মেমোরান্ডামের এক কপি স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধানের কাছে দিলো। চ'লে যাবার সময় সে দরজার সামনে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

"দুঃখিত, আলেক, কিন্তু ব্যাপারটা আসলেই তোমার দেখার বিষয়। তবে তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, খুব সম্ভবত এ ধরণের ক্ষমতাসম্পন্ন লোক এদেশে নেই বললেই চলে। সুতরাং খুব ভালোভাবে রেকর্ডগুলো দেখে তুমি লেবেলকে টেলেক্স ক'রে জানিয়ে দেবে যে, আমাদের কিছু করার নেই। আমাকে বলতেই হচ্ছে তার এই কাজটার ব্যাপারে আমার কোন ঈর্ষাও নেই।"

সহকারী কমিশনার ডিক্সন যার অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো সফরে আসা রাজনীতিবিদদেরকে যেসব উম্মাদ হত্যা করার চেষ্টা করতে চায় তাদের উপর নজরদারি করা।সেও বুঝলো লেবেলের কাজটা অসম্ভব রকমের। ঐসব ক্ষ্যাপা আর প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে সফররত বিদেশী রাজনীতিবিদদের রক্ষা করা সহজ কাজ না হলেও সৌখিন আর কাঁচা হাতে কাজগুলো করার জন্য তাদের মতো পেশাদার লোকদের সাথে ওরা পেরে উঠতে পারে না।

নিজ দেশের কোন সংগঠনের শিকার হওয়াটা রাষ্ট্র প্রধানের জন্য বিপজ্জনকই বটে, আর তা যদি হয় সাবেক সৈনিক, তবে বিপদ আরো বেশি। তারপরেও ফরাসিরা ওএএসকে পরাজিত করতে পেরেছে। একজন পেশাদার লোক হিসেবে ডিক্সন তাদেরকে সমীহ করে। কিন্তু বিদেশী কোন পেশাদার লোককে ভাড়া করাটা একেবারেই আলাদা ব্যাপার। একটা কথাই সে কেবল জোর দিয়ে বলতে পারে, ডিক্সনের মতে, লেবেল যে ধরণের লোক খুঁজছে সে ধরণের কোন ইংরেজের তথ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের বইতে নেই।

মলিনসন চ'লে যাবার পর, ডিক্সন মেমোরান্ডামের কার্বন কপিটা পড়লো। তারপর সে তার ব্যক্তিগত সহকারীকে ডেকে পাঠালো।

"ডিটেক্টিভ সুপারিনটেনডেন্ট থমাসকে আমার সাথে দেখা করতে বলো"– সে তার হাত ঘড়িটার দিকে এক ঝলক তাকালো, দুপুরের খাওয়ার সময় কয়টায় হতে পারে সেটা অনুমান ক'রে বললো– "ঠিক দুইটা বাজে।"

জ্যাকেল ব্রাসেলসের বিমান বন্দরে অবতরণ করলো ঠিক ১২টা বাজার আগেই। সে তার বড় তিনটা লাগেজ প্রধান টার্মিনাল ভবনের স্বয়ংক্রিয় লকারে রেখে দিলো। শহরে

ঢোকার সময় সাথে রাখলো শুধু হাতব্যাগটা, যাতে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, প্লাস্টার অব প্যারিস, কটন উলের প্যাড আর ব্যান্ডেজ রয়েছে। প্রধান স্টেশনে এসে সে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেলো লাগেজ অফিসে। যে সুটকেসটাতে বন্দুকটা রাখা আছে সেটা তখনও ঐ একই শেলফে রাখা ছিলো, এক সপ্তাহ আগে যখন সেটা কেরানীটার কাছে দেয়া হয়েছিলো। তখনও সেটা এই জায়গাতেই ছিলো। সে রিসিপটা দেখালে তাকে সুটকেটা দিয়ে দেয়া হলো।

সে একটা ছোট্ট সুন্দর হোটেলে গেলো। স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয় সেটা। এরকম হোটেল পৃথিবীর প্রায় সব দেশের প্রধান স্টেশনের পাশেই থাকে। যেখানে অতিথিদেরকে কোন প্রশ্নই করা হয় না।

রাতের জন্য সে একটা সিঙ্গেল রুম ভাড়া নিলো। বিমানবন্দর থেকে বদলে নেয়া বেলজিয়াম টাকায় সে অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করলো। সুটকেসটা অন্য কাউকে দিয়ে বহন না করিয়ে নিজেই সেটা বহন ক'রে উপরে নিয়ে গেলো। ঘরের দরজাটা খুব ভালোভাবে বন্ধ ক'রে দিয়ে ঠাণ্ডা পানির বেসিনটা ছেড়ে দিলো। প্লাস্টার আর ব্যান্ডেজগুলো বিছানার উপর রেখে কাজ শুরু ক'রে দিলো। কাজটা শেষ ক'রে প্লাস্টার শুকাতে দু'ঘন্টা লাগলো। এই সময়টাতে প্লাস্টার লাগানো পা 'নিয়ে সে ব'সে ব'সে সিগারেট খেয়ে পার করলো। মাঝে মাঝে সে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখলো প্লাস্টারগুলো শুকিয়ে শক্ত হয়েছে কি না। সে সিদ্ধান্ত নিলো যথেষ্ট শক্ত না হলে নড়াচড়া করবে না।

যে সুটকেসটাতে রাইফেলটা ছিলো, সেটা খালি প'ড়ে রইলো। বেঁচে যাওয়া ব্যান্ডেজ আর কয়েক আউন্স প্লাস্টার হাত ব্যাগে ভ'রে নিলো, চলতি পথে যদি রিপেয়ার করার প্রয়োজন পড়ে তবে ব্যবহার করা যাবে। যখন সে পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলো তখন খালি সুটকেসটা বিছানার নীচে রেখে দিলো। পুরো ঘরটা আরেকবার ভালো ক'রে দেখে নিলো কোন প্রমাণ ট্রমান ফেলে গেলো কিনা। সিগারেটের এ্যাসট্রের ময়লাগুলো জানালা দিয়ে ফেলে পরিষ্কার ক'রে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হলো।

সে দেখতে পেলো প্লাস্টার লাগানো অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটাটা বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো। সিঁড়ির নীচে নেমে ডেস্কের কেরাণীকে ডেস্কের পেছনের ঘরে দেখতে পেয়ে স্বস্তি বোধ করলো, লোকটা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ছিলো। ওখানে থাকার কারন সময়টা ছিলো লাঞ্চ টাইমের। লোকটা খাওয়া দাওয়া করছিলো, কিন্তু ডেস্ক থেকে ঘরে ঢোকার কাঁচের দরজাটা খোলাই ছিলো। সামনের দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখলো জ্যাকেল কেউ আসছে না, নিশ্চিত হয়ে সে হাত ব্যাগটা বুকের কাছ নিয়ে হামাগুরি দিয়ে খুব দ্রুত আর নিঃশব্দে ফ্লোরটা অতিক্রম ক'রে চ'লে গেলো। গ্রীষ্মের গরমের জন্য সামনের দরজাটা খোলা ছিলো তাই সে দরজা দিয়ে খুব সহজেই বের হয়ে যেতে পারলো। দরজার ঠিক সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তায় নেমে গেলো। ডেস্কের কেরাণীর দৃষ্টি সীমার বাইরে চ'লে গেলো একদম। খুব কষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে রাস্তার কোণায় এসে পড়লো, যেখান থেকে প্রধান সড়কটা চ'লে গেছে। আধ মিনিটের মধ্যেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে সেটা ধ'রে বিমান বন্দরে ফিরে গেলো সে।

আলিতালিয়ার কাউন্টারে সে পাসপোর্ট নিয়ে হাজির হলো। ডেস্কে বসা মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে সুন্দর ক'রে হাসলো।

"আমার মনে হয় ডুগান নামে আপনার কাছে দুদিন আগে বুকিং দেয়া মিলানের একটা টিকেট আছে?" সে বললো।

মেয়েটা বিকেলের ফ্লাইটের বুকিং দেয়া টিকেটগুলোর তালিকা চেক করলো। আর মাত্র দের ঘন্টা বাকি আছে ফ্লাইটের।

"হ্যাঁ আছে," মেয়েটা তার দিকে ভূরু কুচকে বললো। "মিস্টার ডুগান। টিকেটটা বুকিং দেয়া হলেও টাকা পরিশোধ করা হয়নি। আপনি কি টাকাটা পরিশোধ করবেন?"

জ্যাকেল আবারো নগদে পরিশোধ করলো। তার টিকেটটা ইস্যু করা হলো এবং তাকে বলা হলো আধ ঘন্টার মধ্যেই তার ডাক আসবে। একজন কুলির সাহায্যে সে লকার থেকে তার তিনটা সুটকেস তুলে নিলো। কুলি লোকটা তার পা খোড়া হওয়ার জন্য ল্যাংরা ব'লে গজরাতে গজরাতে সুটকেসগুলো তুলে নিলো। সুটকেসগুলো আলিতালিয়াতে তুলে দেয়া হলো। কাস্টমস্ পেরিয়ে পাসপোর্ট চেক ক'রে খুব সহজেই পার পেয়ে গেলো জ্যাকেল। ওরা ওকে একজন সাধারণ ভ্রমণকারী ব'লেই মনে করলো। বাকি সময়টা জ্যাকেল যাত্রীদের জন্য যে রেস্তোরাঁটা আছে সেখানে ব'সে লাঞ্চ সেরে নিলো। পা খোঁড়া হওয়ার জন্য ফ্লাইটের সবাই তার সাথ খুব ভালো আর সহযোগীতাপূর্ণ আচরণ করলো। তাকে বিমানের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সাহায্য করলো দু'জন কর্মচারী। চমৎকার ইতালিয়ান বিমানবালা তাকে একটু বাড়তি আর চওড়া হাসি দিয়ে স্বাগত জানালো বিমানের ভেতরে, আর তার জন্য বিমানের একটা বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হলো। সাধারণত এরকম আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলো অসুস্থ রোগী আর পঙ্গুদের জন্য প্রতিটি বিমানে দু'একটি আসনের ব্যবস্থা ক'রে থাকে।

অন্যান্য যাত্রীরা তার সামনে দিয়ে যাবার সময় এবং তার পাশে বসার সময় সাবধানে বসলো যাতে প্লাস্টার লাগানো পায়ে টোকা না লাগে। আর জ্যাকেল তার পেছন দিকে হেলান দিয়ে ব'সে মুখে সাহসী হাসি হাসি ভাব ধ'রে রাখলো।

৪:১৬ তে বিমানটা যাত্রা শুরু ক'রে দক্ষিণ দিকে রওনা দিলো, মিলানের উদ্দেশ্যে।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্রায়ান থমাস ঠিক ৩টা বাজার আগেই সহকারী কমিশনারের অফিস থেকে বের হয়ে এলো। তার খুব হতাশ লাগছিলো। গ্রীষ্মের কালে তার যে সর্দি হয় সেজন্যে নয় বরং তাকে নতুন যে দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে সেজন্যে। দিনটাই বাসি হয়ে গেলো আর সোমবারের সকালটা শেষ হতেই সেটা পচতে শুরু করলো; প্রথমে সে জানতে পারলো সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধি দলটাকে তার একজন লোক ধরতে পারে নাই। ফস্কে গেছে ওরা। অথচ তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো ওদের পেছনে লেগে থাকতে। সকালের মাঝামাঝিতে সে এমআই-ফাইভের কাছ থেকে একটি আন্ত ডিপার্টমেন্টাল অভিযোগ পেলো, খুব মৃদুভাবে বলা হলো, সোভিয়েত প্রতিনিধির ব্যাপারে তারা যেনো তাদের হাত গুটিয়ে নেয়, তারাই সেটা দেখতে পারবে।

সোমবারের বিকেলটা দেখে মনে হলো আরো খারাপ হচ্ছে। খুব কম সংখ্যক পুলিশ এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকের কাছেই রাজনৈতিক হত্যাকারীদের সম্পর্কে খোঁজ থাকে। কিন্তু এইমাত্র তার পদস্থ কর্মকর্তার কাছ থেকে সে যে অনুরোধটি পেয়েছে তাতে এমনকি একটা নামও দেয়া হয়নি তাকে। কী দিয়ে শুরু করবে সে।

"কোন নাম নেই, মনে হচ্ছে অনেক বেশি খাটুনি খাটতে হবে।" ডিক্সন তাকে এ ব্যাপারে একটাই নির্দেশ দিয়েছে, "আগামীকালের মধ্যে ব্যাপারটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে।"

"কাগজ-পত্র ঘাটাঘাটি," থমাস নাক কুচ্‌কে অফিসে এসে পৌঁছালো। যদিও জানা শোনা ভাড়াটে খুনিদের তালিকা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। কাজটা ইতিমধ্যেই শুরু ক'রে দেয়া হয়েছে। তার ডিপার্টমেন্ট ঘন্টা পর ঘন্টা ধ'রে ফাইল চেক করা শুরু ক'রে দিয়েছে। রাজনৈতিক ঘোট পাকানোদের রেকর্ড, অপরাধ, সন্দেহভাজন সব। সবই চেক করা হবে। ডিক্সনের বৃফিংএ একটি মাত্র আশার আলোই সে দেখতে পেয়েছে; লোকটা হবে একেবারে পেশাদার একজন আর সে বিদেশী রাজনীতিকদের এখানে বেড়াতে আসার আগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকদের ঘুম হারাম করা কোন নামহীন, আনারি 'মৌচাকের মৌমাছি' হবে না।

সে দু'জন গোয়েন্দাকে ডেকে পাঠালো যারা সে সময়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলো। তাদেরকে সে বললো নিজেদের সব ধরনের কাজ কর্ম স্থগিত ক'রে দিয়ে যতো জলদি সম্ভব তার অফিসে এসে দেখা করতে। ডিক্সন তাকে যে বৃফিং দিয়েছিলো তারচেয়েও সংক্ষিপ্ত বৃফিং দিলো সে ঐ দুজনকে। তাদেরকে শুধু বললো খোঁজ করতে, কিন্তু কেন, সেটা বললো না। ফরাসি পুলিশের সন্দেহ জেনারেল দ্য গলকে বাইরের কেউ এসে খুন করবে, আর এই কথা শুনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের আর্কাইভ আর রেকর্ড খোঁজার কোন মানে হয় না। ওসবে কোন কাজে আসবে না। তারা তিনজন ডেস্কের কাগজ-পত্র সাফ ক'রে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র নিয়ে আসলো।

জ্যাকেলের প্লেনটা মিলানের লিনাত বিমান বন্দরের রান-ওয়ে স্পর্শ করলো দু'টো বাজার একটু পরেই। তাকে টারমার্ক পর্যন্ত নামতে সাহায্য করলো একজন বিমানবালা, বিশেষ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়। গ্রাউন্ড বিমানবালাদের একজন তাকে টারমার্ক থেকে টার্মিনাল বিল্ডিং পর্যন্ত প্রহরা দিয়ে নিয়ে গেলো। পাসপোর্ট চেক করাটা ছিলো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কিন্তু কনভয় বেল্ট থেকে যখন সুটকেসগুলো এলো, যার ভেতরে রাইফেলের বিভিন্ন অংশগুলো আছে, সেগুলো কাস্টমসের বেঞ্চে নিয়ে রাখা হ'লে সে একটু ঝুঁকির আভাস পেলো। শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। সব কিছু নির্বিঘ্নে হয়ে গেলা। এভাবে রাইফেলগুলো এনে ভালোই করেছে, সে ভাবলো।

জ্যাকেল একজন কুলিকে ঠিক করলো। তিনটা সুটকেস পাশাপাশি রেখে দিলো। জ্যাকেল তার হাত ব্যাগটাও সুটকেসগুলোর পাশে রেখে দিলো। তাকে বেঞ্চের দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখে একজন কাস্টমস্ অফিসার কাছে এগিয়ে এলো।

"সিগনর? এগুলো সব কি আপনার ব্যাগেজ?"

"আ-হ্যাঁ, এই তিনটা সুটকেস আর হাত ব্যাগটা।"

"আপনার কি আরো কিছু আছে ডিক্লেয়ার করার?"

"না, আর কিছু নাই।"

"আপনি কি ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসেছেন, সিগনর?"

"না, আমি ছুটি কাটাতে এসেছি। কিন্তু তার পাশাপাশি সুস্থতার জন্য বায়ু পরিবর্তন করাও আমার ইচ্ছে। আমি আশা করছি লেকগুলোর দিকে যাবো একটু।"

কাস্টম্‌সের লোকটা এতে খুব একটা সন্তুষ্ট হলো না।

"আমি কি আপনার পাসপোর্টটা একটু দেখতে পারি, সিগনর?"

জ্যাকেল পাসপোর্টা লোকটার হাতে দিলো। ইতালিয়ানটা খুব ভালোভাবে সেটা পরীক্ষা করলো। তারপর কিছু না ব'লে সেটা ফিরিয়ে দিলো।

"প্লিজ এটা একটু খুলুন।"

সে বড় তিনটা সুটকেসের একটার দিকে ইঙ্গিত করলো। জ্যাকেল চাবির রিং থেকে চাবিটা বেছে নিয়ে সুটকেসটা খুলে ফেললো। কুলিটা সুটকেসটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তাকে খুলতে সাহায্য করলো। সৌভাগ্যবশত সেটা ছিলো ডেনিশ যাজক আর আমেরিকান ছাত্রের ছদ্ম-বেশের কাপড় চোপরের সুটকেসটা। কাপড়-চোপরগুলো ঘেটে কাস্টম্‌স অফিসার কালো সুট, আন্ডারওয়্যার, সাদা শার্ট, কালো মোজা আর অন্যান্য জিনিস-পত্র দেখতে পেলো যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। ডেনিশ ভাষার বইটা তাকে আগ্রহীও করলো না। জাকজমকপূর্ণ গীর্জার ছবি সংবলিত ছিলো সেটার প্রচ্ছদ। আর বইটার নাম ডেনিশ ভাষায় হলেও সেটা প্রায় ইংরেজির সমার্থক ছিলো। এটাও তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছু না।

ভেতরের ছোট পকেটে রাখা ভুয়া পরিচয়-পত্র আর কাগজগুলো লোকটা খতিয়ে দেখলো না। খুব ভালো রকমের তল্লাশী চালানো হলে সেটা ধরা পরতো। কিন্তু সাধারণত এরকম তল্লাশী করা হয় না। মোটামুটি তল্লাশী চালিয়ে যদি সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় তবেই ভালো ক'রে খোঁজা খুঁজি করা হয়। একটা আস্ত স্নাইপার রাইফেলের অংশগুলো যে সুটকেসটাতে ছিলো সেটা লোকটার ডেস্ক থেকে মাত্র তিন ফুট দূরেই ছিলো। কিন্তু সে একদমই সন্দেহ করলো না। সুটকেসটা বন্ধ ক'রে লোকটা জ্যাকেলকে ইশারা করলো চাবি দিয়ে সেটা বন্ধ ক'রে রাখতে। তারপর চক দিয়ে বড় তিনটা আর ছোট হাতব্যাগটাতে দাগ দিয়ে দিলো খুব দ্রুত। তার কাজ শেষ হয়ে গেলে ইতালিয়ানটার মুখে হাসি দেখা গেলো।

"*গ্রাজি, সিগনর*। ছুটির দিন সুখের হোক।"

কুলি লোকটা তাকে একটা ট্যাক্সি খুঁজে দিলে জ্যাকেল তাকে ভালো একটা বখ্‌শিস দিয়ে দিলো। খুব দ্রুতই জ্যাকেল মিলানের ব্যস্ততম রাস্তায় এসে পৌঁছালো। গাড়ির হর্ন আর লোকজনের ভীড়বাট্টা এড়িয়ে চলতে লাগলো তার গাড়িটা। সে সেন্ট্রাল স্টেশনে যাবার কথা বললো। সেখানে আরো একজন কুলিকে ডেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে লাগেজ অফিসের দিকে ছুটলো। লাগেজ অফিসে সে দুটো সুটকেস আর হাতব্যাগটা জমা রাখলো। একটা নিজের কাছে রাখলো যাতে আছে লম্বা ফরাসি মিলিটারি ওভারকোট। সেই সুটকেসটাতে জায়গা খালি আছে।

কুলিকে বিদায় ক'রে দিয়ে সে ছুটলো পুরুষদের টয়লেটের দিকে। সেখানে একটা বেসিন পেলো যেটার পাশে একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে। সে সুটকেসটা মাটিতে রেখে খুব ভালোভাবে হাত ধুতে শুরু করলো যতোক্ষণ না পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রস্রাবরত লোকটা চ'লে না গেলো। যখন টয়লেটটা পুরোপুরি খালি হয়ে গেলো, সে দ্রুত একটা প্রকোষ্ঠে, যেখানে মলত্যাগের জন্য ব্যবস্থা করা আছে, সেটার ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

হাই-প্যানটার উপর প্লাস্টার করা পা-টা তুলে প্লাস্টারগুলো খোলার চেষ্টা করলো। দশ মিনিট লাগলো সেগুলা খুলে ফেলতে। প্লাস্টারের ভেতরে কটন প্যাডটাও খুলে ফেললো, যা সাধারণত ব্যান্ডেজের জন্য করা হয়ে থাকে। পুরো জিনিসটা থেকেই সে মুক্ত হয়ে গেলো।

পা-টা একেবারে প্লাস্টার মুক্ত করার পর যে প্লাসটার আর ব্যান্ডেজগুলো ছিলো সেগুলো প্যানের মধ্যে ফেলে দেয়া হলো। দু'পায়ে সিল্কের একজোড়া মোজা প'ড়ে নিলো সে। ফ্ল্যাশ করার পর অর্ধেকের মতো জিনিসগুলো সাফ হলেও দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাশ করার পর সবটাই চ'লে গেলো।

সে টয়লেটের বেসিনের উপর সুটকেসটা রেখে রাইফেলের বিভিন্ন অংশ যে টিউবগুলোর ভেতরে আছে, সেগুলো পাশাপাশি রাখলো। টিউবগুলো কোটের ভাঁজে ভাঁজে রেখে দিলো সে। ভেতরের জিনিসগুলো স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত ক'রে আঁটকে দিলো যাতে টিউবগুলো নড়েচড়ে না যায়। তার পর সে সুটকেসটা বন্ধ ক'রে বাইরের দরজার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখলো। সেখানে দুজন লোক ছিলো, হাত ধোয়ার বেসিনে একজন আর একজন প্রস্রাব করছিলো। সে ঝট ক'রে টয়লেট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের প্রধান স্টেশনের হলের দিকে চ'লে গেলো। কেউ তাকে একনজর দেখার আগেই খুব দ্রুত আর অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেলো সে।

সে লেফট লাগেজ অফিসে গেলো না কারন কিছুক্ষণ আগে সে ছিলো একজন খোঁড়া, আর এই মুহূর্তে একদম সুস্থ। একটা কুলি ডাক দিয়ে তাকে বোঝালো তার খুব তাড়া আছে, তাকে কিছু টাকা ভাঙাতেও হবে, তার ব্যাগেজগুলো তুলে নিতে হবে আর যতো দ্রুত সম্ভব একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। ব্যাগেজের স্লিপটা সে কুলিকে বিশ্বাস ক'রে তার হাতে দিলো সাথে এক হাজার লিরার নোট। লাগেজ অফিসের লোকটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে সে নিজে গেলো পাউন্ডগুলো বদলে লিরা আনতে।

ইতালিয়ানটা খুব খুশি মনেই সায় দিয়ে চ'লে গেলো লাগেজ কাউন্টারে। জ্যাকেল তার নিজের কাছে থাকা শেষ বিশ পাউন্ড বদলে ইতালিয়ান লিরা নিয়ে নিলো। কুলিটা তিনটা সুটকেস নিয়ে ফিরে এলো। দুই মিনিট পরেই সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে খুবই বিপজ্জনকভাবে পিয়াজ্জা ডুকা দি আওস্তার রাস্তা দিয়ে ছুটে গেলো হোটেল কন্টিনেন্টালের দিকে।

হোটেলের অভ্যর্থনা ডেস্কের লোকটাকে সে বললো, "আমার মনে হয় ডুগান নামে আপনাদের কাছে একটা রুম রিজার্ভ করা আছে। দু'দিন আগে লন্ডন থেকে সেটা বুক করা হয়েছিলো, টেলিফোনে।"

আটটা বাজার আগেই জ্যাকেল একটা লাক্সারি রুমের চমৎকার বাথরুমে গোসল আর শেভ ক'রে নিলো। ওয়ার্ডরোবে সুটকেসগুলোর দুটো রেখে তালা মেরে দিলো সে। তৃতীয়টা, যেটাতে তার নিজের কাপড় চোপড় রয়েছে, সেটা রাখলো বিছানার উপরে। সেখান থেকে একটা সান্ধ্যকালীন সুট বের ক'রে নিয়ে ওয়ার্ডরোবের দরজায় ঝুলিয়ে রাখলো। ধুসর রঙের সুটটা হোটেলের লন্ড্রি সার্ভিসে দেয়া হলো ইস্ত্রি করার জন্য। সামনে প'ড়ে আছে ককটেল, ডিনার আর সারা রাত, আগামীকালের দিনটা, ১৩ই আগস্ট, খুবই ব্যস্ত সময় যাবে।

তেরো

"কিছুই নেই।"

ব্রায়ান থমাসের অফিসে বসে জড়ো করা কাগজ-পত্র আর ফাইলগুলো পরীক্ষা করতে থাকা দু'জন তরুণ গোয়েন্দার একজন শেষ ফাইলটা পরীক্ষার পর কর্তাকে কথাটা বললো। তার সহকর্মীটিও দেখা শেষ ক'রে ফেলেছে। তার অভিমতও একইরকম। থমাস নিজেও পাঁচ মিনিট আগে পড়া শেষ ক'রে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানালা দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় রাস্তার গাড়িগুলোকে দেখছিলো সে। সহকারী কমিশনার মলিনসনের জানালা থেকে নদী দেখা যায়, কিন্তু তার ওখান থেকে সে রকম কিছু দেখা যায় না। তার মনে হলো সে মারা যাচ্ছে। অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার জন্য তার জিভ খুব তেঁতো লাগছে। সে জানে খুব বেশি ঠাণ্ডায় তার সিগারেট খাওয়া ঠিক না, কিন্তু এই অভ্যাস সে ছাড়তে পারেনি। বিশেষ ক'রে প্রচণ্ড চাপের সময়।

ধোঁয়ায় তার মাথা ব্যথা করতে লাগলো। সারাটা দুপুর জুড়ে রেকর্ড আর ফাইল-পত্র ঘেটে এক ব্যক্তিকে খুঁজতে হয়েছে। প্রতিটা ফিরতি ফোন-কলই ছিলো নেতিবাচক। ফরাসি প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে পারে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন কোন মানুষ তারা খুঁজে পায়নি।

"ঠিক আছে, তাহলে এই হলো অবস্থা," জানালা থেকে ঘুরে সে খুব দৃঢ়ভাবে বললো, "আমাদের যা করার তা' সবই করেছি। আমাদের কাছে কাছে যে ধরনের ব্যক্তির খোঁজ করার অনুরোধ করা হয়েছে, তেমন কোন ব্যক্তির খোঁজ আমাদের কাছে নেই। তদন্ত করার যে গাইড-লাইন দেয়া হয়েছিলো, সেই অনুযায়ী আমরা সবধরণের চেষ্টাই করেছি। কিন্তু কাউকে খুঁজে পাইনি।"

"হতে পারে, কোন ইংরেজ এ ধরণের কাজ করতে সক্ষম," ইন্সপেক্টরদের একজন বললো, "কিন্তু সে আমাদের ফাইলে নেই।"

"সবাই আমাদের ফাইলে আছে, তুমি দ্যাখো", থমাস গর্জন ক'রে বললো। পেশাদার খুনির মতো কোন প্রাণী তার রাজত্বে থাকতে পারে কিন্তু তার ফাইলে কিংবা নজরে সেটা থাকবে না, এমন ধরণের ধারণায় সে খুশী হতে পারলো না। আর সর্দি কিংবা মাথা ব্যথায় তার মেজাজ ভালো না হয়ে বরং বিগড়ে গেলো।

"হাজার হোক," বললো অন্য আরেকজন ইন্সপেক্টর, "একজন রাজনৈতিক হত্যাকারী একেবারেই বিরল প্রজাতির পাখি। খুব সম্ভবত আমাদের দেশে এধরনের কেউ নেই। এটা এক কাপ ইংলিশ চায়ের মতো সহজলভ্য ব্যাপার না, তাই না?"

থমাস চোখ কুচ্‌কে তাকালো। সে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত নাগরিকদেরকে "বৃটিশ" বলতেই বেশি পছন্দ করে, আর ইন্সপেক্টর কি না ব্যবহার করছে "ইংলিশ" শব্দটা। তার মনে হলো ওয়েল্‌স, স্কটিশ অথবা আইরিশরা এ ধরণের খুনির জন্ম দিতে পারে ব'লে হয়তো ইংগিত করা হচ্ছে তার কাছে। কিন্তু সেটা ঠিক না।

"ঠিক আছে, ফাইলগুলো বন্ধ ক'রে ফেলো। এগুলো সব রেজিস্ট্রি অফিসে ফিরিয়ে দিয়ে আসো। আমি তাদেরকে বলবো যে, সবধরণের খোঁজাখুঁজির পরও এধরণের কোন চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা এ-ই করতে পেরেছি, ব্যস।"

"তদন্তের নির্দেশটা কার কাছ থেকে এসেছিলো, সুপার?" একজন জিজ্ঞেস করলো।

"মনে কিছু কোরো না। এটা অন্য কারোর সমস্যা বাবা, আমাদের না।"

দু'জন তরুণ সবকিছু গোছগাছ ক'রে দরজার দিকে রওনা দিলো। দু'জনেরই পরিবার আছে, বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। আর একজন তো যে কোন দিন প্রথমবারের মতো বাবা হবার জন্য অপেক্ষায় আছে। সে সোজা চলে গেলো দরজার দিকে। অন্যজন কি একটু ভেবে ভুরু দুটো কুচ্‌কে ঘুরে দাঁড়ালো।

"সুপার, খোঁজ করার সময় একটা জিনিস আমার মাথায় এসেছিলো। যদি এরকম কোন মানুষ থেকে থাকে, আর সে যদি বৃটিশ হয়ে থাকে, হতে পারে সে এখানে কাজ করে না, একদম। মানে, এরকম একজন অবশ্যই অন্যখানে ঘাঁটি গাড়তে পারে। একজন উদ্বাস্তু ধরণের আর কি। ফিরে আসার জন্য তার হয়তো একটা জায়গা আছে। নিজের দেশে একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবেই তার থাকার সম্ভাবনা বেশি।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো, এক ধরণের জেকিল এবং হাইড?

"তা" অনেকটা সেরকমই। আমার মনে হয়, যদি আমাদের এখানে এমন কোন পেশাদার খুনি থেকে থাকে, যাকে আমরা খুঁজছি, আর আপনার মতো একজন লোক যদি তাকে খোঁজার কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, তবে বলতেই হয় লোকটা আসলেই হোমড়া চোমড়া ধরণের, মানে বড় ধরণের কিছু। সে যদি নিজের কর্ম ক্ষেত্রে আসলেই সেরকম বড়সড় কিছু হয়ে থাকে, তবে তার বড়সড় কাজ কর্মের অতীত রেকর্ডের নজির থাকবেই। তা না হলে সে এমন কিছু হতে পারবে না, তাই না?"

"ব'লে যাও", তাকে খুব সতর্কভাবে দেখে থমাস বললো।

"আমার মনে হয় এই ধরণের লোক শুধুমাত্র তার নিজের দেশের বাইরেই কাজ ক'রে থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীর নজরে সাধারণত সে আসবে না। হয়তো গোয়েন্দা সংস্থা দু'একবার তার নাগাল কিছুটা পেয়েছিলো ...."

থমাস এই আইডিয়াটা বিবেচনা করলো, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।

"এসব ভুলে বাসায় চলে যাও, বাবারা। আমি রিপোর্ট লিখে দিবো। আর আমরা এই তদন্তটি করেছিলাম সেটাও ভুলে যাও।"

কিন্তু যখন ইন্সপেক্টররা চলে গেলো, তখন আইডিয়াটা থমাসের মাথায় ঘুর ঘুর করতে লাগলো। সে তখনই বসে বসে রিপোর্টটা লিখতে পারতো। একদম নেতিবাচক। ফাঁকা, কিছুই নেই, ফলাফল শূন্য। রেকর্ড খোঁজার পর আর কিছুই পাওয়ার বাকি নেই। কিন্তু ফ্রান্সের তদন্তের অনুরোধটির পেছনে ধরা যাক কিছু একটা আছে তখন? ধরা যাক ফরাসিরা, যেমনটা থমাস ধারণা করেছিলো, নিছক কোন গুজবে মাথা গলায়নি, তাদের মূল্যবান প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে তারা এতোটা খামখেয়ালি হবেও না। যদি তারা সত্যি তাদের দাবি অনুযায়ী কিছু দূর অগ্রসর হয়ে থাকে, যদি কোন ধরণের ইঙ্গিত না থাকে যে, লোকটা একজন ইংরেজ, তাহলে তো তারা একইভাবে সারা পৃথিবীতেই তদন্ত চালিয়েছে। সম্ভাবনা থাকবে, কোন খুনি সেখানে নেই। যদি থেকে থাকে, তবে তার আছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস। কিন্তু ফ্রান্সের সন্দেহ যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে কি হবে? আর যদি সে হয়ে থাকে একজন ইংরেজ, এমনকি শুধুমাত্র জন্মসূত্রে, তখন?

থমাস স্কটল্যান্ডের রেকর্ডের ব্যাপারে খুবই গর্বিত হলো। বিশেষ ক'রে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ব্যাপারে। তাদের কখনও এরকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। তারা কখনও কোন সফররত রাজনৈতিক অতিথির হত্যার চাক্ষুষ করেনি। ব্যক্তিগতভাব তার ঐ রাশিয়ান কেজিবি'র হারামজাদা ইভান সেরভ্‌কে তদারকি করতে হয়েছিলো, যখন সে ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিনের সফরের প্রস্তুতির জন্য এসেছিলো। তাকে ধরার জন্য বিশজনের মতো বাল্টিক আর পোলিশও তার পিছু নিয়েছিলো ছিলো। তখন অবশ্য একটা গুলিও ছোড়া হয়নি। তাছাড়া সেরভের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরাও সেখানে ঘোরাফিরা করছিলো। প্রত্যেকেই একটা ক'রে অস্ত্র রেখে ছিলো আর সেটা ব্যবহার করার জন্য তারা একেবারেই প্রস্তুত ছিলো।

সুপারিন্টেনডেন্ট ব্রায়ান থমাসের অবসরে যাওয়ার আর বাকি ছিলো দু'বছর। সে এবং মেগ বৃস্টল চ্যানেলে যে ছোট্ট বাড়িটা কিনেছিলো, সেটার সবুজ প্রাঙ্গণে ফিরে যাবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো সে। নিরাপদে থাকার জন্য সেটা খুব ভালো জায়গা।

যৌবনে থমাস খুব ভালো রাগ্‌বি খেলোয়াড় ছিলো। গ্রামারগনের যারা তার বিরুদ্ধে খেলেছে তাদের অনেকেই জানে থমাসের উইং ফরোয়ার্ডের সেই দুর্দান্ত খেলা। এসবের জন্য এখন সে খুব বেশি বুড়ো হয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু এখনও লন্ডনের ওয়েল্‌সের ব্যাপারে তার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। যখন সে কাজ থেকে অবসর নেবে তখন চলে যাবে রিচ্‌মন্ডের ওল্ডডিয়ার পার্কে তাদের খেলা দেখতে। সে সব খেলোয়াড়কেই ভালো ক'রে চেনে। ক্লাবে গিয়ে প্রায়ই সে সময় কাটায়। খেলা শেষে তাদের সাথে আড্ডা মারে। তার অনেক সুনাম ছিলো, তাই তাকে ক্লাবে সবসময়ই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হতো।

খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন শুধুমাত্র ফরেন অফিসে চাকরির সুবাদে বাকি খেলোয়াড়দের কাছে বেশী পরিচিত ছিলো। থমাস জানতো সে তারচেয়েও অধিক কিছু; ডিপার্টমেন্টটা পররাষ্ট্র সচিবের আনুকূল্যে পেয়ে থাকলেও সেটা পররাষ্ট্র অফিসের সাথে সংযুক্ত নয়; যেখানে ব্যারি লয়েড সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কাজ করে। এটাকে কখনও কখনও এসআইএস নামেও ডাকা হয়। আবার কখনও শুধুমাত্র "সার্ভিস" ব'লেও ডাকা হয়। কিন্তু লোকজন সচরাচর এমআই-সিক্স, এই ভুল নামেই বেশী ডাকে।

নদীর তীরে অবস্থিত একটা নির্জন পারে রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে দু'জন লোক পান করার জন্য মিলিত হলো। তারা কিছুক্ষণ রাগ্‌বি নিয়ে কথা বললো। থমাস ড্রিংসের অর্ডার দিলো, কিন্তু লয়েড আন্দাজ করতে পেরেছিলো যে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকটা নদী তীরবর্তী পারে ব'সে তার সাথে রাগ্‌বির একটা সিজন নিয়ে কথা বলতে আসেনি। সিজনটা আসতে এখনও দু'মাস বাকি। যখন তারা তাদের মদগুলো নিয়ে একে অন্যের সাথে সৌজন্যমূলক চিয়ার্স করলো তখন থমাস মাথা নেড়ে বাইরের একটা প্রাঙ্গণের দিকে ইশারা করলো, যেখানে ফুলহ্যাম এবং চেল্‌সি থেকে আসা তরুণ-তরুণীরা একান্তে সময় কাটায় আর ডিনার করে।

"একটা সমস্যায় পড়েছি বয়ো", থমাস বলতে শুরু করলো। "আশা করি তুমি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।"

"অবশ্যই .... যদি আমি পারি," লয়েড বললো।

থমাস প্যারিস থেকে আসা অনুরোধটার ব্যাপারে তাকে খুলে বললো আর সেই সাথে ক্রিমিনাল রেকর্ড এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের রেকর্ডে এ ব্যাপারে কিছু নেই ব'লেও জানালো।

"আমার কাছে মনে হচ্ছে, যদি এ ধরণের কোন লোক থেকে থাকে, আর সে যদি বৃটিশ হ'য়ে থাকে, তবে সে এমন একজন হবে যে-কিনা তার নোংরা হাত দুটো নিজের দেশের ভেতরে ব্যবহার করেনি, বুঝেছো। হয়তোবা সে শুধু বাইরেই অপকর্ম ক'রে বেড়ায়। যদি সে কখনও তার কোন অপকর্মের চিহ্ন এখানে একটুও রেখে যায়, তবে সম্ভবত সেটা ডিপার্টমেন্টের নজরে এসে থাকবে, তাই না?"

"ডিপার্টমেন্টের?" লয়েড খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো। "আহ্ ব্যারি। আমাকে আস্তে আস্তে আরো অনেক কিছু জানতে হবে," থমাসের কণ্ঠটা একটু ফিস্-ফিসে শোনালো। পেছন থেকে তাদেরকে দেখলে মনে হবে দু'জন লোক কালো সুট প'রে গোধূলির ছায়া পড়া নদীটাকে দেখছে আর শহুরে দিনগুলোর কথাবার্তা বলছে। নদীটার উপর দক্ষিণ তীরের বাতিগুলোর আলো এসে পড়েছে।

"ব্লেইক ইনভেস্টিগেশনের সময় আমাদেরকে অনেক ফাইল ঘাটতে হয়েছিলো। ফরেন অফিসের অনেক লোককে সন্দেহ করতে হয়েছিলো, এমন কি তোমাকেও। সেই সময় তুমি ছিলে তার সেক্‌শনে, তাই সন্দেহ করা হয়েছিলো। সুতরাং আমি জানি কোন্ ডিপার্টমেন্টের সাথে তুমি কাজ করো।"

"আচ্ছা," বললো লয়েড।

"দ্যাখো, আমি হতে পারি একজন ব্রায়ান থমাস যে, এই পার্কে ব'সে আছে, সেই সাথে আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন সুপরিন্টেনডেন্টও বটে। ঠিক আছে? তুমি সবার কাছ থেকে ছদ্মবেশ নিয়ে আড়ালে থাকতে পারো না, পারবে কি?"

লয়েড তার গ্লাসের দিকে তাকালো।

"এটা কি কোন অফিশিয়াল তদন্ত ?"

"না, সেটা আমি এখন বলতে পারছি না। ফরাসি অনুরোধটা আন অফিসিয়াল একটা ব্যাপার, যেটা ক্লদ লেবেল করেছে মলিনসনকে। সে সন্ট্রাল রেকর্ডে কিছুই খুঁজে পায়নি।

তাই জবাবে বলেছে যে, সে কোন সাহায্য করতে পারছে না। কিন্তু সে ডিক্সনের সাথেও এ নিয়ে কথা বলেছে। সে-ই আমাকে বলেছে খুব দ্রুত ব্যাপারটা চেক্ ক'রে দেখতে। সবটাই করতে হবে নীরবে, বুঝেছো? অবশ্যই যেনো পত্রিকাওয়ালা বা অন্য কেউ জানতে না পারে। লেবেলকে সাহায্য করার মতো কিছুর সম্ভাবনা খুব কম আছে বৃটেনে। আমি ভেবে দেখলাম, সবগুলো দিকই খতিয়ে দেখি, আর তুমিই হলে এক্ষেত্রে শেষ ব্যক্তি।

"লোকটা দ্য গলের পিছু নিয়েছে মনে হচ্ছে?"

"অবশ্যই, তদন্তের অনুরোধের ধরণ দেখে সে রকমই মনে হয়, কিন্তু ফরাসিরা এটা খুব চাতুর্যের সঙ্গেই খেলছে। তারা নিশ্চিতভাবেই কোন ধরণের প্রচারণা চায় না।"

"একদম ঠিক। কিন্তু তারা আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করছে না কেন?"

"সাজেশন পাওয়ার জন্য 'ওল্ড-বয়' নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনুরোধটা করা হয়েছে। লেবেল সরাসরি মলিনসনকে করেছে। সম্ভবত, ফরাসিদের সিক্রেট সার্ভিসের কাছে তোমাদের সেক্শনের নেটওয়ার্ক নেই।"

যদি লয়েডের জানা থাকতো যে, এসডিইসিই'র সাথে এসআইএস'র সম্পর্ক খুব খারাপ, তবে সে কোন রকমের সাহায্য করার কথা চিন্তাও করতো না।

"তুমি কি ভাবছো?" একটু থেমে থমাস জিজ্ঞেস করলো।

"হাস্যকর," নদীর দিকে তাকিয়ে লয়েড বললো। "তোমার কি ফিল্‌বি'র কেস্‌টার কথা মনে আছে?"

"অবশ্যই"।

"আমাদের সেক্শনে সেটা এখনও একটা আক্ষেপের ব্যাপার হয়ে আছে।" লয়েড বলতে শুরু করলো।

"একষট্টি সালের জানুয়ারিতে সে বৈরুত থেকে চলে গেলো। অবশ্য সেটা তার চলে যাবার আগ পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু এজন্যে আমাদেরকে খুব বাজে পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিলো। সে বেশিরভাগ আরবদের খতম করেছিলো,সেই সাথে অন্যদেরকেও। তার জন্যে আমাদের অনেক লোককে সরাতে হয়। ক্যারিবিয়ানে আমাদের একজন শীর্ষ পর্যায়ের লোককে ওখান থেকে খুবই দ্রুত সরাতে হয়েছিলো। ঐ লোকটা দু'মাস আগে ফিল্‌বির সাথে বৈরুতে ছিলো, তারপর ক্যারিবিয়ানে বদলি হয়ে যায়।

"সেই একই মাসে, জানুয়ারিতে, ডোমিনিকান রিপাবলিকের স্বৈরাচারী শাসক ত্রুইলো রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আততায়ীর হাতে নিহত হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী সে পার্টিজানদের হাতে নিহত হয় – তার অবশ্য অনেক শত্রু ছিলো। আমাদের লোকটা তারপর লন্ডনে ফিরে আসে। অন্যত্র বদলি হবার আগ পর্যন্ত সে তখন আমার সাথে কিছুদিন অফিসে বসেছিলো। সে-ই আমাকে বলেছিলো যে, গুজব আছে, ত্রুইলো'র গাড়িটা থামিয়ে দেয়া হয়েছিলো, আর ওঁৎ পেতে থাকা লোকেরা তাকে গুলি ক'রে হত্যা করে। গাড়িটা থামানোর জন্য একটাই গুলি করা হয়, একেবারে নিখুঁত আর দক্ষ নিশানা বলতে পারো। রাইফেলের গুলি ছিলো সেটা। একশো পঞ্চাশ গজ দূর থেকে চলন্ত গাড়িতে করা হয়েছিলো। গুলিটা ড্রাইভারের পাশে ত্রিভূজাকৃতির গ্লাসটা ভেদ ক'রে ড্রাইভারকে আঘাত করে। সেই গ্লাসটাই

কেবল বুলেট প্রুফ ছিলো না। পুরো গাড়িটাই ক্র্যাশ করে। গাড়িটা ক্র্যাশ করার পরই পার্টিজানের ওঁৎ পেতে থাকা লোকেরা ত্রুইলোকে হত্যা করে। বিদ্ঘুটে ব্যাপার হলো, গুজব ওঠে, গুলি চালানো লোকটা ছিলো একজন ইংরেজ।

মগের বিয়ার শেষ হ'য়ে যাবার পর দু'জন লোক চুপ হয়ে গেলো। একটা লম্বা বিরতি নেমে এলো। আঙ্গুলগুলো খালি মগে নড়াচড়া করতে করতে তারা অন্ধকার নেমে আসা টেম্‌স নদীর দিকে তাকালো। তাদের দু'জনের মনেই একটা রুক্ষ, কঠিন, উষ্ণ, দূর দ্বীপের ছবি আঁকা ছিলো; একটা গাড়ি পাথুরে আর পিচ ঢালা পথের কিনারা ঘেঁষে ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে ছুটছে; একজন বৃদ্ধ লোক, দামী পোশাক আর স্বর্ণের ভারে নুজ। লোকটা ত্রিশ বছর ধরে তার রাজত্ব শাসন করেছে শক্ত হাতে, নির্দয়ভাবে। তাকে টেনে হেঁচড়ে রাস্তার পাশে এনে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হচ্ছে।

"এই লোকটা – গুজবের লোকটার কথা বলছিলাম আর কি। তার কি কোন নাম আছে?"

"আমি জানি না। আমার মনে নেই। সেই সময় এই ব্যাপারটা নিয়ে শুধু অফিসেই কথাবার্তা হয়েছিলো। ঐ সময়টাতে আমাদের খুব ব্যস্ততা ছিলো। আর ক্যারিবীয় স্বৈরাচারের ব্যাপারটা ছিলো আমাদের ভাববার জন্য শেষ বিষয়।"

"তোমার যে সহকর্মী তোমাকে এ কথা বলেছে, সে কি এব্যাপারে কোন রিপোর্ট দিয়েছিলো?"

"অবশ্যই দিয়ে থাকবে। এটাইতো নিয়ম। কিন্তু সেটা ছিলো নিছক একটা গুজব, বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়। নিছক গুজব। এর বেশি কিছু না– আর তাই এসব নিয়ে বেশি দূর এগোনো হয়নি। আমরা কাজ করি সত্য ঘটনা নিয়ে, একেবারে নিখাদ তথ্য নিয়ে।"

"কিন্তু এটা নিশ্চয় ফাইলে আছে, কোথাও না কোথাও?"

"হয়তো তাই," বললো লয়েড। "খুবই কম অগ্রাধিকার সম্পন্ন বিষয়, শুধুমাত্র সেই অঞ্চলেই গুজবটা রটেছিলো। ওখানে তখন গুজবে ভরা ছিলো।"

"কিন্তু তুমি ফাইলটা আবার দেখতে পারো? দ্যাখো ঐ লোকটার কোন নাম-টাম আছে কিনা?"

লয়েড তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি বাড়িতে যাও," সুপারিন্টেনডেন্টকে বললো সে। "তোমার সাহায্যে লাগতে পারে এমন কিছু পেলে আমি তোমাকে ফোন করবো।"

গ্লাস দু'টো জমা দিয়ে তারা পাবের বার থেকে বের হয়ে গেলো।

"আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো," তারা যখন করমর্দন করছিলো তখন থমাস বললো। "হয়তো এতে কিছুই হবে না, তবুও একটু চেষ্টা ক'রে দেখতে অসুবিধা কি।"

যখন থমাস আর লয়েড টেম্‌স নদীর উপরের বৃজটাতে হেটে হেটে কথা বলছিলো আর জ্যাকেল মিলানের একটা হোটেলের ছাদের নীচে বসে জাবাগলিওনের শেষটুকু চুমুক দিচ্ছিলো তখন কমিশার ক্লদ লেবেল প্যারিসের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমে প্রথম সভায় উপস্থিত হ'য়ে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কিত রিপোর্ট দিচ্ছিলো।

চব্বিশ ঘন্টা আগে সভায় যারা উপস্থিত ছিলো, তারাই আজকের সভাতে উপস্থিত আছে। টেবিলের শেষ মাথায় রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ডিপার্টমেন্টের প্রধানরা বসেছে দু'পাশে, সারিবদ্ধভাবে। ক্লদ লেবেল বসেছে টেবিলের অন্য প্রান্তে, তার সামনে একটা ছোট্ট ফোল্ডার। সভা শুরু করার জন্য মন্ত্রী তাঁর মাথা নাড়লেন।

তাঁর শেফ দ্য কেবিনেট প্রথম কথা বললো। গত একদিন, দিন-রাত সারাটা সময় সে কাস্টমস অফিসের সাথে কথা বলেছে, ফ্রান্সের প্রতিটা সীমান্ত পোস্টে নির্দেশ পাঠিয়েছে, ফ্রান্সে প্রবেশের সময় যেনো চেক্ করা হয় কোন লম্বা সোনালী চুলের বিদেশী প্রবেশ ক'রে কিনা। বিশেষ ক'রে পাসপোর্ট যেনো ভালো ক'রে পরীক্ষা করা হয়, আর সেগুলো যেনো ডিএসটি'র লোকদের দিয়ে পরীক্ষা ক'রে চূড়ান্ত ছাড়-পত্র দেয়া হয়। সম্ভাব্য জাল পাসপোর্ট ধরার জন্য এ ব্যবস্থা। ডিএসটি'র প্রধান মাথা নেড়ে কথাটা অনুমোদন করলো। ফ্রান্সে ঢোকা পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদেরকে হঠাৎ ক'রেই কাস্টমসে খুব বেশি কড়া নজরে পড়তে হলো। কড়া তল্লাশী আর খুব বেশি বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। কিন্তু এরকম তল্লাশীর শিকার কেউই বুঝতে পারলো না কেন, কি কারণে এসব করা হচ্ছে। এটা যে একজন লম্বা, সোনালী চুলের লোককে ধরার জন্য করা হচ্ছে, সেটা ঘুণাক্ষরেও কেউ বুঝতে পালো না। যদি কোন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সাংবাদিকের দৃষ্টিতে এটা পড়তো এবং জানতে চাইতো কেন এসব করা হচ্ছে, তবে জবাবটা হতো যে, এসব কাজ রুটিন মাফিক, প্রায়শই করা হয়। কিন্তু এরকম কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি।

ঃতাকে আরো একটি বিষয়ে রিপোর্ট করতে হয়েছিলো। সভায় একটা প্রস্তাব দেয়া হলো- রোমে অবস্থানরত ওএএস'র তিন প্রধানকে অপহরণ ক'রে এখানে তুলে আনা হোক। কুয়ে দি ওরসে খুবই তীব্রভাবে এ ধরণের কর্মকাণ্ডের আইডিয়াটাকে কূটনৈতিক কারণেই বিরোধীতা করেছিলো। (তাদেরকে অবশ্য জ্যাকেলের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি), আর প্রেসিডেন্টও তাদের কথার সাথে একমত পোষণ করেছিলেন (তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন)। এসবের জন্যেই তাদের কাজকর্ম আরো বেশি কঠিন হয়ে গেলো।

এসডিইসিই'র জেনারেল গুইবদ বললো, তারা তাদের রেকর্ড-পত্র ঘেটে নিশ্চিত হতে পেরেছে যে, ওএএস'র পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি কিংবা তাদের প্রতি সহমর্মিতা আছে এমন কারোর পক্ষেই পেশাদার রাজনৈতিক হত্যাকারী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এমন কারোর সম্পর্কে কোন রেকর্ডও তাদের কাছে নেই। এজন্যে কাউকে সন্দেহও করা যাচ্ছে না।

রিনসাইনমেন্ট-এর জেনারেলও বললো যে, ফ্রান্সের ক্রিমিনাল রেকর্ড-আর্কাইভ ঘেটে তারাও একই ফল পেয়েছে। শুধুমাত্র ফরাসিদের মধ্যেই না, বরং বিদেশীদের মধ্যেও এমন কেউ, কখনই ফ্রান্সের ভেতরে এ ধরণের কাজ করে নাই।

এরপর ডিএসটি'র প্রধান তার রিপোর্ট দিলো। সেই সকালেই, ৮-৩০ মিনিটে, গার দু নর্দের ডাকঘর থেকে একটা ফোন-কল 'ইন্টারসেপ্ট' করা হয়েছে। ফোনটা করা হয়েছিলো রোমের সেই হোটেল, যেখানে ওএএস'র তিন প্রধান ব্যক্তি বর্তমানে অবস্থান করছে।

আট সপ্তাহ আগে যখন তারা ওখানে অবস্থান নিয়েছে, তখন থেকেই ইন্টারন্যাশনাল সুইচবোর্ডে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সেই নাম্বারে করা সমস্ত কল নাম্বার যেনো রিপোর্ট করা হয়। সেই সকালে ওখানে যে লোকটা দায়িত্বে ছিলো, সে ছিলো একটু ধীর প্রকৃতির। কলটা হবার পর সে বুঝতে পেরেছিলো যে, এই নাম্বারটা তার লিস্টে আছে। সে ডিএসটি'কে শুধু জানাতে পেরেছে ওখানে একটা ফোন করা হয়েছে। যাই হোক সে এটুকু শুধু শুনতে পেরেছে যে, বার্তাটিতে বলা হচ্ছিলো, "পয়টিয়ারকে ভালমি বলছে। জ্যাকেল চাউর হয়ে গেছে। আবার বলছি। জ্যাকেল চাউর হয়ে গেছে। কাওয়ালস্কিকে তুলে নিয়ে গেছে ওরা। মারা যাবার আগে সে *গীত* গেয়ে গেছে। শেষ।"

সেই ঘরটাতে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা নেমে এলো।

"এ খবর তারা কিভাবে পেলো?" টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো লেবেল। সবার চোখ তার দিকে ঘুরলো। শুধুমাত্র কর্নেল রোল্যান্ড ছাড়া। সে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়েছিলো বিপরীত দিকের দেয়ালের দিকে। পরিষ্কারভাবে সে বললো, "ড্যাম", তখনও দেয়ালের দিকে তাকিয়েই। চোখ দুটো বড় বড় ক'রে চেয়ে রইলো এক্শন সার্ভিসের প্রধানের দিকে।

কর্নেল তার ভাবাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠলো।

"মার্সেইতে", ছোট্ট ক'রে বললো সে, "কাওয়ালস্কিকে রোম থেকে আনার জন্য আমরা একটা টোপ ফেলেছিলাম। ওর এক পুরনো বন্ধু, নাম জোজো গ্রিজিবোস্কি, লোকটার বউ আর একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। আমরা তাদেরকে আমাদের অধীনে নিরাপদে রেখেছি যতোক্ষন না কাওয়ালস্কিকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। তারপর আমরা তাদেরকে বাড়িতে ফিরে যেতে দিয়েছি। কাওয়ালস্কির কাছ থেকে আমি তার নেতাদের ব্যাপারে সব জানতে চেয়েছিলাম। সেই সময় জ্যাকেলের এই ষড়যন্ত্রের কথাটা আমাদের জানা ছিলো না। তারা জানে না কেন আমরা কাওয়ালস্কিকে ধরেছি। তারপর, পরে অবশ্য ব্যাপারটা বদলে গেছে। অবশ্যই সেই পোল জোজোই এজেন্ট ভালমিকে ঘটনাটা জানিয়েছে। এজন্যে আমি দুঃখিত।"

"ডিএসটি কি ডাকঘর থেকে ভালমিকে ধরতে পেরেছে?"

"না, আমরা তাকে কয়েক মিনিটের জন্য পাইনি, অপারেটরের বেকামীর জন্য তাকে ধন্যবাদ," ডিএসটি'র লোকটা বললো।

"অকর্মণ্যতার ঢেঁকি এক একটা," হঠাৎ ক'রে কর্নেল সেন ক্লেয়ার ব'লে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি শত্রুভাবাপন্ন চোখ তার দিকে নিক্ষিপ্ত হলো।

"আমরা আমাদের মতো ক'রে ভাবছি, একজন অজানা, অচেনা শত্রুর বিপক্ষে একেবারেই অন্ধকারে আছি।" জেনারেল গুইবদ জবাব দিলো। "যদি কর্নেল সাহেব পুরো অপারেশনটার দায়িত্ব সেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেন, সমস্ত দায়দায়িত্ব ...."

এলিসি প্রাসাদের কর্নেল তার ফোল্ডারের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করতে লাগলো, যেনো এর চেয়ে বেশি জরুরি, গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই, আর এসডিইসিই'র প্রধানের কাছ থেকে আসা প্রকাশ্য হুমকিটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই না। সে বুঝতে পারলো এমন মন্তব্য করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।

"তবে তো এতে ভালোই হয়েছে," মন্ত্রী বললেন, "তারা তাদের ভাড়াটে অস্ত্রধারীর চাউর হওয়ার খবরটা জেনে গেছে। নিশ্চিতভাবেই তারা এখন এই অপারেশনটা স্থগিত করবে, তাই না?"

"যথার্থই বলেছেন,"সেন ক্লেয়ার অবস্থান ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় বললো,"মন্ত্রী সাহেব একদম ঠিক বলেছেন। এখন এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াটা তাদের জন্য পাগলামীই হবে। তারা লেকটাকে সোজা এখান থেকে ডেকে পাঠাবে।"

"জ্যাকেল পুরোপুরি চাউর হয়নি," লেবেল খুব আস্তে ক'রে বললো। সে যে এখানে আছে সেটা ওখানে উপস্থিত সবাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। "আমরা এখন পর্যন্ত লোকটার নাম জানতে পারি নাই। আগে-ভাগে সতর্ক ক'রে দেয়াতে তাকে একটু বেশি সজাগ ও বাড়তি কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে, এই যা। ভূয়া কাগজ-পত্র, ছদ্মবেশ ...."

এইমাত্র মন্ত্রী যে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, সেটা একেবারে উধাও হয়ে গেলো। রজার ফ্রে ছোটো-খাটো কমিশারের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকালেন।

"আমার মনে হয় কমিশার লেবেলের রিপোর্টটা শুনে দেখাই ভালো, ভদ্রমহোদয়গণ। হাজার হোক, সে এই তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা যারা এখানে আছি তারা তাকে সাধ্যমত সাহায্য ক'রে যাবো।"

লেবেল তার রিপোর্টটা বলতে শুরু করলো। গতকাল সন্ধ্যা থেকে সে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার একটা রূপরেখা দিয়ে গেলো। ফরাসি ফাইলগুলো চেক্ ক'রে তার এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, এই বিদেশী লোকটা কোন বিদেশী পুলিশ বাহিনীর ফাইলে থাকার সম্ভাবনাই বেশি, যদি আদৌ তার অস্তিত্ব থেকে থাকে। বিদেশে তদন্ত করার জন্য যে অনুরোধ করা হয়েছিলো সেটা গৃহীত হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বড় বড় দেশগুলোতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে অনেকগুলো ফোন-কল করা হয়েছে ।

"আজকেই জবাবগুলো একে একে এসে পৌঁছেছে," এই ব'লে সে সমাপ্তি টানলো। "জবাগুলো হলোঃ হল্যান্ডে, কিছুই পাওয়া যায়নি। ইতালি, অনেগুলো ভাড়াটে খুনি আছে সেখানে কিন্তু তাদের সবাই মাফিয়াদের হ'য়ে কাজ করে। তবে রোমের ক্যারাবি নিয়েরি আর ক্যাপোদের মধ্যে তদন্ত চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করতে মাফিয়ারা চাইবে না, আর কোন বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের হত্যাকারীকে মাফিয়ারা আশ্রয়ও দিবে না," লেবেল একটু মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলো, তার পর আবার বলতে শুরু করলো,"ব্যক্তিগতভাবে আমি এই কথাটাতে বিশ্বাসও করি, সম্ভবত এটাই সত্য।"

"বৃটেন, সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। আরো ব্যাপক তদন্তের জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"বরাবরের মতোই আলসে জাতের," সেন ক্লেয়ার নিচু স্বরে কথাটা বললে লেবেল সেই মন্তব্যটা খেয়াল ক'রে তার দিকে তাকালো।

"কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণ আর নিখুঁত আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা। স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডকে খাটো ক'রে দেখবেন না।" সে আবার পড়তে শুরু করলো।

"আমেরিকা। দুটি সম্ভাবনা আছে। এক, ফ্লোরিডার মায়ামি কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক এক অস্ত্র ব্যবসায়ীর ডান হাত হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তি। এই লোকটা সাবেক ইউএস মেরিন

সদস্য, পরবর্তীতে ক্যারিবিয়াম অঞ্চলের সিআই'র এজেন্ট ছিলো। 'বে অব পিগ্‌স' ঘটনার ঠিক আগে ক্যাস্ট্রো বিরোধীদের সাথে মারামারি করার সময় গুলি ক'রে একজনকে হত্যা করলে তাকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর অস্ত্র ব্যবসায়ীটি তাকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেয়। সেই লোকটাকে সিআইএ আম অফিশিয়ালি বে অব পিগস-এর আগ্রাসনকারী বাহিনীর কাছে অস্ত্র পাঠানোর জন্য ব্যবহার করতো। বিশ্বাস করা হয় দু'দুটো দুর্ঘটনার জন্য সে দায়ী, যাতে তার চাকরিদাতা অস্ত্রব্যবসায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন ব্যবসায়ী নিহত হয়। অস্ত্র ব্যবসা, মনে হয় খুবই বিপজ্জনক কাজ। লোকটার নাম চার্লস "চাক" আরনল্ড। এফবিআই এখন লোকটার অবস্থান কোথায় সেটা খোঁজ ক'রে দেখছে।

"দ্বিতীয় লোকটাকে এফবিআই সম্ভাব্য ব্যক্তি হিসেবে মনে করছে। মার্কো ভিতেলিনো, নিউইয়র্কের এক গ্যাং লিডারের সাবেক দেহরক্ষী। সেই নেতার নাম আলবার্ট আনাসতাসিয়া। এই লোকটা সাতান্ন সালে নাপিতের দোকানে দাঁড়ি কামানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এর পর ভিতেলিনো প্রাণের ভয়ে আমেরিকা ছেড়ে চলে গিয়ে ভেনেজুয়েলার কারাকাসে আস্থানা গড়ে তোলে। নিজে নিজে সেখানে একটা দলও তৈরি করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সফলতা খুব কমই পেয়েছে। স্থানীয় আন্ডার-ওয়ার্ল্ড তাকে কোণঠাসা ক'রে ফেলে। এফবিআই মনে করে, যদি সে পুরোপুরি ওখান থেকে বিতারিত হয়ে থাকে তবে হয়তো সঠিক মূল্য পেয়ে থাকলে ভাড়াটে খুনির বাজারে নিজেকে যুক্ত করতে পারে।"

ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ নীরবতা নেমে এলো। বাকি চৌদ্দজন লোক কোনরকম ফিস্‌ফিসানি ছাড়াই শুনে যাচ্ছিলো তার বিবরণ।

"বেলজিয়াম। একটা সম্ভাবনা আছে। সাইকোপ্যাথিক খুনি, কাতাঙ্গার *সম্বির* সাবেক একজন সদস্য। ১৯৬২ সালে যখন সে ধরা পড়ে তখন তাকে জাতিসংঘ বহিষ্কার করেছিলো। দুটো হত্যা মামলার জন্য সে বেলজিয়ামে ফিরে আসতে পারেনি। ভাড়াটে অস্ত্রধারী, কিন্তু খুবই চতুর একজন লোক। নাম জুল্‌স বেরেন্‌জার। বিশ্বাস করা হয় বর্তমানে সে মধ্য আমরিকায় অভিবাসী হয়েছে। বেলজিয়াম পুলিশ এখনও তার সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ খবর চালিয়ে যাচ্ছে।

"জার্মানি। একটা সাজেশন আছে। হানস্‌ দিয়েতার কাসেল, সাবেক এসএস মেজর, যুদ্ধপরাধের জন্য দুটো দেশ তাকে খুঁজছে। যুদ্ধের পর ছদ্ম নাম নিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে বসবাস করছে। সে সাবেক এসএস সদস্যদের আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন 'ওডেসা'র একজন ভাড়াটে খুনি। যুদ্ধত্তোর সময়ে দু'জন সমাজতন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য তাকে সন্দেহ করা হয়। সেই দু'জন যুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্তের জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছিলো, তারা যুদ্ধাপরাধীদেরকে বিচারের ব্যাপারে সোচ্চার ছিলো। পরবর্তীতে কাসেল নামটা উন্মোচিত হয়ে যায়, কিন্তু একজন পুলিশ অফিসারের তথ্য ফাঁস করার কারণে সে পালিয়ে স্পেনে চলে যায়। সেই অফিসারের চাকরি চলে গেছে। বিশ্বাস করা, হয় সে বর্তমানে মাদ্রিদে অবসর জীবন যাপন করছে।" লেবেল আবার মাথা তুলে তাকালো। "ঘটনাক্রমে লোকটার বয়স এরকম কাজের জন্য অনুপযুক্ত, তার বয়স এখন সাতান্ন।"

"শেষে, দক্ষিণ আফ্রিকা। একটা সম্ভাবনা আছে। পেশাদার ভাড়াটে সৈনিক। নাম : পাইট গুইপার। আরেকজন সন্দের টপ গান-ম্যান। দক্ষিণ আফ্রিকায় তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু তাকে সেখানে অনাহুত ব'লে মনে করা হয়। একজন ক্যাপার্টে, আর মানুষ হত্যাকারী হিসেবে একদম পেশাদার। এই বছরের শুরুতেই কাতাঙ্গার পতনের পর কঙ্গো থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে। বিশ্বাস করা হয়, পশ্চিম আফ্রিকার কোথাও সে বসবাস করছে এখন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পেশাল-ব্রাঞ্চ আরো তদন্ত ক'রে দেখছে।"

সে থেমে তাকালো। তাকে ঘিরে থাকা চৌদ্দজন লোক অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"অবশ্য," লেবেল বিরুদ্ধ-মত পোষন করে এমনভাবে বললো, "এটা খুবই অস্পষ্ট, আর এ থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আমি একটি বিষয়েই ভয় পাচ্ছি, তাহলো, আমি শুধু সাতটা উল্লেখযোগ্য দেশেই চেষ্টা করেছি। জ্যাকেল হতে পারে একজন সুইস, অথবা অস্ট্রিয়ান, নয়তোবা অন্য কোথাকার। সাতটা দেশের মধ্যে তিনটা দেশই জবাব দিয়েছে যে, এ ব্যাপারে তারা কোন দিকনির্দেশনা দিতে পারছে না। তারা হয়তো ভুল ক'রে থাকবে। জ্যাকেল হতে পারে ইতালিয়ান, ডাচ্ কিংবা ইংরেজ। এমনকি সে হতে পারে জার্মান, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকান অথবা আমেরিকান। এই সব দেশের বাইরেও হতে পারে। কেউ তা জানে না। কখন আলো দেখা যাবে সেই আশায় অন্ধকারে শুধু পথ খুঁজে বেড়ানো।"

"শুধু শুধু আশা করলে আমারা খুব বেশি দূর যেতে পারবো না," সেন ক্লেয়ার খোঁচা মেরে কথাটা বললো।

"সম্ভবত কর্নেলের কাছে ভালো কোনো পরিকল্পনা আছে?" লেবেল কথাটা খুব ভদ্রভাবে ছুড়ে দিলো।

"ব্যক্তিগতভাবে, আমি মনে করি লোকটা নিশ্চিত সতর্ক হয়ে গেছে।" শীতল কণ্ঠে সেন ক্লেয়ার বললো। "তার পরিকল্পনাটা ফাঁস হয়ে যাবার কারণে সে আর এখন আমাদের প্রেসিডেন্টের ধারে কাছেও আসতে পারবে না। যেভাবেই হোক, রদিন এবং তার লোকেরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকাটা ফেরত চাইবে। তারা টাকাটা জ্যাকেলের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে অপারেশনটা বাতিল ক'রে দেবে।"

"আপনি মনে করছেন লোকটা সতর্ক হয়ে গেছে।" আস্তে ক'রে কথার মাঝখানে লেবেল বললো, "কিন্তু মনে করা তো আশা করার থেকে খুব বেশী দূরের ব্যাপার নয়। আমি বর্তমানে এই তদন্ত কাজটি যথারীতি চালিয়ে যেতেই পছন্দ করবো।"

"এইসব তদন্তের বর্তমান অবস্থা কি, কমিশার?" মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

"ইতিমধ্যেই মন্ত্রী সাহেব, পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে আসা সাজেশনগুলো দিয়ে একটা ডোসিয়ার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করছি আগামীকাল বিকেলের মধ্যেই সর্বশেষ টেলেক্সটা পেয়ে যাবো, সেই সাথে ছবিগুলোও। কিছু কিছু পুলিশ বাহিনী সন্দেহভাজনদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া অব্যাহত রেখেছে।"

"তুমি কি মনে করো তারা তাদের মুখ বন্ধ রাখবে?" সানগুইনেত্তি জিজ্ঞেস করলো।

"এটা না করার কোন কারণ নেই," লেবেল জবাব দিলো। "প্রতিবছর বিভিন্ন দেশের মধ্যে শত-শত কনফিডেনশিয়াল তথ্য আদান-প্রদান হয়, একদম অনানুষ্ঠানিকভাবে, সরকারীভাবে নয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেটা হয়ে থাকে। সৌভাগ্যবশত সব দেশই, তাদের রাজনীতি যা-ই হোক, অপরাধ এবং অপরাধীর বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়ে থাকে। সুতরাং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা যেধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, আমরা সেরকম কিছু মোকাবেলা করি না। আন্তর্জাতিকভাবে হয়তো একেক দেশের সাথে একেক রকমের সম্পর্ক হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের বেলায় সেটা প্রযোজ্য নয়। পুলিশ বাহিনীর মধ্যেকার সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক খুবই ভালো।"

"রাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রেও?" ক্রে জিজ্ঞেস করলো।

"পুলিশের লোকদের কাছে মন্ত্রী সাহেব, এগুলো সবই অপরাধ। এজন্যেই আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ না ক'রে আমার বিদেশী সহকর্মীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করাটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। সন্দেহাতীতভাবেই উচ্চপদস্থরা জানতে পারবে যে, আমি এ ধরণের অনুরোধ করেছি। কিন্তু এই খবরটা চাউর করার জন্য ভালো কোন কারণও তাদের কাছে নেই। রাজনৈতিক হত্যাকারীরা সারাবিশ্বের জন্যই দুর্বৃত্ত।"

"কিন্তু তারা যখন জানতে পারবে যে, এরকম কোন অনুরোধ করা হয়েছে, তখন সেটা কিসের জন্য তা খুব সহজেই জেনে যাবে, আর আমাদের প্রেসিডেন্টকে আড়ালে আবডালে অবজ্ঞা করবে, ব্যঙ্গ করবে।" সেন ক্লেয়ার খুব জোড় দিয়ে বললো কথাটা।

"তারা এরকমটি করবে তার কোন কারণ তো আমি দেখছি না। হয়তো তাদের কারোর বেলায়ও একদিন এরকম কিছু ঘটতে পারে।" লেবেল বললো।

"তুমি রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার খুব বেশি বোঝো না। তুমি হয়তো এব্যাপারে সচেতন নও যে, কেউ কেউ যখন জানতে পারবে যে, একজন খুনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের পিছে লেগেছে তখন তারা খুব মজা পাবে। খুশি হবে," সেন ক্লেয়ার বললো। "আর এই ব্যাপারটা নিয়েই প্রেসিডেন্ট বেশ উদ্বিগ্ন। এটা গোপন রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তিত তিনি।"

"এটা সবাই জানতে পারবে না", লেবেল শুধরিয়ে দিলো। "এটা খুবই ব্যক্তিগত পর্যায়ের একটি কাজ, গোপন ব্যাপার। যে অল্প কয়েকজন লোক এই গোপন ব্যাপারটা জানে, যদি ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তবে তারা দায়ী হবে আর সেটা তাদের দেশের অর্ধেক রাজনীতিবিদদের ধ্বংস ক'রে দেবে। এইসব স্বল্প সংখ্যক লোক পশ্চিমা নিরাপত্তা রক্ষার ভেতরকার স্থাপনাসমূহের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানে। এইসব নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহই তাদেরকে রক্ষা ক'রে থাকে। তাদেরকে তো নিজেদেরকেও রক্ষা করতে হবে। যদি তারা বুদ্ধিমান না হয়ে থাকে, তবে যে কাজে তারা নিযুক্ত রয়েছে সেটা তারা ধরে রাখতে পারতো না।"

"আমাদের প্রেসিডেন্টের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যতো লোক উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রিত হবে তার চেয়ে কমসংখ্যক লোক ব্যাপারটা জানলেই ভালো," বোভোয়া তীর্যকভাবে কথাটা বললো। "আমরা ওএএস'র সাথে গত দু'বছর ধরে লড়াই ক'রে যাচ্ছি। প্রেসিডেন্টের নির্দেশ রয়েছে এসব ব্যাপার যেনো পত্রিকার গরম খবর হয়ে না ওঠে।"

"ভদ্রমহোদয়গণ,ভদ্রমহোদয়গণ," মন্ত্রী মাঝখানে ব'লে উঠলেন। "যথেষ্ট হয়েছে। আমিই কমিশার লেবেলাকে বিদেশী পুলিশ সার্ভিসের প্রধানদের সাথে এব্যাপারে যোগাযোগ করার ক্ষমতা দিয়েছি। প্রেসিডেন্টের সাথে"– তিনি সেন ক্রেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন,– "আলাপ-আলাচনা করেই।"

কর্নেলের হতভম্ব হওয়া চেহারাটা দেখে বাকী সবাই বেশ মজা পেলো। অপ্রস্তুত আর বিব্রত অভিব্যক্তিটা লুকাতে ব্যর্থ হলো সে।

"কারো কিছু বলার আছে কি?" এম ক্রে জিজ্ঞেস করলেন। রোল্যান্ড তার হাতটা একটু তুললো।

"মাদ্রিদে আমাদের একটা স্থায়ী ব্যুরো আছে," সে বললো, "সেখানে ওএএস'র অনেক উদ্বাস্তু আছে, তাই আমরা সেটা রেখেছি। আমরা পাজিটার ব্যাপারে মানে, কাসেলের ব্যাপারে খোঁজ ক'রে দেখতে পারি। পশ্চিম জার্মানিকে এ ব্যাপারে বিব্রত না ক'রেই সেটা করা যাবে। বনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের সম্পর্কটা আমি বেশ ভালো ক'রেই বুঝি, সেটা খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই।"

গত ফেব্রুয়ারিতে আরগুদের অপহরণ ঘটনাটার উল্লেখ ক'রে সে জানালো যে, ব্যাপারটাতে বন খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলো। ক্রে তাঁর ভুরু দুটো কপালে তুলে লেবেলের দিকে তাকালেন।

"আপনাকে ধন্যবাদ," গোয়েন্দাটি তাকে বললো, "এটা খুবই সাহায্য করবে, যদি লোকটাকে ধরা যায়। এ ছাড়া আমার আর কোন সাহায্যের দরকার নেই, শুধু সব ডিপার্টমেন্টকে বলবেন, তারা যেনো বিগত চব্বিশ ঘন্টার মতো আমাকে সাহায্য সহযোগীতা করা অব্যাহত রাখে।"

"তো' আগামীকাল আবার বসা হবে ভদ্রমহোদয়গণ, সভা তাহলে এখানেই শেষ", মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। নিজের কাগজ-পত্র গোছ-গাছ ক'রে নিয়ে সভা থেকে চলে গেলেন তিনি।

বাইরে বেড়িয়ে এসে লেবেল কৃতজ্ঞচিত্তে প্যারিসের রাতের বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। ঘড়িতে ১২টা বেজে গেলো। নতুন আরেকটা দিনের শুরু হলো, মঙ্গলবার ১৩ই আগস্ট।

১২টা বাজার ঠিক পরপরই ব্যারি লয়েড চিসউইকে একটা ফোন করলো সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসের বাড়িতে। থমাস কেবলমাত্র বিছানার পাশে রাখা টেবিল ল্যাম্পটা বন্ধ ক'রে ঘুমাতে যাচ্ছিলো, ভাবছিলো এসআইএস-এর লোকটা সকালে ফোন করবে।

"আমি সেই রিপোর্টটার কিছু অংশ খুঁজে পেয়েছি," বললো লয়েড। "আমার কথাই ঠিক। ঐ ব্যাপারটা একটা রুটিন রিপোর্ট ছিলো, সেই সময়ে সেই দ্বীপে যেসব গুজব উঠেছিলো সে সম্পর্কে। যখন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো তখনই রিপোর্টে উল্লেখ করা

হয়েছিলো যে, কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যেমনটা আমি বলেছিলাম যে, আমরা তখন অন্য বিষয় নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম।"

"কোন নাম কি উল্লেখ করা ছিলো?" থমাস শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, যাতে তার পাশে শুয়ে থাকা বউয়ের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে।

"হ্যাঁ, ওখানে বসবাসরত এক বৃটিশ ব্যবসায়ী সেই সময়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। সে হয়তো এসবের সাথে জড়িত নাও থাকতে পারে, কিন্তু গুজবটাতে তার নামই জড়িয়ে গিয়েছিলো। নাম চার্লস কালথ্রপ।"

"ধন্যবাদ ব্যারি। সকালে এসে আমি দেখছি।" সে ফোনটা নামিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

লয়েড হচ্ছে পরিপাটি আর খুটিনাটি বিষয়ে সজাগ এক যুবক। তদন্তের ফলাফল নিয়ে ছোট্ট একটা রিপোর্ট তৈরি ক'রে রিকয়্যারমেন্টে পাঠিয়ে দিলো সে। রাতের সেই স্বল্প সময়েই রিকয়্যারমেন্টের নাইট ডিউটিতে থাকা লোকটা সেটা ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফ্রান্স ডেস্কে পাঠিয়ে দিলো। এই জিনিসটা সকালের প্রথম দিকেই ডেস্কের প্রধান ব্যক্তিগতভাবে দেখে নেবে।

জ্যাকেল তার অভ্যাসমতোই সকাল ৭:৩০-এ ঘুম থেকে উঠে বিছানার পাশে রাখা চায়ের কাপ থেকে চা পান করলো। তার পর গোসল ক'রে শেভ ক'রে নিলো। পোষাক-আশাক পড়ার পর সুটকেসের ভেতর থেকে এক হাজার পাউন্ডের বান্ডিলটা বের ক'রে বুক পকেটে ভ'রে নিয়ে নীচে নেমে গেলো নাশ্তা করার জন্য। ন'টার দিকে সে হোটেলের বাইরে এসে রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে একটা ব্যাংক খুঁজতে লাগলো। দু'ঘন্টা ধরে সে একটার পর একটা ব্যাংকে গিয়ে ইংলিশ পাউন্ড বদলে নিলো। দুশো পাউন্ড ইতালিয়ান লিরায় এবং বাকি আটশত ফরাসি ফ্রাঁতে।

সকালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এসব কাজ সে শেষ ক'রে ফেলে একটা ক্যাফের সামনে ব'সে এক কাপ কফি খেয়ে নিলো। এরপর সে তার দ্বিতীয় কাজে লেগে গেলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে এসে পৌঁছালো পোর্তা গ্যারিবলদি'র পেছনদিককার একটা রাস্তায়। সেটা গ্যারিবল্দি স্টেশনের খুব কাছের একটা শ্রমিক শ্রেণীর এলাকা। সে যা খুঁজছিলো তা এখানে পেয়ে গেলো, এক সারি বদ্ধ গ্যারাজ। সেই সব গ্যারাজের একটিকে সে তার মালিকের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে নিলো। রাস্তার মোড়ে সেই গ্যারাজটা অবস্থিত। দু'দিনের ভাড়ার জন্য দিতে হলো দশ হাজার লিরা। একেবারেই চড়া, কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য ব'লেই।

আশপাশের একটা হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে সে কিনে নিলো এক সেট কাজ-পোষাক, একজোড়া লোহার ক্লিপার্স, কয়েক গজ পাতলা স্টিলের তার, একটা ঝালাই করার যন্ত্র এবং এক ফুট ঝালাই'র রড। সেই একই দোকান থেকে কেনা একটা চটের মধ্যে সেগুলো মুড়িয়ে নিয়ে গ্যারাজে রেখে দিলো। চাবিটা পকেটে রেখে সে লাঞ্চ করার জন্য চলে গেলো শহরের কেন্দ্রে, খুবই ফ্যাশনেবল হোটেল ট্রাভোরিয়াতে।

দুপুরের শুরুতেই সে ট্রাভোরিয়া থেকে ফোন ক'রে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে ক'রে এসে পৌঁছালো ছোট্ট এবং খুব বেশি দামী নয় এমন একটা ভাড়া গাড়ির দোকানে। এখানে সে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড, ১৯৬২ সালের দুই সিটের আলফা রোমিও স্পোর্টস কার ভাড়া করলো। ওখানে, সে বললো যে, সামনের পনেরো দিন ইতালিতে ঘুরে বেড়াবে।

ইতালিতে তার পুরো ছুটির সময়টাই কাটাবে। গাড়িটা সময় শেষ হলেই ফিরিয়ে দেবে। তার বৃটিশ পাসপোর্ট এবং আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স ওখানে জমা দেয়া হলো। গাড়ি ভাড়ার দেকানে অনান্য কাজের মধ্যে ইনস্যুরেন্স করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। তারা ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কাছের একটা ফার্ম থেকে সেটার ব্যবস্থা ক'রে দিলো। জামানতের টাকাটা খুব বেশি ছিলো, প্রায় একশত পাউন্ডের মতো। বিকেলের মধ্যেই গাড়িটা তার হয়ে গেলো। ফার্মের মালিক তাকে শুভকামনা জানালো, ছুটির দিনগুলো যেনো আনন্দে কাটে।

লন্ডনের অটোমোবাইল এসোসিয়েশনে আগে ভাগে খোঁজ নিয়ে সে নিশ্চিত হয়েছিলো যে, ইতালি আর ফ্রান্স উভয় দেশই কমন মার্কেটের সদস্য হওয়াতে ইতালির ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে ফ্রান্সে ঢোকা এবং সেখানে গাড়ি চালানোতে কোন সমস্যা নেই। শুধু ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ি ভাড়ার রেজিস্ট্রেশন, কাগজ-পত্র আর ইনসুরেন্স দেখালেই হবে।

ব্যক্তিগতভাবে কোরসো ভেনেজিয়ার অটোমোবিল ক্লাব ইতালিয়ানোর ডেস্ক রিসেপ্‌শনে খোঁজ নিলে তারা তাকে কাছাকাছি নামকরা ইনসুরেন্স ফার্মের নাম দিয়ে দিলো, যারা বিদেশের মাটিতে গাড়ি চালানোর ইনসুরেন্সও দিয়ে থাকে। এখানে তাকে ফ্রান্সে গাড়ি চালানোর জন্য বাড়তি কিছু টাকা নগদ দিতে হলো। এই ফার্মটা ফ্রান্সের একটা বড় ইনসুরেন্স কোম্পানির সাথে যৌথভাবে কাজ ক'রে থাকে ব'লে তাকে আশ্বস্ত করা হলো, আর সেজন্যেই তাদের কাগজ-পত্র বিনা প্রশ্নে সেখানে গ্রহণ করা হবে।

এখান থেকে সে আলফা রোমিওটা চালিয়ে হোটেল কন্টিনেন্টালের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। হোটেলের গাড়ি পার্কিং-এ গাড়িটা রেখে নিজের ঘরে ফিরে গেলো সে। রাইফেলের অংশগুলো যে সুটকেসে রাখা ছিলো সেটা নিয়ে টি-টাইমের ঠিক পরপরই সে মিউজ স্ট্রটের ভাড়া করা গ্যারেজটায় ফিরে এলো।

দরজাটা খুব সাবধানে ভালো মতো বন্ধ ক'রে ঝালাই করার যন্ত্রটার প্লাগ ইলেক্ট্রিক সকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা হাই পাওয়ারের টর্চ-বাতি গাড়ির নীচে জ্বালিয়ে কাজে নেমে গেলো জ্যাকেল। দুই ঘন্টা ধরে খুব ভালোভাবে, রাইফেলের যন্ত্রাংশ ভরা পাতলা স্টিলের টিউবগুলো আলফা গাড়ির চেসিসের ভেতরের দিককার ফাপা অংশের ভেতরে ঝালাই ক'রে লাগিয়ে দিলো।

আলফা গাড়িকে বেছে নেয়ার প্রধান কারণটি হলো, লন্ডনে বসে সে অনেক গবেষণা ক'রে দেখেছে যে, অন্য সব গাড়ির তুলনায় আলফা গাড়ির চেসিসের ভেতরের দিকের খাঁজটা একটু বেশি গভীর থাকে। টিউবগুলোকে কিছু দিয়ে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। স্টিলের তারগুলো সেই টিউবগুলোকে খাঁজের ভেতরে আঁটো-সাঁটো ক'রে আটকে রেখেছিলো আর তারগুলো চেসিসের সাথে ঝালাই ক'রে লাগানো হলো।

কাজটা শেষ হবার পর দেখা গেলো কাজের পোশাকটি গ্যারেজের মাটিতে লেগে থাকা গ্রিজে নোংরা হয়ে গেছে আর হাত দুটো লোহার তারগুলো টেনে টেনে লাগাতে গিয়ে একটু ছিলে গেছে। চেসিসের সাথে সেগুলোকে খুব শক্ত ক'রে লাগাতে হয়েছিলো। কাজটা পুরোপুরি শেষ হ'য়ে গেলে টিউবগুলো গাড়ির নীচে একদম অদৃশ্য হয়ে গেলো। কেবল গাড়ির নীচে খুব ভালো ক'রে খোঁজ করলেই সেগুলো গোচরীভূত হবে। এর পর টিউবগুলোর উপর ধূলো আর কাঁদা দিয়ে লেপে দেয়া হবে।

সে কাজের পোশাকটা ভাঁজ ক'রে নিলো। ঝালাই করার যন্ত্র আর বেঁচে যাওয়া তারগুলো চটের ব্যাগে ভ'রে গ্যারেজের একটু দূরে ময়লা-আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিলো। লোহা কাঁটার যন্ত্রগুলো গাড়ির ড্যাশবোর্ডে রেখে দেয়া হলো। যখন সে আলফার ড্রাইভিং সিটে বসলো তখন শহরটা জুরে আবার সন্ধ্যা নেমে এলো। সুটকেসগুলো গাড়ির পেছনের ট্রাংকে রেখে দিলো। গ্যারেজের দরজাটা বন্ধ ক'রে চাবিটা সে পকেটে ভরে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলো।

মিলানে এসে পৌছাবার পর, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে আবারো তার ঘরে এসে উঠলো। সারাদিনের কর্ম-ক্লান্তি গোসল ক'রে ঝেড়ে ফেললো। ককটেল আর ডিনার পার্টির জন্য পোশাক পড়ার আগে একটা পাত্রে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে হাত দুটো ভিজিয়ে নিলো সে।

বারে গিয়ে অভ্যাসমতো *কাম্পারি* এবং সোডা পান করতে যাবার আগে রিসেপ্শনের সামনে থেমে সে তার পাওনা কতো হয়েছে সেটা ডিনারের পর পর তাকে জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলো, আর আগামীকাল সকাল সাড়ে পাঁচটায় তাকে যেনো ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়, সেই সাথে এক কাপ চা দেয়া হয়।

দ্বিতীয়বারের মতো চমৎকার ডিনার সেরে, বেঁচে যাওয়া লিরায় বিল পরিশোধ ক'রে সে বিছানায় শুতে গেলো এগারোটা বাজার একটু পরেই।

স্যার জেসপার কুইগলি তাঁর অফিসে হাত দুটো পেছন দিকে দিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাইরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে তাঁর দৃষ্টি। সেটা ছিলো সামনের বিশাল হর্স-গার্ড প্যারাডের খোলা চত্বরের দিকে। সেই বিল্ডিংটার মুখ দূরবর্তী বাকিংহাম প্যালেসের বরাবর।

এখান থেকে দৃশ্য দেখাটা আনন্দের আর চমৎকার। অনেক দিনই স্যার জেসপার কুইগলি সকাল বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে, চোখে ইংলিশ চশমা প'ড়ে মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে সময় পার করেছেন। কিন্তু আজকের সকালটা সেরকম নয়। আজ তাঁর চোখ দিয়ে যেনো এসিডের ফোটা পড়ছে, আর তাঁর ঠোঁট দুটো খুব জোড়ে চেপে আছে, যেনো তিনি দাঁত কামড়িয়ে আছেন। এতো জোড়ে চেপে ছিলেন যেনো ঠোঁট দুটো উধাও হ'য়ে গেছে। স্যার জেসপার কুইগলি একজন মহরীরূহতুল্য ব্যক্তি। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটো ছোটো সাইন-বোর্ডে সেটা প্রকাশ পায়। তিনি অবশ্য খুবই একা।

তিনি ফ্রান্স বিষয়ের একজন প্রধান ব্যক্তি। আক্ষরিক অর্থে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের বন্ধুপ্রতিম দেশটির বিষয়ে একজন কর্তা ব্যক্তি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যুরো প্রধান হওয়াতে, তাঁর কাজ হলো দু'দেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করা, বিভিন্ন ধরণের কর্মকাণ্ড এবং ক্ষেত্রবিশেষে ষড়যন্ত্র করাও। তাছাড়া স্থায়ী আন্ডার সেক্রেটারির কাছে এসব বিষয় নিয়মিত রিপোর্ট করাও তাঁর কাজ। প্রকারন্তরে সেটা হার ম্যাজেস্টি'র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির কাছেই চলে যায়।

তাঁর রয়েছে কূটনীতিতে সুদীর্ঘ দিনের অসাধারণ রেকর্ড। এই ক্ষমতা না থাকলে তাঁকে হয়তো এমন পদে অধিষ্ঠিত করা হতো না। রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণর ব্যাপারে

তাঁর রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি জনগণের কাছে কখনও যেমন ভুল প্রমাণিত হননি তেমনি তাঁকে খুব বেশি লোকে চেনেও না। অবশ্য ১৯৩৭ সালে বার্লিন থেকে তিনি এই ব'লে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন যে, জার্মানদের পুনরায় অস্ত্রকীকরণ পশ্চিম ইউরোপের ভবিষ্যতের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। এই ভুলটি ছিলো তাঁর কর্মময় জীবনের সবচাইতে বড় ভুল, যা তাঁকে এখনও পীড়ন করে।

যুদ্ধের সময়, লন্ডনে ফিরে এলে তাঁকে বলকান ডেস্কে স্থানান্তর করা হয় এবং অনেকটা জোড় ক'রেই তাঁকে যুগোশ্লাভের পার্টিজান মিখাইলোভিচ ও তার অনুগামীদের একজন উপদেষ্টা হিসেবে তাদেরকে সহযোগিতা করার কাজে নিয়োজিত করা হয়। যখন সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী একজন অখ্যাত তরুণ ক্যাপ্টেন ফিজরয় ম্যাকলিনের উপদেশ শুনে, টিটো নামের একজন ক্ষ্যাপা কমিউনিস্টকে সমর্থন দিলো তখন তরুণ কুইগলিকে ফ্রান্স ডেস্কে বদলি ক'রে দেয়া হলো।

এখানে তিনি নিজে আলজিয়ার্সের জেনারেল গিরদকে যাতে বৃশিটরা সমর্থন দেয় সেজন্যে ওকালতি করেছিলেন। সেটা হয়তো খুব ভালো একটা নীতি ছিলো। সে সময় লন্ডনে একজন সিনিয়র জেনারেল অবস্থান করছিলো, যে কি-না তখন চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলো একটা বাহিনী গঠন করতে, যার নাম হবে মুক্ত ফ্রান্স। কেন উইনস্টন চার্চিল লোকটাকে নিয়ে বিরক্ত ছিলেন, সেটা পেশজীবিরা কখনই বুঝতে পারেনি।

কেউ কখনও এটাও বলেনি যে, ফ্রান্স বিষয়ক প্রধান হবার জন্য স্যার জেসপারের প্রয়োজনীয় কোন যোগ্যতা নেই। ফ্রান্স সম্পর্কে তাঁর সহজাত ঘৃণা ছিলো। আর জানুয়ারি ২৩, ১৯৬৩ সালে, যখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্য গল সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন তখন সেটা প্রকাশ পেয়েছিলো। জেসপার বৃটেনকে কমন মার্কেট থেকে বিরত রাখতে যুক্তি দিয়েছিলেন। সেজন্যে অবশ্য তাঁকে মন্ত্রী সাহেবের সাথে তিক্ততায় পরিপূর্ণ বিশটি মিনিট কাটাতে হয়েছিলো। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে তাঁর মতো আর কেউ হয়তো এতোটা ঘৃণা করে না।

তাঁর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। স্যার জেসপার জানালা থেকে সরে এলেন। তাঁর সামনে রাখা একটা ফাইল থেকে একটা কাগজ হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন। যেনো দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের সাথে সাথে এটা পড়া শুরু করেছেন এমন মনে হয়।

"ভেতরে এসো"।

তরুণটি অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে জেসপারের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো।

স্যার জেসপার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন।

"ওহ্, লয়েড। রাতে তুমি যে রিপোর্টটা তৈরি করেছো সেটা পড়ছিলাম। খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। একটা আন অফিসিয়াল অনুরোধ, একজন সিনিয়র ফরাসি গোয়েন্দা অনুরোধ করেছে একজন বৃটিশ পুলিশ অফিসারকে। সেটা আবার পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে। দেখতেই পাচ্ছি, সে আন অফিসিয়ালি সেটা নিয়ে আলোচনা করেছে, অবশ্যই ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন জুনিয়র সদস্যের সাথে। উম-ম-ম?"

"হ্যাঁ, স্যার জেসপার"।

লয়েড জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কূটনীতিকের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেকিনা তার রিপোর্টটা স্টাডি করছে এমনভাবে, যেনো এটা আগে কখনই দেখেননি। সে এটা ঠিকই বুঝতে পারলো যে, স্যার জেসপার ইতিমধ্যেই রিপোর্টটা পড়ে ফেলেছেন আর এখন যে আবার পড়ছেন সেটা আসলে ভান।

"আর এই জুনিয়র অফিসারটাও দেখছি নিজে নিজেই, কোন ধরণের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের রেফারেন্স ছাড়াই স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস্যারকে সাহায্য করছে এবং একটা স্যাজেশনও দিয়ে দিয়েছে। একটা সাজেশন, তারচেয়েও বড় কথা, কোন ধরণের প্রমাণ ছাড়াই ইঙ্গিত করছে যে, এক বৃটিশ নাগরিক, যার পরিচয় একজন ব্যবসায়ী হিসেবে, কিন্তু বাস্তবে সে একজন ঠান্ডা মাথার খুনি হতে পারে। উম-ম-ম"?

"এই বুড়ো বাজ পাখিটা কি বলতে চাচ্ছে?" লয়েড ভাবলো। সে খুব শীঘ্রই তার উত্তর পেয়ে গেলো।

"আমাকে যা অবাক করেছে, তাহলো, মাই ডিয়ার লয়েড, যদিও অনুরোধটি আন অফিসিয়াল, গতকালকের সকালে সেটা করা হয়েছে, কিন্তু মাত্র বারো ঘন্টা আগে মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্ট প্রধান জানতে পেরেছে, ফ্রান্সে কী ঘটছে, এটা কি অদ্ভুত নয়, তুমি কি বলো?"

লয়েড বুঝতে পারলো বাতাস কোন দিকে বইছে। আন্ত-ডিপার্টমেন্টাল শত্রুতা। কিন্তু সে এও জানতো যে, স্যার জেসপার খুবই ক্ষমতাবান একজন লোক।

"আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি স্যার, সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস গতকাল রাত ন'টার দিকে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনি যেমনটি বলেছেন, আন অফিসিয়ালি। আর রিপোর্টটা তৈরি করা হয় মধ্যরাতে।"

"সত্যি, সত্যি। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি তার অনুরোধটিও মেনে নেয়া হয়েছে মাঝরাতের আগেই। এখন তুমি কি আমাকে বলতে পারো, কেন?

"আমার মনে হয়েছিলো অনুরোধটি করা হয়েছে দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য, অথবা তদন্তটি কিভাবে, কোন পথে করলে ভালো হয় সে ধরনের কিছু সাজেশনের আশায়। আর সেটা এসেছে আন্ত-ডিপার্টমেন্টাল সযোগিতার স্বাভাবিক নিয়মে," লয়েড জবাব দিলো।

"তুমি কি এখনও তাই মনে করো? এখনও মনে করো?" স্যার জেসপার এতোক্ষণ ধরে পড়ার যে ভান করছিলেন সেটা ঝেড়ে ফেললেন। তার বিদ্বেষ বেড়িয়ে আসলো। "কিন্তু সেটাতো তোমার ডিপার্টমেন্ট আর ফরাসি ডেস্কের সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে করা হয়নি। উম-ম-ম?"

"আপনার কাছে আমার রিপোর্টটা আছে, স্যার জেসপার।"

"একটু দেরীতে, স্যার। একটু দেরীতে।"

লয়েড সিদ্ধান্ত নিলো উচিত জবাব দিবে। সে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলো যে, সে যদি থমাসকে সাহায্য করার আগে উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ক'রে ভুল ক'রে থাকে, তবে সেটা তার নিজের প্রধান কর্তা, স্যার জেসপার কুইগলি নয়। আর

এসআইএস'র প্রধানকে তার কর্মচারীরা খুবই ভালবাসে এবং অপছন্দ ক'রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাক গলানোকে।

"একটু দেরী কিভাবে হলো, স্যার?"

স্যার জেসপার তীক্ষ্ণভাবে তার দিকে তাকালেন। তিনি এমন কোন ফাঁদে পড়তে চান না যাতে তাঁর মুখ দিয়ে, দেরী হওয়ার জন্য থমাসকে কোন সাহায্য করা যাবে না, সেটা বেড়িয়ে যায়।

"তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, এখানে একজন বৃটিশ নাগরিকের নাম এসে গেছে। এমন একজন লোক, যার বিরুদ্ধে তেমন কোন তথ্য প্রমাণও নেই। শুধুই লোকটার নাম নিয়ে লাফালাফি হচ্ছে, তাই না?"

"আমার মনে হয় স্যার, এটা ওদের তদন্তে একটা সূত্র হিসেবেই শুধু বিবেচিত হবে। ওরা হয়তো বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকম অনেক সূত্রই পেয়েছে।"

কূটনীতিক তাঁর ঠোঁট দুটো আরো সজোরে চেপে ধরলেন। তিনি নিজের রাগ প্রশমন করার চেষ্টা করছেন।

"বুঝেছি লয়েড, বুঝেছি। তুমি কি মনে করো না, এরকম একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার আগে একটু শলা-পরামর্শ করা উচিত ছিলো?"

"আপনি কি জানতে চাচ্ছেন স্যার, কেন আপনার সাথে শলাপরামর্শ করা হয়নি?"

স্যার জেসপারের মুখ লাল হয়ে গেলো।

"হ্যাঁ, স্যার, আমি তাই বলছি। এটাই আমি বলতে চাচ্ছি!"

"স্যার জেসপার, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। আমি অবশ্যই ভালো ক'রে জানি যে, আমি কোন সার্ভিসে কাজ করি। আপনি যদি গতকাল রাতের আমার কাজকর্মের সাথে দ্বিমত পোষণ ক'রে থাকেন, তবে আমার মনে হয় আমাকে সরাসরি না ব'লে, আমার পদস্থ কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করলেই ভালো হয়।"

মনে হয়? মনে হয়? এই তরুণ অফিসারটি কি বলতে চাচ্ছে, ফ্রান্সের ডেস্ক প্রধান কি জানে না কোনটা কিভাবে করতে হয়?

"তাই হবে, স্যার", স্যার জেসপার রাগত সুরে বললেন। "খুবই তীব্রভাবে আর কঠোর ভাষায় সেটা করা হবে।"

কোন রকম অনুমতি না নিয়েই লয়েড অফিস থেকে চলে গেলো। তার খুব কম সন্দেহই ছিলো যে, সে বুড়োটার রোষাণলে পড়বে। সে যা বলতে চেয়েছে সেটা হলো, ব্রায়ান থমাসের অনুরোধটা তার কাছে খুবই জরুরি মনে হয়েছে। সময়ের বিচারে ব্যাপারটা ছিলো খুবই চাপের আর তাড়াহুড়োর। বৃদ্ধ লোকটা যদি মনে ক'রে থাকে কাজটা যথাযথভাবে করা হয়নি তবে, তাকে এর জন্য দায়ী করতে পারে। ওহ্ বেচারা থমাস।

যাইহোক স্যার জেসপার কুইগলির মাথায় দু'ধরণের চিন্তা কাজ করছিলো। হয়, তিনি অভিযোগ করবেন, নয়তো করবেন না। টেকনিক্যালি তিনি-ই ঠিক। কালপ্রিট সম্পর্কিত তথ্যটি অবশ্যই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই করা উচিত ছিলো। ফাইলটা দীর্ঘদিন ধরে চাপা পড়েছিলো। এমন না যে, সেটা তাঁকে জানিয়েই করতে হবে। ফরাসি ডেস্কের প্রধান

হিসেবে এসআইএস'র সব ধরণের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের একজন গ্রাহক তিনি। যদিও তিনি পরিচালকদের একজন নয়। এসআইএস'র পরিচালকের কাছে তিনি অভিযোগ করতে পারেন। কিন্তু তারা সম্ভবত লয়েডকে বাঁচাতে চাইবে আর এতে ছোকড়াটার ক্যারিয়ার কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

"যা ক্ষতি হবার তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে," হর্স গার্ড প্যারাডের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে বললেন।

"যাইহোক, ক্ষতি যা হবার তা' ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে," দুপুর একটা বাজে ক্লাবে বসে লাঞ্চ করার সময় তিনি তাঁর লাঞ্চের সঙ্গীকে কথাটা বললেন। "আমার মনে হচ্ছে তারা ঠিক পথেই এগোবে এবং ফরাসিদেরকে সহযোগিতা করবে। খুব বেশি কাজ যেনো তাদের করতে না হয়, অ্যা ?" সেটা ছিলো খুবই ভালো একটা কৌতুক আর তিনি নিজেই নিজের কৌতুক খুব উপভোগ করেছিলেন। হো হো ক'রে হাসলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর লাঞ্চের অতিথির ব্যাপারে পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারেননি। ঐ লোকটার সাথে খুবই উচ্চ পর্যায়ের কিছু লোকের ঘনিষ্ঠতা ছিলো।

প্রায় একই সময়ে মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট এবং স্যার জেসপারের ঘোরানো প্যাচানো আর বদমেজাজী কথাটা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে এলো। চারটা বাজার একটু আগে প্রধানমন্ত্রী হাউস থেকে প্রশ্নের জবাব দিয়ে ১০ নাম্বার ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরে আসলেন মাত্র।

চারটা বাজার দশ মিনিট বাদে সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসের ফোনটা বেজে উঠলো।

থমাস সকাল বেলা এবং দুপুরের পুরো সময়টাতে এমন একজন লোককে খুঁজে পেতে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলো যার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, শুধু নামটা ছাড়া। তদন্তকালে যখন নিশ্চিত হওয়া গেছে, যার সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে সে দেশের বাইরে আছে তখন ফ্রান্সের পাসপোর্ট অফিস থেকেই সেটা শুরু করা ভালো।

সকাল ৯ টা বাজে তারা অফিস খুলে থাকে। সশরীরে সেখানে গিয়ে তাদের কাছ থেকে আবেদন পত্রের কপিগুলো নিয়ে ফটোকপি ক'রে নেয়া হলো। পাসপোর্টের জন্য ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন চার্লস কালথ্রপ আবেদন করেছিলো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের সবারই মধ্য-নাম ছিলো, আর সবগুলোই ভিন্ন ভিন্ন। তাকে পাসপোর্ট অফিস থেকে প্রত্যেকের ছবি দেয়া হলো এই শর্তে যে, সেগুলো কপি ক'রে আবার পাসপোর্ট অফিসের আর্কাইভে ফিরিয়ে দিতে হবে।

একটি পাসপোর্ট জানুয়ারি ১৯৬১ সালে আবেদন করা হয়েছিলো। কিন্তু তাতে নিশ্চিত ক'রে কোন অর্থ বহন করে না। যদিও এটা খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, কালথ্রপের আগের করা আবেদনের কোন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায়নি। থমাসের হাতে এই মুহূর্তে যে কালথ্রপ আছে, তার কথা বলা হচ্ছে। যদি সে ডোমিনিকান রিপাবলিকে যাওয়ার জন্য অন্য আরেকটি নাম ব্যবহার ক'রে থাকে, তবে তুইলোর হত্যাকাণ্ডে তার কালথ্রপ নামটি গুজবের আকারে কেন আসবে? থমাস এই কালথ্রপের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, সে ঐ লোক না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

অন্য পাঁচজনের মধ্যে একজনকে খুব বেশি বয়স্ক মনে হলো। ১৯৬৩'র আগস্টের মধ্যে সে পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক হবে। বাকি চারজনের মধ্যেই হয়তো একজন সম্ভাব্য সন্দেহভাজন আছে। লেবেলের বর্ণনা মতে লম্বা, সোনালী চুলের হবে, তেমন কোন কথা নেই। থমাসের কাজ হলো সম্ভাব্য একজনকে বের ক'রে আনা। যদি ছয়জনের সবাই জ্যাকেল হবার সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়, তবে সেটাই বেশি ভালো। তবে সে লেবেলকে পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে পারবে।

প্রতিটা আবেদনপত্রেই রয়েছে একটা ঠিকানা, দু'জনের লন্ডনে আর অন্য দু'জন অন্য কোন প্রদেশের। মিঃ চার্লস কালথ্রপ ১৯৬১ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিকে ছিলো কিনা সেটা ফোন ক'রে জিজ্ঞেস করলে কোন লাভ হবে না। যদি সে থেকেও থাকে, এখন সেটা অস্বীকার করতে পারে।

পেশাগত পরিচয়ের ঘরটিতে চারজনের কেউই 'ব্যবসায়ী' লেখে নাই। এতেও ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না। লয়েডের রিপোর্টে উল্লেখ ছিলো, যে নামটি এসেছে, সে একজন ব্যবসায়ী, তবে সেটা ভুলও হতে পারে।

সকালের দিকে থমাসের টেলিফোনে অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে কাউন্টি বোরো পুলিশ দু'জন প্রাদেশিক কালথ্রপের খোঁজ পেয়েছে। একজন এখনও কাজ ক'রে যাচ্ছে, সপ্তাহান্তের ছুটিতে সপরিবারে বেড়াতে যাবার কথা তার। লাঞ্চের বিরতির সময়ে তাকে প্রহরা দিয়ে বাসায় নিয়ে গিয়ে তার পাসপোর্ট পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়। সেটাতে ১৯৬০ অথবা ১৯৬১ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিকে প্রবেশ অথবা নির্গমনের কোন ভিসা-সীল নেই। পাসপোর্টটা দু'বার মাত্র ব্যবহার করা হয়েছিলো। একবার মালোর্কা এবং আরেকবার কোস্ট ব্রাভাতে। তার চেয়েও বড় কথা হলো এই চার্লস কালথ্রপ, যে সুপ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, ১৯৬১ সালে সে ঐ ফ্যাক্টরির একাউন্ট ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে কোথাও যায়নি। আর বিগত দশ বছর ধরে সে এখানে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

অন্যজনকে লন্ডনের বাইরে ব্ল্যাকপুলের একটা হোটেলে পাওয়া গেলো। তার সাথে তার পাসপোর্ট ছিলো না। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুলিশকে তার বাড়িতে গিয়ে পাসপোর্ট পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। প্রতিবেশী একজনের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে পুলিশ তার ডেস্কের ভেতর থেকে পাসপোর্টটা খুঁজে পায়। এটাতেও ডোমিনিকান রিপাবলিকের কোন ভিসার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। লোকটার কাজের জায়গায় গিয়ে দেখা গেলো, সে একজন টাইপরাইটার মেকানিক্স। সেও ১৯৬১ সালে তার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে কোথাও যায়নি, শুধুমাত্র গ্রীষ্মের ছুটিটা বাদে। তার ইস্যুরেন্স কার্ড আর কাজে উপস্থিত হবার লেজার থেকে সেটা জানা গেছে।

লন্ডনের দু'জন কালথ্রপের একজনের কাছে যখন দু'জন শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক এসে কথা বললো, তখন দেখা গেলো সে আদতে একজন সব্জি বিক্রেতা। ক্যাটফোর্ডে একটা সব্জির দোকান চালায় সে। যেহেতু সে নিজের দোকানেই থাকে, তাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তার পাসপোর্টটা দেখাতে পারলো। অন্যদের মতো তার পাসপোর্টেও দেখা গেলো, সে কখনও ডোমিনিকান রিপাবলিকে যায়নি। যখন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন গোয়েন্দারা বুঝতে পারলো যে, লোকটা এমনকি সেই দেশটা কোথায় তাও জানে না।

চতুর্থ এবং শেষ কালথ্রপ'র ব্যাপারটা আরো কঠিন ব'লে মনে হলো। চার বছর আগে যখন তার পাসপোর্টটা করা হয়েছিলো তখন সে যে, ঠিকানাটা দিয়েছিলো, সেখানে গিয়ে দেখা গেলো জায়গাটা সারি সারি ফ্ল্যাটের একটা ব্লক। এস্টেটের এজেন্ট ব্লকগুলো খোঁজ ক'রে রেকর্ড-পত্র ঘেটে দেখতে পেলো, লোকটা ১৯৬০সালের ডিসেম্বরে এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে সেটাও জানিয়ে যায়নি, তাই তার নতুন ঠিকানা সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।

কিন্তু থমাস অন্ততপক্ষে জানতে পারলো তার মাঝখানের নামটা কী। টেলিফোন ডিরেক্টটরি আর ডাকঘর থেকে খোঁজ নিয়ে থমাস জানতে পারলো যে, সি,এইচ কালথ্রপ পশ্চিম লন্ডনের একটা আনরেজিস্টার্ড ফোন নাম্বার ব্যবহার করতো। সেখানে গিয়ে জানা গেলো লোকটার পুরো নাম চার্লস হ্যারল্ড কালথ্রপ। সেখান থেকে থমাস বোরো'র রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড ঘেটে বের ক'রে আনলো ফোন নাম্বারটার অবস্থান কোথায়।

হ্যাঁ, বোরো'র কার্যালয় থেকে জানা গেলো, একজন মিঃ চার্লস হ্যারল্ড কালথ্রপ সেই এলাকার একটা ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ছিলো। সে এই বোরোর একজন ভোটার হিসেবেও তালিকাভুক্ত ছিলো। এখানে থেকে ফ্ল্যাটটা পরিদর্শন করা হলো। সেটা বন্ধ অবস্থায় পাওয় গেলো। কলিংবেল বাজানোর পরও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। সেই ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দারাও জানালো, তারা জানে না মিঃ কালথ্রপ কোথায় গেছে। যখন স্কোয়াডের সদস্যরা সেখান থেকে স্কটল্যান্ডইয়ার্ডে ফিরে এলো তখন সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস নতুন পথে এগোবার চেষ্টা করলো। আভ্যন্তরীণ রেভেন্যু অফিসের রেকর্ড-পত্র ঘেটে দেখার অনুরোধ করা হলো, চার্লস হ্যারল্ড কালথ্রপ নামের কেউ রেভেন্যু দিয়েছে কী না। দিয়ে থাকলে তার ঠিকানাটা কী। বিশেষ ক'রে খোঁজ নিতে বলা হলো–বর্তমানে তার চাকরি দাতা কে, এবং বিগত তিন বছর তার চাকরি দাতা কে ছিলো?

এই সময়েই ফোনটা বেজে উঠলে থমাস সেটা তুলে নিলো। কণ্ঠটা চিনতে পারলো আর কয়েক সেকেন্ড শুনে গেলো অন্য প্রান্তের কথা। তার ভুরু দু'টো কপালে উঠে গেলো।

"আমাকে?" সে জিজ্ঞেস করলো। "কি, ব্যক্তিগতভাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই, আমি আসছি। আমাকে পাঁচটা মিনিট সময় দেবেন? ....ঠিক আছে, দেখা হবে।"

সে বিল্ডিংটা থেকে বের হয়ে পার্লামেন্ট স্কোয়্যারের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। ঠাণ্ডা লাগার কারণে নাক দিয়ে তার হাঁচি এলো, সাইনাসের সমস্যা আছে তার। গ্রীষ্মের গরম সত্ত্বেও তার সর্দিটা ভালো হওয়া তো দূরের কথা, আরো বেশি খারাপ হচ্ছে। পার্লামেন্ট স্কোয়্যার থেকে সে হোয়াইট হলের দিকে গেলো, তারপর বাম দিকের ডাউনিং স্ট্রিটের অভিমুখে ছুটলো। যথারীতি জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন আর স্যাঁত্ স্যাঁতে। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারে না কখনও। এই জায়গাটা বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান। দশ নাম্বার দরজার সামনে একটা জটলা ছিলো। দরজার দু'পাশে দুজন পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে।

থমাস রাস্তার বাম দিকে চলে গেলো, একটু দূরেই ডান দিকে ছোট্ট একটা লন। জায়গাটা আসলে ১০ নম্বরের পেছন দিককার প্রবেশ মুখ। সেখানে সে দরজার পাশে রাখা বেল্‌টা বাজালো। দরজাটা খুব দ্রুতই খুলে গেলো। বিশাল দেহের একজন পুলিশ সার্জেন্ট ভেতর থেকে বের হয়ে এসেই তাকে চিনতে পেরে স্যালুট দিলো।

"আফটারনুন স্যার। মিঃ হ্যারোবি আমাকে বলেছেন, আমি যেনো আপনাকে সরাসরি তার ঘরে নিয়ে যাই।"

কয়েকমিনিট আগে যে ভদ্রলোক থমাসকে ফোন করেছিলো, সেই জেম্‌স হ্যারোবি হলো প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-রক্ষী প্রধান। একজন সুদর্শন ভদ্রলোক, যাকে তার একচল্লিশ বছর বয়সের তুলনায় বেশি তরুণ দেখায়। সে একটা পাবলিক স্কুলটাই পরে আছে, কিন্তু ডাউনিং স্ট্রিটে যোগ দেবার আগে তার রয়েছে পুলিশ অফিসার হিসেবে অসাধারণ ক্যারিয়ার। থমাসের মতো সেও সুপারিন্টেনডেন্ট পদে আছে। তাদের দু'জনের পদমর্যাদা সমান। থমাস ঢোকার সাথে সাথেই সে উঠে দাঁড়ালো।

"আসুন ব্রায়ান। আপনাকে দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে।" সে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। "ধন্যবাদ শামার্‌স।" সার্জেন্ট সেখান থেকে চলে গেলো। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেলো।

"কি ব্যাপার বলুন তো?" থমাস জিজ্ঞেস করলো। হ্যারোবি তার দিকে অবাক হয়ে তাকালো।

"আমি আশা করছিলাম আপনিই আমাকে সেটা বলতে পারবেন। তিনি মাত্র পনেরো মিনিট আগে ফোন ক'রে আপনার নাম উল্লেখ ক'রে বললেন, তিনি আপনার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করতে চান এবং তা এক্ষুণি। আপনি কি কোন কিছু নিয়ে ঝামেলায় আছেন?"

থমাস মনে করতে পারলো, একটা বিষয়েই সে একটু ঝামেলা করেছে। কিন্তু সে খুব অবাক হলো, ব্যাপারটা এতো অল্প সময়ের মধ্যেই এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে দেখে। প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর নিজের নিরাপত্তা রক্ষার লোকদেরকে কথাটা না ব'লে থাকেন, তবে সে কি ক'রে বলে।

"আমি জানি না," সে বললো।

হ্যারোবি তার ডেস্কের টেলিফোনটা তুলে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অফিসে জিজ্ঞেস করলো। ফোনে কণ্ঠটা বললো, "হ্যাঁ?"

"হ্যারোবি বলছি, প্রধানমন্ত্রী। সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস আমার সামনে আছে হ্যাঁ, স্যার। ঠিক আছে।" সে ফোনটা নামিয়ে রাখলো।

"সোজা চলে যান। দু'জন মন্ত্রী অপেক্ষা করছে। আসুন আমার সাথে।"

হ্যারোবি তার অফিস থেকে বেড়িয়ে থমাসকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চললো। একটা করিডোর পেরিয়ে সবুজ রঙের দরজার সামনে এসে গেলো তারা। একজন পুরুষ সেক্রেটারি দরজা খুলে বেড়িয়ে আসছিলো, সে তাদের দুজনকে দেখেই থেমে গিয়ে আবার দরজার কাছে ফিরে গেলো, তারপর সৌজন্যবশত দরজাটা সে খুলে দিলো। হ্যারোবি থমাসকে আগে যেতে দিলো ভেতরে, তারপর পরিষ্কারভাবে বললো, "সুপরিন্টেনডেন্ট থমাস,

প্রধানমন্ত্রী", তার পর সেখান থেকে সে চলে গেলো। যাবার সময় দরজাটা আস্তে ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো। থমাস জানতো, ঘরটাতে বেশ নিস্তব্ধতা থাকবে। উঁচু ছাদ এবং বেশ জমকালো সাজানো গোছানো, বই-পত্রে ঠাসা আর পাইপ তামাকের গন্ধে ভরা। ঘরটা একজন প্রধানমন্ত্রীর ঘরের চাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের ঘর ব'লেই বেশি মনে হয়।

জানালার সামনের অবয়বটা তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

"গুড আফটারনুন, সুপারিন্টেনডেন্ট। দয়া ক'রে বসুন।"

"গুড আফটারনুন, স্যার"। ডেস্কের মুখোমুখি একটা চেয়ারে সে বসলো। সে এর আগে আর কখনই প্রধানমন্ত্রীকে এতো কাছাকাছি দেখেনি। আর একান্তে তো কখনই না। তাঁর চোখ দুটোতে বিষণ্নতা। তাই চোখ দুটো মলিন দেখা যাচ্ছে আর চোখের পাতা দুটো ঝুলে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী যখন ঘরে একটু পায়চারি ক'রে ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসলেন তখন ঘরে নেমে আসলো নীরবতা। হোয়াইট হলের ব্যাপারে যে গুজব রটেছিলো, থমাস সেটা শুনেছিলো। অবশ্য পিএম'র স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিলো না আর সেজন্যেই কিলার-ওয়ার্ড এর প্রেম-কাহিনীর জন্য সরকারের যে নাজুক অবস্থা হতে যাচ্ছে সেটা হয়তো সহ্য করার মতো শারীরিক অবস্থা তাঁর নেই। যদিও সমস্যাটার একটা সমাধান হয়েছে, তবে এখনও সেটা দেশের সবচাইতে আলোচিত ঘটনা। তারপরও থমাস তার সামনে থাকা লোকটার ক্লান্ত-শ্রান্ত চেহারা দেখে অবাকই হলো।

"সুপরিন্টেনডেন্ট থমাস, আমি জানতে পেরেছি যে, বর্তমানে আপনি একটি বিষয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা গতকাল সকালে ফ্রান্সের পুলিশ জুডিশায়ারের একজন সিনিয়র গোয়েন্দা অফিসার টেলিফোনে অনুরোধ করেছে।"

"জ্বি, স্যার।"

"আর এই অনুরোধটার কারণ হলো, ফরাসি কর্তৃপক্ষ আংশকা করছে যে, খুব সম্ভবত একজন ভাড়াটে খুনি, পেশাদার গুপ্তঘাতক, ওএএস'র হয়ে ফ্রান্সে তার মিশন শুরু করতে যাচ্ছে?"

"আসলে এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুলে বলা হয়নি, প্রধানমন্ত্রী। অনুরোধটি ছিলো, এমন কোন গুপ্তঘাতকের সন্ধান আমাদের কাছে আছে কি-না সেটা খতিয়ে দেখতে। কেন তারা একরম কিছু জানতে চাইছে সে ব্যাপারে বেশি কিছু বলা হয়নি।"

"যাইহোক, এধরণের অনুরোধ কেন করা হয়েছে, সেটা কি আপনি অনুমান করতে পেরেছেন, সুপরিন্টেনডেন্ট?"

থমাস একটু কাঁধ ঝাঁকালো।

"আপনি যেমনটি ভেবেছেন, ঠিক তেমনই, প্রধানমন্ত্রী।"

"একদম ঠিক। ফরাসি কর্তৃপক্ষ কেন এই রকম একজন লোককে খুঁজছে সেটা অনুমান করার জন্য কাউকে খুব বেশি বুদ্ধিমান হবার দরকার পড়ে না। এ ধরণের লোকের টার্গেটটা কে হতে পারে ব'লে আপনি ধারণা করছেন, যদি আদতেই এরকম লোক ফরাসি পুলিশের নজরে এসে থাকে?"

"আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী, তারা আশংকা করছে একজন ঘাতক ফরাসি প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার কাজে লেগে পড়েছে।"

"একদম ঠিক। এরকম প্রচেষ্টা তো আর এই প্রথম নেয়া হয়নি, তাই না?"

"জ্বি, স্যার। ইতিমধ্যেই ছয়টি হত্যা প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সামনে রাখা কাগজ-পত্রগুলো এমনভাবে দেখতে লাগলেন যেনো সেখানে ক্লু দেয়া আছে এই মাসের মধ্যেই তার প্রধানমন্ত্রীত্বের কী ঘটবে।

"আপনি কি এ ব্যাপারে সচেতন সুপারিন্টেনডেন্ট, যে, এই দেশে এখনও এরকম কিছু লোকের অস্তিত্ব আছে, যারা যেভাবে মন-প্রাণ ঢেলে তদন্তটা করার কথা সেরকমভাবে সেটা করা না হলে, আপনার উপর অসন্তুষ্ট হবে না?"

থমাস খুবই অবাক হয়ে গেলো।

"জ্বি,না, স্যার।" কোথেকে পিএম এইসব খবরের আগা-গোড়া জানতে পায়?

"আপনি কি আপনার তদন্তের এখন পর্যন্ত কি অবস্থা সেটা আমাকে বলবেন?"

থমাস একেবারে শুরু থেকেই ব'লে গেলো। ক্রিমিনাল রেকর্ড থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের খোঁজ খবর সবই বিস্তারিত বললো। লয়েডের সাথে কথাবার্তা, কালথ্রপ নামের একটা লোকের কথা এবং সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তদন্তটি যেভাবে হচ্ছে তার প্রায় সবই।

যখন সে শেষ করলো, প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেলেন। দীর্ঘ কয়েক মিনিট তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বাইরের প্রাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কাঁধটা একটু এপাশ-ওপাশ দুলালেন। থমাস ভাবতে লাগলো তিনি কি ভাবছেন।

সম্ভবত তিনি ভাবছিলেন আলজিয়ার্সের সমুদ্র সৈকতের কথা, যেখানে এক সময় তিনি হাঁটতেন এবং কথা বলতেন একজন উদ্ধত ফরাসির সাথে যে কি-না এখন তিনশো মাইল দূরে অন্য আরেকটি অফিসে নিজের দেশ শাসন করছেন। তাঁরা দু'জনেই তখন ছিলেন বিশ বছর বয়সের যুবক। এরপর তাঁদের দু'জনের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।

হয়তোবা তিনি এলিসি প্রাসাদের ফরাসি লোকটার মতোই ভাবছেন, যে কয়েক মাস আগে বৃটেনকে ইউরোপিয়ান কমিউনিটিতে ফিরিয়ে আনার আশাটাকে ধ্বংস করেছিলেন এবং সেই সাথে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারটাকেও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিলেন।

অথবা তিনি হয়তো ভাবছেন বিগত কয়েকটি যন্ত্রণাদায়ক মাসের কথা যখন বেশ্যার দালাল আর বেশ্যাদের ব্যাপারটা প্রকাশিত হবার পর তাঁর সরকারের প্রায় পতন হয়েই গিয়েছিলো। তিনি একজন বয়স্ক লোক, আজন্ম বিশ্বাস ক'রে এসেছেন যে দুনিয়াতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শোভন-অশোভন রয়েছে। তবে তিনি সৎগুণ আর সচ্চরিত্রই অনুসরণ ক'রে এসেছেন। এখন পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। এটা এখন অন্যরকম একটা জায়গা। একদল নতুন লোক আর নতুন ধ্যান-ধারণার আগমন ঘটেছে। এখন তিনি হয়ে গেছেন অতীতের। তিনি কি বুঝতে পেরেছেন যে, এখন এখানে নতুন ধরণের মূল্যবোধের প্রচলন হ'য়ে গেছে। এসব তিনি খুব কমই অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাঁর মূল্যবোধ এখন অতীতের। এসব তিনি একদমই অপছন্দ করেন?

সম্ভবত তিনি জানতেন, রৌদ্রোজ্জ্বল ঘাসের দিকে তাকিয়ে ঠিকই বুঝতে পারছেন, সামনের দিনগুলোতে কি হবে। সার্জিকাল অপারেশনটা আর বেশি দেরি করা যাবে না। এর

পরই তার নেতৃত্বের অবসর গ্রহণ অবধারিত। খুব বেশি দূরে নয়, খুব জলদিই পৃথিবীটাকে একদল নতুন লোকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায় ইতিমধ্যেই সেটা সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাই ব'লে কি পৃথিবীটাকে বেশ্যা, বেশ্যাদের দালাল, গুপ্তচর আর গুপ্তঘাতকদের হাতেও ছেড়ে দিতে হবে?

পেছন থেকে থমাস দেখলো বৃদ্ধ লোকটার কাঁধ শক্ত হয়ে গেছে, লোকটা তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

"সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস, আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, জেনারেল দ্য গল আমার বন্ধু হোন। যদি কেউ তাঁর সামান্যতম বিপদের কারণও হয়ে থাকে এবং সে যদি আমাদের এখানকার কোন নাগরিকও হয়, তবে সেই লোকটাকে অবশ্যই থামাতে হবে। এখন থেকে আপনি আপনার তদন্ত চালিয়ে যাবেন নজিরবিহীন প্রাণশক্তিতে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে আপনার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে আমি নিজে, ব্যক্তিগতভাবে ডেকে ব'লে দেবো তারা যেনো তাদের ক্ষমতার মধ্যে আপনাকে সর্বোচ্চ সাহায্য সহযোগিতা করে। আপনার জন্য টাকা এবং জনশক্তির কোনরূপ কমতি হবে না, সীমাহীনভাবে আপনি খরচ করতে পারেন, কাজটা করার জন্য যা-যা দরকার সবই করবেন। খরচ এবং লোকবলের চিন্তা করবেন না। আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হলো, যাকে ইচ্ছে, যখন আপনি চান, তাকে আপনার কাজে সহযোগিতার জন্য সঙ্গে পাবেন। তাছাড়া এদেশের সর্বত্রই আপনার অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থাও করা হলো। যেখানে আপনার প্রয়োজন সেখানেই প্রবেশ ক'রে নথি-পত্র দেখতে পাবেন। সমস্ত ডিপার্টমেন্টই আপনার জন্য উন্মুক্ত রইলো, তদন্তের স্বার্থে। আপনি, আমার ব্যক্তিগত নির্দেশে, কোন ধরণের অনুমতি আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই এই ব্যাপারে ফরাসি কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করবেন। শুধুমাত্র যখন আপনি একদম নিশ্চিত হবেন এবং পুরোপুরি সন্তুষ্ট হবেন যে, ফরাসিরা যে ধরণের লোককে খুঁজছে, সে যেই হোক, সে বৃটিশ নয় এবং আমাদের এখান থেকে তার অপারেশনও চালাচ্ছে না, কেবল তখনই আপনি আপনার তদন্ত কাজ সমাপ্ত করবেন। সেক্ষেত্রে আপনি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট দেবেন।

"আর যদি দেখা যায় যে, এই লোকটা, কালথ্রপ, অথবা অন্য কেউ, যে বৃটিশ পাসপোর্ট বহন করছে এবং ফরাসিরা তাকেই খুঁজছে, সেক্ষেত্রে আপনি লোকটাকে পাকড়াও ক'রে অন্তরীণ ক'রে ফেলবেন। সে যেই হোক, তাকে থামাতেই হবে। আমি কি ঠিক মতো বোঝাতে পেরেছি?"

মনে মনে বললো, না, ঠিক মতো বোঝা গেলো না। থমাস নিশ্চিত ক'রেই জানতো যে, পিএম'র কানে কেউ এমন কিছু তথ্য দিয়েছে যাতে তিনি এমন নির্দেশ দিলেন। থমাস সন্দেহ করলো কেউ হয়তো তার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে বিরূপ কিছু বলেছে তাঁর কাছে। কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারলো না।

"জ্বি, স্যার।" সে বললো।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাথাটা দুলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সাক্ষাৎকারের পর্বটি শেষ হয়ে গেছে। থমাস উঠে দরজার দিকে চলে গেলো।

"প্রধানমন্ত্রী?"

"হ্যাঁ?"

"একটা ব্যাপার, স্যার। আমি নিশ্চিত নই, আপনি কি চাচ্ছেন আমি ফরাসিদেরকে আমাদের তদন্তে কালথ্রপের ডোমিনিকান রিপাবলিকের দু'বছর আগে গুজবের যে ব্যাপারটা ইতিমধ্যে বের হয়েছে, সেটা বলি।"

"আপনি এই লোকটার ব্যাপারে কি একেবারে নির্ভরযোগ্যভাবে নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, ফরাসিরা যে ধরণের লোককে খুঁজছে, এই লোকটা তার সাথে একেবারে মিলে যায়?"

"না প্রধানমন্ত্রী। দু'বছর আগের গুজবটি ছাড়া আমাদের কাছে এমন কোন শক্ত প্রমাণ নেই। আমরা এখন পর্যন্ত জানি না, আজকের সারাটা দুপুর যে কালথ্রপের ব্যাপারে খোঁজ নিলাম সে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ১৯৬১ সালে গিয়েছিলো কিনা। যদি সে না গিয়ে থাকে, তবে আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবো।"

প্রধানমন্ত্রী কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন।

"আমি চাই না দু'বছর আগের ভিত্তিহীন কোন গুজবের কথা ব'লে আপনি আপনার ফরাসি বন্ধুদের মূল্যবান সময় নষ্ট করুন। সুপারিন্টেনডেন্ট, মনে রাখবেন "ভিত্তিহীন" শব্দটা। দয়া ক'রে আপনি আপনার অনুসন্ধান চালিয়ে যান, খুবই জোড়েসোরে। যেই মুহূর্তে আপনার কাছে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ থাকবে যে, কোন চার্লস কালথ্রপের ক্ষেত্রে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সে জেনারেল দ্যুইলোর ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকতে পারে কিংবা ঘটিয়েছে, তখনই আপনি সেটা ফরাসিদেরকে জানিয়ে দেবেন। একই সময়ে ঐ লোকটাকে পাকরাও ক'রে ফেলবেন, যেখানেই সে থাকুক।"

"হ্যাঁ-প্রধানমন্ত্রী, ঠিক আছে।"

"আর আপনি একটু বলবেন কি, আমি মিঃ হ্যারোবিকে এখানে আসতে বলেছি। এখনই আপনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারটা অনুমোদন করতে হবে।"

থমাসের অফিসে ফিরে আসার সাথে সাথে ঘটনা খুব দ্রুতই বদলে গেলো। তার আশপাশে সে স্পেশাল-ব্রাঞ্চের ছয়জন দক্ষ গোয়েন্দাকে নিয়ে একটা গ্রুপ ক'রে ফেললো। একজনকে ছুটি থেকে ডেকে আনা হলো; পূর্ব ইউরোপের মিলিটারি এ্যাটাশের রয়েল অর্ডিন্যাস থেকে একটা লোকের তথ্য পাচার প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে যে দু'জন তাকে পাহাড়া দিচ্ছিলো তাদেরকেও ডেকে আনা হলো। বাকি দু'জনের একজন তাকে গতকাল স্পেশাল-ব্রাঞ্চের রেকর্ড থেকে অজ্ঞাতনামা খুনিকে খুঁজে বের করার কাজে সাহায্য করেছিলো। শেষের জন অফ-ডিউটিতে ছিলো। তাকে ব্রাঞ্চের সদর দফতরে জরুরিভাবে ডেকে আনা হয়েছিলো।

সে তাদেরকে খুব ভালো মতো বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিলো আর চুপ থাকার জন্য শপথ করালো। দু'টো বাজার একটু পরেই খবর এলো যে, আভ্যন্তরীণ রেভেন্যু অফিস চার্লস হ্যারল্ড কালথ্রপের ট্যাক্স রিটার্নটা খুঁজে পেয়েছে। একজন গোয়েন্দাকে পাঠানো হলো পুরো

ফাইলটা ওখান থেকে নিয়ে আসার জন্য। বাকিরা টেলিফোনে কাজ শুরু ক'রে দিলো, শুধুমাত্র একজন বাদে। তাকে পাঠানো হলো কালথ্রপের ঠিকানায়, সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখতে, প্রত্যেক প্রতিবেশী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে, কোথায় লোকটা থাকতে পারে। কালথ্রপের একটা ছবি, যেটা চার বছর আগে পাসপোর্টের আবেদন-পত্রের সাথে দেয়া হয়েছিলো, সেটাকে ফটোগ্রাফি ল্যাবরেটরি থেকে কপি ক'রে প্রত্যেক গোয়েন্দার হাতে দিয়ে দেয়া হলো। সবার পকেটেই একটা ক'রে কালথ্রপের ছবি।

লোকটার ট্যাক্স রিটার্ন থেকে দেখা গেলো, বিগত বছরে সে বেকার ছিলো। তার আগে সে এক বছর ছিলো দেশের বাইরে। কিন্তু ১৯৬০/৬১ সালের বেশিরভাগ সময়ই সে একটা ফার্মে কর্মরত ছিলো, থমাস সেই ফার্মের নামটা শুনে চিনতে পারলো। বৃটেনের ছোট অস্ত্র রপ্তানীকারক নাম করা একটা প্রতিষ্ঠান। এক ঘন্টার মধ্যেই সেই ফার্মের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম জানা গেলো। সারে শহরে লোকটার বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া গেলো। টেলিফোনে থমাস তাকে জরুরিভাবে দেখা করার কথা বললো। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই পুলিশের জাগুয়ার গাড়িটা গর্জন করতে করতে টেম্‌স নদীর ওপারের গ্রাম ভার্জিনিয়া ওয়াটারে ছুটে গেলো। প্যাট্রিক মনসনকে একজন অস্ত্র ব্যবসায়ী ব'লে মনে হলো না। কিন্তু থমাস এও জানে, এধরণের লোকেরা এরকমই হয়। মনসন'র কাছ থেকে থমাস জানতে পারলো, কালথ্রপ এই ফার্মে এক বছর ছিলো। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সময়টা ছিলো ডিসেম্বর ১৯৬০ থেকে জানুয়ারি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে তাকে ফার্ম থেকে পাঠানো হয় সিউদাদ ত্রুইলোতে, ত্রুইলোর পুলিশ প্রধানের কাছে বৃটিশ সেনাবাহিনীর উদ্বৃত্ত সাব-মেশিন গানের একটি বড় চালান বিক্রির জন্য।

থমাস ঘৃণা ভ'রে মনসনের দিকে ভুরু কুচ্‌কে তাকালো।

"আর মনে কিছু করবেন না, এসব দিয়ে তারা পরে কি করতো, অ্যা?" নিজের কণ্ঠে ঘৃণার প্রকাশ নিয়ে মাথা ঘামালো না সে। কেন কালথ্রপ ডোমিনিকান রিপাবলিক ছেড়ে এতো তাড়াতাড়ি চলে এলো।

এই প্রশ্নে মনে হলো মনসন অবাক হয়েছে। কারণ ত্রুইলো মারা যাওয়াতে এক ঘন্টার মধ্যেই পুরো সরকারের পতন ঘটেছিলো। নতুন সরকারের কাছ থেকে একজন অস্ত্র বিক্রেতা, যে-কিনা পুরনো সরকারের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে এসেছে, সে কি আশা করতে পারে? অবশ্যই, তাকে ওখান থেকে চলে আসতেই হতো। থমাস বুঝতে পারলো। কথাতে যুক্তি আছে নির্ঘাত। মনসন বললো যে, কালথ্রপ পরে তাকে বলেছিলো যে, সে যখন স্বৈরশাসকের পুলিশ প্রধানের অফিসে ব'সে অস্ত্র বিক্রির আলোচনা করছিলো তখনই খবর আসে, জেনারেল শহরের বাইরে গাড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় এক আক্রমণে নিহত হয়েছে। পুলিশ প্রধানের চেহারা ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিলো, তখনই সে তার ব্যক্তিগত বিমানে ক'রে পালিয়ে গিয়েছিলো। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দুস্কৃতিকারীরা রাস্তায় ভাঙচুর শুরু ক'রে দিলো। ক্ষিপ্ত জনতা পতিত শাসকের ঘনিষ্ঠজনদেরকে খুঁজতে শুরু করে। কালথ্রপ একজন মাঝিকে ঘুষ দিয়ে দ্বীপের বাইরে চলে গিয়েছিলো।

থমাস জিজ্ঞেস করলো, কালথর্প কেন এই ফার্মটা ছেড়েছিলো? তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিলো, এই ছিলো উত্তর। কেন? মনসন কয়েক মুহূর্ত বেশ সতর্ক হয়ে ভাবলো। তারপর সে বললো:

"সুপারিন্টেনডেন্ট, অস্ত্র ব্যবসা খুবই তীব্র প্রতিযোগীতার ব্যবসা। নোংরা ব্যাপর স্যাপার। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বি কোম্পানী কত দামে বিক্রি করছে সেটা জানতে পারলে খুব সহজেই কাজটা বাগিয়ে নেয়া যায়। আপনি বলতে পারেন কালথ্রপের সততা নিয়ে আমারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলাম না আর কি।"

গাড়িতে ক'রে শহরে ফিরে আসার সময় থমাস ভাবতে লাগলো, মনসন তাকে এ ব্যাপারে কি বলেছে। সেই সময়ে কালথ্রপের ডোমিনিকান রিপাবলিক ছেড়ে দ্রুত চলে আসার পেছনে শক্তিশালী যুক্তি আছে। এটাকে একেবারে সত্য ব'লে মেনে নেয়া যায় না, আবার এটাকে বাতিলও করা যায় না। গুজবটা ক্যারিবীয় অঞ্চলের এসআইএস কর্তৃক রিপোর্ট করা হয়েছিলো। সেই গুজবে তার নামটিই এসেছিলো।

অপরদিকে, মনসনের কথা অনুযায়ী, কালথ্রপ ডাবল-ক্রস করার মতোই লোক, এই সন্দেহের উর্ধ্বে সে নয়। সে কি ওখানে অস্ত্র বিক্রির জন্য গেলেও পাশাপাশি বিপ্লবীদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে থাকতে পারে না?

মনসনের একটা কথা থমাসকে খুব ভাবনায় ফেলে দিয়েছে, আর সেটা হলো: সে বলেছে, কালথ্রপ যখন অস্ত্রের ফার্মে যোগ দেয়, তখন সে রাইফেল সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতো না। নিশ্চিতভাবেই একজন অব্যর্থ নিশানা যার সেতো নিশ্চয় অভিজ্ঞ? অবশ্য কোম্পানিতে থাকার সময় সে ওসব শিখে নেয়াও বিচিত্র কিছু না। সে যদি রাইফেলে গুলি চালানোর ব্যাপারে আনারি হয়ে থাকে, তবে কেন ত্রুইলো বিরোধীরা তাকে জেনারেলের গাড়িটাকে চলন্ত অবস্থায় গুলি ক'রে থামিয়ে দেবার জন্য ভাড়া করবে? কালথ্রপের নিজের বলা গল্পটা কি তবে বানানো?

থমাস কাঁধ ঝাঁকালো। এটা কোন কিছু যেমন প্রমাণ করে না, তেমনি বাতিলও করে না। আবারও আগের জায়গায় ফিরে এলো পুরো ব্যাপারটা, সে খুব বিরক্ত হয়ে ভাবলো।

কিন্তু অফিসে ফিরে এসে একটা খবর শুনে তার ভাবনা বদলে গেলো। যে ইন্সপেক্টরটি কালথ্রপের ঠিকানায় গিয়েছিলো খোঁজ করতে, সে ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে যে, সে একজন প্রতিবেশীকে পেয়েছিলো, ঐ মহিলা প্রতিবেশী তাকে বলেছে, মি; কালথ্রপ কয়েকদিন আগে এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে আর বলে গেছে, সে স্কটল্যান্ডে বেড়াতে যাচ্ছে। মহিলাটি কালথ্রপের গাড়ির পেছনে মাছ ধরার যন্ত্রপাতির মতো দেখতে কিছু স্টিলের রড দেখেছে। মাছ ধরার যন্ত্রপাতি? সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস হঠাৎ ক'রেই ঠাণ্ডা অনুভব করলো, যদিও অফিসটা খুব উষ্ণ ছিলো। যখন গোয়েন্দাটি তার বক্তব্য শেষ ক'রে ফেলেছে তখন অন্য আরেকজন এসে উপস্থিত হলো।

"সুপার?"

"হ্যাঁ?"

"আমার কাছে একটা জিনিস মনে হচ্ছে।"

"বলো।"

"আপনি কি ফরাসি ভাষা জানেন?"

"না, তুমি জানো কি?"

"হ্যাঁ, আমার মা ছিলেন ফরাসি। এই গুপ্তঘাতক যাকে ফরাসি পুলিশ জুডিশিয়ার খুঁজছে, তার ছদ্ম নাম হলো জ্যাকেল, তাই না?"

"তাতে কি?"

"জ্যাকেল ফরাসিতে হলো শ্যাকেল: সি-এইচ-এ-সি-এ-এল। বুঝলেন? এটা কাকতালীয় হতে পারে। ফরাসিতে এটার প্রথম তিনটি অক্ষরে তার ক্রিশ্চিয়ান নাম হয় আর প্রথম তিন অক্ষরে তার – "

"হায় রে, আমার চৌদ্দ পুরুষের পিতৃভূমি –"জোড়ে একটা হাঁচি দিয়ে ফেললো থমাস। তারপর সে টেলিফোন সেটটার দিকে চলে গেলো একটা ফোন করার জন্য।

পনেরো

প্যারিসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৃতীয় মিটিংটা শুরু হলো দশটা বাজার একটু পরেই। দেরীর কারণ, মন্ত্রী সাহেব একটা কূটনৈতিক অভ্যর্থনায় অংশ নিয়ে ফেরার সময় ট্রাফিক জ্যামে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর আসনে ব'সেই মিটিং শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন।

প্রথম রিপোর্টটা ছিলো এসডিইসি'র জেনারেল গুইবদের। সেটা ছিলো খুবই ছোট্ট এবং সংক্ষিপ্ত। সাবেক নাৎসি খুনি কাসেল'র অবস্থান সম্পর্কে মাদ্রিদে অবস্থিত ফরাসি সিক্রেট সার্ভিস অফিসের লোকেরা জানতে পেরেছে। মাদ্রিদের একটা ফ্ল্যাটের উপর তলায় সে নীরবে-নিভৃতে অবসর জীবন-যাপন করছে। শহরে তার একটা লাভজনক ব্যবসা আছে, সেটা একজন সাবেক নাৎসি এসএস কমান্ডো নেতার সাথে অংশীদারিত্বের সাহায্যে চালাচ্ছে। এ পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চিত ক'রেই বলা যায় যে, সে ওএএস'র সাথে জড়িত নয়। তার সম্পর্কে মাদ্রিদের অফিসে একটা ফাইল তৈরি করা আছে। প্যারিস থেকে যখন লোকটার সম্পর্কে তথ্য জানানোর অনুরোধ করা হলো, তখন দেখা গেলো সে এর আগে কখনও এএস'র সাথে জড়িতও ছিলো না।

আর লোকটার বয়স বেড়েছে, ক্রমাগত রিউমেটিক ফিভারে আক্রান্ত হয়ে তার পা জোড়া ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বেশি মাত্রায় মদ্যপানের স্বভাব আছে লোকটার। কাসেলকে জ্যাকেল হিসেবে বাদ দেয়া যেতে পারে।

জেনারেল তার রিপোর্ট শেষ করেই কমিশার লেবেলের দিকে তাকালো। তার রিপোর্টটা ছিলো বেশ প্রাঞ্জল। ইতিমধ্যে অনুরোধ করা দেশগুলোর মধ্যে তিনটি দেশ থেকে কিছু নির্দেশনা এসে পৌঁছে গেছে পুলিশ জুডিশিয়ারে।

আমেরিকা থেকে খবর এসেছে যে, অস্ত্র ব্যবসায়ী চাক আর্নল্ড কলাম্বিয়াতে আছে এবং তার আমেরিকান নিয়োগকারীর পক্ষে একটা ইউএস আর্মির উদ্বৃত্ত এআর-১০ এসল্ট রাইফেল সে দেশের সেনাবাহিনীর প্রধানের কাছে বিক্রির জন্য চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। বোগোটা থাকার সময় থেকেই তাকে সিআইএ'র স্থায়ী নজরদারিত্বে রাখা হয়েছে। সে অস্ত্র বিক্রি ছাড়া অন্য কিছু করার পরিকল্পনা করছে ব'লে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এই লোকটার সম্পর্কে যে ফাইলটা আছে, সেটা প্যারিসে টেলেক্স ক'রে পাঠানো হয়েছে। ভিতেলিনো'র ফাইলটা সেভাবেই পাঠানো হয়েছে। যদিও এই লোকটা এখন

কোথায় আছে সেটা জানা যায়নি, তবে উচ্চতায় সে মাত্র পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, আর বেশ মোটাতাজা। তার চুলও কালো। ভিয়েনার হোটেলের যে ক্লার্ক জ্যাকেলের শারীরিক বর্ণনা দিয়েছে, সেটার সাথে এই লোকটার বেশ তফাৎ আছে। লেবেলের মনে হলো এই লোকটাকেও বাদ দেয়া যেতে পারে।

সাউথ আফ্রিকার পাইট গুইপারের ব্যাপারে জানা গেছে, সে এখন পশ্চিম আফ্রিকার একটা বৃটিশ কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের হীরাখনি কোম্পানীর প্রাইভেট আর্মির প্রধান হিসেবে কর্মরত আছে। তার দায়িত্ব হলো হীরা কোম্পানীর অধীনে থাকা খনিগুলো থেকে যেনো কেউ চুরি ক'রে হীরা তুলে নিয়ে যেতে না পারে। এলাকাটা সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। তার নিয়োগ কর্তারা তার কাজে খুব খুশি। তার উপস্থিতির ব্যাপারেও তারা নিশ্চিত ক'রেই আমাদের জানিয়েছে। সে নিশ্চিতভাবেই পশ্চিম আফ্রিকায় আছে।

বেলজিয়াম পুলিশ তাদের সাবেক ভাড়াটে সৈনিকটির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে তাদের একটা এ্যাম্বাসি লোকটার একটা পুরনো ফাইল বের ক'রে এনেছে, যাতে রিপোর্ট করা আছে যে, কাতাঙ্গার সাবেক কর্মচারি তিন মাস আগে গুয়াতেমালার একটা বারে মারামারি করার সময় নিহত হয়েছে।

লেবেল তার সামনে রাখা ফাইলগুলো পড়া শেষ ক'রে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো চৌদ্দ জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। বেশিরভাগই শীতল আর যুদ্ধংদেহী।

"*আলো রোঁ?*"

কর্নেল রোল্যান্ড সবার সামনে প্রশ্নটা করলো।

"না, আর কিছু নেই," লেবেল বললো। "এগুলোর কোনটাই কাজে লাগবে না।"

"কোন কাজে লাগবে না ব'লে মনে হচ্ছে," খুবই তিক্ততার সাথে কথাটা প্রতিধ্বনি করলো সেন ক্রেয়ার। "এই কি তাহলে আপনার খাঁটি গোয়েন্দার কাজ? কোন কাজে লাগবে না ব'লে মনে হচ্ছে?" সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দু'জন গোয়েন্দার দিকে তাকালো, বোভোয়া আর লেবেল খুব দ্রুতই বুঝতে পারলো যে, ঘরের বাকি সবার অবস্থাও লোকটার মতোই।

"মনে হচ্ছে ভদ্রমহোদয়গণ," মন্ত্রীসাহেব খুব শান্ত কণ্ঠে দু'জন পুলিশ কমিশারকে বললেন,"আমরা আবার আগের জায়গাতেই ফিরে এসেছি, যেখানে থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। তো আর কি কিছু বলার আছে?"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে," লেবেল জবাব দিলো। বোভোয়া ব্যাপারটা নিজের কাঁধে নিলো।

"আমার সহকর্মী একেবারেই কোন ক্লু আর তথ্যসূত্র ছাড়াই একজন সেরা অপরাধী লোকের ব্যাপারে খোঁজা-খুঁজি ক'রে যাচ্ছে। এ ধরণের লোক নিজেদের বিজ্ঞাপন ক'রে বেড়ায় না।

"আমরা এব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন, প্রিয় কমিশার," একটু তিক্তভাবে বললেন মন্ত্রী সাহেব। শীতল কণ্ঠে তিনি আরো বললেন, "প্রশ্নটি হলো-"

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে তার কথায় বাঁধা পড়লো। মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কোচ্‌কালেন। সবাইকে ব'লে দেয়া হয়েছিলো মিটিং চলাকালীন যেনো তাদেরকে বিরক্ত করা না হয়।

"ভেতরে এসো।"

"*মঁ এক্সকুইজেজ, মঁসিয়ে লো মিনিস্ত্যার*। লন্ডন থেকে কমিশার লেবেলের জন্য একটা ফোন এসেছে।"

ঘরের ভেতরের শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশ থেকে নিজেকে একটু বাঁচার জন্য লেবেল বললো,"তারা বলছে এটা খুবই জরুরি।"

ব'লেই লেবেল উঠে দাঁড়ালো।

"ভদ্র মহোদয়গণ আমাকে একটু ক্ষমা করবেন?"

সে পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসলো। ঘরের পরিবেশ যেমনটা আগে ছিলো তেমনটিই রয়ে গেছে। আর তার অনুপস্থিতিতে নিশ্চিতভাবেই তুমুল আলোচনা হয়েছে, সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। সে ঘরে ঢুকতেই কর্নেল সেন ক্লেয়ারের শ্লেষমাখা মন্তব্য শুনতে হলো, যেকিনা লেবেলের পাশের আসনেই বসে আছে। ছোটো-খাটো কমিশারের হাতে একটা এনভেলপ, যার উল্টো পিঠে হিজি বিজি ক'রে কী যেনো লেখা।

"আমার মনে হচ্ছে ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা যে লোকটাকে খুঁজছি তার নামটা পেয়ে গেছি", সে বলতে শুরু করলো।

মিটিংটা ত্রিশ মিনিট পর শেষ হলো। সবাই খুব খুশি আর উচ্ছল। যখন লেবেল লন্ডনের মেসেজটা আগাগোড়া পড়ে শোনালো তখন টেবিলের চার পাশের লোকগুলো তার প্রতি পূর্বের আচরণ একটু বদল করলো ব'লে মনে হলো। সবাই এক সাথে তার দিকে এমনভাবে তখন তাকিয়ে রইলো যেনো প্লাটফর্মে যাত্রীরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। তার পড়া শেষ হলে সবাই হাফ ছেড়ে যেনো বাঁচলো। প্রত্যেকেই বুঝতে পারলো, লোকটা তবে একটা কিছু করতে পেরেছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই সবাই একমত হলো যে, চার্লস কালথ্রপ নামের লোকটাকে ধরার জন্য কোন ধরণের প্রচারণা ছাড়াই ফ্রান্সে সর্বত্র তল্লাশী চালানো সম্ভব। তাকে শেষ ক'রে ফেলাটা খুবই জরুরি একটা কাজ।

কালথ্রপের ব্যাপারে সবকিছু জানতে হলে, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাদের কাছে লন্ডন থেকে টেলেক্স করা হবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রিনসেন্টমেন্ট জেনারো'র বিশাল তথ্য ভান্ডার থেকে খুঁজে দেখতে হবে এই নামের কেউ ফ্রান্সের হোটেল রেজিস্ট্রারে আছে কিনা।

ডিএসটি এই নামটা এবং বিবরণসমূহ সীমান্তের প্রতিটা পোস্ট, বন্দর এবং উপকূলের রক্ষীদের কাছে দিয়ে দেবে এবং তাদের ব'লে দেবে যে, লোকটাকে পাওয়া মাত্রই কিংবা সে ফ্রান্সে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তাকে ধরে ফেলতে হবে। যদি সে ফ্রান্সে না এসে থাকে, তো' কোন ব্যাপার না। তার এখানে পৌছানোর আগ পর্যন্ত একদম নীরব থাকতে হবে, আর সে আসা মাত্রই তাকে পাকড়াও করতে হবে।

"এই হতচ্ছাড়া লোকটা, যার নাম কালথ্রপ, তাকে আমরা আমাদের ঝোলায় ভরে ফেলেছি,"রাতে বিছানায় শোবার সময় কর্নেল রাউল সেন ক্লেয়ার দ্য ভিলুবঁ্য তার রক্ষিতাকে কথাটা বললো।

জ্যাকুলিন যখন আনেকক্ষণ পরে বিলম্বিত লয়ে শেষ পর্যন্ত কর্নেলকে বীর্যপাত করাতে সক্ষম হলো তখন কর্নেলকে ঘুম পাড়িয়ে ফেললো, তখন দেয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং ক'রে রাত বারোটা বাজার ঘোষণা দিলো। ১৪ই আগস্ট শুরু হলো।

সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস তার অফিসের চেয়ারে বসে দু'জন ইন্সপেক্টরকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো, তাদেরকে সে বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো ক'রে নিয়ে এসেছে। গ্রীষ্মের রাতে লন্ডনের বিগবেন মধ্যরাতের ঘন্টা বাজাচ্ছে।

তার বৃফিংটাতে সময় লাগলো এক ঘন্টা। একজনকে দায়িত্ব দেয়া হলো কালথ্রপের যৌবনকাল সম্পর্কে খোঁজ নিতে। তার বাবা-মা এখন কোথায় থাকে, যদি আদৌ তার বাবা-মা থেকে থাকে। কোন স্কুলে ছিলো সে; শুটিং রেকর্ড, যদি থেকে থাকে, স্কুলে থাকার সময় ক্যাডেট-কর্পে ছিলো কিনা। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট, কোন শারীরিক দাগ বা চিহ্ন, ইত্যাদি;

দ্বিতীয়জনকে দেয়া হলো তার যৌবনের সময়ের খোঁজ নেবার জন্য, স্কুল ছাড়ার পর থেকে, ন্যাশনাল সার্ভিস পর্যন্ত-শুটিং করার ক্ষমতা, চাকরি, আর্মি থেকে বহিষ্কার, অস্ত্র কোম্পানীর সাথে জড়িত হওয়া, 'ডাবল-ডিলিং' করার সন্দেহ ওখান থেকে চাকরিচ্যুত করা, এসব।

তৃতীয় এবং চতুর্থ গোয়েন্দাকে পাঠানো হলো তার শেষ কর্মস্থল থেকে চলেযাবার পর, ১৯৬১ সাল থেকে তার কাজ-কর্মের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। কোথায় সে থাকতো, কে তাকে দেখেছে, তার আয়-রোজগার হতো কোথা থেকে। যেহেতু কোন পুলিশ রেকর্ডে তার নাম নেই, তাই ধরে নেয়া যায় আঙুলের ছাপও নেই। থমাসের দরকার তার সম্পর্কে সব কিছুই, সেই সাথে সাম্প্রতিক সময়ের ছবি।

শেষের দু'জন গোয়েন্দা কালথ্রপের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ নেবার দায়িত্ব নিলো। পুরো ফ্ল্যাটটা তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখো আঙুলের ছাপ আছে কি না, খুঁজে দ্যাখো কোথা থেকে সে গাড়িটা কিনেছে, লন্ডন থেকে ইস্যু করা ড্রাইভিং লাইসেন্সটার ব্যাপারে যদি প্রাদেশিক লাইসেন্স ডিপার্টমেন্টে কিছু না পাও তবে, কাউন্টি হলেও খোঁজ নিও। গাড়িটার খোঁজ করো – বয়স, রঙ, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। স্থানীয় গ্যারেজে খুঁজে দ্যাখো, সেখানে সে দীর্ঘ যাত্রায় যাবার জন্য গাড়িটা ঠিক ক'রে নিয়েছিলো কিনা, ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়া ফেরিগুলোও চেক কোরো। সবগুলো এয়ারলাইন কোম্পানিতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, সে কোন বুকিং দিয়েছিলো কিনা, গন্তব্যস্থল যাইহোক না কেন।

ছয়জন গোয়েন্দার সবাই সবগুলো বিষয়ই নোট ক'রে নিলো। যখন লেবেল শেষ করলো তখনই তারা অফিস থেকে চলে গেলো। করিডোর দিয়ে যাবার সময় শেষ দু'জন একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালো।

"ড্রাইক্লিন এবং রিপু করার কাজ," একজন বললো, "একেবারে বাজে একটা কাজ।"

"হাস্যকর ব্যাপার হলো," একজন বললো, "বুড়োটা আমাদের বললো না, সে কি করতে চায়, অথবা কি করতে যাচ্ছে।"

"একটা ব্যাপারেআমরা নিশ্চিত হতে পারি। এ ধরণের কাজের আদেশ উপর থেকেই এসেছে। তুমি ভাবছো ঐ বুড়টা শ্যাম দেশের রাজাকে গুলি করার পরিকল্পনা করছে।"

কিছুক্ষণ বাদেই একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সার্চ ওয়ারেন্ট-এ স্বাক্ষর ক'রে নেয়া হলো। সকালের ছোট্ট সময়টা থমাস তার চেম্বারে বসে বিশ্রাম নিয়ে নিলো, আর তার চেয়েও বেশি শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্লদ লেবেল তার অফিসে বসে ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিতে লাগলো।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের খুবই দক্ষ দু'জন লোক কালথ্রপের ফ্ল্যাটে গেলো। তারা ড্রয়ারগুলো খুলে বিছানার উপরে জিনিসগুলো রেখে খতিয়ে দেখলো। ড্রয়ারগুলো শেষ ক'রে তারা আলমারির ভেতরে কোন গোপন কোটর আছে কিনা সেটাও দেখলো। এভাবে পুরো ঘরটাই তন্ন-তন্ন ক'রে খোঁজা হলো। কাজটা যখন শেষ হলো তখন ঘরটা দেখে মনে হলো *থ্যাংস গিভিং ডে'র* একটা টার্কি ফার্ম। একজন ড্রইং রুমে, আরেকজন বেড রুমে। সবকিছু খুঁজে দেখার পর দু'জনে মিলে রান্নাঘর আর গোসলখানায়ও খোঁজ করলো।

সকাল ছ'টার মধ্যেই ফ্ল্যাটটা একেবারে পরিষ্কার ক'রে ফেলা হলো। প্রতিবেশীদের বেশিরভাগই একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলো। তাদের সবার দৃষ্টি কালথ্রপের দরজার দিকে। তাদের ফিস্‌ফিসানি আরো বেড়ে গেলো যখন দু'জন ইন্সপেক্টর ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে এলো।

একজন একটা সুটকেসে ক'রে কালথ্রপের ব্যক্তিগত কাগজ-পত্র এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বহন করছিলো। সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে অপেক্ষারত স্কোয়াডের গাড়িতে উঠে সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসের কাছে ফিরে গেলো। অন্যজন দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারের শুরু করলো। সে প্রতিবেশিদের দিয়ে শুরু করলো, এই কথাটা মাথায় রেখে যে, এক-দু'ঘন্টার মধ্যেই সবাই কাজের জন্য চলে যাবে। স্থানীয় ব্যাবসায়ীদেরকে পরে জিজ্ঞাসা করা যাবে।

থমাস কয়েক মিনিট ব্যয় করলো অফিসের ফ্লোরে জড়ো করা জিসিগুলো খতিয়ে দেখতে। সেই সব জঞ্জাল থেকে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরটি একটা নীল রঙের বই তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে সূর্যের আলোয় সেটা দেখলো।

"সুপার, এটা একটু দেখেন তো," তার আঙুলটা পাসপোর্টের একটা পাতার দিকে নির্দেশ করছে। "দেখুন....রিপাবলিক ডোমিনিকা, এরোপোর্তো সিউদাদ ত্রুজিলো, ডিসেম্বর ১৯৬০, এসত্রাদা....সে ওখানেই ছিলো। এই লোকটিকেই আমরা খুঁজছি।"

থমাস তার কাছ থেকে পাসপোর্টটা নিয়ে সেটার দিকে একটু তাকিয়ে দেখে জানালার বাইরে তাকালো।

"ও হ্যাঁ, একেই আমরা খুঁজছি। কিন্তু তোমাদের কি মনে হচ্ছে না যে, তার পাসপোর্টটা এখন আমাদের হাতে?"

"ওহ্...." কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পেরে ইন্সপেক্টর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"যদি সে তার পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ না ক'রে থাকে, তবে সে, কি নিয়ে ভ্রমণ করছে? আমাকে ফোনটা দাও, আর প্যারিসে লাইন দিতে বলো।"

ঠিক সেই সময়ে জ্যাকেল ততক্ষণে রওনা দিয়ে দিয়েছে। মিলান শহরটা তার অনেক পেছনে পড়েরইলো। আলফা গাড়ির হুডটা নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সকালের রোদে ৭ নম্বর অটোস্ট্রাডা ঝকমক করছে। মিলান থেকে জেনোয়া যাবার পথ সোজা চওড়া রাস্তা। চওড়া রাস্তাটা ধরে তার গাড়িটা ছুটে চললো। জ্যাকেল গাড়ির গতি ঘণ্টায় আশি মাইল গতিতে বাড়িয়ে দিলো। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালের সামনে আছড়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু তার চোখ দুটো রক্ষা পেলো কালোসানগ্লাস পড়ে থাকার জন্য।

রোডম্যাপ বলছে ফরাসি যুদ্ধ ক্ষেত্র ভেঁতিমিলিয়া থেকে ২১০ কিলোমিটার দূরে আছে সে। তার ধারণা দু'ঘণ্টার পথ। সেটাই ঠিক হলো। ৭-১৫ মিনিটে সে সান রেমো এবং সীমান্ত থেকে একটু দূরে এসে পৌছালো।

৭-৫০ মিনিটে যখন সে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এলো তখন পথে খুব ভীড় ছিলো। যথারীতি গরমও ছিলো বাড়ন্ত।

ত্রিশ মিনিটের পরে, লাইনে অপেক্ষায় থেকে কাস্টমসের জন্য তার ডাক পড়লো। পুলিশ তার পাসপোর্টটা পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে খুব সতর্কভাবে সেটা নিরীক্ষা করতে লাগলো। ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, "*উঁ মমেন্ট, মঁসিয়ে,*" তারপর ঘরের ভেতরে চলে গেলো। সে ফিরে আসলো একজন সিভিলিয়ানকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, যারহাতে তার পাসপোর্টটা।

"*বজুঁখ, মঁসিয়ে।*"

"*বজুঁখ।*"

"এটা কি আপনার পাসপোর্ট?"

"হ্যাঁ।"

পাসপোর্টটা আবারো পরীক্ষা ক'রে দেখা হলো।

"ফ্রান্স ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি আপনার?"

"পর্যটন। আমি কখনও *কোতে দি আসুর* দেখিনি।"

"আচ্ছা। গাড়িটা আপনার?"

"না। এটা ভাড়া করা গাড়ি। ইতালিতে আমার ব্যবসা আছে। আর মিলানে ফিরে যাবার আগে হুট করেই আমার এক সপ্তাহের ছুটি এসে গেলো। তাই আমি একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে এখানে একটু বেড়াতে এসেছি।"

"আচ্ছা। গাড়ির জন্য কাগজ-পত্র কি আপনার আছে?"

জ্যাকেল তার ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ি ভাড়া করার চুক্তিপত্র এবং দুটো ইনসুরেন্স সার্টিফিকেট বের ক'রে দেখালো।

সাদা পোষাকের লোকটা সবকিছু পরীক্ষা ক'রে দেখলো।

"আপনার লাগেজ আছে কি, মঁসিয়ে?"

"হ্যাঁ, ট্রাঙ্কে তিনটা লাগেজ আর একটা হাত ব্যাগ আছে।"

"দয়া ক'রে সেগুলো কাস্টম্‌স হলের ভেতরে নিয়ে আসুন।" সে চলে গেলো। পুলিশের লোকটা জ্যাকেলকে তিনটা সুটকেস আর হতাব্যাগটা ট্রাঙ্ক থেকে নামাতে সাহায্য করলো। আর তারা দু'জনে মিলেই সেগুলো কাস্টম্‌স হলে বয়ে নিয়ে গেলো।

মিলান ছাড়ার আগে সে লম্বা-পুরনো কোট, ট্রাউজার এবং আঁদ্রে মার্টিনের জুতা পড়ে নিয়েছিলো। তৃতীয় সুটকেসে সেই অস্তিত্বহীন ফরাসির কাগজ-পত্রগুলো রাখা আছে। অন্য দুই সুটকেসের কাপড়-চোপড়গুলো তৃতীয় সুটকেসেও ভাগাভাগি ক'রে রাখা হয়েছে। মেডেলগুলো তার পকেটে আছে। প্রতিটি সুটকেসই দু'জন কাস্টম্‌স অফিসার পরীক্ষা করেছে। তারা যখন এ কাজ করছিলো তখন সে ফ্রান্সে প্রবেশের পর্যটকের ফর্মটা পূরণ ক'রে যাচ্ছিলো। সুটকেসের কোন কিছুই মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো ছিলো না। কাস্টম্‌সের লোকেরা যখন চুল রঙ করার সামগ্রীর কৌটাটা হাতে তুলে নিয়েছিলো, তখন জ্যাকেলের মধ্যে একটু উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয়েছিলো। সে আগে ভাগেই আগাম সর্তকতার জন্য সেগুলোকে খালি হওয়া আফটার শেভ ফ্লাক্সের ভেতরে সরিয়ে ফেলেছিলো। সেই সময়টাতে আফটার শেভ লোশন ফ্রান্সে হাল ফ্যাশনের কোন পণ্য ছিলো না। বাজারে সেগুলো খুবই নতুন পণ্য ছিলো, শুধুমাত্র আমেরিকাতেই পাওয়া যেতো। সে দেখলো দু'জন কাস্টম্‌সের লোক দৃষ্টি বিনিময় ক'রে হাত ব্যাগটাতে ফ্লাস্কটা রেখে দিলো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো অন্য একজন লোক তার গাড়ির ট্রাঙ্ক আর ইঞ্জিনটা পরীক্ষা ক'রে দেখছে। ভাগ্যভালো, লোকটা গাড়ির নিচটা দেখেনি। লম্বা কোট আর ফুলপ্যান্টটা রোল করা অবস্থায় ট্রাঙ্কে দেখে সে সেগুলোর দিকে নাক কুচকে তাকালো। সে হয়তো ভাবলো যে, লম্বা কোটটা গাড়ি চালানোর সময় শীতের রাতে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য, অথবা পথে যদি গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তখন হয়তো এটা প'রে গাড়িটা ঠিক করা হয়। সে কাপড়-চোপড়গুলো রেখে ট্রাঙ্কটা বন্ধ ক'রে দিলো।

জ্যাকেল তার ফর্ম পূরণ শেষ করার পর কাস্টম্‌সের দু'জন লোক সুটকেসগুলো বন্ধ ক'রে সাদা পোষাকের লোকটার দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করলো। সে পাসপোর্ট আর বাকি কাগজগুলো আবার পরীক্ষা ক'রে সেগুলো ফেরত দিয়ে দিলো।

"*মাঁখসি, মঁসিয়ে। বন ভয়েজ।*"

দশ মিনিট বাদে আলফা গাড়িটা মেনটন শহরে বাইরে দ্রুত বেগে ছুটে চললো। পথে জ্যাকেল একটা ক্যাফেতে বিশ্রাম নিয়ে নাস্তা খেয়ে মোনাকোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। সেখান থেকে নিস্‌ এবং কান-এ।

সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস লন্ডনে তার অফিসে বসে এককাপ ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিয়ে থুতনিটা আরেক হাতে ঘষে ভাবছিলো। ঘরে দু'জন ইন্সপেক্টর তার মুখোমুখি, যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো কালথ্রপের অবস্থান খোঁজ করার জন্য। তারা তিনজন অপেক্ষা করছিলো বাকি দু'জনের জন্য, যাদরেকে থমাস স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে এই কাজে নিয়োগ করেছে। ন'টা বাজার কিছুক্ষণ পর তারা যখন নিদের অফিসে এসে পৌঁছালো তখনই শুনতে পেলো যে, তারা থমাসের অধীনে কাজ করার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। খবরটা শুনেই তারা অবাক হলো। যখন শেষেরজন এসে পৌঁছালো, তখন থমাস তাদের কাছে বৃফ করা শুরু করলো।

"আচ্ছা,তো, আমরা একজন লোককে খুঁজছি। তোমাদেরকে বলার কোন প্রয়োজন নেই কেন তাকে খুঁজছি। সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণও নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা'হলো তাকে ধরতে

হবে, খুব দ্রুত ধরতে হবে। এখন আমরা জানি, অথবা বলতে পারো আমাদের মনে হচ্ছে যে, সে দেশের বাইরে আছে। আমরা অনেকটাই নিশ্চিত যে, সে একটা ভুয়া পাসপোর্টে ভ্রমণ করছে।

"এখানে"– সে একটু বিরতি দিলো, কালথ্রপের কয়েকটা ছবি মেলে ধরলো,"তার কয়েকটা ছবি আছে, দ্যাখো। তবে ছদ্মবেশ নেয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তাই এই ছবির বর্ণনাটা একদম জরুরী নয়। তোমরা যা করবে, সেটা হলো, পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে সেখানকার তালিকা দেখবে, সাম্প্রতিক সময়ে কারা পাসপোর্ট বানিয়েছে। শুরু করতে পারো শেষ একশ দিনের তালিকাটা দিয়ে। যদি তাতে কিছু না পাও, তবে পরের একশ দিনের খোঁজ নিও। কাজটা খুবই পরিশ্রমের হবে।"

সে কীভাবে ভুয়া পাসপোর্ট করা হয় সেই প্রক্রিয়াটার বর্ণনা দিয়ে গেলো তাদের কাছে। বাস্তবে জ্যাকেলও সেই রকম পদ্ধতিই ব্যবহার করেছিলো।

"সবচাইতে জরুরি জিনিসটা হলো," সে বলে চললো, "জন্ম সার্টিফিকেটের ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামিওনা, বরং ডেথ সার্টিফিকেটের খোঁজ নিও। অবশ্য পাসপোর্ট অফিস থেকে তালিকাটা নেয়ার পরই। পুরো কাজটা কোরো সমারসেট হাউজে। সেখানেই আস্তানা গাড়ো। নিজেদের মধ্যে কাজকর্ম ভাগ ক'রে নিও। যদি তোমরা এমন আবেদন পত্র পাও, যেটার আবেদনকারী জীবিত নেই, তাহলে ধরে নেবে সেই লোকটাই হচ্ছে আমাদের লোক, যাকে আমরা খুঁজছি। তোমরা কাজে নেমে পড়ো।"

আটজন লোক কাজে নেমে গেলে থমাস সমারসেট হাউজে অবস্থিত পাসপোর্ট অফিসে ফোন করলো, তারপর বার্থ, ডেথ এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিসে। তার দলটি যেনো পূর্ণ সহযোগিতা পায় সেজন্যেই এই ফোন করা।

দুই ঘন্টা পরেই যখন সে নিজের ডেস্কে ব'সে ইলেট্রক রেজারে শেভ করছিলো তখন আটজনের দল-নেতা, দু'জন সিনিয়র ইন্সপেক্টর তাকে ফোন করলো।

সে জানালো, বিগত একশ দিনে ৮৪১ টা পাসপোর্ট আবেদন-পত্র জমা পড়েছে। সময়টা গ্রীষ্মকাল, তাই ছুটি-ছাটা থাকার জন্য এতো বেশি আবেদন, সে ব্যাখ্যা ক'রে বললো।

ব্রায়ান থমাস ফোনটা রেখে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলো।

"শালার গ্রীষ্মকাল," সে বললো।

সেইদিন সকাল ১১টা বাজে জ্যাকেল কান শহরের কেন্দ্রে পৌঁছে গেলো। সচরাচর যখন তার চাওয়া কোন কিছু সুন্দর মতো সম্পন্ন হয় তখন সে সেরা হোটেলটাই বেছে নেয়। ম্যাজিস্টিক হোটেলে কয়েক মিনিট থেকে মাথায় চিরুনী দিয়ে চুল আচরিয়ে হোটেলের লবিতে ফিরে এলো সে।

সকালের মাঝামাঝি সময় হওয়াতে বেশিরভাগ গেস্টই বাইরে আছে, তাই হলটা খুববেশি ব্যস্ত নেই। তার অভিজাত হাল্কা রঙের সুট আর আত্মবিশ্বাসী আচরণ তাকে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ব'লেই সবার মনে হলো। যখন সে একটা হোটেল-বয়'কে

টেলিফোন বুথের কথা জিজ্ঞেস করলো তখন কেউই ভুরু উঁচিয়ে তার দিকে তাকালো না। সুইচ বোর্ডে বসে থাকা মেয়েটি তাকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালো।

"দয়া ক'রে আমাকে প্যারিসে লাইন দিন, মলিটর, ৫৯০১," সে বললো।

কয়েক মিনিট পর মেয়েটি তাকে বুথে যাবার ইশারা করলো। বুথটা সুইচ বোর্ডের পাশেই। মেয়েটা তাকে কাঁচের দরজা দিয়ে অবলোকন করতে লাগলো। অবশ্য বুথটা একদম সাউন্ড প্রুফ ছিলো।

"*আলো, ইসি শ্যাকাল।*"

"*আলো, ইসি ভাল্‌মি*। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ফোন করেছো। আমরা তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছি দুদিন ধরে।"

কেউ যদি কাঁচের দরজা দিয়ে ইংরেজ লোকটার দিকে তাকাতো তবে দেখতে পেতো সে হঠাৎ কঠিন হয়ে গেছে। তার চোখে-মুখে বিস্ময় আর স্তব্ধতা নেমে এলো। দশ মিনিটের কথাবার্তায় সে বেশিরভাগ সময়ই নীরব রইলো, শুধু শুনে গেলো। মাঝে মাঝে তার ঠোঁট জোড়া একটু নড়লো, খুবই ছোট্ট আর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ক'রে। অবশ্য কেউ তাকে দেখছিলো না; সুইচ বোর্ডের অপারেটর মেয়েটা রোমান্টিক উপন্যাস পড়া নিয়ে ব্যস্ত আছে। মেয়েটা শুধু দেখলো কালো চশমা পড়া লোকটা তার কাছে আবার এলো। মিটার দেখে মেয়েটা টেলিফোন কলের বিল কত হলো সেটা ব'লে দিলে লোকটা বিল দিয়ে চলে গেলো।

জ্যাকেল হোটেলের সামনের প্রাঙ্গণে এসে এককাপ কফি নিয়ে বসে পড়লো। সেখান থেকে সে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো ক্রুয়েসেত্তে'র চক্‌চকে সাগর-সৈকতটি যেখানে গোসল করার জন্য লাফা-লাফি আর চেঁচামেচি করছে লোকজন। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সে একটা সিগারেট ধরালো।

কাওয়ালস্কির সাথে তার সাক্ষাৎটার কথা মনে করলো; ভিয়েনার হোটেলে বিশাল আকারের পোলটার কথা সে বেশ ভালোই মনে করতে পারলো। কিন্তু সে যা বুঝতে পারলো না, সেটা হলো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা কিভাবে তার ছদ্মনামটা জানতে পারলো। অথবা তাকে কেন ভাড়া করা হয়েছে, সেটাই বা কি ক'রে জানলো সে। সম্ভবত ফরাসি পুলিশ নিজেরাই এটা তদন্ত ক'রে বের করেছে; সম্ভবত, কাওয়ালস্কিই অনুমান করতে পেরেছিলো, সে কে। আরো হয়তো বুঝতে পেরেছিলো, সে একজন খুনি। তবে সেটা নিঃসন্দেহে আন্দাজে আর অস্পষ্টভাবে। জ্যাকেল ভালো ক'রে বিচার করা শুরু করলো। ভাল্‌মি তাকে উপদেশ দিয়েছে এখান থেকে বেড়িয়ে দেশে ফিরে যেতে। তবে সেই সাথে এও বলেছে, রদিনের কাছ থেকে সরাসরি কোন আদেশ দেবার কর্তৃত্ব তার নেই। অপারেশনটা বাতিল করার নির্দেশও সে দিতে পারে না। যা ঘটেছে তাতে জ্যাকেল ওএএস'র ভেতর থেকে খবর পাচার হওয়ার ব্যাপারে আগে যে সন্দেহ করেছিলো, সেটাই ঠিক ব'লে প্রমাণিত হলো। কিন্তু সে জানতো, তারা একটা জিনিস জানে না, ফরাসি পুলিশও সেটা জানে না। সেটা হলো, সে ফ্রান্সে একটা ছদ্ম নামে ভ্রমণ করছে, তবে বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে। সেই পাসপোর্টে ভুয়া নামটাই আছে। তাছাড়া তার কাছে আছে তিনটা আলাদা-আলাদা ভুয়া কাগজ-পত্র, যাতে আছে দুটো বিদেশী পাসপোর্ট আর বেশভূষা পাল্টানোর সরঞ্জাম।

ফরাসি পুলিশ কতটুকু জানে, মানে ডাল্‌মি যার নাম বলেছে সেই কমিশার লেবেল, তার সম্পর্কে কতটুকুইবা জানে? কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে? একটা অল্প-বিস্তর সাদা-মাটা বর্ণনা; লম্বা, সোনালী চুলের, বিদেশী। এই আগস্ট মাসে এরকম হাজার-হাজার লোক প্রবেশ করেছে ফ্রান্সে। তারা তো আর সবাইকে গ্রেফতার করতে পারবে না।

দ্বিতীয় যে সুবিধাটি তার আছে সেটা হলো, ফরাসি পুলিশ যে লোকটাকে পাকড়াও করার কাজে নেমেছে সে কাল্‌থ্রপ নামের পাসপোর্ট বহন করছে। তাহলে তাদেরকে তাদের কাজ করতে দেয়া যেতে পারে, আর তাদের জন্য রইলো শুভকামনা। সে আলেকজান্ডার দুগান, এবং সে সেটা প্রমাণও করতে পারবে।

কাওয়ালস্কি মারা গেছে। সে যেকে এবং কোথায় আছে তা আর কেউ জানবে না। এমনকি রদিন বা তার লোকেরাও জানে না সে কোথায়। শেষ পর্যন্ত, সে তার নিজের মতো ক'রেই আছে, আর এভাবেই সে সবসময় কাজ করতে পছন্দ ক'রে।

তবুও বিপদটা যে বেড়ে গেছে সেব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একবার যদি প্রকাশ পেয়ে যায় যে, কারো পেছনে একজন খুনি লেগেছে, তবে সে তো সতর্ক হবেই, সেই সাথে খুনির পেছনে লাগিয়ে দেবে একদল লোক। দ্য গল নিশ্চয় তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনী জোড়দার করেছে। প্রশ্ন হলো, তার খুন করার পরিকল্পনাটা কি নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করতে পারবে কি না। তার ধারণা, সেটা করতে পারার মতো আত্মবিশ্বাস তার রয়েছে।

যে প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেলো সেটা হলো, ফিরে যাবে নাকি কাজটাচালিয়ে যাবে? ফিরে যাওয়ার মানে রদিন এবং তার লোকদের সাথে কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলারের মালিকানা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়া। টাকাটাবর্তমানে জুরিখে তার ব্যাংক একাউন্টে আছে। যদি টাকাটা তাদের কাছে ফেরত দিতে অস্বীকার করে, তবে নিশ্চিত তারা তার পিছু নেবেই। সে যেখানেই থাকুক, তাকে ধরে ফেলবে এবং অত্যাচার ক'রে ব্যাংকের কাগজে জোড় ক'রে স্বাক্ষর নিয়ে নেবে, তারপর টাকাটা হাতে পাবার পরই তাকে খুন ক'রে ফেলবে। তাদের সাথে মোকাবেলা করতে গেলে টাকাটার পুরোটাই খরচ ক'রে ফেলতে হবে। তাতেও লাভ নেই।

কাজটা চালিয়ে যাবার মানে হলো, কাজটা শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক অনেক বিপদ। আর শেষ সময়ে নিজেকে ঐ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনাটা হবে আরো কঠিন কাজ।

বিলটা তার কাছে এলে সে ওটার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হলো। হায় ঈশ্বর, কতো বিল করেছে এই লোকগুলো। এরকম জীবন-যাপন করতে হলে রাজা হতে হবে যে! থাকতে হবে ডলার আর ডলার। সে রূপালি সমুদ্রের দিকে তাকালো। সেখানে হাল্‌কা গড়নের বাদামী মেয়েগুলো সৈকত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সৈকত সংলগ্ন রাস্তার ধারে ক্যাডিলাক আর জাগুয়ার গাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তরুণ ড্রাইভাররা অপেক্ষা করছে কাউকে নেয়ার জন্য। এটাই সে দীর্ঘদিন ধরে চাইছিলো। অন্যরকম একটি জীবন। বিগত তিনবছর ধরে সে এ রকমটি প্রায় করেই ফেলেছে; একঝলক এখানে, একটু ছোঁয়া ওখানে। সে খুব ভালো পোষাক আশাক পড়তো, দামী দামী খাবার খেতো। চমৎকার ফ্ল্যাট, স্পোর্টস কার, সুন্দরী অভিজাত রমণীরা, এসবে সে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফিরে

যাওয়ার মানে এসব ছেড়ে দেয়া। জ্যাকেল বিলটা পরিশোধ ক'রে দীর্ঘ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লো। আলফাতে চড়ে ম্যাজিস্টিক হোটেল থেকে ফ্রান্সের কেন্দ্রস্থলের দিকে ছুটতে লাগলো।

কমিশার লেবেল তার নিজের ডেস্কে বসে ছিলো। তার মনে হচ্ছিলো সে জীবনেও ঘুমায়নি এবং হয়তো আর কখনও ঘুমাবে না। ঘরের এক কোণে একটা ক্যাম্প খাটে লুসিয়ে কারোন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। সারারাত ধরে জেগে জেগে চার্লস কালথ্রপকে ফ্রান্সের কোথায় কীভাবে ধরা যাবে সেই পরিকল্পনাই করছিলো। লেবেল ভোর রাতে এসে যোগ দিয়েছে।

তার সামনে একগাদা কাগজ-পত্র, বিভিন্ন সংস্থা পাঠিয়েছে। ফ্রান্সের কোথায় কোন বিদেশী থাকে বা আছে তার বিবরণ রয়েছে সেগুলোতে। লেবেলের কাছে পাঠানো হয়েছে সেসব। প্রতিটাতেই একই বিরক্তিকর কথা লেখা আছে। এই নামের কোন লোক বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের কোন সীমান্ত বা চেক পয়েন্ট দিয়ে বৈধভাবে প্রবেশ করেনি। আরো পুরনো রেকর্ডও পাঠানো হয়েছে তদন্তের সুবিধার্থে। এদেশের কোন হোটেলে, প্যারিসে কিংবা প্রাদেশিক কোন অঞ্চলে, এই নামের কোন লোক উঠে নাই। কোন অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত ব্যক্তির তালিকায়ও তার নাম নেই। ফ্রান্সের কোন কর্তৃপক্ষের নজরে বা গোচরে সে কখনই আসেনি। কোনভাবেই না। প্রতিটা রিপোর্ট আসলে, লেবেল উদ্বিগ্নভাবে রিপোর্ট দাতাকে বলেছে, আরো পেছন দিককার রেকর্ড ঘেটে দেখতে যে, কালথ্রপ নামের কেউ কখনও ফ্রান্সে প্রবেশ করেছিলো কিনা। যদি জানা যায় সে এখানে এসেছিলো, তবে কোথায় এসেছিলো সেটার খোঁজ ক'রে কিছু একটা বের ক'রে আনা যাবে। তার বন্ধুবান্ধব কারা, কোন হোটেলে উঠেছিলো ইত্যাদি।

সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসের একটা ফোন এলো সেই সকালে। বোঝা গেলো খুব দ্রুত গ্রেফতারের সম্ভাবনা নেই। আসামী বেশ গভীর জলের মাছ। আরেকবার ব্যাবহার করা হলো সেই বাক্যটি "আগের জায়গাতেই ফিরে আসা হলো"।

রাত দশটায় আজ মিটিং বসবে। এর মধ্যে নতুন কোন খবর না পেলে সেন ক্লেয়ারের মেজাজ খারাপ হবে, শুনতে হবে তার টিপ্পনি। সান্ধ্যকালীন কাউন্সিলের সদস্যরা এখনও জানতে পারেনি যে, কালথর্পের ব্যাপারটা ব্যর্থ প্রমাণিত হবার পথে। এই কথাটাই তাদেরকে বলতে হবে রাত দশটার দিকে। যদি সে কালথর্পের অন্যকোন বিকল্প নাম বের করতে না পারে, তবে সে জানে বাকিদেরও নীরব তিরস্কার শুনতে হবে।

দুটো জিনিস তাকে স্বস্তি দিচ্ছে। একটা হলো, কমপক্ষে তাদের কাছে কালথর্পের বিবরণ আর একটা ছবি রয়েছে। ছবিতে শুধু মুখ আর কাঁধটাই দেখা যাচ্ছে। পুরো শরীরের ছবি তাদের কাছে নেই। সম্ভবত সে তার বেশভূষা আর চেহারা পাল্টিয়ে ফেলেছে, যদি সে ভূয়া পাসপোর্ট নিয়ে থাকে। তারপরও বলতে হয়, কোন কিছু না থাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো। অন্য ব্যাপারটা হলো, কাউন্সিলে এমন কেউ নেই যে, সে যা করছে তার চেয়ে ভালো কিছু করতে পারবে – সবকিছুই চেক ক'রে দেখা হচ্ছে।

কারোন মনে করে যে, সম্ভবত বৃটিশ পুলিশ কালথর্পকে চমকে দিয়েছে। যখন সে ফ্ল্যাটের বাইরে ছিলো, এই সংবাদটা সে শহরের অন্যকোন জায়গায় থাকাঅবস্থায় পেয়ে

থাকবে; তার আরো ধারণা যে, কালথর্পের কোন বিকল্প পাসপোর্ট নেই; সে লুকিয়ে পড়েছে এবং পুরো অপারেশনটা বাদ দিয়ে দিয়েছে। লেবেল দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"এটা হ'লে ভাগ্য ভালোই", সে তার সহযোগীকে বললো, "তবে এটাকে আমলে নিও না। বৃটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্টে বলেছে যে, ধোয়া-মোছার জিনিস, শেভ করার যন্ত্রপাতি কালথর্পের ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আরো জানা গেছে যে, সে প্রতিবেশীদের কাছে ব'লে গেছে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা। যদি কালথ্রপ তার পাসপোর্টটা রেখে গিয়ে থাকে তবে সেটা এজন্যে যে, ওটার কোন প্রয়োজন তার নেই। এই লোকটা খুব বেশি ভুল করে, এমনটি ভেবো না; জ্যাকেলের ব্যাপারে আমার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। জ্যাকেলকে আমি বুঝতে শুরু করেছি, বলতে পারো।"

দুই দেশের পুলিশ যে লোকটাকে খুঁজছে সে সিদ্ধান্ত নিলো কান থেকে মার্সেই যাওয়ার দুর্ঘটনাপ্রবণ ও প্রায়শই গাড়ি চালকরা মৃত্যুবরণ করে এমন একটা রাস্তা গ্রঁ কর্নিস এর যন্ত্রণাদায়ক ভ্রমণ এড়িয়ে অন্যপথ ধরবে। দক্ষিন প্রান্তের আরএন-৭ রাস্তাটাতে যেটা মার্সেই থেকে প্যারিসের দিকে গেছে, সেটাও বাদ দিয়ে যাবে। এই দুটো রাস্তাই আগস্টে দোজখ হয়ে ওঠে, এটা সে জানতো।

তার পাসপোর্টের ডুগান নামটাকে নিরাপদ ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিলো আলমস-ম্যারিটাইম এর সংলগ্ন সাগর তীরবর্তী রাস্তাটা দিয়ে এগোবে। সেখানকার বাতাস একটু ঠাণ্ডা। বাগুভি পর্বত থেকে সেটা বয়ে চলে। তার বিশেষ কোন তাড়া ছিলো না। সে জানতো ফ্রান্সে পৌঁছে যাবে শিডিউলের একটু আগেই। কান থেকে সে উত্তর দিকে গেলো, আরএন-৮৬ হাই-ওয়ে দিয়ে। একটু বাদে সে এসে পড়লো কাস্টেলেই'র দিকে, যেখানে বিশাল ভার্দো নদীটাতে সুবিশাল বাঁধ দেয়া হয়েছে। বিক্ষিপ্ত জলরাশিকে অন্যদিক দিয়ে সম্পৃক্ত আর পরিমিতভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কাদারাসের দিউরেন্স নদীতে।

এখান থেকে বারোমে এবং ছোট্ট শহরে দাইন-এ একটু বিরতি দিয়ে নিলো। পাহাড়ি এলাকার বাতাস মিষ্টি আর ঠাণ্ডা, এমন কি এই গরমেও। যখন সে থামলো, তার মনে হলো সূর্যটা বুঝি নীচে নেমে এসেছে, কিন্তু গাড়ি চালালেই বাতাসটা ঠাণ্ডা লাগে, যেনো ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার মতো। আর সেই বাতাসে পাইন আর কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসে আশপাশের খামারগুলো থেকে।

দাইন অতিক্রম ক'রে সে দিউরেনও ছাড়িয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট অতিথিপরায়ণ হোটেলে এসে লাঞ্চ করলো। আরো একশ মাইল পরে দিউরেন সাপের মতো ধূসর আর চিকন হয়ে যাবে। উত্তপ্ত সেই পথটা চিকন হতে হতে গিয়ে মিশে যাবে ক্যান্তালিও এবং প্লাঁ দু'অরগোঁতে। সেই জায়গাটা সমতল। কিন্তু এই জায়গাটা একেবারেই পাহাড়ি। আর পাহাড়ি এলাকার নদীর মতোই এখানকার নদীগুলো এঁকে-বেঁকে, ঠাণ্ডা পানি বয়ে চলছে। নদীর তীরগুলো সবুজ-ঘাসে ঢাকা। যেনো সমস্ত সবুজ দু'পাশে জড়ো করা হয়েছে।

যেহেতু তার বিশেষ কোন তাড়া নেই, আর আগস্টে সেই ছোটোখাটো শহরতলির হোটেলে ঘর পাওয়াটা তেমন কষ্টেরও না, তাই সে গ্রামীণ এলাকার কোন হোটেলই খুঁজে নিলো। একটা ছোটোখাটো শহরের বাইরে সুন্দর ছিম-ছাম চমৎকার একটা হোটেল দু'

মার্ক, যেটা আগে ডিউক সব স্যাভয়'র একটা শিকার-ঘর ছিলো, সেটাতে উঠলো।এখনও সেখানকার পরিবেশ আগের মতোই আছে, আছে মজাদার সব খাবার।

সেখানে অনেকগুলো ঘর খালি ছিলো। সে ভালোভাবে গোসল ক'রে নিলো। যথারীতি, তার স্বভাব অনুযায়ী শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে। তারপর ধূসর রঙের সুট আর সিল্কের শার্ট, টাই পরে নিলো। রুম সার্ভিসের ছেলেটাকে দিয়ে চেক সুটটা স্পঞ্জ করাতে দিলো যাতে আগামীকাল সকালে সেটা পড়তে পারে।

রাতের খাবারটা পাহাড়ি-এলাকার একটা উঁচু দোকানে খেয়ে নিলো। সেখানে পাখির কিচির মিচির ডাক আর মিষ্টি বাতাসে পরিবেশটা চমৎকার মনে হলো। এই উষ্ণ বাতাসে যখন সে খাবারটা খাচ্ছিলো তখন সে দেখলো হাতকাটা ড্রেস পড়া একজন মহিলা খাওয়ার মাঝ পথে হোটেল ম্যানেজারকে বললো যে, খোলা জানালাটা দিয়ে এইমাত্র ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করছে, সেটা বন্ধ ক'রে দেয়া উচিত। মহিলাটি একা একা ডিনার করছিলো। সুন্দরী একজন মহিলা। তার বয়স হবে ত্রিশের উর্ধ্বে, হাত দুটো সাদা আর উঁচু বুক। জ্যাকেল ম্যানেজারকে ইশারা করলো জানালাটা বন্ধ করার জন্য। সেই সাথে মহিলাকেও একটু মাথা নেড়ে ইশারা করলো। সে একটা শীতল হাসি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিলো।

খাবারটা ছিলো অসাধারণ। সে বেছে নিয়েছিলো নদীর মাছ। সেটা বিশেষভাবে গ্রিল করা হয়েছে কাঠের আগুনে। এর সাথে সে নিয়েছিলো স্থানীয় কোয়েত-দুরোন। কড়া তাজা পানীয়। বোতলে কোন লেবেল লাগানো ছিলো না। সেটা ব্যারেল থেকে সারাসরি ভ'রে আনা হয়েছে ব'লেই মনে হলো। বেশিরভাগ ডিনারকারীই এটা পেয়ে থাকে। আর সেটার কারনও আছে।

সে যখন তার খাওয়া শেষ করলো তখন শুনতে পেলো নীচু স্বরে কর্তৃত্বপূর্ণভাবেসেই মহিলাটি ম্যানেজারকে বলছে, তার কফিটা যেনো তার লাউঞ্জে দিয়ে দিতে বলে। লোকটা মহিলাটাকে 'বাও' ক'রে "মাদাম লা ব্যারোনে ব'লে সম্বোধন করছে। কয়েক মিনিট বাদে জ্যাকেলও তার কফিটা লাউঞ্জে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে সেদিকে চলে গেলো।

সমারসেট হাউজ থেকে সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসকে ফোন করা হলো ১০:১৫ মিনিটে। সে তার অফিসের খোলা জানালার পাশে বসে নীচের রাস্তাটা দেখছিলো। শান্ত আর নিরিবিলি রাস্তাটার কোন রেস্তোরাঁই রাতের খাবার তৈরী করছে না, আর কোন গাড়ি চালক সেটার ভেতরে বসে আড্ডাও মারছে না। মিলব্যাংক এবং স্মিথ স্কোয়্যারের মাঝখানের অফিসগুলো নীরব আর বাতিহীন। শুধুমাত্র স্পেশাল ব্রাঞ্চের বড় দালানটার অফিসেই এখন অন্যসব সময়ের মতো বাতি জ্বলছে।

এক মাইল দূরে, আরেকটা দালানেও বাতি জ্বলছিলো। সমারসেট হাউজের এই সেকশনটাতে বৃটিশ নাগরিকদের মৃত্যুর সার্টিফিকেট সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর হিসাব থাকে সেখানে। এখানে থমাসের ছয়জনের একটি গোয়েন্দা দল, সাথে দু'জন ইন্সপেক্টর জড়ো হয়েছে এক স্তুপ কাগজপত্র ঘাটাঘাটি ক'রে তথ্য বের করার জন্য। তাদেরকে অফিসের একজন কেরাণী সাহায্য করছিলো। একের পর এক নাম চেক ক'রে যাচ্ছিলো তারা।

সেই দলের সিনিয়র ইন্সপেক্টর, দলটির নেতা, ফোনটা করেছিলো। তার কণ্ঠ ছিলো ক্লান্ত, তবে সেটাতে আশার ছোঁয়া ছিলো। একজন মানুষ, যার নাম ডেথ সার্টিফিকেটে আছে। তার মানে তাদেরকাজের সমাপ্তি হলো ব'লে। কেননা এটাই তাদের খোঁজা-খুঁজির মূল লক্ষ্য ছিলো।

"আলেকজান্ডার জেমস ডুগান," সে খুব সংক্ষেপে ঘোষণাটা দিলো, থমাসের প্রশ্নের পর।

"তার ব্যাপারটা কি?" জিজ্ঞেস করলো থমাস।

"উনিশশো উনত্রিশ সালের এপ্রিলের তিন তারিখে জন্ম, সোমব্রোউন ফিশ্‌লেতে। এই বছরের চৌদ্দই জুলাইতে পাসপোর্টের জন্য সে আবেদন করেছিলো। পরের দিনই পাসপোর্টটা ইসু করা হয় এবং সেটা আবেদনকারীর কাছে সতেরোই জুলাইতে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঠিকানাটা মনে হচ্ছে আবাসিক এলাকার। একটা ভূয়া ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছিলো।

"কেন?" থমাস জিজ্ঞাসা করলো। অপেক্ষায় থাকাটা তার অপছন্দের।

"কারণ আলেকজান্ডার জেমস্ ডুগান আড়াই বছর বয়সে নিজ গ্রামে এক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলো। সেটা উনিশশ' একত্রিশ সালের আটই নভেম্বরে। থমাস একটু ভাবলো।

"শেষ একশ দিনের ইসু করা পাসপোর্টের মধ্যে কতগুলো চেক করা বাকি আছে?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"তিনশোর মতো," টেলিফোনের কণ্ঠটা বললো।

"অন্যদেরকে বাকি পাসপোর্টগুলো চেক করার দায়িত্ব দিয়ে দাও, আর কোন পাসপোর্ট আবেদনকারীর বেলায় এমনটি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য।" থমাস নির্দেশ দিলো। "অন্য কাউকে নেতৃত্ব হস্তান্তর ক'রে দাও। আমি চাই তুমি চেক ক'রে দ্যাখো কোন ঠিকানায় পাসপোর্টটা পাঠানো হয়েছিলো। যখন তোমরা সেটা খুঁজে পাবে, আমাকে ফোন ক'রে জানিয়ে দিও। যদি ঠিকানাটাতে অন্য কেউ থেকে থাকে, তবে তাদের সাথেও কথা বলো। ডুগানের পুরো ফাইলটা, সেই সাথে ছবিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি এই কালগ্রুপ লোকটার ছদ্মবেশটা দেখতে চাই। দেখতে চাই সে কী ধরণের ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়েছে।"

এগারোটা বাজার একটু আগে সিনিয়র ইন্সপেক্টর ফিরতি ফোন করলো। উদ্দিষ্ট ঠিকানাটা প্যাডিংটনের একটা তামাক এবং সংবাদপত্রের এজেন্টের দোকান। সেই দোকানের একটা জানালায় অসংখ্য পতিতার ঠিকানা সংবলিত কার্ড লাগানো আছে। জায়গাটার মালিক দোকানের উপড়েই থাকে। তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সে স্বীকার করেছে, তার যেসব ক্রেতার স্থায়ী কোন ঠিকানা থাকে না, তাদের চিঠিপত্র সে গ্রহণ ক'রে থাকে। এজন্যে সে টাকাও নিয়ে থাকে। ডুগান নামের কোন নিয়মিত ক্রেতার কথা সে মনে করতে পারে নাই। তবে সম্ভবত এই ডুগান লোকটা শুধুমাত্র দু'বার এসেছিলো। একবার একটা চিঠি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানোব জন্য, আর দ্বিতীয়বার সেটা গ্রহণ করার জন্য। ইন্সপেক্টর তাকে কালগ্রুপের একটা ছবি দেখালে সেটা চিনতে পারেনি লোকটা। তাকে এরপর ডুগানের ছবিটা দেখালে সে বলেছে যে, সম্ভবত

তাকে চিনতে পেরেছে, তবে একদম নিশ্চিত হতে পারেনি। তার ধারণা লোকটা কালো সানগ্লাস প'রে থাকবে। অনেকেই এ রকম কালো সান-গ্লাস প'রে তার দোকানে যৌন পত্রিকা কিনতে আসে।"

"তাকে এখানে নিয়ে আসো" থমাস তাকে নির্দেশ দিলো, "আর তুমি নিজেও এখানে ফিরো আসো।"

এরপর সে প্যারিসে একটা ফোন করলো।

দ্বিতীয়বারের মতো সান্ধ্যকালীন কনফারেন্সের মাঝপথে ফোনটা এলো। কমিশার লেবেল বোঝাচ্ছিলো যে কালথ্রপ স্বনামে ফ্রান্সে প্রবেশ করে নাই। এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। যদি না সে মাছের ট্রলারে ক'রে ফ্রান্সের ভেতরে অবৈধভাবে ঢুকে না থাকে। ব্যক্তিগতভাবে সে মনে করে, একজন পেশাদার লোক এমনটা করবে না। কারণ ঐধরণের জায়গাগুলোতে আচমকা পুলিশি তল্লাশী চালালে কাগজ-পত্র না থাকার জন্য সে ধরা পড়ে যাবে।

ফ্রান্সের কোন হোটেলে চালর্স কালথ্রপ নামের কেউ ওঠেনি।

এসব তথ্য সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিস এবং ডিএসটি'র প্রধান কর্তৃক পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। তাছাড়া প্যারিসের পুলিশও খতিয়ে দেখেছে। তাদের সবার কাছেই এটাই পাঠানো হয়েছিলো যাতে তারা পরবর্তীতে এ নিয়ে বিতর্ক না করে। দুটো বিকল্প আছে, লেবেল যুক্তি দিলো, হয় লোকটা ভূয়া পাসপোর্ট নেয়নি। এই ভেবে যে, সে তো সন্দেহের মধ্যে নেই। এক্ষেত্রে পুলিশ তার লন্ডনের ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে খুব জলদিই ধরে ফেলতে পারবে তাকে। সে ব্যাখ্যা করলো যে, সে এটা বিশ্বাস করে না, কারণ সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসের লোকেরা তার ওয়ার্ডরোবে কিছু জিনিসপত্র খুঁজে পায়নি, বিশেষ ক'রে শেভ করার জিনিসপত্রগুলো। তাতে মনে হয় লোকটা লন্ডনের ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়েছে। এটা তার এক প্রতিবেশীর কথাতেও বোঝা গেছে যে, সে গাড়িতে ক'রে স্কটল্যান্ডে বেড়াতে গেছে। অবশ্য বৃটিশ বা ফরাসি পুলিশ কেউই এটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করেনি।

দ্বিতীয় বিকল্পটি হচ্ছে, কালথ্রপ একটা ভূয়া পাসপোর্ট যোগাড় করেছে, আর এই পাসপোর্টধারীকেই বর্তমানে বৃটিশ পুলিশ খুঁজে চলছে। এক্ষেত্রে, সে হয়তো এখনও ফ্রান্সে প্রবেশই করেনি কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথবা ইতিমধ্যেই সে ফ্রান্সে সন্দেহ মুক্তভাবে ঢুকে পড়েছে।

এই সময়েই কনফারেন্সের কয়েকজন সদস্য রেগে ফেটে পড়লো।

"তুমি বলতে চাচ্ছো, সে এখানে থাকতে পারে, এই ফ্রান্সে, এমনকি প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে?" আলেকজান্ডার সানগুয়েনেত্তির বিস্ফারিত প্রশ্ন।

"ব্যাপারটা হলো," লেবেল ব্যাখ্যা করলো, "তার নিজের একটা টাইম টেবিল রয়েছে এবং সেটা শুধু সে-ই জানে। আমরা বাহাত্তর ঘন্টা ধরে তদন্ত ক'রে চলছি। আমাদের জানার কোন উপায় নেই কখন আমরা লোকটার টাইম টেবিল সম্পর্কে জানতে পারবো। একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, আমরা অন্তত এটা জানি যে, প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আছে। খুনি জানে না আমরা কত দূর এগিয়েছি। তাই তাকে পাকড়াও করার সুযোগ আমাদের রয়েছে। আর এই কাজটা করতেই হবে। যদি সে ফ্রান্সে এসেই থাকে, তবে তারনতুন নামেই আমরা গ্রেফতার করতে পারবো।"

সভাটা আর শান্ত থাকতে পারলো না। খুনি হয়তো, এমনকি একমাইল কাছেও থাকতে পারে এবং তার খুন করার সময়টা হতে পারে আগামীকাল সকালেও, এটা জানার পর প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

"হতে পারে, অবশ্য," কর্নেল রোল্যান্ড বললো। রদিনের কাছ থেকে তার এক অজ্ঞাত এজেন্ট ভাল্‌মির মাধ্যমে জানা গেছে যে, তাদের পরিকল্পনাটা প্রকাশ হয়ে গেছে। কালথ্রপের বাড়িতে যে তল্লাশী হয়েছে সেটাও জানাজানি হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে কালথ্রপ যদি সমস্ত প্রমাণাদি নষ্ট ক'রে ফেলে, গোলা-গুলি, বন্দুক সবকিছু স্কটল্যান্ডের কোথাও লুকিয়ে, নিজেকে তার দেশের পুলিশের কাছে নির্দোষ আর সন্দেহমুক্ত ক'রে ফেলে, তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনাটা খুব কঠিন হবে।"

সভাটা রোল্যান্ডের সাজেশনের পর মনে হলো শেষ হয়ে গেছে, কেননা সবার মধ্যেই একমত হবার লক্ষণ দেখা গেলো।

"তাহলে আমাদেরকে বলুন কর্নেল," বললেন মন্ত্রী সাহেব, "আপনাকে যদি এ কাজের জন্য ভাড়া করা হতো এবং এটা জানা যেতো যে, ষড়যন্ত্রটা প্রকাশিত হলেও আপনার পরিচয়টা গোপনই আছে, তাহলে আপনি কি করতেন?"

"*মঁসিয়ে লো মিনিস্ত্রে,*" জবাব দিলো রোল্যান্ড, "আমি যদি একজন অভিজ্ঞ গুপ্তঘাতক হতাম, আমি বুঝে যেতাম যে, আমিকোথাও না কোথাও, কোন না কোন ফাইলে ঠিকই আছি। আর ষড়যন্ত্রটা প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই, আমার ঠিকানায় পুলিশের আগমন ঘটবে, এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। সুতরাং আমি চাইবো কোন ধরণের প্রমাণ-পত্র যা আছে, সেগুলো থেকে নিজেকে যুক্ত করতে এবং স্কটল্যান্ডের কোন লেকের অঞ্চল থেকে পালানোর জন্য আর কোন ভালো জায়গা কি আছে।"

টেবিলের চার পাশে সম্মতিসূচক হাসি ব'লে দিলো তার যুক্তির যথার্থতা আছে। সবাই যেনো সেটাকে অনুমোদন করলো।

"যাইহোক, তার মানে এই না যে, আমরা তাকে এভাবে ছেড়ে দেবো। আমার এখনও মনে হয়, এই মঁসিয়ে কালথ্রপকে আমাদের নজরে রাখতে হবে।"

হাসিগুলো উবে গেলো। কয়েক সেকেন্ড ধরে সেখানে নীরবতা নেমে এলো।

"আমি আপনার সাথে একমত নই, *মঁ কর্নেল,*" বললো জেনারেল গুইবদ।

"কারণ, খুব সহজ," রোল্যান্ড বললো, "আমাদের বলা হয়েছিলো তাকে খুঁজে বের ক'রে ধ্বংস ক'রে দিতে হবে। সে হয়তো আপাতত তার ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনাটি স্থগিত করবে, গুটিয়ে নেবে। কিন্তু তার সরঞ্জামগুলো ধ্বংস করবে না। বৃটিশ পুলিশের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য লুকিয়ে রাখবে। তারপর সে আবার যেখানে থেমে গিয়েছিলো সেখান থেকে শুরু করবে, সেই সাথে নতুন কোন প্রস্তুতিসহকারে, যাতে তাকে ধরাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।"

"কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, যখন বৃটিশ পুলিশ তাকে খুঁজে পাবে, তারা তাকে বন্দী করবে," কেউ একজন বললো।

"একথা জোড় দিয়ে বলা যায় না। অবশ্যই আমি সন্দেহ পোষণ করি। তাদের কাছে সম্ভবত কোন প্রমাণ থাকবে না। শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তারা তাকে গ্রেফতার করবে না।

আর আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা অতিমাত্রায় সিভিল লিবার্টির ব্যাপারে স্পর্শকাতর। আমার সন্দেহ তারা তাকে হয়তো খুঁজে পাবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তারপর প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিবে।"

"অবশ্যই কর্নেল ঠিক বলেছে," মাঝখানে সেন ক্রেয়ার ব'লে উঠলো। "বৃটিশ পুলিশ এই লোকটার কাছে বোকা বনে যাবে। তারা লিবার্টির জন্য লোকটাকে ছেড়ে দেবে, এমনই বোকা তারা। এই বিপজ্জনক লোকটাকে তারা আটকাতে পারবে না। কর্নেল ঠিকই বলেছে, লোকটাকে তারা নিরপরাধ হিসেবেই গণ্য করবে।"

মন্ত্রীসাহেব খেয়াল করলেন কমিশার লেবেল নিশ্চুপ আছে এবং এসব কথাবার্তার মধ্যে কোন হাসিও তার মুখে দেখা যাচ্ছে না।

"তো, কমিশার, আপনি কি ভাবছেন? আপনি কি কর্নেল রোল্যান্ডের সাথে একমত যে, কালগ্রুপ এখন তার পরিকল্পনা গুটিয়ে নেবে, অস্ত্রগুলো লুকিয়ে ফেলবে অথবা ধ্বংস ক'রে ফেলবে?"

লেবেল তার পাশে সারিবদ্ধভাবে বসা লোকগুলোর দিকে তাকালো।

"আমি আশা করি," সে খুব শান্ত কণ্ঠে বললো, "কর্নেল ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমারভয় হচ্ছে তিনি বোধ হয় ঠিক বলছেন না।"

"কেন?" মন্ত্রী সাহেবের প্রশ্নটা ছিলো ছুড়ির ফলার মতো।

"কারণ," লেবেল ধীর কণ্ঠে ব'লে চললো, "উনার বিশ্লেষণ, যদিও যথার্থ তবুও অনুমানভিত্তিক মাত্র। সেই অনুমান সত্য হবে যদি কালগ্রুপ তার পরিকল্পনা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ধরে নেয়া যাক সে এমন সিদ্ধান্ত নেয়নি। ধরে নেয়া যাক সে রদিনের মেসেজটা পায়নি কিংবা পেলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাই ঘটুক না কেন কাজটা চালিয়ে যাবে, তখন?"

প্রতিবাদের ঢেউ উঠলো ঘরে আর একে অন্যের সাথে শলাপরামর্শ শুরু হয়ে গেলো সেখানে। শুধু রোল্যান্ড তাতে যোগ দিলো না। সে টেবিলের অপর পাশে বসা লেবেলের দিকে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে তাকিয়ে রইলো। সে যা ভাবছিলো তা হলো, লেবেল এখানে উপস্থিত অন্য সবার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর সে নিজে তাকে এজন্যে কৃতিত্ব দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। লেবেলের আইডিয়া, সে ধরতে পেরেছে, তার নিজের মতোই খুবই বাস্তব সম্মত।

ঠিক এই সময়েই লেবেলের কাছে ফোনটা এলো। এবার সে বিশ মিনিটের জন্য চলে গেলো। যখন ফিরে এলো তখন সে এক নাগাড়েদশ মিনিট ধ'রে ব'লে চললো একদম নীরব সভাটাতে।

"এখন আমরা কি করবো?" লেবেলের বলা শেষ হলে মন্ত্রী সাহেব বললেন। শান্ত ধীর স্বভাবমতো, কোন তাড়াহুড়া না ক'রে লেবেল তার আদেশসমূহ জারি করলো যেনো একজন জেনারেল তার সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করছে। আর ঘরে বসা কেউই, যারা সবাই পদমর্যাদায় তার চেয়ে বড়, এব্যাপারে কোন তর্ক বিতর্ক করলো না।

"এই হলো আমাদের অবস্থা," সে শেষ করলো, "ডুগানকে ধরার জন্য আমরা দেশব্যাপী গোপন একটা অনসন্ধান চালাবো। সে যে বেশ ধরেই থাকুক না কেন, তাকে

আমাদের ধরতেই হবে। এই মুহূর্তে বৃটিশ পুলিশ এয়ারলাইন টিকেটের অফিসগুলো, ইংলিশ চ্যানেলের ফেরি এবং অন্যান্যসব জায়গায় তল্লাশী চালাচ্ছে। যদি তারা প্রথমে তার অবস্থান খুঁজে পায় তবে তাকে সেখানেই ধ'রে ফেলবে, আর বৃটেনে না থাকলে, সেই খবরটা আমাদেরকে জানিয়ে দেবে। আর যদি আমরা তাকে প্রথমে পেয়ে যাই তো আমরাই গ্রেফতার করবো। কিন্তু সে যদি বর্তমানে তৃতীয় কোন দেশে থেকে থাকে, তবে আমরা তার ফ্রান্সে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করবো। ঢোকা মাত্রই সীমান্ত এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হবে, অথবা....অন্য কোন ধরণের একশনও নেয়া হবে। এই মুহূর্তে, যাইহোক আমার মনে হয়, তাকে খুঁজে বের করার কাজটি আমি ক'রে ফেলেছি। সে যাইহোক, ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনারা আমার নিজস্ব পন্থায় কাজ করার ব্যাপারে একমত হোন।"

তার ধৃষ্টতা ছিলো খুবই সাহসিকতাপূর্ণ আর আশ্বাস বাক্যটি ছিলো এতোই পরিপূর্ণ যে, কেউ কোন কিছু বলতে পারলো না। শুধু মাথা নেড়ে গেলো। এমনকি সেন ক্লেয়ারও নিশ্চুপ রইলো।

মাঝরাতের একটু আগে বাড়িতে ফিরেই সে একজন শ্রোতা পেয়ে গেলো। তার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো গালাগালির মধ্য দিয়ে। সে এই ভেবে গালাগালগুলো দিলো যে, একজনছোটোখাটো বুর্জোয়া পুলিশের লোক কি-না একদম সঠিক। তার সব কিছুই নির্ভুল আর দেশের রথী-মহারথীরা সব ভুল।

তার রক্ষিতা সহানুভূতির সাথে তার কথাগুলো শুনে গেলো। তাকে বিছানায় উপুড় ক'রে শুইয়ে দিয়ে ঘাড় আর পিঠ মেসেজ ক'রে দিলো। ভোরের ঠিক আগেই সে গভীর ঘুমে ঢ'লে পড়লো, আর তার রক্ষিতা বিছানা থেকে আস্তে ক'রে উঠে হল-ঘরে এসে সংক্ষিপ্ত একটা ফোন করলো।

সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস পাসপোর্ট আবেদন-পত্রের দুটো আলাদা ফর্ম নিরীক্ষণ করছিলো। তার সামনে ল্যাম্পের আলোর নীচে দুটো ছবিও পড়ে আছে।

"আসো আবার মিলিয়ে দেখি," তার পাশে বসা সিনিয়র ইন্সপেক্টরের উদ্দেশ্যে বললো, "প্রস্তুত?"

"জ্বি স্যার।"

"কালথ্রপঃ উচ্চতা, পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। ঠিক আছে?"

"জ্বি, স্যার।"

"ডুগানঃ উচ্চতা, ছয় ফুট।"

"পুরু হিল, স্যার। বিশেষ ধরণের জুতা প'ড়ে আপনি আপনার উচ্চতা আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে পারেন। শোবিজ জগতের অনেকেই, যারা একটু খাটো, তারা এভাবে উচ্চতা বাড়িয়ে নেয়। তাছাড়া, পাসপোর্ট কাউন্টারে কেউই আপনার পায়ের দিকে তাকাবে না।"

"ঠিক আছে," থমাস একমত হলো, "উঁচু হিলের জুতা। কালথ্রপঃ চুলের রঙ, বাদামী। এটা অবশ্য এমন কিছু না, বাদামী রঙটা অনেক রকমের, হাল্কা বাদামী, গাঢ় বাদামী। এখানে তাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তার চুল কালচে বাদামী রঙের। ডুগানেরটাও বলা আছে বাদামী। কিন্তু তাকে দেখে হাল্কা সোনালী চুলের মনে হচ্ছে।"

"ঠিক, স্যার। কিন্তু চুলের রঙ ছবিতে একটু বেশি কালচে দেখায়। এটা আলোর উপড়ে নির্ভর ক'রে। যেখানে ছবিটা তোলা হয় সেজায়গার কথা বলছি। তাছাড়া সে চুলের রঙ ক'রে খুব সহজেই ডুগান হতে পারে।"

"ঠিক আছে। তোমার কথাই মানলাম। কালথ্রপঃ চোখের রঙ, বাদামী। ডুগানঃ চোখের রঙ, ধূসর।"

"কনটাক্টলেন্স স্যার, খুব সহজ জিনিস।"

"ওকে। কালথ্রপের বয়স সাইত্রিশ, ডুগানের চৌত্রিশ হয়েছে গত এপ্রিলে।"

"তাকে চৌত্রিশ বছর বয়সের হতে হবে," ইন্সপেক্টর ব্যাখ্যা করলো, "কারণ সত্যিকারের ডুগান, সেই অল্প বয়সে, মাত্র আড়াই বছর বয়সে মারা গিয়েছে, তার জন্ম হয়েছিলো উনিশশো উনত্রিশ সালের এপ্রিলে। সেটাতো আর বদলানো যাবে না। কিন্তু কেউই আর খোঁজ করতে যাবে না একজন সাইত্রিশ বছর বয়সের লোকের পাসপোর্টে চৌত্রিশ বছর বয়স লেখা আছে। সবাই পাসপোর্টের লেখাটাই বিশ্বাস করবে।"

থমাস ছবি দুটোর দিকে তাকালো। কালথ্রপকে দেখে একটু ভারি মনে হয়, চেহারা ভরাট, শরীরের গঠন খুবই মজবুত। কিন্তু তাকে ডুগান হতে হ'লে বেশ বদলাতে হবে। অবশ্যই, সে হয়তো ওএএস'র নেতাদের সাথে দেখা করার আগেই তার বেশ বদলে থাকতে পারে, আর সেই বেশেই এখনও বহাল আছে। পাসপোর্টের আবেদন করার সময়ও সেই বেশেই ছিলো। তার মতো লোকেরা মাসের পর মাস অন্য পরিচয় নিয়ে থাকতে পারে। সম্ভবত এজন্যেই কালথ্রপ কোন দেশের পুলিশের ফাইলে নেই। যদি ক্যারিবীয় অঞ্চলের ঐ গুজবটা না উঠতো, তাহলে তারা তাকে কখনই খুঁজে পেতো না।

কিন্তু এখন থেকে সে ডুগান হয়ে গেলো। ড্রাই করা চুল, কনটাক্টলেন্স, হাল্কা-পাতলা শরীর, উঁচু হিলের জুতা। এই বর্ণনা সহকারেই প্যারিসে টেলেক্স ক'রে পাঠানো হলো। লেবেল হাত ঘড়িতে সময়টা দেখে অনুমান করলো, এই তথ্যগুলো তারা সকাল ২টার মধ্যেই পেয়ে যাবে।

"তারপরে তাদের উপরই সেটা নির্ভর করবে," ইন্সপেক্টর বললো।

"ওহ্, না, হে, এরপর অনেক কাজ করতে হবে।" থমাস ঠাট্টাচ্ছলে বললো। "সকালে প্রথমেই আমাদেরকে এয়ারলাইন টিকেরে অফিসে খোঁজ নিতে হবে, ইংলিশ চ্যানেলের ফেরিগুলো, আন্তমহাদেশীয় ট্রেনের টিকেট অফিস, অনেক অনেক জায়গায়। আমাদের শুধু এটা খুঁজে দেখলেই হবে না, সে কে, বরং এখন সে কোথায়, সেটাই খুঁজে দেখতে হবে আগে।"

এ সময়ে সমারসেট হাউজ থেকে একটা ফোন এলো। বাকি পাসপোর্ট আবেদনপত্রগুলো চেক ক'রে সবগুলোই সিরিয়াল করা হয়েছে।সেগুলোতে কিছু পাওয়া যানি।

"ওকে, কেরাণী সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে দিও। সেখান থেকে তোমাদের দলের সবাই আটটা ত্রিশে আমার অফিসে চ'লে আসো।" নির্দেশ দিলো থমাস।

একজন সার্জেন্ট-নিউজ এজেন্টের জবানবন্দির একটা কপি হাতে নিয়ে প্রবেশ করলো। সেই নিউজ-এজেন্টকে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয়। থমাস জবানবন্দির কপিটার দিকে তাকালো, তাতে সেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টরকে লোকটা যা বলেছিলো তার চেয়েও কম কথা আছে।

"তাকে ধরার মতো আমাদের কাছে কিছুই নেই," বললো থমাস।

"প্যাডিংটনে ব'লে দাও তাকে ছেড়ে দিতে, তার ঐসব নোংরা ছবিগুলো নিয়ে যেনো সে তার বিছানায় শুতে যায়।"

সার্জেন্ট বললো, "স্যার", তারপর চলে গেলো। থমাস চেয়ারে ব'সে ঘুমাতে চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে ১৫ই আগস্ট শুরু হয়ে গেছে।

ষোল

মাদাম লা ব্যারোন দ্য লা শ্যালোঁয়া তার ঘরে দরজার সামনে এসে থেমে ঘুরে তাকালো তরুণ ইংরেজটার দিকে, যে তার পেছনে পেছনে এসেছে। করিডোরের আঁধো অন্ধকারে লোকটার চেহারা পুরোপুরি দেখতে পায়নি; অন্ধকারে সেটা আবছা আবছা লাগছিলো।

সন্ধ্যাটা খুবই আনন্দঘন ছিলো। দরজার সামনে এসেও সে সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না এখানেই থামবে নাকি থামবে না। প্রশ্নটা তার মনে গত একঘন্টা ধ'রে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আভিধনিক অর্থে সে যে সতী তা' নয়। পর পুরুষকে প্রেমিক হিসেবে এর আগেও নিয়েছে সে। উঁচু বংশের একজন সম্মনিত বিবাহিত মহিলা, গ্রামাঞ্চলের একটা হোটেলে একরাত থাকতে এসে অজানা-অচেনা লোককে প্রলুব্ধ ক'রে ঘরে নিয়ে ঢুকবে, সে ব্যাপারে তার মন সায় দিচ্ছে না। অন্যদিকে খুব একটা খারাপও লাগছে না। এমন একটা বয়সে এসে পৌছেছে যখন নিভে যাবার আগে দপ ক'রে জ্বলে উঠে সঙ্গমে লিপ্ত হবার আকাঙ্খাটা মনে জাগতেই পারে। সেও চাইছিলো এসব প্রশ্রয় দিতে।

সারাটা দিন কাটিয়েছে আলপ্সের উপড়ে অবস্থিত বার্সেলোনেত্তির সামরিক ক্যাডেট একাডেমিতে। তার ছেলে আজ শিক্ষা শেষে সেকেন্ড লেফটেনান্ট হিসেবে চসার আলপিনে কমিশন পেলো। এটা তার বাবারই পুরনো রেজিমেন্ট। যদিও সে সন্দেহাতীতভাবে প্যারেডে সবচাইতে আকর্ষনীয় মা ছিলো তবুও সদ্য কমিশন পাওয়া ছেলের মা হিসেবে তার জন্য দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কিছুদিন বাদে তার বয়স চল্লিশ হ'য়ে যাবে। তার আরো মনে হলো সে একজন বাড়ন্ত ছেলের মা এখন।

তাকে দেখলে অবশ্য পয়ত্রিশের বেশী মনে হয় না। খুব সহজেই পাঁচ বছরের কম ব'লেও চালিয়ে দেয়া যায়। কখনও কখনও দশবছরের ছোট ব'লেও তাকে মনে হয়। আর মনের দিক থেকে সে নিজেকে এখনও ত্রিশের বেশি ভাবে না। তারপরেও ছেলে এখন বিশ বছরের যুবক। সম্ভবত এখন তার ছেলে মেয়েদের সাথে ওসব কাজও ক'রে থাকে। এটা ভেবেই তার মনে হলো, সেতো আর স্কুল থেকে বাসায় ফিরবে না, পরিবারের সবাইকে নিয়ে পিকনিকেও যাবে না। তো এখন সে কী করবে, সেটাই ভেবে পেলো না।

সে পরিশ্রমী সাহসী হিসেবে বৃদ্ধ কর্নেলকে মেনে নিয়েছে, যে নিজেও একাডেমির কমান্ডাট। তার ছেলের সহকর্মীরা তার দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। হঠাৎই তার মনে হলো সে খুব একা। তার বিয়েটা কয়েক বছর ধ'রেই শুধু কাগজে-কলমেই টিকে আছে। এখন তার স্বামী প্যারিসে অল্প-বয়সী আকর্ষণীয় তরুণীদের পিছু নিতেই বেশী ব্যস্ত।

গাড়ি চালিয়ে যখন সে গাপ শহরের বাইরের একটা গ্রাম্য হোটেলে রাতটা কাটানোর জন্য যাচ্ছিলো তখন তার মনে হলো, সে এখনও একজন আকর্ষণীয়া এবং তার যৌবন ফুরিয়ে যায়নি। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই, এটা সত্যি। সে কি তবে শুধুই বৃদ্ধদের স্খলিত দৃষ্টির নন্দিনী হয়ে থাকবে, কিংবা যৌবনোন্মুখ কিশোরদের চকিত চোখের চাঞ্চল্য! নাকি এখন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। না, এখনও সেই সময় আসেনি। কিন্তু প্যারিস তার জন্য খুব বিব্রতকর এবং অপমানজনক। আলফ্রেডের ক্রমাগত অল্পবয়স্কা তরুণীদের সাথে ফষ্টি-নষ্টির ব্যাপার গুলো নিয়ে সবাই তার সামনে হাসাহাসি করে।

লাউঞ্জে কফি খাওয়ার সময় সে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলো। মনে মনে আশা করছিলো কেউ এসে তার খুব প্রশংসা করুক, নারী হিসেবে, সুন্দরী হিসেবে, ব্যারনের স্ত্রী ব'লে নয়। ঠিক সেই সময়ে একজন ইংরেজ যুবক যখন তার কাছে এসে তার সাথে লাউঞ্জে কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিলো, তখন সে এতোটাই হতভম্ব হ'য়েছিলো যে, না বলতে পারেনি।

কয়েক সেকেন্ড পরেই উঠে যেতে পারতো, কিন্তু তার খারাপ লাগছিলো না। যদিও প্রথমে লোকটার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার জন্য তার পরক্ষণেই মনে হয়েছিলো নিজের পাছায় নিজেই লাথি মারবে, কিন্তু দশমিনিট বাদে এব্যাপারে তার কোন অনুশোচনা রইলো না। লোকটার বয়স হবে তেত্রিশ থেকে পয়ত্রিশের মধ্যেই। পুরুষের জন্যে সেটাই তো' সেরা বয়স। যদিও সে একজন ইংরেজ, কিন্তু অর্নগল ফরাসি বলতে পারে। সে দেখতে খুব ভালো এবং বেশ রঙ্গ রসিকতাও করতে পারে। সে লোকটার চাতুর্যপূর্ণ প্রশংসাবাক্য উপভোগ করলো। এজন্যেই উঠতে উঠতে মাঝরাত হ'য়ে গেলো। তাকে খুব সকালে উঠতে হবে তাই ঘুমানোর জন্য যথেষ্ট দেরীই হয়ে গেছে বলতে হয়।

লোকটা তাকে উপর তলার দরজা পর্যন্ত পৌছে দিলো। বাইরে তখন চাঁদের আলোয় পাহাড়ি অঞ্চলটা স্নাত হ'য়ে আছে। বেলকনি থেকে তারা দু'জন দৃশ্যটা কিছুক্ষণ দেখলো। হঠাৎ লোকটার দিকে মাদাম তাকিয়ে দেখে, সে বাইরের দৃশ্যের দিকে নয়, তার দু' বুকের মাঝখানের খাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পূর্ণিমার আলোতে বুকটা সাদা ধব ধবে স্ফটিকের মতো দেখাচ্ছিলো।

মাদামের কাছে ধরা প'ড়ে লোকটা একটু হাসলো। কাছে এসে একটু ঝুঁকে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো, "চাঁদের আলো সবচাইতে সভ্য মানুষটাকেও অসভ্য বানিয়ে ফেলেছে।" মাদাম ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উপড়ে উঠে গেলো, ভান করলো বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আগন্তুকের মন ভুলানো কথাবার্তায় দারুণ মজা পেলো।

"আজকের রাতটা খুবই আনন্দে কাটলো, মঁসিয়ে।"

সে এক হাতে দরজার হাতলটা ধ'রে ভাবতে লাগলো, লোকটা কি তাকে চুমু খাবার চেষ্টা করবে কি-না। তার ধারণা লোকটা তাই করবে। নিরস কথাবার্তা বলা সত্ত্বেও সে অনুভব করলো তার অঙ্গে জোয়ার আসছে, বুভুক্ষা লাগতে শুরু করেছে শরীরে। হয়তো সেটা শুধুমাত্র মদের জন্য, অথবা কফির সাথে গরম কাভাদো খাওয়ার জন্য, কিংবা পূর্ণিমার দৃশ্য দেখে, কে জানে! কিন্তু রাতটা যে এমন দিকে গড়াবে সেটা কে ভেবেছিলো আগে!

আচমকাই সে টের পেলো আগন্তুকের হাতটা তার পিঠের উপর এবং কোন প্রকার ধার না ধেরেই লোকটার ঠোঁটটা নেমে এলো তার ঠোঁটের উপর। উষ্ণতায় মাদাম তাকে জড়িয়ে ধরলো, যদিও তার বিবেক ব'লে উঠলো, "এটা বন্ধ করতে হবে"। কিন্তু পরক্ষণেই একটা গাঢ় চুমু দিয়ে সাড়া দিলো সে। মদটা তার মাথাটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে টের পেলো লোকটার হাত তাকে ক্রমাগত চেপে ধরছে। হাত দুটো কঠিন আর শক্তিশালী।

তার উরুতে লোকটা চাপ দিলো, পেটের নীচে শাটিন কাপড় ভেদ ক'রেও সে টের পেলো অদম্য উদ্যত লিঙ্গটা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে তার পা দুটো একটু সরিয়ে নিলো, কিন্তু তারপর আবার সজোড়ে ধাক্কা দিলো। সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো সজ্ঞান অবস্থা তখন ছিলো না; কোন ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়াই তার বোধোদয় হলো যে, সে লোকটাকে প্রবলভাবে চায়, তার দু পায়ের মাঝখানে, তার পেটের নীচে, সারারাত ধ'রে।

সে টের পেলো তার পেছনের দরজাটা ভেতরের দিক থেকে খোলা, লোকটার কাছ থেকে শরীরটা ছাড়িয়ে ঘরের ভেতরে ঢুলে গেলো মাদাম।

"*হ্যাঁ, প্রেমিটিফ*। আমার জংলীটা, এসো।"

লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

সারারাত ধ'রে ডুগান নামটি নিয়ে প্যাথিয়ো'র প্রতিটি আর্কাইভ আবার চেক করা হলো। এবার আগের চেয়ে বেশী সাফল্য পাওয়া গেলো। একটা কার্ড খুঁজে পাওয়া গেলো, যাতে দেখা গেলো, আলেকজান্ডার কোয়েন্টিন ডুগান ব্রাসেল্স থেকে ব্রাবান্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে ক'রে জুলাইয়ের ২২ তারিখে ফ্রান্সে প্রবেশ করেছিলো। এক ঘন্টা পরে আরো একটি দল খুঁজে পেলো যে, প্যারিস থেকে ব্রাসেল্সগামী একটা ট্রেন ইতোয়েল দু নর্দ এক্সপ্রেস-এ ডুগান নামের একজন, জুলাইয়ের ৩১ তারিখে ভ্রমণ করেছে।

প্রিফেকচার অব পুলিশের একটা দল তদন্ত ক'রে জানতে পারলো যে, ডুগান নামের একজন প্লেস দ্য লা মেদিলিনের কাছাকাছি ছোট্ট একটা হোটেলে জুলাইয়ের ২২ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত থেকেছে। হোটেলের রেজিস্টার কার্ডে তার পাসপোর্ট নাম্বারটাও দেয়া ছিলো, সেটার সাথে ডুগানের পাসপোর্ট নাম্বারটার মিল আছে।

ইন্সপেক্টর কারোন সেই হোটেলে অভিযানের পক্ষে ছিলো, কিন্তু লেবেল পছন্দ করলো সকালের দিকে সেই হোটেলের মালিকের সাথে গিয়ে নিভৃতে কিছু কথা ব'লে আসবে। হোটেল মালিক সন্তুষ্ট হলো যে লোকটাকে খোঁজা হচ্ছে সে ১৫ই আগস্টে হোটেলটাতে ছিলো না। আর হোটেল মালিক কমিশার লেবেলের প্রতি কৃতজ্ঞও রইলো এজন্যে যে, সে তার হোটেলের অতিথিদেরকে ঘুম থেকে জেগে তোলেনি।

লেবেল একজন সাদা পোষাকের গোয়েন্দাকে নির্দেশ দিলো, সে যেনো নতুন কোন নির্দেশ দেয়ার আগ পর্যন্ত অতিথি সেজে হোটেলটার দিকে একটু নজর রাখে। তাকে সেখান থেকে একদমই বের হতে বাড়ন ক'রে দিলো সে, যাতে ডুগান যদি ওখানে এসে প'ড়ে তখন যেনো তাকে সে মিস্ না করে। হোটেলের মালিক এ ব্যাপারে সহযোগীতা করার জন্য সানন্দে রাজী হলো।

"এই জুলাইতে তার আগমনটা ছিলো –" লেবেল যখন ৪টা ৩০-এ অফিসে ফিরে আসলো তখন কারোনকে বললো, "প্রাথমিক নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। সে যা-ই পরিকল্পনা ক'রে থাকুক, এটার উপরই সেটা নির্ভর ক'রে আছে।"

তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো। সে হোটেলে কেন উঠে ছিলো? কেন ওএএস'র প্রতি সমর্থন আছে এমন কোন লোকের বাড়িতে নয়? যে রকমটি অন্যান্য ওএএস'র লোকজন এবং এজেন্টরা ক'রে থাকে। কারন সে ওএএস'র কাউকে বিশ্বাস করে না। তারা কেউ তাদের মুখ বন্ধ রাখবে, সেটা সে বিশ্বাস করেনি। জ্যাকেল একদমই ঠিক ভেবেছে। তাই সে একাই কাজ ক'রে যাচ্ছে, কাউকে বিশ্বাস না ক'রেই। তার নিজের মতো ক'রে ষড়যন্ত্রটার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ক'রে চলছে। একটা ভুয়া পাসপোর্টটি ব্যবহার ক'রে, সম্ভবত স্বাভাবিক আচরণ আর ভদ্রভাবে, কোন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক না ক'রেই। এইমাত্র হোটেলের মালিকের সাথে তার যে কথাবার্তা হয়েছে, সেও বলেছে এমনটি বলেছে .... "একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক।" সে বলেছে ....একজন সত্যিকারে ভদ্রলোক, লেবেল ভাবলো। হ্যা, ভদ্রলোকই বটে, স্যাপের মতোই বিপজ্জনক। এরা সব সময়ই ভয়ঙ্কর হ'য়ে থাকে। পুলিশের কাছে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। কেউ তাকে কখনও সন্দেহ করবে না।

সে লন্ডন থেকে আসা ডুগান আর কালথ্রপের দুটো ছবির দিকে তাকালো। কালথ্রপ ডুগান হয়েছে উচ্চতা, চুলের রঙ, চোখের রঙ এবং বয়স বদলিয়ে। আর সম্ভবত আচার-ব্যবহার পাল্টিয়ে। সে লোকটার মানসিক গঠন কি রকম সেটা ভাবতে চেষ্টা করলো। তার সাথে দেখা হ'লে কি হবে? আত্মবিশ্বাসী, উন্নাসিক, উদ্ধত, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে সচেষ্ট? নাকি বিপজ্জনক, প্রতারণাপূর্ণ, নিখুঁত আর কোন ধরনের সুযোগই রাখে না, এমন। সশস্ত্র অবস্থায় থাকবে অবশ্যই। কিন্তু অস্ত্রটা কি? একটা অটোমেটিক, বাম বগলের নীচে? কোমরে গোঁজা একটা ছুড়ি, যেটা ছুড়ে মারা যায়। একটা রাইফেলও হতে পারে। কিন্তু সে যখন কাস্টমস্ পার হয়েছে তখন ওটা কোথায় রেখেছিলো? এরকম একটা জিনিস বহন ক'রে সে কিভাবে জেনারেল গলের কাছাকাছি আসতে পারবে, যেখানে প্রেসিডেন্টের একশগজ দূরের মহিলাদের হাত-ব্যাগও তল্লাশী করা হয়? আর কোন লোককে লম্বা কোন প্যাকেট নিয়ে তাঁর ধারে কাছেও যেতে দেয়া হয় না। তাহলে কীভাবে?

অথচ এলিসি প্রাসাদের একজন কর্নেলের মতে লোকটা একজন সাধারণ গুণ্ডা। লেবেল খুব সচেতন ছিলো যে, তার একটা সুবিধা আছে : সে খুনিটার নতুন নাম জানে। এটাই তার

একমাত্র শক্তি, আর এটা ছাড়া পুরো ব্যাপারটাই জ্যাকেলের উপর নির্ভর করছে। সন্ধ্যার কনফারেন্সের কেউই এটা জানে না আর জানলেও বুঝতে চায় না।

যদি জ্যাকেল আবার জেনে যায় যে তার নামটা তারা জেনে ফেলেছে তবে তো সে তার পরিচয় আবার বদলে ফেলবে।

" ক্লদ,বাবাজী ...."

নিজের মনে সে ব'লে গেলো, " সাংঘাতিক কঠিন অবস্থায় প'ড়ে যাবে তুমি।"

হঠাৎ মুখ ফসকে কথাটা বের হয়ে গেলো, "সত্যি, সাংঘাতিক অবস্থায় পড়বে তুমি।"

করোন তার দিকে তাকালো।

"আপনি ঠিকই বলেছেন চিফ। সে খুব সাংঘাতিক অবস্থায় পড়বে।"

লেবেল ধমক দিলো তাকে। সাধারণত সে তার অধীনস্থদের সাথে এরকম আচরণ করে না। অবাক করার মতো ব্যাপারই। কম ঘুমানোর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে বোধহয়।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানার উপরে পড়েছিলো। রূপালী আলোর রেখাটা এখন বিছানার দলিত মথিত চাদরটা ছেড়ে খাটের নীচে স'রে এসেছে। সেখানে ফেলে রাখা বক্ষবন্ধনী আর অন্তর্বাস চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করছিলো। বিছানার উপরে শরীর দুটো এখন ছায়ায় ঢাকা।

কোলেত চিৎ হ'য়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তার পেটের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে একজন। অলসভাবে এক হাতের আঙুলটা সোনালী চুলে চালাতে চালাতে রাতের কথা ভাবছিলো। উদ্দাম রাতের কথা ভাবতেই আধো হাসিতে তার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে গেলো।

লোকটা পারেও। এই ইংরেজ অসভ্যটা শক্ত কিন্তু দক্ষ। জানে কিভাবে আঙুল, জিভ আর লিঙ্গটা দিয়ে পাগল করা যায়। তাকে পাঁচবার পুলক দিয়েছে আর নিজেও তিনবার করেছে। কতদিন এ রকম সঙ্গম করা হয়নি! সে এখনও অনুভব করতে পারছে সেই উষ্ণতা আর উত্তেজনার ব্যাপারটা। সে জানতো কি দারুণভাবেই না তার এই রকম একটা রাতের দরকার ছিলো। দীর্ঘদিন থেকেই এ রকম কিছু থেকে বঞ্চিত ছিলো। সে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ছিলো যেনো কয়েক বছর ধ'রে এসব হয়নি তার।

বিছানার পাশে ছোট্ট ট্রাভেলিং ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। পাঁচটা বেজে পনেরো। সোনালী চুলটা মুঠোতে ক'রে ধ'রে টান দিলো।

"এই।"

ইংরেজটা আধো ঘুমে বিড় বিড় ক'রে উঠলো। তারা দু'জনেই এলোমেলো বিছানায় নগ্ন হ'য়ে শুয়ে আছে। কিন্তু সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের কারনে ঘরটা বেশ গরম। সোনালী চুলের মাথাটা মাদামের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার দু'পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়লো। সে আবার টের পেলো তার ঐ জায়গাটার ভেতরে উষ্ণ নিঃশ্বাস আর জিভের ছোঁয়া।

"না, আর না।"

সে তার ফাঁক করা পা দুটো খুব দ্রুত বন্ধ ক'রে দিয়ে উঠে ব'সে চুল খামছে ধরলো। মাথাটা তুলে ধ'রে তার দিকে তাকালো। লোকটা তাকে ছেড়ে বিছানায় উঠে ব'সে তার একটা স্তন মুখে নিয়ে চুমু খেতে শুরু করলো।

"বললাম না, আর না।"

লোকটা তার দিকে তাকালো।

"যথেষ্ট হয়েছে, প্রেমিক আমার। আমাকে দু'ঘন্টার মধ্যেই উঠে পড়তে হবে, আর তোমাকে তোমার ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখনই আমার দুষ্টু ইংরেজ মশাই, এখনই।"

সে তার কথাটা বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দিলো। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেলো। কাপড়গুলো বিছানাতেই ছিলো। চাদরের নীচ থেকে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে জামা কাপড় পরার পর এক হাতে কোট আর টাইটা নিয়ে আধো অন্ধকারে মাদামের দিকে তাকালো। মাদাম তার সাদা সাদা দাঁতগুলো দেখতে পেলো। সে মিটিমিটি হাসছে। বিছানার এক কোণে ব'সে একটা হাত দিয়ে মাদামের ঘাড়টা জড়িয়ে ধরলো। মুখটা তার মুখের খুব কাছে নিয়ে এলো।

"ভালো হয়েছে?"

"উম-ম-ম। খুবই ভালো হয়েছে। আর তোমার?"

সে আবার মিটি মিটি হাসলো। "তোমার কি মনে হয়?

মেয়েটা হাসলো। "তোমার নামটা কি?"

সে কয়েক মুহূর্তে ভেবে বললো, "এলেক্স।" সে আসলে মিথ্যা বললো।

"তো, এলেক্স, খুবই ভালো হয়েছে। কিন্তু এখন তো তোমাকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে।"

সে একটু ঝুঁকে প'ড়ে তার ঠোঁটে একটা চুমু খেলো।

"তাহলে বিদায়, কোলেত।"

এই ব'লে সে ওখান থেকে চ'লে গেলো। পেছনের দরজাও বন্ধ হয়ে গেলো।

সকাল সাতটায় সূর্যটা যখন উঠছিলো, তখন একজন স্থানীয় কনস্টেবল সাইকেলে ক'রে হোটেল দু সার্ফে এসে হাজির হলো। লবিতে ঢুকেই হোটেল মালিকের সাথে তার দেখা হয়ে গেলো। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রিসেপশন ডেস্কে ব'সে সে কাজ করছিলো। হোটেল মালিক তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালো।

"*আলো, এতো সকালে?*"

"সব সময় যা হয় আর কি," বললো কনস্টেবলটি। "অনেক পথ সাইকেলে ক'রে পাড়ি দিয়ে এসেছি। আর আমিতো সবসময় তোমার কাছে পেষেই আসি।"

"ও, তাইতো।" মালিক হেসে বললো। "এই অঞ্চলে আমরাই সেরা কফি বানাই। ম্যারি লুই, মঁসিয়েকে এক কাপ কফি দিয়ে যাও, আর তার সাথে একটু ক্র-নরমাঁদ ভাসিয়ে।"

কনস্টেবলটি আনন্দে দাঁত বের ক'রে হাসলো।

"এই যে কার্ডগুলো," হোটেল মালিক তার কাছে কতোগুলো সাদা ছোটোছোটো কার্ড দিয়ে বললো। এইসব কার্ডে গতকাল রাতের নতুন আসা অতিথিদের নাম-ধাম লেখা আছে। "গতরাতে তিনজন নতুন উঠেছে।"

কনস্টেবলটি কার্ডগুলো তার চামড়ার ব্যাগে ভ'রে নিলো।

"এগুলো খুব একটা কাজে আসবে ব'লে মনে হয় না, তার পরেও এসবের জন্যে এতো কষ্ট ক'রে এখানে আসা," সে দাঁত বের ক'রে হাসলো, কিন্তু কফি আর কাভাদোর জন্য ব'সেই রইলো। ম্যারি লুই যখন কফি নিয়ে আসলো তখন তার সাথে একটু হাসি বিনিময় করলো সে।

আটটার পর সে গাপের কমিশনারের কাছে কার্ডগুলো নিয়ে হাজির হলো। এগুলো আবার স্টেশন ইন্সপেক্টরের কাছে দিয়ে দেয়া হলো। ইন্সপেক্টর কার্ডগুলো একটু অলস ভাবে দেখে তাকের উপর তুলে রাখলো। পরের দিন লিও'র আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারে জমা দেয়া হবে সেগুলো। তারপর সেখান থেকে প্যারিসের কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিসে। সেখানে অবশ্য এসব খতিয়ে দেখা হবে না।

ইন্সপেক্টরটি যখন কমিশনারের কাছে কার্ডগুলো জমা দিচ্ছিলো তখন মাদাম কোলেত দে লা শ্যালোঁয়া তার বিল পরিশোধ করছিলো। তারপর গাড়ি চালিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিলো। উপড়ের তলায় জ্যাকেল ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রইলো।

সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস তার বিছানার পাশে রাখা ফোনটার ঝনঝন্ শব্দে ধোকা খেলো। এটা ইন্টারকম, যা তার অফিসের পাশে থাকা ছয়জন সার্জেন্টের অফিসের সাথে যুক্ত। ঐ ছয়জন সার্জেন্ট আর দু'জন ইন্সপেক্টর টেলিফোন নিয়ে তাদের কাজ ক'রে যাচ্ছিলো।

সে ঘড়ির দিকে তাকালো। দশটা বাজে। ধ্যাত্তেরি, দেরী হয়ে গেলো। তারপর তার মনে হলো সোমবার বিকেলে ডিক্সন তাকে ডেকে এ কাজটা দেয়ার পর থেকেই সে একদমই ঘুমাতে পারেনি। আর এখন বৃহস্পতিবারের সকাল। ফোনটা আবার বাজলো।

"হ্যালো।"

সিনিয়র গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের কণ্ঠটা শোনা গেলো। "বন্ধু ডুগান," সে কোন ভূমিকা ছাড়াই বলতে শুরু করলো। "সোমবার সকালের ফ্লাইটে লন্ডন ছেড়েছে। টিকেটটা শনিবারে বুকিং করা হয়েছিলো, নামের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আলেকজান্ডার ডুগান। প্রতিটি টিকেটের টাকা নগদে পরিশোধ করেছে।"

"কোথায় গেছে? প্যারিসে?"

"না, সুপার। ব্রাসেল্সে।"

থমাসের মাথাটা খুব দ্রুত পরিস্কার হ'য়ে গেলো। "ঠিক আছে, শোনো। সে হয়তো গিয়েছে, কিন্তু ফিরে আসবে। এয়ারপোর্ট বুকিং নিয়মিত চেক ক'রে যাও, দ্যাখো এ নামে কেউ আছে কিনা। বিশেষ ক'রে এমন কোন বুকিং যা এখনও ছেড়ে যায়নি। অগ্রিম বুকিংগুলোও চেক ক'রে দ্যাখো। সে ব্রাসেল্স থেকে ফিরে আসলে আমাকে জানিও। তবে

আমার সন্দেহ, তাকে বোধহয় আমরা হারিয়েছি। তদন্তকাজ শুরু হবার কয়েক ঘন্টা আগেই সে লন্ডন ছেড়েছে, তাই এটা আমাদের ব্যর্থতা নয়। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে। যুক্তরাজ্যে সত্যিকারের কালথ্রপের ব্যাপারে যে তদন্ত চলছে সেটার কি খবর? রাজ্য-পুলিশের ব্যাপার সেটা, আর স্কটল্যান্ডইয়ার্ড ওদের কাছে তাদের অভিযোগ মাত্র পেশ করেছে।"

থমাস একটু ভাবলো।

"ওটা বাদ দিয়ে দিতে বলো।" সে বললো।

"আমি একেবারে নিশ্চিত যে, সে চ'লে গেছে।" সে অন্য ফোনটা তুলে পুলিশ জুডিশিয়ারের কমিশার লেবেলেকে ফোন দিতে বললো।

ইন্সপেক্টর কারোন ভাবছিলো বোধ হয় সে পাগল হয়ে যাবে, বৃহস্পতিবার সকালটাও আর পার পাবে না। প্রথমে বৃটিশরা ফোন করলো, ১০টা ৫-এ। সে নিজে ফোনটা ধরেছিলো। কিন্তু সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস যখন কমিশার লেবেলের সাথেই কথা বলার জন্য চাপাচাপি করলো, সে ঘরের কোণে ছোট্ট খাট থেকে ঘুমন্ত সুপারকে ডেকে তুললো। লেবেল এমনভাবে তাকালো যেনো সে কয়েক সপ্তাহ আগেই ম'রে গেছে। কিন্তু সে ফোনটা নিলো। থমাস যখনই বুঝতে পারলো যে, লেবেলই ফোনটা ধরেছে তখন সে নিশ্চিত হলো, তারপর লেবেল ফোনটা কারোনের হাতে ফিরিয়ে দিলো, কারন ভাষাগত সমস্যা। সে লেবেল আর থমাসের মধ্যে দোভাষীর কাজ করলো।

"তাকে বলো," লেবেল তথ্যটা অনুধাবন করতে পেরে বললো, "আমরা এখান থেকেই বেলজিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করছি। বলো, তার আন্তরিক সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। বৃটেন ছাড়া এই মহাদেশের কোথাও যদি আমরা খুনিটার খোঁজ পাই, তবে সাথে সাথে তাকে ফোনে সেটা জানিয়ে দেয়া হবে, যাতে এ কাজে নিয়োজিত তার লোকদেরকে অব্যহতি দেয়া যায়।"

ফোনটা নামিয়ে রেখে দু'জনেই নিজেদের ডেস্কে ব'সে পড়লো।

"ব্রাসেল্সের সুরেট অফিসে আমার জন্য একটা ফোন দাও।" বললো লেবেল।

জ্যাকেল ঘুম থেকে যখন উঠলো তখন সূর্যটা পাহাড়ের উপড়ে উঠে গিয়ে আরেকটা সুন্দর দিন উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। গোসল ক'রে সে পোষাক প'রে নিলো। একটা চেক সুট। ম্যারিলুইর হাতে ভালোভাবে ইস্ত্রি করা। যখন এর জন্যে সে ম্যারিলুইকে ধন্যবাদ দিলো তখন সে লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। ১০টা ৩১ মিনিটের দিকে সে আলফা রোমিও গাড়িটা চালিয়ে শহরের দিকে চ'লে গেলো। তারপর সেখানকার ডাকঘরে গিয়ে প্যারিসে একটা ফোন করলো। বিশ মিনিট পর যখন সে ওখান থেকে বের হ'য়ে এলো তখন তার ঠোঁট দুটো শক্ত দেখাচ্ছিলো। তার মধ্যে খুব তাড়াহুড়ার ভাব দেখা গেলো। একটা হার্ডওয়্যার দোকান থেকে সে একপোয়া মিডনাইট ব্লু আর আধ টিন সাদা রঙ এবং দুটো ব্রাশ, লেটারিং করার জন্য এক গোছা উটের লোম আর একটা স্ক্রু ড্রাইভার কিনলো। গাড়ির

গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে এসব জিনিস রেখে হোটেল দু সার্ফে গাড়িটা নিয়ে চ'লে এলো। হোটেলের কেরাণীর কছে সে তার বিলটা চাইলো।

বিলটা তৈরি করার সময় সে উপড়ে গিয়ে ঘর থেকে তার সুটকেস ও অন্যান্য জিনিস-পত্র নিয়ে নীচের গাড়ির কাছে চ'লে এলো। সুটকেসগুলো ট্রাংকে এবং পেছনের সিটে হ্যান্ড ব্যাগটা রেখে বিলটা মিটিয়ে দিতে হোটেলের ফয়ারে কাছে এলো। সে সময়ে ডেক্সে যে লোকটা ব'সে ছিলো, পরবর্তীতে পুলিশকে সে বলেছিলো যে, তাকে দেখে খুবই নার্ভাস লাগছিলো। খুব তাড়াহুড়া করছিলো সে। বিলটা সে মিটিয়েছিলো নতুন ফরাসি ফ্রাঁ-তে।

যা বলেনি অর্থাৎ সে যা দেখেনি, তাহলো ও যখন টাকাগুলো ভাংতি করার জন্য একটু ভেতরে গিয়েছিলো তখন ইংরেজ লোকটা হোটেল রেজিস্টার বইয়ের একটা পাতা থেকে গতরাতের মহিলা অতিথির নাম ঠিকানা দেখে নিয়েছিলোঃ মাদাম লা ব্যারোন দ্য লা শ্যার্লোয়া, হোতে শ্যালোয়াঁ, কোরেজ।

বিলটা পরিশোধ করার কয়েক সেকেন্ড পরই আলফা রোমিও গাড়িটা নিয়ে ইংরেজ লোকটা চ'লে গেলো।

দুপুরের আগেই ক্লদ লেবেলের অফিসে আরো অনেক বার্তা আসতে লাগলো। ব্রাসেল্‌সের সুরেট থেকে ফোন ক'রে বলা হলো ডুগান সোমবারে মাত্র পাঁচ ঘন্টার জন্যে শহরে ছিলো। লন্ডন থেকে বিইএ'র একটা ফ্লাইটে এখানে এসে পৌঁছালেও সে আলিতালিয়ার একটা ফ্লাইটে ক'রে মিলানে চ'লে গেছে। সেই টিকেটের টাকাও সে নগদে পরিশোধ করেছে। টিকেটটা আগের শনিবার লন্ডন থেকে টেলিফোনে বুকিং করা হয়েছিলো।

লেবেল সঙ্গে সঙ্গে মিলানের পুলিশ বিভাগে ফোন করলো।

ফোনটা নামিয়ে রাখার সাথে সাথেই আবার বেজে উঠলো। এবার ডিএসটি থেকে আসলো সেটা। তারা বললো, তাদের কাছে একটা রুটিন রিপোর্ট এসেছে। সেটা এসেছে ফ্রান্স ইতালির মধ্যেকার ভেনতিমিলিয়া ক্রশিং পয়েন্ট থেকে। তাতে বলা আছে ইতালি থেকে যেসব বিদেশী ফ্রান্সে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে একজন আলেকজান্ডার জেম্‌স কোয়েন্টিন ডুগান আছে।

লেবেল বিস্ফোরিত হলো।

"প্রায় ত্রিশ ঘন্টা হ'য়ে গেছে," সে চিৎকার ক'রেই বললো।

"তার মানে, একদিনেরও বেশি!" রিসিভারটা আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখলো। কারোন ভূরু তুলে তাকালো তার দিকে। "কার্ডটা," লেবেল উদ্বিগ্নভাবে বললো, "ইতালির ভেনতিমিলিয়া থেকে ফ্রান্সের মধ্যে ছিলো এতোক্ষণ। তারা বলেছে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার বিদেশী ঢুকেছে। লিখে রাখো এটা। আমার মনে হয়, আমার চেঁচিয়ে ওঠা উচিত হয়নি। নিদেনপক্ষে আমরা একটা জিনিস তো' জানি – সে এখন এখানেই আছে। ফ্রান্সের ভেতরে। এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আজকের মিটিংয়ে আমি যদি কোন কিছু না জানাতে পারি. তারা আমার চামড়া তুলে নিবে। ওহ্, ভালো কথা, সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসকে ফোন ক'রে

আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। তাকে বোলো জ্যাকেল ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছে। আর ব্যাপারটা আমরা এখানেই সামলাতে পারবো।"

কারোন লন্ডনে ফোনটা শেষ ক'রে নামিয়ে রাখতে না রাখতেই লিও'র পিজে'র সার্ভিস রিজিওনাল হেড কোয়ার্টার থেকে একটা ফোন এলো। লেবেল সব শুনে কারোনের দিকে বিজয়োল্লাসে তাকালো। সে মাউথ পিসটা একহাতে ঢেকে বললো, "আমরা তাকে পেয়ে গেছি। সে গতকাল রাতে গাপের হোটেল দু সার্ফে দু'দিনের জন্য উঠেছে।" মাউথ পিসটা থেকে হাতটা ছেড়ে দিয়ে ধীর কণ্ঠে বলতে শুরু করলো।

"এখন কমিশার, আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে এ মুহূর্তে বলতে পারছি না কেন ডুগান নামের লোকটাকে চাই। শুধু জেনে রাখুন, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই আপনি এটা করুন ...."

সে দশ মিনিট ধ'রে কথা ব'লে গেলো। তার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই কারোনের ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলো। আবারো ডিএসটি থেকে ফোন এলো। তারা বললো, ডুগান ফ্রান্সে প্রবেশ করেছে একটা ভাড়া করা সাদা অলফা রোমিও দুই সিটের স্পোর্টস কার নিয়ে, সেটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, এম আই- ৬১৭৪১।

"আমি কি এ ব্যাপারটা সমস্ত পুলিশ স্টেশনে জানিয়ে দেবো?" কারোন জিজ্ঞেস করলো।

লেবেল একটু ভেবে নিলো।

"না, এখন না। যদি সে কান্ট্রিসাইডের বাইরে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যায় তবে তাকে হয়তো কোন কান্ট্রি পুলিশ চুরি হওয়া স্পোর্টর্স কারের জন্য গ্রেফতার করবে। তাকে কেউ আটকাতে চেষ্টা করলে সে খুন করতে পারে। মনে রেখো, অস্ত্রটা গাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সে হোটেলটা বুক করেছে দু'রাতের জন্য। আমি চাই সৈন্যিকেরা হোটেলটা ঘিরে থাকুক। যদি এড়ানো যায় তবে লড়াই দাঙ্গা কেন ? আসো, আমরা যদি হেলিকপ্টারটা ধরতে চাই তবে দেরী করা যাবে না। চলো চলো।"

সে যখন কথা বলছিলো, তখন গাপের পুরো পুলিশবাহিনীই হোটেল থেকে বের হবার সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া শুরু করেছে। ব্যারিকেডের কাছে সশস্ত্র পুলিশ অবস্থান নিলো। হোটেলের আশপাশে সশস্ত্র পুলিশের দল আড়ালে লুকিয়ে রইলো। তাদের কাছে নির্দেশটা এসেছিলো লিও থেকে। গ্রর্বল এবং লিও থেকে সশস্ত্র লোকজন সাব-মেশিনগান এবং রাইফেল নিয়ে দুটো কালো মারিয়ায় ক'রে চ'লে এলো সেখানে। প্যারিসের বাইরে একটা হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হলো কমিশার লেবেলকে গাপ-এ নিয়ে যাবার জন্য।

গাছের ছায়া থাকা সত্ত্বেও দুপুরের শুরুতেই গরমটা প্রচণ্ড ঘামের সৃষ্টি করলো। কোমরের নীচ থেকে নগ্ন রইলো সে, বেশি কাপড় চোপড় যাতে নষ্ট না হয় সে জন্যে, জ্যাকেল দু'ঘন্টা ধ'রে গাড়িটাতে কাজ ক'রে গেলো।

গাপ ছেড়ে যাবার পর সে পশ্চিমাঞ্চল হয়ে ভেঁই, আস্প্রা-সু-বুয়েশ এর দিকে চ'লে গেলো। রাস্তাটা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, একে বেঁকে নীচের দিকে

নেমে গেছে। সে গাড়ির গতি সীমার ভেতর রাখলো। স্টিয়ারিংটা খুব শক্ত ক'রে ধ'রে রাখলো, চাকাগুলো বার-বার রাস্তার কোণায় পিছলে যেতে চায়, সে জন্যে। দু'বার বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির সাথে প্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষ লেগে যাচ্ছিলো। তার গাড়িটা আরেকটু হলেই রাস্তা থেকে ছিটকে নীচের খাদে প'ড়ে যাচ্ছিলো।

আস্প্রা'র পরে সে আরএন ৯৩ মহাসড়কটি ধরলো। আর পরেই গ্রোয়ে নদীটা পূর্ব রোঁই নদীর সাথে মিশেছে।

লুকেঁদিওর পরই তার মনে হলো গাড়িটার বিশ্রাম দেয়ার দরকার আছে। রাস্তার পাশে সেখানে অনেকগুলো ছোট রাস্তা চ'লে গেছে আশপাশের গ্রাম্য বসতিতে। সেই গ্রামগুলো একটু উঁচুতে। সে একটা রাস্তা বেছে নিলো এবং দেড় মাইল যাবার পর একটা রাস্তা পেলো যেটা বনের মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে।

বিকেলের মাঝামাঝিতে সে গাড়িটা রং ক'রে ফেললো। গাড়িটা হয়ে গেলো চক্চকে গাঢ় নীল রঙের। বেশীর ভাগ রঙই ততোক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছিলো। যদিও রঙ করার ব্যাপারে তার তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবুও কেউ যদি দেখে, বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার দিকে, তবে বুঝতেই পারবে না এটা কাঁচা হাতের কাজ। দুটি নাম্বার প্লেট খুলে ঘাসের উপড় রেখে দেয়া হলো। সেগুলোর পেছনে সাদা রঙে কিছু কাল্পনিক ফরাসি সংখ্যা লিখলো যার শেষদুটি সংখ্যা ছিলো ৭৫, যা প্যারিসের রেজিস্ট্রেশন কোড। জ্যাকেল জানতো এইগুলো ফ্রান্সের রাস্তায় খুবই সাধারণ ধরনের গাড়ির নাম্বার।

ভাড়া করা গাড়িটার জন্য ইন্সুরেন্সের কাগজ-পত্র আছে, তাতে লেখা আছে সাদা আলফা গাড়ির কথা, নীল রঙের নয়। আর যদি রাস্তায় তাকে চেক করার জন্য আটকায় তবে সে ফেঁসে যাবে। তার মনে যে প্রশ্ন দোলা খাচ্ছিলো, সেটা হলো, দিনের আলোতে গাড়ি চালিয়ে গেলে কাঁচা হাতে রঙ করার ব্যাপারটা বোঝা যাওয়ার ঝুঁকি আছে। তাই সে ভাবলো, সেকি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

সে খুবই নিশ্চিত ছিলো যে, তার ভুয়া নাম নিয়ে ফ্রান্সের প্রবেশ করার খবরটা খুব দ্রুতই জানাজানি হ'য়ে যাবে, সেই সাথে তার গাড়ির বিবরণটাও। খুন করার দিনটি আসতে আরো দেরী আছে। তাই তার দরকার একটা নিরিবিলি জায়গার , যতক্ষণ না সে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারছে। তার মানে কোরেজে যেতে হবে, আর সে জায়গাটা এখান থেকে ২৫০ মাইল দূরে, সুতরাং অবশ্যম্ভাবীভাবেই গাড়িটা তার লাগবে। এটা ছাড়া খুব দ্রুত সে যেতে পারবে না। এতে একটা ঝুঁকি আছে, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিলো ঝুঁকিটা নিতেই হবে। তো, শুভস্য শীঘ্রম। একজন ইংরেজ একটা আলফা রোমিও গাড়িসহ ছুটছে, তাকে ধরতে হবে এই খবরটা প্রতিটি পুলিশ জানার আগেই তার রওনা হয়ে যাওয়াই ভালো।

সে নতুন নাম্বার লেখ প্লেটগুলো লাগিয়ে নিলো। বেঁচে যাওয়া রঙ আর ব্রাশ দুটো ছুড়ে ফেলে দিলো আশেপাশে। তার পোলো সুয়েটার আর জ্যাকেটটা প'রে নিয়ে আলফার ইঞ্জিনটা চালু করলো। সে যখন আর এন ৯৩ মহাসড়কটি পার হয়ে যাচ্ছিলো তখন ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো তিনটা একচল্লিশ মিনিট বাজে।

মাথার উপর চেয়ে দেখলো একটা হেলিকপ্টার পূর্ব দিকে উড়ে যাচ্ছে। জায়গাটা দিই'র গ্রাম থেকে সাতমাইল দূরে। সে ভালো ক'রেই জানে ইংরেজিতে সেটা উচ্চারণ করতে

পারবে না, কিন্তু আচমকাই নামটা তার মনে এলো। সে কুসংস্কারগ্রস্ত ছিলো না, কিন্তু তার চোখ ছোট হয়ে গেলো যখন শহরটার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। যুদ্ধ স্মৃতি-সৌধের পাশেই প্রধান স্কোয়্যারের কাছে, লম্বা কালো চামড়ার কোট পড়া একজন মোটর সাইকেল পুলিশ অফিসার তার গাড়িটা হাত দিয়ে ইশারা ক'রে থামাতে নির্দেশ দিলো। তাকে গাড়িটা রাস্তার ডান দিকে থামাতে বললো সে। তার রাইফেলটা টিউবের ভেতরে এবং সেগুলো চেসিসের ফাঁপা অংশে রাখা আছে তখনও। সে কোন অটোমেটিক অস্ত্র কিংবা ছোরা বহন করছে না। দুয়েক সেকেন্ড সে একটু দ্বিধান্বিত ছিলো, গাড়িটা দিয়ে পুলিশটাকে চাপা দিয়ে দেবে কি-না, পরে ভাবলো গাড়িটা আরো বারো তেরো মাইল সামনে যাবে, তাই এই ধারণাটা বাদ দিয়ে দিলো এবং বিকল্প হিসেবে ভাবলো আয়না আর বেসিন ছাড়াই প্যাস্টর জেনসেন হবার চেষ্টা করবে কি-না, সঙ্গে থাকা চারটা লাগেজ এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করবে, অথবা সেকি গাড়িটা থামাবে?

তার হয়ে পুলিশের লোকটাই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলো, আলফা গাড়িটা ধীরে ধীরে থামতেই সে গাড়িটা একদম তোয়াক্কা না ক'রে রাস্তার অন্য দিকে ঘুরে মনোযোগ সহকারে ওখানে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। জ্যাকেল গাড়িটা রাস্তার পাশে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দূরের গ্রামের দিক থেকে সে শুনতে পেলো সাইরেনের আওয়াজ। যাই ঘটুক না কেন, পালিয়ে যাওয়ার জন্য এখন খুব বেশিই দেরী হয়ে গেছে। গ্রামগুলোর ওদিক থেকে চারটা সিত্রোঁ পুলিশ গাড়ি ও ছয়টা কালো মারিয়া বেড়িয়ে আসলো। ট্রাফিক পুলিশটা লাফ দিয়ে রাস্তা থেকে স'রে এসে পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে স্যালুট দিতেই গাড়িগুলো তাকে এবং রাস্তার পাশে থাকা আলফা গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো। গাড়িগুলোর জানালা দিয়ে সে দেখতে পেলো হেলমেট পড়া পুলিশ, হাতে সাবমেশিন গান নিয়ে ব'সে আছে।

যতো দ্রুত গাড়িগুলো এসেছিলো, ততো দ্রুতই আবার চ'লে গেলো। ট্রাফিক পুলিশটা স্যালুটের হাতটা নামিয়ে অনেকটা না তাকিয়েই জ্যাকেলেকে গাড়ি চালিয়ে যাবার ইশারা করলো। সে পাশে রাখা মোটর সাইকেলটা স্টার্ট দেবার আগেই জ্যাকেল দ্রুত আলফা রোমিওটা নিয়ে উধাও হয়ে গেলো পশ্চিম দিকের উদ্দেশ্যে।

বিকেল চারটা পঞ্চাশ মিনিটের দিকে তার হোটেল দু সার্ফ-এ অভিযান চালালো। ক্লদ লেবেল এক মাইল দূরের একটা ছোট্ট শহরে ল্যান্ড ক'রে সেখান থেকে পুলিশের গাড়িতে ক'রে হোটেলে এসে পৌঁছালো। সোজা কারোনকে নিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়লো সে। কারোন বহন করছিলো গুলি ভর্তি একটা এমএটি-৪৯ সাবমেশিন কারবাইন, ডান হাতের বগলের নীচে। তার তর্জনীটা ট্রিগার ধ'রে ছিলো। শহরের সবাই জেনে গিয়েছিলো একটু পরেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, শুধুমাত্র হোটেলের মালিক বাদে। হোটেলটা পাঁচ ঘন্টা ধ'রে ঘিরে রাখা হলো। কিন্তু একমাত্র ছোট্ট যে ঘটনাটি ঘটলো সেটা হলো, মাছ বিক্রি করতে আসা লোকটাকে ঢুকতে দেয়া হলো না, এছাড়া কেউই বুঝলো না, কি হচ্ছে এখানে। হোটেলের ডেস্কে বসা লোকটা, মালিক এবং অন্যান্য কর্মচারীদেরকে তাদের অফিস ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা বাদ করা হলো। তারা একটু নার্ভাস ছিলো। কারোনের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো তারা আর লেবেল তার কথা শুনে যাচ্ছিলো।

পাঁচ মিনিট বাদে হোটেলটা সাদা পোশাকের পুলিশে ভ'রে গেলো। তারা কর্মচারিদের জিজ্ঞাসাবাদ করলো, শোবার ঘরগুলো খুঁজে দেখলো, উপড়ে নীচে সব জায়গায় খুঁজে দেখলো। লেবেল বাইরে গাড়িগুলোর কাছে চ'লে আসলো, কারোনও তার সাথে সাথে চ'লে এলো।

"আপনি কি মনে করেন, সে আসলেই চ'লে গেছে?" লেবেল মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সে চ'লে গেছে।"

"কিন্তু সে তো দু'দিনের জন্য বুক করেছিলো। আপনি কি মনে করেন হোটেল মালিক তার সাথে জড়িত আছে?"

"না, সে এবং তার কর্মচারিরা মিথ্যে বলছে না। আজকের সকালের কোন এক সময়ে সে তার মত বদলিয়েছে। তাই সে এই জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, সে গেলো কোথায়, আর সে কি সন্দেহ করতে পেরেছে যে, আমরা জেনে গেছি, সে কে?"

"কিন্তু সে এটা কিভাবে জানবে? সেতো এটা জানে না। এটা কাকতালীয় ব্যাপার হবে। অবশ্যই।"

"প্রিয় লুসিঁয়ে, আমিও সেরকমটিই আশা করি।"

"আমাদের সবাইকে এখন চ'লে যেতে হবে, তারপর গাড়িটার নাম্বার দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।"

"হ্যাঁ, এটা আমারই ভুল ছিলো। গাড়িটার ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক ক'রে দেয়া উচিত ছিলো আমাদের। সবাইকে এখন গাড়িটার নাম্বারসহ বিবরণ পাঠিয়ে দাও। ব'লে দাও, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর এই মুহূর্তে সব বিষয় বাদ দিয়ে ওটা নিয়ে যেনো কাজ করে সবাই। তাদের সবাইকে সাবধান ক'রে দিও, গাড়ির মালিক সম্ভবত সশস্ত্র অবস্থায় আছে এবং সে খুব বিপজ্জনক। তুমিতো জানোই কি করতে হবে। তবে একটা ব্যাপার, এই ঘটনাটা যাতে কেউ প্রেসে না জানায়। সেই সাথে এও জানিয়ে দিও সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্ভবত জানে না, সে সন্দেহভাজন। আর কেউ যদি এটা রেডিও অথবা পত্রিকায় জানায়, আর জ্যাকেল সেটা জেনে ফেলে, তবে তার চামড়া আমি তুলে ফেলবো। আমি লিওর কমিশার গেইলার্ডকে ব'লে দিচ্ছি এখানকার ব্যাপারটা সে যেনো বুঝে নেয়। তো, চলো প্যারিসে ফেরা যাক।"

প্রায় দুটার দিকে নীল রঙের আলফা রোমিওটা ভ্যালেন্স শহরে প্রবেশ করলো। সেখান থেকে আরএন রাস্তাটা লিও থেকে মার্সেইতে গেছে, আর মহাসড়কটি প্যারিস থেকে কোতে দিআজুর-এ গেছে সেই রাস্তাটা রোঁই নদীর তীর ধ'রে এগিয়ে গেছে। আলফা রোমিও গাড়িটা আরএন-৫৩৩ রাস্তাটা ধ'রে সেন পিরেতে রওনা দিলো। সেন পিরে অতিক্রম ক'রে জ্যাকেল গাড়িটার গতি বাড়িয়ে দিলো, ততোক্ষণে চারপাশ জুড়ে সন্ধ্যা নেমে গেছে। কিছু দূর যাবার পর ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চলের একটা প্রদেশ অভাগ-এ এসে পৌঁছালো সে। সেখান থেকে লে পুয়ে। এই জায়গাটা চমৎকার পাহাড় আর নদীর জন্য বিখ্যাত। লা বোর্দু থেকে সে আরএন-৮৯ সড়কটি ধ'রে উসেল'র দিকে গেলো, জায়গাটা কোরেজের একটা গ্রাম্য শহর।

"আপনি বোকা, মঁসিয়ে লো কমিশার, একজন বোকা। আপনি তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এমন একটা সুযোগ পাওয়ার পরও তাকে ফস্কে যেতে দিলেন।" সেন

ক্রেয়ার প্রায় দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্যটা দিলো। তার চোখ মেহগনি কাঠের পালিশ করা টেবিলের একপাশে বসা লেবেলের দিকে। গোয়েন্দাটি তার ডোসিয়ারের কাগজ-পত্রের দিকে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলো এমনভাবে, যেনো এই পৃথিবীতে সেন ক্রেয়ার ব'লে কোন মানুষের অস্তিত্বই নেই।

সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে প্রাসাদের উন্নাসিক এই কর্নেলকে এভাবেই মোকাবেলা করবে। আর সেন ক্রেয়ারের কাছে এটা ঠিক পরিষ্কার নয় যে, মাথা নামিয়ে রাখাটা গোয়েন্দাটির লজ্জা পাওয়ার জন্য নাকি তাকে পাত্তা দিচ্ছে না, সেজন্য। সে বিশ্বাস করতে চাইলো আগেরটিই হবে। যখন সে তার কথা ব'লে নিজের আসনে ব'সে পড়লে লেবেল চোখ তুলে তাকালো।

"আপনি যদি আপনার সামনে থাকা রিপোর্টটার কপির দিকে ভালো ক'রে দেখেন, তবে মাইডিয়ার কর্নেল, আপনি দেখতে পাবেন, আমরা তাকে আমাদের হাতের মুঠোয় পাইনি।" সে খুব শান্তভাবে তাকালো। "লিও থেকে রিপোর্ট এসেছে যে, ডুগান নামের এক লোক গতকাল সন্ধ্যায় গাপ-এর একটি হোটেলে উঠেছে, আর এই তথ্যটা আজকের বারোটা-পনেরোর আগে পিজে'তে এসে পৌছায়নি। আমরা এখন জেনেছি যে, জ্যাকেল তড়িঘড়ি ক'রে এগারোটা পাঁচে হোটেল ছেড়েছে। যে পদক্ষেপই নেয়া হয়ে থাকুক না, তাকে পাওয়া যেতো না।

"তাছাড়া, এই দেশের পুলিশ বাহিনীর কর্মদক্ষতা নিয়ে আপনার ঢালাও মন্তব্যটাও আমি গ্রহণ করতে পারছি না। আমি আপনাকে আমাদের প্রেসিডেন্টের নির্দেশের কথাটাও আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, তিনি বার বার বলেছেন, এই ঘটনাটা একেবারে গোপন রাখতে হবে। তাই প্রতিটি গ্রামীন এলাকার কনস্টেবলদেরকে ডুগান নামের একজনের ব্যাপারে সর্তক বার্তা পাঠানো কিংবা এই সংক্রান্ত কিছু করার নির্দেশ দিতে পারিনি। কারন এতে একটা হুলস্থুল ঘটনা ঘ'টে যেতো। আর স্বাভাবিকভাবেই প্রেসে সেটা চ'লে আসতো। ডুগান নামের একজন লোক হোটেল দু সার্ফে উঠেছে, এই তথ্যটি স্বাভাবিক নিয়মেই, স্বাভাবিক সময়েই লিওর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়েছিলো। সেখানেই কেবল জানা ছিলো যে, ডুগান একজন ওয়ান্টেড আসামী। এই দেরীটা এড়ানোর উপায় ছিলো না, যদি না, আমরা দেশব্যাপী শোরগোল ক'রে জানাতাম যে, আমরা একজন খুনিকে খুঁজছি।

"আর শেষ কথা হলো, ডুগান হোটেলে উঠেছিলো দু'দিনের জন্য। আমরা জানি না আজ সকাল এগারোটায় কি এমন ঘটলো যে, তার মত বদলে ফেলে হোটেল ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।"

"সম্ভবত, আপনার পুলিশের লোকেরা সেই জায়গাটাতে উঁকি-ঝুঁকি মেরে নজরদারি করছিলো।" সেন ক্রেয়ার খোঁচা মেরে বললো।

"আমি ইতিমধ্যেই পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিয়েছি যে, বারোটা পনেরো বাজার আগে সেখানে কোন নজরদারি ছিলো না। আর লোকটা তারও সত্তর মিনিট আগে ওখান থেকে চ'লে গিয়েছিলো।" বললো লেবেল।

"ঠিক আছে, আমাদের ভাগ্য খারাপ ছিলো, খুবই খারাপ ছিলো," মন্ত্রীসাহেব মাঝখান থেকে ব'লে উঠলেন। "যাইহোক, তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, তৎক্ষণাৎ গাড়িটা খোঁজা হয়নি কেন, কমিশার?"

"আমি স্বীকার করছি, এটা একটা ভুল ছিলো, মন্ত্রীসাহেব। ঘটনার প্রেক্ষিতে তাই মনে হচ্ছে আমার। আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারন ছিলো যে, লোকটা হোটেলে থাকার জন্য রাতে আবার ফিরে আসবে। তাছাড়া গাড়িটা সম্পর্কে সবাইকে সর্তক ক'রে দিলে পথে হয়তো একজন পুলিশ তাকে থামাতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে সে নিশ্চিতভাবেই পুলিশের লোকটাকে গুলি ক'রে খুন করতো। এর ফলে সে সর্তক হ'য়ে পালিয়ে যেতো–"

"প্রকারন্তরে সে তো তা-ই করেছে," বললো সেন ক্রেয়ার।

"সত্য, কিন্তু আমাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই, যাতে মনে হয়, সে আগাম সর্তক হয়ে গেছে। সেটা ঘটতো, যদি কোন পুলিশ তাকে পথে থামাতো। তবে হয়তো সে অন্য কোথাও চ'লে যেতো। যদি তাই ঘটে থাকে, তবে সে আজকের রাতটা অন্য আরেকটা হোটেলে কাটাবে আর সেটার খবর আমাদের কাছে চ'লে আসবে। তাছাড়া, তার গাড়িটা যদি দেখা যায়, সেটাও আমাদের কাছে রিপোর্ট করা হবে।"

"সাদা আলফা গাড়ির খবরটি কখন সবাইকে জানানো হয়েছে?" লেবেলের নিজের পরিচালক ম্যাক্স ফার্নেট জিজ্ঞেস করলো।

"আমি নির্দেশটা জারি করেছি হোটেলের বারান্দা থেকেই, পাঁচটা পনেরোতে।" লেবেল জবাব দিলো।

"এটা প্রধান প্রধান সবগুলো সড়কে ইতিমধ্যেই পৌছে যাবার কথা। আর প্রধান প্রধান শহরগুলোতে রাত্রিকালীন দায়িত্বে থাকা পুলিশদের কাছেও খবরটা পৌছে যাবে রাতের মধ্যেই। লোকটা বিপজ্জনক দেখে আমি গাড়িটাকে চুরির গাড়ি ব'লে নির্দেশ পাঠিয়েছি। গাড়িটা পেলে সাথে সাথে প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টারে খবরটা পাঠাতে বলেছি। কিন্তু এ ধরনের কোন খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যদি এই মিটিং-এ এসব নির্দেশ বা অর্ডারগুলো বদলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো যে, কি ধরনের নির্দেশ এই মিটিংয়ে নেয়া হবে।"

একটা দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো।

"দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, একজন পুলিশের জীবন বিপন্ন করলে যদি প্রেসিডেন্টের জীবন বাঁচানো যায়, তবে তাতে এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়।" ফিস্ ফিস্ ক'রে কর্নেল গ্যালোঁয়া বললো। টেবিলের চারপাশে বক্তব্যটার সাথে একমত পোষণ করার চিহ্ন লক্ষ্য করা গেলো।

"একদমই সত্য কথা," লেবেল একমত পোষণ করলো। একজন পুলিশের মাধ্যমেই এই লোকটাকে থামানো যেতে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ শহরে এবং গ্রামঞ্চলের পুলিশের লোকদের মধ্যে যারা খুবই সাধারণ মানের, তাদেরকেই মাঠে-ময়দানে দায়িত্ব দেয়া হয়, আর মোটর-প্যাট্রল পুলিশেরা খুব দক্ষ বন্দুকবাজ হয় না। কিন্তু এই জ্যাকেল এক্ষেত্রে খুবই দক্ষ। যদি তাকে পথে আটকানো হয়, সে একজন অথবা দুজন পুলিশকে গুলি ক'রে মেরে

ফেলবে, তারপর আবারো উধাও হয়ে যাবে। আমাদেরকে দুটো জিনিসনিয়ে এগোতে হবেঃ এক, খুনিটা আগেই সর্তক হয়ে গিয়ে নতুন আরেকটা পরিচয় ধারণ করেছে, যা আমরা এখনও জানি না, অন্যটি হলো দেশব্যাপী পত্র-পত্রিকায় জুড়ে একটা শিরোনাম, যেটা আমরা করতে পারি না। খুনের ঘটনাটা প্রকাশ হবার পর আটচল্লিশ ঘন্টা ধ'রে যদি জ্যাকেলের ফ্রান্সে আসার আসল কারনটা গোপন থেকেই যায়, তবে আমি খুব অবাক হবো। পত্রপত্রিকাগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই জেনে যাবে যে, সে আমাদের প্রেসিডেন্টের পেছনে লেগে ছিলো। এখানে কেউ যদি এটা জেনারেলকে ব্যাখ্যা করতে পারে, তবে আমি এই তদন্তের কাজ থেকে স্বেচ্ছায় হাত গুটিয়ে নেবো।"

কেউই এগিয়ে আসলো না। মিটিংটা যথারীতি ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই মাঝরাতে শেষ হলো। ততক্ষনে ১৬ই আগস্ট শুক্রবার এসে গেছে।

সতেরো

নীল রঙের আলফা রোমিও গাড়িটা উসেল'র প্রিম দ্য লা গার-এ এসে পৌঁছালো রাত একটার ঠিক আগে। স্টেশনের প্রবেশ দ্বারের কাছে যে স্কোয়্যারটা আছে সেখানে একটা মাত্র ক্যাফেই খোলা ছিলো তখন। মাঝরাতে ট্রেনে ভ্রমণ করবে এমন কিছু যাত্রী সেখানে ব'সে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলো। জ্যাকেল একটা চিরুণী বের ক'রে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। পাহাড়ি পথে, ঠাণ্ডা বাতাসে ষাট মাইল গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসার জন্য তার খুব ঠাণ্ডা লাগছিলো ; দীর্ঘক্ষণ গাড়িতে ব'সে থাকা এবং হুইল ধ'রে থাকার জন্য হাত-পা খুব ব্যথা করছিলো। পথগুলো ছিলো খুব বেশী রকমের আঁকাবাঁকা। দীর্ঘক্ষণ ধ'রে গাড়ি চালানোর জন্য সে খুব ক্ষুধার্তও ছিলো। মাঝখানে শুধু একটা বাটার রোল ছাড়া শেষ খাবারটা সে খেয়েছিলো আটাশ ঘন্টা আগে। ক্যাফের ওয়েটারকে বাটার রোল এবং পাতলা রুটির অডার দিলো সে। স্থানীয় ভাষায় এই খাবারটাকে বলা হয় *তারতোবুরি*। সেই সাথে চারটা হাফ বয়েল ডিম এবং এক মগ কফি।

যখন রুটি-বাটার আর কফি বানানো হচ্ছিলো তখন সে টেলিফোন বুথের দিকে তাকালো। সেখানে কেউ ছিলো না, টেলিফোনটা খালিই ছিলো। কোন ডিরেক্টরি আছে?" সে বারম্যানকে জিজ্ঞাসা করলো। লোকটা কাজে ব্যস্ত ছিলো, কোন কথা না ব'লে কাউন্টারের পেছনে একটা র‍্যাকের দিকে ইশারা করলো, সেখানে কতগুলো বই স্তুপ করা আছে।

"নিজে গিয়ে দেখুন," সে বললো।

ব্যারোনের নামটা "শ্যালোঁয়া" শব্দটির নীচে লেখা হয়েছে, এম. লো ব্যারোন দ্য লা...." আর ঠিকানাটা হলো লা হোতে শ্যালোঁয়া'র শ্যাতোতে। জ্যাকেল সেটা জানতো, কিন্তু এই গ্রামটা তার রোড ম্যাপের তালিকায় ছিলো না। যাহোক, টেলিফোন নাম্বারটা পাওয়া গেলো খুব সহজেই। জায়গাটা উসেল ছাড়িয়ে আরো ত্রিশ কিলোমিটার দূরে, আর এন-৮৯ সড়কটা ধ'রে যেতে হবে। সে তার রুটি আর ডিম খাওয়ার জন্য ব'সে গেলো।

রাত দুই টার দিকে তার গাড়িটা পথের পাশে লেখা এগলোতোঁ নামের একটা মাইল ফলক অতিক্রম করলো। সে সিদ্ধান্ত নিলো পথের পাশে ঘন জঙ্গলে গাড়িটা ফেলে যাবে। গভীর বন-জঙ্গল সেটা, সম্ভবত এই জায়গাটা স্থানীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের এস্টেট, যেখানে এক সময় ঘোড়া এবং শিকারী কুকুরী দিয়ে বরাহ শিকার করা হতো। সম্ভবত এখনও তা

করা হয়। কোরেজের কিছু অংশ এখনও মনে হয় ষোড়শ লুই'র আমলের মতোই রয়ে গেছে।

কয়েক'শ মিটার দূরেই সে খুঁজে পেলো একটা মেঠো পথ, যেটা গভীর জঙ্গলে চ'লে গেছে। সেখানে পথের মাঝখানে একটা কাঠ পোঁতা আছে, সেটাতে লেখা রয়েছে, "শাসে প্রিভি," সে কাঠটা তুলে ফেললে গাড়িটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো, তারপর আবার কাঠটা পুঁতে দিলো জায়গা মতো।

সেখান থেকে আরো আধ মাইল দূরে চ'লে গেলো সে। গাড়ির হেড লাইটের আলোতে গাছগুলোকে দেখে মনে হলো, ভূতগুলো যেনো নীচে নেমে এসেছে, এবং অনাহুত আগন্তুকের উপড় প্রচণ্ড রেগে আছে। অনেক দূর এসে গাড়িটা সে থামিয়ে হেড লাইটের বাতিটা নিভিয়ে দিলো। তারপর তার কাটার যন্ত্রটা এবং হাত মোজাটা কম্পার্ট মেন্ট থেকে নিয়ে নিলো।

গাড়ির নীচে সে এক ঘন্টা কাটালো, তার পিঠটা জঙ্গলের মাটিতে পড়া কুয়াশায় ভিজে গেলো। শেষ পর্যন্ত চেসিসের ফাঁপা জায়গা থেকে টিউবগুলো মুক্ত ক'রে সেগুলো সুটকেসে রাখা হলো। গড়িয়ে কোন কিছু প'ড়ে গেলো কিনা, সেটা শেষবারের মতো ভালো ক'রে দেখে নিলো। নিশ্চিত হলো, এমন কিছু ফেলে যায়নি যাতে কেউ গাড়িটা খুঁজে পেলে বুঝতে পারবে এর ড্রাইভার কে ছিলো।

লোহা কাটা ছুরিটা দিয়ে আশপাশ থেকে কতগুলো বড়-বড় ডাল-পালা কেটে গাড়ির উপর বিছিয়ে দিলো যাতে সেটা দৃষ্টির আড়ালে চ'লে যায়।

সে তার টাইয়ের এক মাথা একটা সুটকেসের হাতলে বাঁধলো, অন্য প্রান্তটা আরেকটা সুটকেসের হাতলে বাঁধলো। এরপর টাইটা ধরলো অনেকটা রেলওয়ের কুলিদের মতো ক'রে। কাঁধের উপর টাইটা রাখলো তাতে একটা সুটকেস বুকের উপর, অন্যটা পিঠের দিকে রইলো। বাকি দু'টো লাগেজ সে তার দু' হাতে ধ'রে হাটা শুরু করলো।

খুব ধীরে ধীরে হাটছিলো সে। প্রতি এক'শ গজ দূরে গিয়ে সে থামলো। সুটকেসগুলো নীচে নামিয়ে রেখে একটা গাছের ডাল দিয়ে পায়ের ছাপগুলো এবং আলফা গাড়ির চাকার যে হালকা দাগ ছিলো সেটা মুছে ফেললো। এতে আরো এক ঘন্টা লেগে গেলো বড় রাস্তাটায় পৌঁছাতে।

তার চেক সুটটা মাটি লেগে ময়লা হয়ে গিয়েছিলো। পোলো সোয়েটারটাও ঘামে ভিজে স্যাঁত স্যাঁত হয়ে গেছে। তার মাংসে পেশীগুলো প্রচণ্ড ব্যথা করতে লাগলো। রাস্তার একপাশে সুটকেসগুলো পাশাপাশি রেখে তার উপর সে ব'সে একটা বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

বাস্তবিকই তার ভাগ্য ভালো। ছ'টা বাজার একটু আগে একটা খামারের ট্রাক আসতে দেখা গেলো।

"গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?" গাড়ির চালক গাড়িটা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"না, ক্যাম্প থেকে আমি সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি, তাই হিচ-হাইকিং ক'রে ক'রে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। গতরাতে উসেল-এ ছিলাম, এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি তুলে'র দিকে যাবো।

সেখানে আমার এক আঙ্কেল আছে, সে বোর্দোতে যাবার জন্য একটা ট্রাক ঠিক ক'রে দিতে পারবে।" সে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হাসলো, লোকটাও কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো।

"পাগল, সারারাত এ রকম জায়গায় হেটেছো। সন্ধ্যার পর এখানে কেউ আসে না কি। গাড়িতে উঠে বসো। আমি তোমাকে এগলোঁতে পর্যন্ত পৌছে দিতে পারবো, সেখান থেকে তুমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো।"

পৌনে ছ'টার দিকে তারা ছোট্ট শহরটার ভিতরে এসে পৌছালো। জ্যাকেল ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেশনের কাছে ক্যাফের দিকে চ'লে গেলো।

"এই শহরে কোন ট্যাক্সি আছে কি?" সে ক্যাফের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো।

লোকটা তাকে ট্যাক্সি কোম্পানির ফোন নাম্বারটা দিলে সে ফোন করতে চলে গেলো। ফোনে তাকে বলা হলো আধ ঘন্টার মধ্যে একটা গাড়ি পাওয়া যাবে। সেই সময়ের মধ্যে সে ক্যাফের এক কোণে রাখা ঠাণ্ডা পানির কল থেকে হাত মুখ ধুয়ে নিলো। পোশাকটাও বদলে নিয়ে দাত ব্রাশ ক'রে নিলো। কফি আর সিগারেটের কারনে মুখটা তেতো লাগছিলো।

ট্যাক্সিটা সাড়ে সাতটার দিকে এসে পৌছালো, একটা পুরনো রেনল্ট গাড়ি।

"তুমি কি হোতে শ্যালোঁয়া গ্রামটা চেনো? ড্রাইভারকে সে জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই।"

"কত দূর?"

"আঠারো কিলোমিটার।" লোকটা তার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো, "পাহাড়ের দিকে।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে যাও," জ্যাকেল বললো। গাড়ির ছাদের উপরের র‍্যাকে লাগেজগুলো তুলে রাখলো সে। শুধু একটা সুটকেস নিজের কাছে রাখলো।

সে ড্রাইভারকে গ্রামের স্কোয়্যারের কাছে ক্যাফে দে লা পোস্টের সামনে থামতে বললো। এই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তার আর প্রয়োজন নেই, কারন, সে এই এলাকার জমিদার বাড়ির যাওয়ার পথটা চেনে না। ট্যাক্সিটা চ'লে যাবার পর সে তার লাগেজ নিয়ে ক্যাফের ভেতরে ঢুকে পড়লো। ইতিমধ্যেই স্কোয়্যারটা গরমে তাঁতিয়ে আছে।

ক্যাফের ভেতরটা অন্ধকার এবং ঠাণ্ডা। ক্যাফের ভেতরের ক্রেতারা আগন্তুককে দেখেই ফিসফাস্ করতে শুরু করলো, ব্যাপারটা তার নজরেও এড়ালো না। কালো পোশাক পড়া এক গ্রাম্য বৃদ্ধ মহিলা একদল কৃষকের আড্ডা থেকে উঠে এসে বার কাউন্টারে ভেতরে এসে দাঁড়ালো।

"মঁসিয়ে?" মহিলাটি কর্কশ কণ্ঠে বললো।

সে লাগেজগুলো রেখে বার কাউন্টারে দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো, স্থানীয় সবাই লাল মদ পান করছিলো।

"*উ গ্র রুজ, সিল ভু প্লেইত, মাদাম?*"

"জমিদার বাড়ি এখান থেকে কতদূরে, মাদাম?" যখন মদটা ঢালা হচ্ছিলো তখন সে জিজ্ঞেস করলো। বৃদ্ধ মহিলা তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো।

"দুই কিলোমিটার, মঁসিয়ে?"

সে হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ঐ বোকা ড্রাইভার আমাকে বলেছিলো, এখানে কোন জমিদার বাড়ি নেই। তাই সে আমাকে এই স্কোয়্যারে নামিয়ে দিয়েছে।"

"সে এগলোঁতে থেকে এসেছে?" মহিলাটি জিজ্ঞেস করলো। জ্যাকেল মাথা নাড়লো।

"এগলোভের লোকেরা বোবা-গোবা টাইপের হয়," সে বললো।

গ্রাম্য চাষীর দলটা নিজেদের আসনে ব'সে নড়াচড়া না ক'রেই তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। কেউ বললো না, কিভাবে সে ওখানে যেতে পারে। সে একটা নতুন একশ ফ্রাঁ'র নোট বের করলো।

"মদের দাম কত হয়েছে, মাদাম?"

মহিলা নোটটার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালো।

"আমার কাছে এটার ভাঙতি হবে না," বৃদ্ধ মহিলাটি বললো। সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"যদি এখানে কোন ভ্যানওয়ালা থাকে, তবে হয়তো তার কাছে ভাঙতি হবে," সে বললো।

পেছন থেকে একজন উঠে এসে তার কাছে এলো।

"গ্রামে একটা ভ্যান আছে মঁসিয়ে," এক লোক বললো।

জ্যাকেল কৃত্রিম বিস্ময়ে তার দিকে ঘুরে তাকালো।

"সেটা কি আপনার, *মঁ এমি?*"

"না, মঁসিয়ে, ওটার মালিককে আমি চিনি। সে আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে।"

জ্যাকেল এমনভাবে মাথা নাড়লো যেনো লোকটা অনেক মূল্যবান একটা কথা বলেছে।

"এই সময়ের মধ্যে আপনি কি কোন মদ নেবেন?"

কৃষকটা মাথা নেড়ে আরেক গ্লাস লাল মদ ঢালতে লাগলো।

"আর আপনার বন্ধুরা? খুব গরম আজ। পিপাসার দিন।"

কঠিন চেহারাটার মধ্যে একটু হাসি দেখা গেলো। কৃষকটা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো, যে দুটো মদের বোতল নিয়ে কৃষকদের দলটার দিকে যাচ্ছিলো। "বেনো, যাও ভ্যানটা নিয়ে আসো।" কৃষকটা এই কথা বললে জটলার মধ্যে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে এক ঢোকে মদটা গিলে বাইরে চ'লে গেলো।

"অভাগা'র কৃষকরা যে কারনে আমার নজর কেড়েছে তা' হলো," ফিস্ ফিস্ ক'রে জ্যাকেল বললো, "তারা লোকদের সামনে একেবারে মুখ বন্ধ রাখে– বিশেষ ক'রে বাইরের লোকদের সামনে।"

কোলেত দে লা শ্যালোঁয়া তার বিছানায় ব'সে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলো আর চিঠিটা পড়ছিলো। প্রথমবার পড়ার পর তার যে রাগ হয়েছিলো সেটা দ্বিতীয় বারের বেলায় বিরক্তি আর তিক্ততায় বদলে গেলো।

সে ভাবতে লাগলো এই পৃথিবীতে বাকি জীবনটা সে কি ক'রে কাটাবে। গতকাল বিকেলে গাপ থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছে, সঙ্গে ছিলো আর্নেস্তো। এই কাজের লোকটা আলফ্রেডের বাবার সময় থেকে এখানে কাজ ক'রে আসছে। তার আসল কাজ হলো বাগান

পরিচর্যা করা। লুইজো, একজন সাবেক কৃষক সন্তান, সে আর্নেস্তোকে বিয়ে ক'রে যখন সে এই বাসায় কাজ করতো।

এই দম্পতিই কার্যত শ্যাতো মানে জমিদার বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষন ক'রে থাকে। তারাই কেয়ারটেকার। এই বাড়ির দুই তৃতীয়াংশ ঘরই খালি প'ড়ে থাকে, তাই ধূলোবালিতে ঢেকে থাকে সব কিছু।

তার মনে হলো এতোদিন সে ছিলো একটা শূন্য প্রাসাদের রক্ষিতা, সেখানে না কোন বাচ্চা-কাচ্চার দল উঠানে খেলা ধূলা করে, না, সেই প্রাসাদের মালিক ঘোড়ায় চ'ড়ে আশপাশ দাবড়িয়ে বেড়ায়।

সে আবার ফিরে তাকালো প্যারিসের গ্রোসি সোসাইটির ম্যাগাজিনের সেই কাটিংটার দিকে, যেটা তার এক বন্ধু তার কাছে বিশেষ একটা কারনে পাঠিয়েছে; তার স্বামীর একটা ছবি, ক্যামেরার ফ্ল্যাশে চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে, নগ্ন বুকের একটা মেয়ের কাঁধ জড়িয়ে আছে সে। মেয়েটা একটা ক্যাবারে ডান্সার, এক সময় বারে কাজ করতো, তার উদ্ধৃতি দেয়া আছে যে, সে আশা করছে, "একদিন সে তার খুব ভালো বন্ধু ব্যারোনকে বিয়ে করবে।"

বলিরেখার মুখটা আর ঝুলে পড়া কাঁধটার দিকে তাকিয়ে, ছবির ব্যারোনকে দেখে সে বিস্ময়ে অবাক হচ্ছিলো। প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় হ্যান্ডসাম তরুণ ক্যাপ্টেন ছিলো সে। তার সাথে ১৯৪২-এর সেই সময়েই সে প্রেমে পড়ে। পরের বছরই সে সন্তান সম্ভাবা হ'য়ে প'ড়লে তারা বিয়ে করে ফেলে।

তখন সে ছিলো অল্পবয়সী এক মেয়ে। প্রতিরোধ আন্দোলনের খবরা-খবর পাচার করতো। তখনই তার সাথে ক্যাপ্টেনের দেখা হয়েছিলো। সে তখন মধ্য ত্রিশে। একটা ছদ্মনাম পেগাসাস ব'লে পরিচিত ছিলো। ঈগল চেহারার নেতৃত্বদানকারী একজন মানুষ ছিলো সে। আর খুব সহজেই তার হৃদয়ে জায়গা ক'রে নিয়েছিলো তরুণ ক্যাপ্টেনটি। তারা খুব গোপনে একটা গীর্জার পাদ্রীর কাছে গিয়ে বিয়ে করেছিলো। সেই পাদ্রীও ছিলো তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন সদস্য। তার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় তার বাবার বাড়িতে।

তারপর যুদ্ধ শেষ হ'লে তার সমস্ত জমিজমা এবং সম্পত্তি উদ্ধার করা হলো। মিত্রবাহিনী যখন ফ্রান্সে ঝটিকা আক্রমণ চালায় তখন তার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হ'য়ে মারা গিয়েছিলো। সেই সাথে কিছু দিন আগের একজন বেআইনী লোক হয়ে গেলো শ্যালোয়াঁর ব্যারোন। জমিদারির আশপাশের কৃষকেরা তাদেরকে আগমনকে আনন্দের সাথেই গ্রহন করেছিলো। তারা জমিদারের পুরনো দূর্গটাতে ফিরে এসেছিলো। খুব জলদিই এইসব সম্পত্তি তাকে ক্লান্ত ক'রে ফেললো। প্যারিসের আকর্ষণ ক্যাবারেগুলো তাকে আঁকড়ে ধরলো। যেনো প্রতিরোধ আন্দোলনে তারুণ্যের যে সোনালী সময় সে হারিয়েছিলো, সেটা সুদে-আসলে তুলে নিতে চাইছিলো।

এখন তার বয়স সাতান্ন আর সত্তর পর্যন্ত বেঁচে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তার।

ব্যারোনেস কাটিংটা এবং তার সাথে সংযুক্ত চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দেয়ালে প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলো। শরীরের কাপড়টা খুলে ফেলে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উরুটা টান টান ক'রে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালো ক'রে অবলোকন করলো।

খারাপ না, সে ভাবলো। এর চেয়েও অনেক বেশী খারাপ হতে পারতো। পূর্ণাঙ্গ একটা শরীর, একটা পরিপক্ক নারীদেহ। নিতম্বটা চওড়া হ'য়ে গেছে, কিন্তু কোমরটা দয়া ক'রে যেনো মোটামুটি ঠিকই আছে। কয়েক ঘন্টা ঘোড়ায় চড়া এবং পাহাড়ে হাটাহাটি করার ফল। সে তার একটা স্তন হাত দিয়ে ধ'রে দেখলো। বেশী বড়। কিন্তু সত্যিকারের সুন্দরীদের এমনটিই হয়। এখনও এই দুটো জিনিস একজন পুরুষকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট।

তো, আলফ্রেড, এই খেলাটা শুধু তুমি কেন খেলবে, আমরা দু'জনেই খেলাটা খেলতে পারি– সে ভাবলো। মাথাটা একটু ঝাঁকালো যাতে লম্বা কালো চুলগুলো সামনের দিকে এসে তার বুকটা ঢেকে দেয়। সে তার একটা হাত দু পায়ের মাঝখানে রাখলো। চব্বিশ ঘন্টা আগে লোকটা এখানেই ছিলো। লোকটার কথা ভাবতে লাগলো সে। খুব ভালোই পেরেছিলো সে। তার ইচ্ছে হলো, আবার যদি তাদের গাপ-এ দেখা হতো, তবে তারা একসাথে ছুটি কাটাতে পারতো। গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো বিভিন্ন জায়গায়, ভূয়া নামে, যেমনটা পালিয়ে বেড়ানো প্রেমিক-প্রেমিকারা ক'রে থাকে। এই পৃথিবীতে এমন কি আছে যার জন্যে সে এই বাড়িতে ফিরে আসবে?

বাইরের আঙ্গিনায় একটা পুরনো ভ্যানগাড়ির ঝক্কর-ঝক্কর আওয়াজ শোনা গেলো। অলসভাবে সে নাইটিটা প'রে জানালার কাছে দেখতে গেলো। গ্রাম থেকে একটা ভ্যান এসে থেমেছে সেখানে। সেটার দরজাটা খোলা। দু'জন লোক ভ্যানটার পেছনে থেকে কিছু নামাচ্ছে। লুইজো এগিয়ে এসে তাদেরকে সাহায্য করতে লাগলো।

ভ্যানের আড়ালে একজন লোক ছিলো, সে হেটে সামনে চ'লে এলো। লোকটা তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো। গাড়ির ভেতরে ঢুকে গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে চ'লে গেলো। কে আবার এই বাড়িতে জিনিসপত্র পাঠিয়েছে? সে তো কোন কিছু পাঠাতে বলেনি। ভ্যানটা চ'লে যাওয়ার সাথে সাথে সে অবাক হয়ে গেলো। তিনটা সুটকেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। সে চিনতে পারলো চক্-চকে সোনালী চুলের লোকটাকে। লোকটা হাসছে।

"জানোয়ার। সুন্দর অসভ্য জানোয়ার। আমাকে অনুসরণ করেছো।"

সে খুব দ্রুত বাথরুমে গিয়ে পোশাক প'রে নিলো।

সে নীচে নেমে আসার সময় শুনতে পেলো, আর্নেস্তো লোকটাকে বলছে, "মঁসিয়ে আপনি কি চান।"

"মাদাম লা ব্যারোন, *এল এস্ত ল?*"

আর্নেস্তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই তাকে দেখে তড়িঘড়ি ক'রে বললো,"একজন ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছে, ম্যাম্।"

শুক্রবারের রাতের মিটিংটা অন্যসব দিনের চেয়ে একটু সংক্ষিপ্ত হলো। সেখানে একটা রিপোর্ট দেয়া হয়েছিলো– কিছুই পাওয়া যায়নি। বিগত চব্বিশ ঘন্টা ধ'রে গাড়ি এবং সেটার নম্বর ফ্রান্সের সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার পরও গাড়িটা ধরা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া পুলিশ জুডিশিয়ারের প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টারগুলো থেকে সমস্ত হোটেল রেজিস্টারের

তালিকা সংগ্রহ ক'রেও দেখা গেলো যে, ডুগান নামের কেউ নেই। প্রায় দশ হাজারের মতো হোটেল কার্ড থেকেও একই ফল পাওয়া গেছে। কারন ডুগান গতরাতে কোন হোটেলে রাত কাটায়নি। নিদেনপক্ষে ডুগান নামে তো নয়ই।

"আমাদেরকে দুটো সম্ভাবনার মধ্যে একটা গ্রহণ ক'রে নিতে হবে," লেবেল নিশ্চুপ সমাবেশে মুখ খুললো, "হয় সে এখনও বিশ্বাস করে, সে সন্দেহ ভাজন নয়, অথবা, হোটেল দু সার্ক থেকে চ'লে যাওয়াটা কোন ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়া একটা কাজ কিংবা কাকতালীয় একটা ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আলফা গাড়িটা ছেড়ে দেয়া এবং ডুগান নামটা হোটেলে ব্যবহার না করার কোন কারন দেখছি না। সেজন্যেই, আজ হোক কাল হোক, সে ধরা পড়বেই, অথবা তার খোঁজ পাওয়া যাবেই।

"দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হলো, সে গাড়িটা পরিত্যক্ত ক'রে ফেলবে কোথাও, তারপর এই কাজে নেমে পড়বে। এই সম্ভাবনাটার আরো দুটো দিক থাকতে পারে।

"হয়, তার আর কোন ভুয়া পরিচয়-পত্র নেই, যার উপর সে নির্ভর করতে পারে; এ ক্ষেত্রে সে কোন হোটেলে রেজিস্টার করতে চাইবে না, অথবা ফ্রান্স থেকে বের হয়ে যাবার জন্য কোন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়েও চেষ্টা করবে না। আর অন্য দিকে, তার হয়তো আরেকটা ভুয়া পাসপোর্ট আছে এবং সেটা দিয়ে সে পার হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সে এখনও আগের মতোই মারাত্মক আর বিপজ্জনক।"

"কি ক'রে আপনার এমন ধারণা হলো যে, তার আরেকটা ভুয়া পাসপোর্ট আছে?" কর্নেল রোল্যান্ড জিজ্ঞেস করলো।

"অনুমান ক'রে বললাম," বললো লেবেল,

"ওএএস এই লোকটাকে খুবই মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এই গুপ্তহত্যার জন্য ভাড়া করেছে। সম্ভবত সে বিশ্বের সেরা পেশাদার ভাড়াটে খুনি। তার মানে, এ ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। এখন পর্যন্ত সে সবধরনের পুলিশি রেকর্ড থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র ভুয়া পাসপোর্ট আর ভুয়া পরিচয়ের সাহায্যেই সে তার কাজগুলো করে ব'লে এটা সম্ভব হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সে একজন অভিজ্ঞ ছদ্মবেশধারীও বটে।

"কালথ্রপ এবং ডুগানের ছবি দুটো দেখে আমরা জানতে পেরেছি, সে হাইহিল জুতা প'ড়ে উচ্চতা, কনটাক্টলেন্স প'ড়ে চোখের রঙ এবং ডাই ক'রে চুলের রঙ বদলে ফেলে কালথ্রপ থেকে ডুগান হয়েছে। যদি সে এটা একবার করতে পারে, তবে আমরা এমন শৌখিন চিন্তা করতে পারি না যে, সে আবার এমনটি করতে পারবে না।"

"কিন্তু কেন সে এতো বেশি সর্তকতা গ্রহণ করছে, যার জন্যে তাকে বার বার একাধিক ভুয়া পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হচ্ছে?" বললো সেন ক্লেয়ার।

"কারন," সে বললো, "প্রকৃতপক্ষে সে এরকম ব্যাপক সর্তকতা গ্রহণ করেছে। এটাই তার বৈশিষ্ট। যদি সে তা' না করতো, তাহলে তাকে আমরা অনেক আগেই ধ'রে ফেলতে পারতাম।"

"বৃটিশ পুলিশের ডোসিয়ার থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, কালথ্রপ যুদ্ধের পর পরই তার ন্যাশনাল সার্ভিস সমাপ্ত করেছিলো প্যারাসুট রেজিমেন্ট থেকে। সম্ভবত, প্রতিকূল

অবস্থায় বাস করার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। পাহাড়-পর্বতে লুকিয়ে থাকা আর কি," ম্যাক্স ফার্নেট যোগ করলো।

"হয়তো," লেবেল তার সাথে একমত পোষণ করলো।

"সেক্ষেত্রে তাকে সম্ভাব্য বিপদ হিসেবে দেখা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।"

"এই লোকটার ব্যাপারে আমি এ ধরনের কথা বলতে পারি না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাকে গারদের ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে।"

"অথবা মেরে ফেলা হচ্ছে," বললো রোল্যান্ড।

"যদি তার সুবুদ্ধি থেকে থাকে এবং পরিস্থিতির ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকে, তবে সে ফ্রান্স থেকে বেড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। অবশ্য এখনও যদি সে বেঁচে থাকে।" সেন ক্লেয়ার বললো।

এই কথার পরপরই মিটিংটা শেষ হ'য়ে গেলো।

"এরকম বিশ্বাস করতে পারলে আমারও ভালো লাগতো।" অফিসে ফিরে লেবেল কারোনকে বললো। "কিন্তু আমার ধারনা, বলতে পারো দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে বেঁচে আছে। একেবারে মুক্ত এবং সশস্ত্র অবস্থায়। আমরা তাকে আর তার গাড়িটা খোঁজা অব্যাহত রাখবো। তার তিনটা লাগেজ রয়েছে, এসব নিয়ে পায়ে হেটে বেশী দূর যেতে পারবে না সে। গাড়িটা খুঁজে বের করো, সেখান থেকেই আমরা শুরু করবো।"

যে লোকটাকে তারা খুঁজছে, সে কোরেজের মাঝখানে অবস্থিত একটা জমিদার বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে। সে গোসল ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। পেট ভ'রে গ্রামের পেইত এবং খোরগোশের মাংস খেয়ে, প্রচুর লাল মদ গিলেছে। তারপর আবার কালো কফি আর এবং ব্রান্ডি। ছাদের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আগামি দিনগুলোর কথা ভাবছিলো সে। সে ভাবলো, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে অন্য কোথাও চ'লে যেতে হবে। আর পালিয়ে যাওয়াটা হবে আরো কঠিন। কিন্তু সেটা করা যেতে পারে। সে চ'লে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো।

দরজাটা খুলে গেলো, বাড়ির কর্তা ব্যারোনেস তার ঘরে এলো। তার চুলগুলো ছেড়ে দেবার ফলে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। পরনে তার একটা নাইট গাউন, সেটা গলার দিকে আটকানো থাকলেও মাঝখানটা একেবারে বোতাম খোলা। একটু নড়লেই ওটা ফাঁক হয়ে যায়। এই গাউনটার নীচে সে একদম নগ্ন। কিন্তু পা মোজাটা ঠিকই পড়েছে।

ডিনারের সময় সে এটা পড়েছিলো, সেই সাথে হাই হিল জুতা। জ্যাকেল বিছানার উপর একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তার দিকে তাকালো। সে সোজা বিছানায় এসে বসলো তার পাশে।

তাকে নীরবে একটু দেখলো। জ্যাকেল তার কাঁধ থেকে নাইটিটা একটু নামিয়ে দিলো। ওটা খুলে ফেলতে চাইলো সে। জামাটা খুলে স্তনটা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। নাইটিটা পুরো খুলে মাটিতে প'ড়ে গেলো হালকা একটা শব্দে। ব্যারোন তার কাঁধে ধাক্কা দিলো যাতে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া যায়, তারপর তার শক্ত হাত দুটোর কব্জি ধ'রে বালিশের সাথে

পিষতে লাগলো, যেনো সেগুলো বেয়ে মেয়েটা উপড়ে উঠে যাবে। মেয়েটা তার কোমরের উপড়ে চ'ড়ে বসলো। নরম দুটো উরু দিয়ে কোমরটা চেপে ধরলো। শুয়ে থাকা ইংরেজটার দিকে কামুক চোখে চেয়ে হাসলো। দু'গোছা কোকড়া চুল তার স্তনবৃন্তের কাছে এসে পড়লো।

"*বন, মঁ প্রিমিটিফ*, এখন দেখা যাক তোমার খেলা।" সে মেয়েটাকে দু' হাতে ধ'রে তার বুকের উপর তুলে নিলো, তারপর মাথাটা একটু তুলে তার নাভির নীচে মুখ ছোঁয়ালো। এবার তার খেলা শুরু করলো।

তিনদিন ধ'রে লেবেল কোন কুল কিনারা করতে পারলো না। প্রতিটা রাত্রিকালীন মিটিংয়ে এই মতটিই শক্তিশালী হতে লাগলো যে, জ্যাকেল ইতিমধ্যেই তার লেজ গুটিয়ে চুপিসারে ফ্রান্স থেকে কেটে পড়েছে। ১৯ তারিখের সান্ধ্য মিটিংয়ের সময় তার এই মতটি কোন পাত্তা পেলো না যে, জ্যাকেল এখনও ফ্রান্সের কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছে এবং তার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

"কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?" সেই সন্ধ্যায় সেন ক্লেয়ার ক্ষিপ্ত হয়ে বললো। "আদৌ যদি সে এখানে থেকে থাকে, তবে কিভাবে সীমান্ত পাড়ি দিবে তার জন্যই সে অপেক্ষা করছে। যে মূহুর্তে সে এটা করতে যাবে, আমরা তাকে ধ'রে ফেলবো। তার বিরুদ্ধে প্রতিটি সশস্ত্র লোকই মজুদ আছে। তার কোথাও যাবার জায়গা নেই। যদি আপনার ঐ অনুমানটা ঠিক হয় যে, ওএএস'র সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই, তাদের কোন সমর্থন বা সহকর্মীদের সাথেও না, তবে কেউ তাকে আশ্রয়ও দেবে না।"

এই বক্তব্যটার সাথে টেবিলের অন্য যারা ছিলো তারাও প্রায় একমত পোষণ করলো, নিজেরা ফিস্ ফাস্ ক'রে সভাস্থলেই সেটা প্রকাশ ক'রে ফেললো। সভার বেশীর ভাগই মনে ক'রে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। শুরুতে বোভায়া যে বলেছিলো এই কাজটা বিশুদ্ধ গোয়েন্দাগিরি ব্যাপার সেটাকেও তারা ভুল ব'লে মনে করতে শুরু করলো।

লেবেল নাছোর বান্দার মতো মাথা নাড়তে লাগলো। সে খুব ক্লান্ত ছিলো। কয়েক রাত ধ'রে না ঘুমানোর জন্য বিধ্বস্ত ছিলো। উদ্বিগ্ন আর চাপের মধ্যে তার দিন কেটেছে। তার এবং তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে যেসব সূচাঁলো আক্রমণ ক'রে যাচ্ছিলো সেগুলো খণ্ডাতে খণ্ডাতে সে ক্লান্ত আর হতাশ হ'য়ে প'ড়ে ছিলো। যারা এসব সমালোচনা ক'রে যাচ্ছিলো তারা বড় বড় রাজনৈতিক পদে আসীন থাকলেও পুলিশি কাজ কর্মের অভিজ্ঞতা তাদের ছিলো না। এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি সচেতন ছিলো যে, যদি সে ভুল প্রমাণিত হয়, তবে সে শেষ হয়ে যাবে। টেবিলের অনেকেই এটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আর যদি তার ধারণাই ঠিক হয় ? যদি জ্যাকেল এখনও প্রেসিডেন্টের পেছনে লেগে থাকে? যদি সে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ ক'রে শিকারের কাছাকাছি চ'লে আসে ? সে জানে এইসব লোকেরা তখন মরিয়া হয়ে নিজেদের দোষ চাপিয়ে দেবে একজনের উপড়ে, বলির পাঠা বানাবে আর কি! আর সে-ই হবে বলির পাঠা। এটা একেবারে নিশ্চিত। যেভাবেই হোক, পুলিশবাহিনীতে তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারটা শেষ হয়ে যাবে। যদি যদি সে লোকটাকে খুঁজে

বের ক'রে থামাতে পারে, কেবল তখনই তারা মেনে নেবে যে, তার কথাই ঠিক ছিলো। শুধুমাত্র বিশ্বাস ছাড়া তার কাছে এখন কোন প্রমাণ নেই ; সে কখনও মনে করে না, তার মতোই একজন পেশাদার লোক, যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোন কাজ শেষ না ক'রেই ক্ষান্ত হবে। যেভাবেই হোক, কাজটা সে শেষ করতে চাইবে।

আট দিনেরও বেশি আগে যখন তাকে এই দায়িত্বটা দেয়া হয়েছিলো, তখন থেকেই সে এই নীরব, অজ্ঞাত আর অননুমেয় অস্ত্রধারী লোকটাকে ঈর্ষণীয়ভাবেই শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলো। লোকটার নিখুঁত পরিকল্পনা, দৃঢ়চেতা মানসিকতা আর কৌশলের জন্য লেবেল একরকম মুগ্ধই হয়েছে। তাকে দায়িত্ব দেবার পর থেকেই এই টেবিলের প্রায় সবাই তার ক্যারিয়ারটার বারোটা বাজার অপেক্ষায় ছিলো, কেবলমাত্র বিশাল বপুর বোভোয়া তার পাশে আছে। এখনও তাকে সমর্থন ক'রে যাচ্ছে। তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। এটাই তাকে একটু স্বস্তি এনে দিলো। হাজার হোক সেও একজন গোয়েন্দা।

"কিসের জন্য অপেক্ষা, আমি জানি না," লেবেল জবাব দিলো। "কিন্তু সে কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে। অথবা কোন একটা দিনের জন্য। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা জ্যাকেলের শেষ খেলাটা ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। এটাও আমি আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবো না, কেন এমনটি আমার মনে হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে।" ব্যঙ্গ ক'রে সেন ক্রেয়ার বললো।

"তো একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করছে! সত্যি, কমিশার, মনে হচ্ছে আপনি অনেক অনেক রোমান্টিক থ্রিলার পড়েন। এটা কোন রোমান্স নয়, মাই ডিয়ার, এটা বাস্তবতা। লোকটা চ'লে গেছে, এটাই হলো শেষ কথা।"

সে পরম নিশ্চিন্তে হাসি দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলো।

"আমি আশা করি আপনি ঠিকই বলেছেন, লেবেল খুব শান্তভাবে বললো। "সেক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করবো, *মঁসিয়ে মিনিস্ত্রে*, স্বেচ্ছায় আমি এই তদন্ত কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমার নিজে কাজে ফিরে যেতে চাই।"

মন্ত্রী সাহেব সিদ্ধান্তহীনভাবে লেবেলের চোখের দিকে তাকালেন।

"আপনি কি মনে করেন কমিশার, তদন্ত কাজের আর কোন দরকার আছে ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "আপনি কি মনে করেন সত্যিকারের বিপদ এখনও রয়ে গেছে?"

"দ্বিতীয় প্রশ্নটির ক্ষেত্রে বলতে গেলে স্যার, আমি জানি না। আগেরটার ব্যাপারে বলতে গেলে, আমি বিশ্বাস করি সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে কাজ চালিয়ে যাওয়াই উচিত হবে।"

"তাহলে, ভদ্রমহোয়গণ, এটা আমার ইচ্ছে, কমিশার তার কাজ চালিয়ে যাক আর সেই সাথে কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট শোনার জন্য রাতের মিটিংটাও যথারীতি চলুক। তো আজকের মতো সভা শেষ।"

২০শে আগস্টের সকালে মার্সাঁগো কোলে নামের একজন শিকার-ভূমির রক্ষক তার নিয়োগকর্তার এগলেতোঁ এবং উসেল'র মাঝে অবস্থিত, কোরেজের কাছাকাছি একটা

এস্টেট-এর একটা শিকার-ভূমিতে গুলি খাওয়া একটা বন্য কবুতরকে বনের মধ্যে পড়তে দেখলো তখন সেটা খুঁজতে গিয়ে দেখলো কবুতরটা একটা ডাল-পালা দিয়ে ঢাকা হুড খোলা স্পোর্টস কারের ড্রাইভিং সিটের উপর গিয়ে পড়েছে। দেখেই বোঝা গেলো পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে গাড়িটা।

প্রথমে সে ভাবলো আধমাইল দূরে একটা সতর্কতামূলক নোটিশ থাকা সত্ত্বেও গাড়িটা হয়তো কোন প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি পিকনিক করতে এসে পার্ক ক'রে রেখেছে। কিন্তু তার পরই সে লক্ষ্য করলো যে, গাড়িটার উপড়ে যে ডাল-পালাগুলো ছিলো, সেগুলো স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা ডাল পালা নয়, বরং সেগুলো কেটে নিয়ে গাড়িটাকে দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

গাড়ির সিটে পাখিটা খুঁজে পেয়ে তার মনে হলো এটা কমপক্ষে কয়েকদিন আগে ফেলে রাখা হয়েছে। পাখি আর বন্দুকটা নিয়ে সে সাইকেল চালিয়ে বন থেকে বেড়িয়ে নিজের কটেজে ফিরে এলো। পরে যখন সে খোরগোশের খাবার কিনতে গ্রামে গেলো তখন সেখানকার কনস্টেবলকে গাড়িটার কথা বললো।

বিকেলের দিকে গ্রামের পুলিশ টেলিফোন ক'রে বনের মধ্যে একটা গাড়ি পরিত্যাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে ব'লে রিপোর্ট পাঠালো উসেল'র কমিশারের কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো গাড়িটার রঙ কি সাদা ? সেটা কি ইতালির, না ফ্রান্সের রেজিস্টার্ড করা ? কোন দেশের তৈরী জানা যায়নি, আর গাড়িটার রঙ নীল, নোটবুক দেখে দেখে সে তথ্যগুলো দিলো। ঠিক আছে, কষ্টটা বলো উসেল থেকে। একটা লরি ট্রাক পাঠানো হবে গাড়িটা নেয়ার জন্য, তারা যেনো তাদেরকে সাহায্য করে, কারন একটা সাদা ইতালিয়ান স্পোর্টস কারের খোঁজ করছে প্যারিস পুলিশ। তাদের তদন্তের সুবির্ধাথে এটা করা হবে। আর পুরো ব্যাপারটা যেনো একান্ত গোপনে করা হয়। গাড়িটা প্যারিসের কর্তারা একটু দেখতে চাইবে। গ্রামের কনস্টেবল প্রতীজ্ঞা করলো যে, সে সব ধরনের সহযোগীতা করবে।

সেদিনই বিকেল চারটার দিকে ছোট্ট একটা গাড়ি আসলো উসেলে। পাঁচটার দিকে একজন মোটর মেকানিক্স গাড়িটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পেলো, গাড়িটা খুব বাজেভাবে রঙ করা হয়েছিলো।

সে একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে গাড়িটার গায়ে আঁচর কাটতেই নীল রঙটার নীচে সাদা রঙ উঁকি মারলো। অবাক হ'য়ে সে নাম্বার প্লেটটাও পরীক্ষা ক'রে দেখতে পেলো সেটা আসলে উল্টোদিক, যা রঙ ক'রে আরেকটা ভূয়া নাম্বার লেখা হয়েছে। সত্যিকারের নাম্বারটা হলো এম আই- ৬১৭৪১। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোকটা দ্রুত পোস্ট অফিসের দিকে চ'লে গেলো।

ক্লদ লেবেল খবরটা পেলো ছ'টাবাজার একটু আগে। অভঁগ-এর রাজধানী ক্লামোঁ ফেরাঁর পুলিশ জুডিশিয়ারের প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টারের কমিশার ভ্যালেন্টিন তাকে ফোনে জানালো। ভ্যালেন্টিনের কথাটা শুনেই লেবেল তার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ, শোনেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ .... এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। শুধু জেনে রাখুন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ....

হ্যাঁ, জানি এটা নিয়মের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু উপায় নেই ....আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি আপনি একজন পূর্ণাঙ্গ কমিশার, প্রিয় সহকর্মী, আপনি যদি আমার কর্তৃত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান, তবে আমি আপনাকে সরাসরি পুলিশ জুডিশিয়ারের ডাইরেক্টর জেনারেলের সাথে কথা বলিয়ে দিতে পারি।

"হ্যা, আমি চাই আপনি একটা দল নিয়ে এক্ষুণি উসেলে চ'লে যান। সবচাইতে ভালো হয় বেশী সংখ্যক লোক নিয়ে গেলে। যেখানে গাড়িটা পাওয়া গেছে সেখান থেকেই তদন্ত শুরু করুন। মানচিত্রে গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে সেটাকে কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ক'রে তার চার পাশে খোঁজ করুন। প্রত্যেকটা কৃষকের খামারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, গ্রামীন গুদাম-ঘরগুলো আর ক্যাফেগুলোতেও তল্লাশী চালান। সবগুলো হোটেল আর কাঠ-কাটার জায়গাগুলোতেও খোঁজ করবেন।

"আপনি একজন লম্বা সোনালী চুলের ইংরেজকে খুঁজবেন। জন্মসূত্রে সে ইংরেজ কিন্তু চমৎকার ফরাসি বলতে পারে। সে তিনটা সুটকেস আর একটা হাত ব্যাগ বহন করছে। তার সাথে অনেক টাকাও আছে। পোশাক পরিচ্ছেদ খুবই ভালো। তবে, সম্ভবত তাকে এমন দেখাবে, যেনো কয়েক দিন ভালো ঘুম হয়নি।

"আপনার লোকেরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে সে কোথায় আছে, কোথায় গেছে, কী কেনার চেষ্টা করেছে। ওহ্, আরেকটা ব্যাপার, প্রেসকে এব্যাপারে কিছু জানাবেন না, কোনভাবেই যেনো তারা এটা জানতে না পারে। কি বললেন, সাংবাদিকরা যদি জিজ্ঞাসা করে কি হচ্ছে ? তাদেরকে বলবেন যে, একটা গাড়ি দূর্ঘটনা হয়েছে আর তার মালিক মাথায় আঘাত পেয়ে এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করছে ....হ্যাঁ, ঠিক আছে। সন্দেহজনক কিছু যাতে তাদের চোখে না পড়ে। ছুটির সময়টাতে এরকম দূর্ঘটনা দিনে পাঁচশো ঘ'টে থাকে। তাদেরকে বলবেন, জাতীয় দৈনিকগুলোতে খবর ছাপানো যায় এমন কোন ঘটনা এখানে ঘটেনি। এভাবেই ওদেরকে মোকাবেলা করুন .... আরেকটা কথা, লোকটাকে যদি কোথাও খুঁজে পান, তবে কাউকে তার খুব কাছে যেতে দিবেন না। শুধু ঘেরাউ ক'রে রাখবেন, যেনো সে ওখান থেকে পালাতে না পারে। আমি খুব দ্রুতই সেখানে পৌছে যাবো।"

লেবেল ফোনটা নামিয়ে রেখে কারোনের দিকে তাকালো।

"মন্ত্রী সাহেবকে ফোন করো। তাঁকে বোলো, রাতের মিটিংটা যেনো এগিয়ে এনে আটটা বাজে করা হয়। আমি জানি সেটা রাতের খাওয়ার সময়, কিন্তু মিটিংটা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হবে। তারপর সাতোরিতে গিয়ে একটা হেলিকপ্টার ঠিক ক'রে রেখো। রাতের ফ্লাইটে উসেলে যাবো। আমরা কোথায় নামবো সেটা সেখানকার লোকজনদেরকে জানিয়ে দিও, যাতে তারা গাড়ি যোগাড় ক'রে রাখতে পারে। তুমি এখানকার দায়িত্ব বুঝে নেবে।"

ক্লামোঁ ফেঁরা থেকে পুলিশের ভ্যানটা উসেলে এসে পৌছালো। গ্রাম গ্রামে তল্লাশী করার জন্য ভ্যালেন্টিন ওয়্যারলেসে একটা নির্দেশ দিয়ে দিলো। সে সিদ্ধান্ত নিলো, গাড়িটা যেখানে

পাওয়া গেছে সেখান থেকে পাঁচ মাইল বৃত্তের ভেতরে খোঁজার কাজটা শুরু করবে। রাতের সময়টাতে লোকজন ঘরেই ছিলো। অন্যদিকে এই অন্ধকারে পাহাড়ি এলাকায় তার লোকজন হারিয়ে যাবারও সম্ভাবনা ছিলো। আসামীকে খুঁজতে ভুলও করতে পারে তারা। হয়তো যেখানে লোকটা লুকিয়ে আছে, সেই জায়গাটা তারা খুঁজেই দেখলো না অন্ধকারের জন্য।

তার একটি দল মূলজায়গা থেকে দু'মাইল দূরের এক কৃষকের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলো।

বাড়ির মালিক রাতের পোশাক প'রে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিলো সে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চাচ্ছে না। তার হাতে একটা প্যারাফিনের ল্যাম্প ধরা।

"শোনো গাস্তোঁ, তুমি প্রায়ই গাড়ি চালিয়ে এই রাস্তা দিয়ে বাজারে যাও। তুমি কি শুক্রবার সকালে এগলোর্তে'তে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলে?"

কৃষকটা তাদের দিকে চোখ কুচকে তাকালো।

"হয়তো গিয়েছি।"

"গিয়োছো কি যাওনি?"

"মনে করতে পারছি না।"

"পথে কি তুমি একজন লোককে দেখেছো?"

"আমি আমার কাজে ব্যস্ত ছিলাম।"

"আমরা সেটা জিজ্ঞেস করিনি। তুমি কি একজন লোককে দেখেছো?"

"আমি কাউকে দেখিনি; কাউকেই না।"

"একজন সোনালী চুলের, লম্বা মতো লোক, শক্ত-সামর্থ্য দৈহিক গঠন। তিনটা সুটকেস আর একটা হাতব্যাগ ছিলো তার সঙ্গে ?"

"আমি কিছুই দেখিনি, *জ'য়ে রুঁ ভু, তু কম্প্রেঁ।*"

এভাবে বিশ মিনিট চললো। তারপর তারা ওখান থেকে চ'লে গেলো। একজন গোয়েন্দা সবকিছুই নোট বুকে লিখে রাখলো। তার চ'লে যাওয়ার পর কৃষকটা ধপাস ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। ঘরের ভেতরে বিছানায় শোয়া স্ত্রীর কাছে এসে শুইয়ে পড়লো।

"ওই লোকটাকেই তো তুমি লিফট দিয়েছিলে, তাই না? তাকে তারা কি জন্যে খুঁজছে ?" বউ জিজ্ঞেস করলো।

"দুনো," বললো গাস্তোঁ, "কিন্তু কেউ কখনও এ কথাবলবে না যে, গাস্তো গ্রোজোঁ তাদের হাতে আরেকটা প্রাণীকে তুলে দিয়েছে।" সে ওয়াক্ ক'রে ঘরের ভেতর জ্বলতে থাকা চুলার দিকে থু থু ফেললো। "*সেইল ফ্লিক।*"

সে বাতিটা নিভিয়ে তার বউয়ের আরো একটু কাছে এসে শুইয়ে পড়লো। "যেখানেই থাকো তুমি বন্ধু, তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।"

লেবেল কাগজ-পত্রগুলো নামিয়ে রেখে মিটিংয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

"খোঁজাখুজির কাজটা নিজেই তদারকি করার জন্যে এই মিটিংটা শেষ হতেই আমি হেলিকপ্টারে ক'রে উসেলে চ'লে যাবো।"

প্রায় মিনিট খানেক সবাই নীরব রইলো।

"আপনি কি ভাবছেন কমিশার, এখান থেকে কিছু অনুমান করতে পারছেন কি?"

"দুটো জিনিস, মঁসিয়ে *লো মিনিস্ত্রে*। আমরা জানি সে গাড়িটা রঙ করার জন্য কোথাও না কোথাও থেকে রঙ কিনেছে। আমার বিশ্বাস, তদন্তে দেখা যাবে যে, সে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে গাপ থেকে আসেলে এসেছিলো এবং গাড়ির রঙও ততক্ষণে বদলে ফেলেছিলো। সেক্ষেত্রে, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, রঙটা সে গাপ থেকেই কিনেছে। আর তাই যদি হয় তবে সে গাপে থাকাকালীন সময়েই খবরটা পেয়ে গিয়েছিলো। হয় কেউ তাকে ফোন করেছে, নয়তো সে কাউকে ফোন করেছে, হয় এখানে নয় লন্ডনে। যে তাকে ব'লে দিয়েছে, তার ডুগান নামের ছদ্মবেশটি উন্মোচিত হয়ে গেছে। সেখান থেকে সে বুঝে ফেলেছে, যে, আমরা বিকেলের আগেই তাকে ধরার জন্য নেমে যাবো, তার গাড়িটাকেও খোঁজা হবে। তাই সে খুব দ্রুত পালিয়ে গেছে।"

তার মনে হলো প্রচণ্ড নীরবতার কারনে অভিজাত সিলিংটাও বুঝি ভেঙ্গে পড়বে।

"আপনি কি খুব সিরিয়াসলি বলছেন," কেউ একজন বললো, যেনো লক্ষ মাইল দূর থেকে। "এই ঘর থেকেই কথাটা চাউর হ'য়ে গেছে ?"

"আমি তা' বলিনি, মঁসিয়ে। সুইচবোর্ড অপারেটর আছে, টেলেক্স অপারেটর আছে, মাঝারি এবং জুনিয়র লেবেলের কর্মকর্তা আছে, যাদের মাধ্যমে নির্দেশগুলো অতিক্রম হয়। হতে পারে তাদের মধ্যে কেউ ওএসএস'র এজেন্ট। কিন্তু একটা জিনিস তো পরিস্কারই বোঝা যাচ্ছে যে, সে টের পেয়ে গেছে কিংবা জেনে গেছে, তার ছদ্মবেশ এবং প্রেসিডেন্টকে খুন করার পরিকল্পনাটা প্রকাশিত হয়ে গেছে। তারপরও সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাজটা চালিয়ে যাবে। সে তার লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। সে ইঙ্গিত পেয়েছে আলেকজান্ডার ডুগান পরিচয়টা ফাঁস হয়ে গেছে, আর মনে হয় তার একটাই যোগাযোগ আছে। আমার সন্দেহ সেই লোকটা হলো ভালমি, যার রোমে পাঠানো বার্তাটি ডিএসটি ইন্টারসেপ্ট করেছে।"

"ড্যাম," ডিএসটির প্রধান উচ্চস্বরে বললো,"বাস্টার্ডটাকে ডাকঘরেই আমাদের ধরা উচিত ছিলো।"

"আর দ্বিতীয় অনুমানটা কি কমিশার?" মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

"দ্বিতীয়টা হলো, সে যখন জানতে পারলো যে, ডুগান নামটা প্রচার হয়ে গেছে, সে কিন্তু তখন ফ্রান্স থেকে চ'লে যাবার পথ খোঁজেনি। বরং ফ্রান্সের কেন্দ্রে পৌঁছাবার পথ ধরেছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সে এখনও আমাদের প্রেসিডেন্টের পিছু ছাড়েনি। সে সোজাসুজি আমাদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।"

মন্ত্রী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাগজ-পত্রগুলো গোছাতে লাগলেন।

"আমরা আপনাকে আটকাবো না, কমিশার। খুঁজে বের করুন তাকে। খুঁজে বের করুন, আজকের রাতেই। যদি তাকে হত্যা করতে হয়, করুন। প্রেসিডেন্টের হ'য়ে এসব আদেশ আদেশ আমি আপনাকে দিচ্ছি।"

এই ব'লে তিনি ঘর থেকে চ'লে গেলেন।

এক ঘন্টা পরে লেবেলের হেলিকপ্টারটা স্যাভোরি থেকে উড্ডয়ন ক'রে রাতের আঁধারে দক্ষিণ দিকের উদ্দেশ্যে পারি দিলো।

"শূয়োরের ধৃষ্টতা দেখেছো। কত সাহস তার? ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চায় যে, আমরা, সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর অফিসাররা গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারিনি। আমি এই কথাটা আমার পরবর্তী রিপোর্টে অবশ্যই উল্লেখ করবো।"

জ্যাকুলিন তার কাঁধ থেকে পাতলা স্ট্র্যাপটা খুলে ফেললে স্বচ্ছ জিনিসটা তার কোমরের নীচে প'ড়ে গেলো। দুই হাতের বাহু দিয়ে বুকের মাঝখানটাতে চাপ দিয়ে স্তন দুটো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আকর্ষণীয় ক'রে তুললো। সে তার প্রেমিকের মাথাটা টেনে স্তন দুটোর মাঝখানে চেপে ধরলো।

"আমাকে সব খুলে বলো," সোহাগভ'রে সে বললো।

আঠারো

বিগত চৌদ্দ দিনের গ্রীষ্মের দাবদাহের মতোই আগস্টের ২১ তারিখের সকালটা ছিলো রৌদ্রজ্জ্বল আর পরিষ্কার। দে লা হোতে শ্যাতোঁয়া'র জমিদার বাড়ির দূর্গের জানালা থেকে বাইরের পাহাড়-পর্বত আর প্রাকৃতিক দৃশ্যবলীকে মনে হয় খুবই শান্তিপূর্ণ। পুলিশের ব্যাপক তল্লাশী অভিযানের কোন চিহ্নই দেখা গেলো না সেখানে। সেই আঠারো কিলোমিটার দূর থেকে একটা বিশাল পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে। এগলোতেঁ শহরটা ইতিমধ্যেই ছেঁকে ফেলা হয়েছে।

জ্যাকেল একটা ড্রেসিং গাউন প'রে আছে, সেটার নীচে একেবারে নগ্ন সে। ব্যারোনের স্টাডিরুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তার রুটিন-মাফিক সকালের প্যারিসের ফোনটা করছিলো। উপর তলায় গৃহকর্তীকে আরেকটা দুর্দান্ত সঙ্গমের রাত উপহার দিয়ে ঘুমপাড়িয়ে রেখে এসেছে।

যখন সংযোগটা পেলো সে, যথারীতি শুরু করলো "*ইসি শ্যাকেল*।"

"*ইসি* ভালমি," অন্যপ্রান্তে একটা খস্‌খসে কণ্ঠ বললো।

"ঘটনা আবার ঘটতে শুরু করেছে। তারা গাড়িটা পেয়ে গেছে ....

সে দু'মিনিট ধ'রে শুনে গেলো, মাঝখানে শুধু ছোট্ট একটা প্রশ্ন করা ছাড়া। শেষে "*মার্থসি*" ব'লে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দ্রুত পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটারটা বের করলো। সে পছন্দ করুক বা নাই করুক, এইমাত্র যা শুনলো তাতে তার পরিকল্পনাটা বদলাতে হবে ব'লে মনে হলো। সে চেয়েছিলো এখানে আরো দুদিন থেকে যেতে, কিন্তু এখন তাকে চ'লে যেতেই হবে, আর সেটা খুব জলদি হলেই ভালো। আরেকটা বিষয়, তার মনে একটু খট্‌কা লাগলো। ফোনটা নামানোর পর থেকেই তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে। কিছু একটা হয়েছে, যেটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না। ফোন করার সময় সে এ ব্যাপারে কিছু ভাবে নাই। কিন্তু সিগারেটটা ধরিয়েই সেটা আবার তার মনে ফিরে এলো। সিগারেটটার শেষ অংশ জানালা দিয়ে ফেলেই কোন রকমের প্রচেষ্টা ছাড়াই এটা তার মনে এসেছিলো। ফোনের রিসিভারটা যখনই সে তুলেছিলো তখন ক্লিক্ ক'রে একটা আওয়াজ হয়েছিলো। কিন্তু বিগত তিনদিন ধ'রে ফোন করার সময় এরকমটি হয়নি। এই টেলিফোনটার একটা এক্সটেনশন লাইন আছে শোবার ঘরে। যখন সে তাকে রেখে চ'লে

আসে তখন নিশ্চিতভাবেই কোলেত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলো। নিশ্চিতভাবেই .... সে সঙ্গে সঙ্গে খালি পায়ে, সর্তক পদক্ষেপে উপর তলায় চ'লে গেলো।

ফোনটা জায়গা মতো রেখে দেয়া আছে। ওয়ার্ডরোবটা খোলা আর তার তিনটা সুটকেস মাটিতে খোলা অবস্থায় রাখা। সবগুলোই খোলা। সুটকেসের চাবির রিংটা পাশেই আছে। ব্যারোনেস জিনিস-পত্রগুলোর মাঝখানে হাটু মুড়ে ব'সে আছে, তার দৃষ্টিতে বিস্ময়। চারপাশে স্টিলের টিউবগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রতিটার মুখই খোলা, সেগুলো হেসিয়ান ক্যাপ দিয়ে আটকানো ছিলো। একটার মুখ খোলার পর টেলিস্কোপটা বেড়িয়ে এসেছিলো। অন্যটার মুখ থেকে সাইলেন্সারটা দেখা গেলো। যখন সে ঘরের ভেতরে ঢুকলো তখন ব্যারোনেস একটা জিনিস হাতে ধ'রে সেটার দিকে বড়বড় চোখে তাকিয়ে ব'সে আছে। সেই জিনিসটা হলো রাইফেলটার বৃচ আর ব্যারেল।

কয়েক সেকেন্ড ধ'রে তারা কোন কথা বললো না। জ্যাকেলই প্রথম শুরু করলো।

"তুমি শুনছিলে।"

"তাইতো বলি– প্রতি সকালে তুমি কাকে ফোন করো।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে ছিলে।"

"না। তুমি বিছানা থেকে উঠে যাবার পরই আমি সব সময় জেগে উঠতাম। এই– জিনিসটা; এটা একটা বন্দুক, একটা খুনির বন্দুক।"

সেটা ছিলো আধো প্রশ্ন, আধো বক্তব্য। তাতে যেনো আশা করা হচ্ছিলো, সে বলবে,ব্যাখ্যা করবে, যে, জিনিসটা একদমই অন্য কিছু, ক্ষতিকর কিছু নয়। সে ব্যারোনেসের দিকে তাকালো। এই প্রথম কোলেত দেখতে পেলো ধূসর চোখটার আড়ালে অন্য কিছু আছে, অন্য কেউ যেনো। মৃত, প্রাণহীন অনেকটা যন্ত্রের মতো, তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। বন্দুকের ব্যারেলটা হাত থেকে ফেলে দিলে অন্য সব জিনিসের উপর সেটা প'ড়ে গিয়ে একটা শব্দ হলো।

"তুমি তাকে খুন করতে চাও," সে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো। "তুমি ওএএস'রই একজন। তুমি এগুলো দ্য গলকে খুন করার কাজে ব্যবহার করবে।"

জ্যাকেল এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দেয়াতেই সে উত্তরটা পেয়ে গেলো। তার পর হুড়মুড় ক'রে দরজার দিকে যেতে উদ্যত হতেই জ্যাকেল তাকে খুব সহজেই ধ'রে ফেললো। তাকে টেনে বিছানার উপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। জ্যাকেল তার দিকে এগোতেই সে চিৎকার দেবার চেষ্টা করলো। জ্যাকেল তার চুলের মুঠি এক হাতে ধ'রে অন্য হাতটা দিয়ে ঘাড় আর গলাটা পেঁচিয়ে ধরলো। এক হেচ্‌কা টানে ঘাড়টা বাঁকিয়ে ক্যারোটিড ধমনীটা ছিড়ে ফেললো। চিৎকারের উৎসটা শেষ হয়ে গেলো, তার বদলে ঘাড় মটকাবার একটা শব্দ হলো। তারপর মাথাটা খামছে ধ'রে মুখটা বিছানার কোণার সাথে জোড়ে জোড়ে আঘাত করলো বার দুয়েক। নিমিষেই ব্যারোনেসের শরীরটা নিথর হয়ে গেলো, চোখ দুটো তখনও খোলা।

জ্যাকেল দরজার কাছে গিয়ে কান পাতলো, কিন্তু নীচ থেকে কোন সাড়া শব্দ পেলো না। বাড়ির পেছনে রান্নাঘরে আনের্স্তো সকালের রোল আর কাফি বানাচ্ছে। আর লুইজোর

তো সকালে বাজারে যাবার কথা। নিশ্চিত সে বাজারেই আছে। সৌভাগ্যবশত, তারা দু'জনেই বধির ছিলো।

সে তার রাইফেলের টিউবগুলো ঠিক ক'রে আর্মির লম্বা কোট এবং আদ্রেঁ মার্টিনের কাপড়গুলো সহ সুটকেসে ভ'রে নিলো। তারপর ভালো ক'রে খুঁজে দেখলো কোন কাগজ-পত্র বাইরে আছে কিনা। সুটকেসটা তালা মেরে দিলো। দ্বিতীয় সুটকেস, যেটাতে যাজক জেনসেনের কাপড়-চোপড়গুলো ছিলো, সেটা তালা মারা ছিলো না, কিন্তুব্যারোনেস সেটা খুলে দেখেনি।

শোবার ঘরের সাথে লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে ধোয়া মোছা এবং শেভ করে নিলো। তারপর একটা কেচিটি বের ক'রে লম্বা লম্বা সোনালী চুলগুলো খুব যত্ন ক'রে দুই ইঞ্চি ছেটে দিলো। মাথার উপর আর কপালের দিকের চুলগুলো শুধু কাটা হলো। দশমিনিট ধ'রে কাজটা সে করলো। এরপর ব্রাশ আর অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সোনালী চুলটা মধ্যবয়সী লোকের চুলের মতো ধূসর রঙ ক'রে ফেললো। চুলটা শুকাতে দিয়ে সে নীল রঙের কনট্যাক্ট লেন্স প'ড়ে নিলো। সবকিছু ঠিক ক'রে যাজক জেনসেরনর মতো ক'রে চুলটা আঁচড়িয়ে নিলো।

কাটা-ছাটা চুলগুলো এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র ভালো ক'রে পরিস্কার ক'রে ওগুলো বেসিনে ফেলে ধুয়ে ফেললো। বাথরুমে কোন চিহ্নই সে রাখলো না। এর পর কালো রঙের বিবটা গলায় প'ড়ে নিলো। শেষে কালো সুট আর জুতাটাও প'ড়ে নিলো। গোল্ডরিমের চশমাটা পকেটে ভ'রে রাখলো। হাত ব্যাগটাতে শেভ করার জিনিসগুলো এবং ফ্রান্সের গীর্জার উপড়ে ডেনিশ ভাষায় রচিত বইটা রেখে দিলো। সুটের ভেতরের পকেটে ডেনিশ পাসর্পোটটা রাখলো, সেই সাথে এক বান্ডিল টাকা। তার পর সুটকেসটা তালা মেরে রাখলো।

প্রায় আটটার দিকে সে সব কিছু গোছ-গাছ ক'রে ফেললো। আর্নেস্তো সকালের কফিটা নিয়ে খুব জলদিই এসে যাবে। জানালা থেকে সে দেখলো লুইজো সাইকেল চালিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে। তার বাজার থেকে কেনা জিনিসগুলো সাইকেলের পেছনে জড়ো ক'রে রাখা আছে। এসময় সে শুনতে পেলো আনের্স্তো দরজায় কড়া নাড়ছে। সে কোন শব্দ করলো না। আবারও কড়া নাড়লো।

"*ও আ ভো ক্যাফে*, মাদাম," বন্ধ দরজাটার ওপাশ থেকে সে জোড়ে বললো। কি বলবে সেটা ঠিক ক'রে নিয়ে জ্যাকেল আধো ঘুমে জড়ানো কণ্ঠে ফরাসিতে বললো।

"ওখানে রেখে যাও। আমরা পোশাক পড়ার পরে নিয়ে নেবো।" দরজার ওপাশে আনের্স্তোর মুখটা একেবারে গোল হয়ে গেলো। কি কেলেংকারীরে বাবা! মালিকের শোবার ঘর থেকে একি সে শুনলো। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো। কিন্তু সেই মূহুর্তে উপর তলার ঘর থেকে চারটা সুটকেস নীচে ফেলার আওয়াজটা সে শুনতেই পেলো না। শোবার ঘরের জানালা দিয়ে একটা চাদর ঝুলিয়ে সে নীচের বাগানে নেমে গেলো, সেটা বাড়ির সামনের অংশ।

শোবার ঘরে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার আওয়াজও সে শুনতে পেলো না। তার মালেকীনের নেতিয়ে যাওয়া শরীরটা টেনে টুনে বিছানায় এমনভাবে শোয়ানো হলো যেনো

দেখে মনে হবে, স্বাভাবিকভাবে সে ঘুমিয়ে আছে। শোবার ঘরে জানালা খোলার শব্দও শুনতে পেলো না সে। এমন কি ধূসর চুলের লোকটা জানালা দিয়ে নামার সময় যে পরিষ্কার শব্দ হলো, সেটাও না।

তবে সে দূর্গের লনে রাখা মাদামের রেনল্ট গাড়িটার ইঞ্জিনের শব্দ ঠিকই শুনেছিলো। জানালা দিয়ে দেখলো গাড়িটা লন থেকে দ্রুত চ'লে যাচ্ছে দরজা দিয়ে।

"এখন মেয়েটা উপরে করছে কি?" সে যখন আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিলো তখন বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো।

শোবার ঘরের দরজার সামনে রাখা কফি থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছিলো। অনেকবার দরজায় আঘাত করার পরও দরজাটা খুললো না। যে ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলো তার ঘরের দরজাটাও বন্ধ। কোন জবাব এলো না। আনের্স্তোর মনে হলো কিছু একটা হয়েছে। এই লোকটা আসার পর থেকে এমনতো কখনও হয়নি। সে ঠিক করলো লুইজোর সাথে কথা বলবে। সে বাজারে গেছে। স্থানীয় কোন ক্যাফেতে ব'সে গল্প-গুজব করছে নিশ্চয়। টেলিফোন জিনিসটা তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু সে বিশ্বাস করে, জিনিসটা এমন, কেউ ওটা তুললেই, যার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে, তাকে অন্য প্রান্তে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই হলো না। ফোনটা তুলে দশ মিনিট ধ'রে কানে ধ'রে রাখলো সে, কিন্তু কেউ কোন কথা বললো না তার সাথে। সে এও দেখতে পেলো না, ফোনটার তারের সংযোগ ছিলো না।

প্রাতরাশের আগেই ক্লদ লেবেল হেলিকপ্টারটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই প্যারিসে ফিরে এলো। পরে সে কোন এক সময় কারানকে বলেছিলো যে, ঐসব গোঁয়ার কৃষকদের অসহযোগীতা সত্ত্বেও ভ্যালেন্টিন খুব ভালো কাজ করেছে। প্রাতরাশ সময়ের মধ্যেই সে জ্যাকেলের খোঁজ বের ক'রে ফেলেছে; জ্যাকেল এগলোঁতে'র একটা ক্যাফেতে নাস্তা করেছিলো। নাস্তা সেরে সে একটা ট্যাক্সি ধ'রে চ'লে গেছে। ভ্যালেন্টিন সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। ইতিমধ্যেই সে এগলোর্তে'র বিশমাইল বৃত্তের মধ্যে যতো রাস্তা আছে সব জায়গায় রোডব্লক বসিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছে, এগুলো কার্যকর হতে দুপুর পর্যন্ত লেগে যাবে।

ভ্যালেন্টিনের সক্ষমতার কারনে লেবেল তাকে জ্যাকেলকে খুঁজে বের করার সত্যিকারের কারনটির একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে। আর ভ্যালেন্টিনও একমত হয়েছে যে, এগলোর্তে'র চারপাশ ঘিরে ফেলা হবে। নিরাপত্তার ফাঁক ফোকর সর্ম্পকে বলতে গিয়ে তার নিজের ভাষায় বয়েছে,"ইঁদুরের গুহ্যদ্বারের চেয়েও বেশী চিপা।"

হোতে শ্যালোয়াঁ থেকে ছোট্ট রেনল্ট গাড়িটা পাহাড়-পর্বতের রাস্তা ধ'রে দক্ষিণ দিকে তুলে শহরের দিকে গেলো। জ্যাকেল অনুমান করলো, আলফা গাড়িটা যদি গতকাল সন্ধ্যায় পেয়ে থাকে, তবে পুলিশ যে, বৃত্তাকারের অনুসন্ধানী এলাকা নির্ণয় করবে, তাতে ভোরের দিকে তারা এগলোঁতেঁতে পৌছে যাবে। ক্যাফের বারম্যান বলবে, ট্যাক্সি ড্রাইভার বলবে, আর যদি তার ভাগ্য ভালো থাকে তবে, তারা দূর্গে পৌছে যাবে বিকেলের মধ্যেই।

কিন্তু তারপরেও, তারা খোঁজা করবে একজন সোনালী চুলের ইংরেজকে। এদিকে সে নিখুঁতভাবে বেশভূষা পাল্টিয়ে একজন ধূসর চুলের ডেনিস যাজক হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সে এগলোঁতে থেকে আঠারো কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এসে পড়েছিলো, জায়গাটা তুলে যাবার রাস্তা। এখান থেকে তুলে বিশ কিলোমিটার সামনে। সে তার ঘড়িটা দেখলো; ৯টা ৪০ মিনিট।

সে যখন একটা মোড় পেরিয়ে সোজা রাস্তাটা ধরলো তখন এগলোঁতে থেকে ছোট্ট একটা কনভয় সাইরেন বাজাতে বাজাতে তাকে অতিক্রম ক'রে চ'লে গেলো। এই কনভয়তে ছিলো একটা পুলিশের গাড়ি আর দুটো বন্ধ ভ্যান। কনভয়টা অনেক দূর গিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে থামলো। গাড়ি থেকে ছয় জন পুলিশ নেমে রোড ব্লকগুলো খাড়া করতে লাগলো।

"সে বাইরে, মানে?" ভ্যালেন্টিন কান্নারত এগলোতের এক ড্রাইভারের বউকে ধমক দিলো। "সে কোথায় গেছে?"

"আমি জানি না, মঁসিয়ে। আমি জানি না। প্রতিদিন সকালে সে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে উসেল থেকে ট্রেন আসার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে। যদি কোন যাত্রী না পায়, তবে সে বাড়িতে ফিরে এসে গ্যারাজে কিছু মেরামতের কাজ করে। যদি সে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে সে কোন যাত্রী পেয়েছে।"

ভ্যালেন্টিন তিক্তভাবে মুখটা বিকৃত করলো। এই মহিলার সাথে রাগারাগি ক'রে কোন লাভ নেই। একটা লোক ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা চালায়, এর বেশী কিছু না।

"শুক্রবার সকালে সেকি কাউকে গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দিয়েছে?" সে একটু ধৈর্য ধ'রে, নিজেকে সংযত ক'রে জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ, মঁসিয়ে। সেদিন স্টেশনে কোন যাত্রী না পেয়ে সে ফিরে এসেছিলো বাড়িতে, তারপর ক্যাফে থেকে একটা ফোন এলে সে ভাড়াটা ধরার জন্য তড়িঘড়ি ক'রে স্টেশনের দিকে গাড়ি নিয়ে চ'লে গিয়েছিলো। সে যাত্রীটাকে পেয়েছিলো, কিন্তু তাকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে এসেছিলো, সেটা বলেনি। কখনও সে আমাকে এসব বলেও না।" মহিলাটা নাক মুছলো।

"সে আমার সাথে খুব বেশী কথা বলে না।" সে ব্যাখ্যা ক'রে বললো।

ভ্যালেন্টিন তার কাঁধে একটা হাত রাখলো।

"ঠিক আছে, মাদাম। ঘাবড়াবেন না। তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো।" সে ঘুরে একজন সার্জেন্টকে বললো, "একজন লোককে স্টেশনে পাঠাও, আরেক জনকে স্কোয়্যারের ক্যাফেতে। তুমি ট্যাক্সির নাম্বারটা জানো। যখনই সেটা দেখা যাবে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

সে ঐ জায়গাটা ছেড়ে গাড়ি নিয়ে চ'লে গেলো। তুলে থেকে ছয় মাইল দূরের এক জায়গায় এসে জ্যাকেল ইংলিশ পোশাক আর আলেকজান্ডার ডুগান নামের পাসপোর্টটা যে সুটকেসে ছিলো, সেটা ফেলে দিলো। এগুলো তার ভালোই কাজে লেগেছে। একটা বৃজের উপর থেকে সুটকেসটা নীচে ফেলে দিলে সেটা প্রবল জলরাশিতে বিলীন হয়ে গেলো।

তুলে শহরটা ঘুরে সে স্টেশনটা পেয়ে গেলো। সেখানে গাড়িটা পার্ক ক'রে রাখলো একটু দূরে। তারপর দুটো সুটকেস আর হাত ব্যাগটা নিয়ে আধমাইল হেঁটে রেলওয়ে বুকিং অফিসে গেলো।

"আমি প্যারিসের একটা টিকেট চাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর, প্লিজ," সে কেরাণীকে বললো। "কত লাগবে?" সে তার চশ্‌মার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললো।

"সাতানব্বই নতুন ফ্রাঁ, মঁসিয়ে।"

"পরের ট্রেনটা ক'টার দিকে?"

"বারোটা পঞ্চাশে। আপনাকে প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। প্লাট ফর্মে একটা রেঁস্তোরা আছে। প্লাটফর্ম-এক হলো প্যারিসের জন্য, *জো ভু এঁ প্রি।*"

জ্যাকেল টিকেটটা নিয়ে রওনা দিলে তার পথটা আঁটকে দাঁড়ালো নীল পোষাক পড়া একজন।

"*ভু প্যাপিয়া সিল ভু প্লেই।*"

সিআরএস'র লোকটা ছিলো তরুণ, তার বয়সের চাইতে বেশী পরিপক্কতা দেখানোর চেষ্টা করলো। সে কাঁধে একটা সাবমেশিনগান কারবাইন বহন করছিলো। জ্যাকেল তার লাগেজগুলো নীচে নামিয়ে রেখে তার ডেনিস পার্সপোর্টটা বাড়িয়ে দিলো। সিআরএস'র লোকটা সেটা টোকা মেরে দেখলো কিন্তু এর এক বর্ণও বুঝতে পারলো না।

"*ভু হতে ডেনেইশ?*"

"ক্ষমা করবেন, কি বললেন?"

"*ভু- ডেনেইশ,*" সে পাসপোর্টের কভারে টোকা মেরে বললো।

জ্যাকেল চোখ কুচ্‌কে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"*ডাক্কস- জো- জো।*"

সিআরএস'র লোকটা তার কাছে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে তাকে প্লটফর্মের দিকে যেতে ইঙ্গিত করলো। আর কোন আগ্রহ না দেখিয়ে তার কাছ থেকে স'রে অন্য আরেক জন যাত্রীর কাছে চ'লে গেলো।

একটা বাজার আগে লুইজো ফিরে আসেনি। বাজার থেকে সে এক বা দু গ্লাস মদ খেয়ে এসেছিলো। তার দিশেহারা বউ তার কাছে এসে পুরো ঘটনাা আবার বলা শুরু করলো। লুইজো ব্যাপারটা নিজের কাঁধে তুলে নিলো।

"আমি জানালা দিয়ে দেখি কি ব্যাপার," সে বললো।

সে মইটা দিয়ে উঠতে একটু বেগ পেলো। শুরুতে মইটা বার বার স'রে যাচ্ছিলো। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মইটা শোবার ঘরের জানালার নীচে ঠিক মতো স্থাপন করা হলো। লুইজো দুলতে দুলতে মই দিয়ে উপড়ে উঠে পড়লো। পাঁচ মিনিট পর নীচে নেমে এলো সে।

"মাদাম ব্যারোন ঘুমাচ্ছেন," সে জানালো।

"কিন্তু সে কখনও এতো বেলা ক'রে ঘুমায় না," আর্নেস্তো প্রতিবাদ ক'রে বললো।

"তো, সে আজকে করছে," লুইজো জবাব দিলো। "কেউ যেনো তাকে বিরক্ত না করে।"

প্যারিসের ট্রেনটা একটু দেরী করলো। তুলো'তে এসে পৌঁছালো ঠিক একটা বাজে। এই ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলো ধূসর চুলের প্রাটেস্টান্ট যাজক। সে বসেছিলে দুজন মাঝ বয়সী মহিলার পাশে। গোল্ডরিমের চশমাটা প'ড়ে বড় সড় একটা বই খুলে পড়তে ব'সে গিয়েছিলো। বইটা ছিলো চার্চ আর ক্যাথেড্রালের উপর। প্যারিসে যখন রাত ৪টা ১০-এ ট্রেনটা পৌঁছালো তখন সে বইটা পুরো প'ড়ে ফেলেছে।

চার্লস ববেট রাস্তার পাশে তার থেমে থাকা গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মেজাজটা বিগড়ে গেলো তার। দেড়টা বাজে, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, আর সে কিনা এগলোতেঁ এবং লামাজায়ার মাঝখানের একটা রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে। তার গাড়ির চাকা নষ্ট হয়ে গেছে। সে গাড়িটা রেখে পায়ে হেটে নিকটবর্তী গ্রামে যেতে পারতো। সেখান থেকে এগলোতেঁ'র বাসটা ধ'রে বাড়িতেও ফিরে যেতে পারতো। সন্ধ্যার মধ্যেই মেরামত করার গাড়িটা নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসা যেতো। এতেই শুধু তার এক সপ্তাহের আয়টা খরচা হয়ে যেতো। কিন্তু গাড়ির দরজাটা তালা মারা যায় না। তাই তাকে এখানে থেকে যেতে হচ্ছে। গ্রামের চোর-ছেচর ছেলেমেয়েদের জন্য গাড়িটা ছেড়ে সে যেতে পারছিলো না। ভালো হয়, একটু ধৈর্য ধ'রে একটা ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করা। সেটাতে ক'রে এগলোতেঁ'র চ'লে যাওয়া যাবে। তার লাঞ্চ করা হয়নি। কিন্তু গাড়ির ভেতরে এক বোতল মদ আছে। তো, সেটাও তো প্রায় খালি হয়ে গেছে। গাড়ির পেছনে উঠে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই গরম লাগে, আর দিনের তাপদাহ ক'মে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত কোন গাড়ি আসবেও না। কৃষকেরা এখন হয়তো ভাতঘুম দিয়ে দিয়েছে। সে একটু আরাম ক'রে ঘুমিয়ে নিলো। খুব দ্রুতই গভীর ঘুমে ডুবে গেলো সে।

"সে এখনও ফেরে নাই মানে? বাস্টার্ডটা গেছে কোথায়?" টেলিফোনে কমিশার ভ্যালেন্টিন গর্জন ক'রে বললো। সে এগলোতেঁ'র কমিশারের কার্যালয়ে ব'সে ছিলো। ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাড়িতে ফোন ক'রে তার এক পুলিশের সাথে কথা বলছিলো। অন্য প্রান্তের কণ্ঠস্বরটা একটু অনুনয়-বিনয় করছিলো। ভ্যালেন্টিন আছাড় দিয়ে টেলিফোনটা রেখে দিলো। প্রতিটি জায়গায়ই রোড ব্লকগুলো বসানো হয়েছে। খবর আসছিলো সেই সকাল থেকে দুপুর অবধি। কোন সোনালী চুলের ইংরেজকে বা তার মতো দেখতে কাউকে পাওয়া যায়নি। এগলোতেঁ'র বিশ কিলোমিটার বৃত্তের ভেতরে এরকম কোন খবর ছিলো না। এখন এই ঘুমন্ত বাজারের শহরটা এই গ্রীষ্মের খর তাপে একেবারে নিশ্চুপ। দু'শো পুলিশ এখানে তল্লাশী চালাচ্ছে, যেটা এ জায়গায় আগে কখনও হয়নি।

বিকেল চারটার দিকে আনের্জো আবার তাড়া দিলো।

"তুমি আবার উপরে গিয়ে মাদামকে ঘুম থেকে উঠাও।" সে লুইজোঁকে মিনতি ক'রে বললো। "সারাদিন ধ'রে ঘুমানোটা কারোর জন্যই স্বাভাবিক নয়।"

বৃদ্ধ লুইজোঁ, যে কোনকিছু ভাবতে পারে না, শুধু কাজ ক'রে যায়, তার মুখটা ভেতো ভেতো লাগছিলো। সে একটু নারাজ ছিলো কিন্তু জানতো তার বউয়ের মাথায় একবার

যেহেতু এই ব্যাপারটা ঢুকে গেছে, তাহলে তাকে সেটা করতেই হবে। সে মইটা আবার জানালা নীচে লাগালো। এবার আর আগের মতো টালমাটাল অবস্থায় নয়, বেশ দৃঢ়ভাবেই মই বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। আর্নেস্তো নীচ থেকে দেখছিলো।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ লোকটার মাথা জানালা দিয়ে বের হয়ে আসলো।

"আর্নেস্তো," সে ভাঙ্গা গলায় বললো," মাদাম মনে হচ্ছে মারা গেছে।"

সে মইটা বেয়ে নীচে নামতে উদ্যত হচ্ছিলো, আর্নেস্তো চিৎকার ক'রে বললো ঘরের ভেতর থেকে দরজাটা খুলে আসতে। তারা দু'জনে চেয়ে দেখলো মাদামের চোখ দুটো খোলা, মাথার পাশে বালিশটার দিকে তাকিয়ে থাকলেও দৃষ্টিতে শূন্যতা।

আর্নেস্তোই প্রথম বললো।

"লুইজোঁ।"

"হ্যাঁ, মাই ডিয়ার।"

"তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়ে ডাক্তার ম্যাথিওকে ডেকে আনো, এখনই।"

কয়েক মিনিট বাদে লুইজোঁ তার ভীতসন্ত্রস্ত দুটি পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাইকলের প্যাডল মেরে রওনা দিলো। সে ডাক্তার ম্যাথিউকে পেয়ে গেলো। লোকটা হোতে শ্যালোয়াঁর অধিবাসীদেরকে চল্লিশ বছর ধ'রে চিকিৎসা ক'রে যাচ্ছে। নিজের বাগানের একটা গাছের নীচে শুইয়ে ছিলো সে। তবে বৃদ্ধ লোকটা তৎক্ষণাৎই আসতে রাজী হলো। সাড়ে চারটার দিকে তার গাড়িটা দূর্গে এসে পৌঁছালো আর পনেরো মিনিট পর, যখন সে মাদামকে পরীক্ষা ক'রে দেখা শেষ করলো, তখন ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের উদ্দেশ্যে বললো।

"মাদাম মারা গেছে। তার ঘাড় ভাঙ্গা," সে ভীত কণ্ঠে বললো, "আমাদেরকে অবশ্যই কনস্টেবলকে ডেকে আনতে হবে।"

জর্দাঁরমে সাইলু একজন নিয়মনিষ্ঠ মানুষ। সে জানতো একজন আইন প্রয়োগকারী-সংস্থার লোক হিসেবে তার কাজটা কতো সিরিয়াস। আর সোজাসুজি সত্য বের করাটা কতো গুরুত্বপূর্ণ। পেন্সিলটা চেটে চেটে সে আর্নেস্তো, লুইজোঁ আর ডাক্তার ম্যাথিউর জবানবন্দী নিচ্ছিলো। তারা সবাই ব'সে ছিলো রান্নাঘরের টেবিলে।

"কোন সন্দেহ নেই," ডাক্তার যখন তার জবানবন্দীটাতে স্বাক্ষর করছিলো তখন সে বললো, "এটা একটা খুন। প্রথম সন্দেহভাজন অবশ্যই সেই সোনালী চুলের ইংরেজটা। সে এখানে থাকতে এসেছিলো আর খুন করার পর মাদামের গাড়িটা নিয়ে উধাও হয়েছে। আমি অবশ্যই এগলোঁতে'র হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করবো।"

সে সাইকেল চালিয়ে চ'লে গেলো।

ক্লদ লেবেল প্যারিস থেকে কমিশার ভ্যালেন্টিনকে ফোন করলো ৬টা ৩০-এ।

"আলো, ভ্যালেন্টিন?"

"এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায়নি," জবাব দিলো ভ্যালেন্টিন। "সকাল থেকেই আমরা রাস্তায় রাস্তায় রোডব্লক বসিয়েছি আর আশপাশেও খোঁজ করা হচ্ছে। সে আমাদের বৃত্তের ভেতরেই আছে। যে গাড়িটাতে ক'রে সে শুক্রবার সকালে এগলোঁতে থেকে চ'লে গেছে,

সেই ড্রাইভারটা এখনও ফিরে আসেনি। আমি তাকে খোঁজার জন্যও লোক লাগিয়ে দিয়েছি– একটু ধরুন, আরেকটা রিপোর্ট এইমাত্র এসেছে।"

একটা বিরতি হলো, কিন্তু লেবেল নীচু শব্দের কথাবার্তাগুলো ঠিকই শুনতে পাচ্ছিলো। ভ্যালেন্টিনকে কে যেনো খুব দ্রুত একটা সংবাদ দিচ্ছে। তারপর ভ্যালেন্টিন আবার কথা বলতে শুরু করলো।

"হচ্ছেটা কি এখানে? একটা খুন হয়েছে এখানে।"

"কোথায়?" লেবেল খুব দ্রুত কৌতূহলের সাথে জিজ্ঞাসা করলো।

"পাশের একটা জমিদার বাড়ির দূর্গে। এইমাত্র রিপোর্টটা গ্রামের এক কনস্টেবল এসে দিলো।"

" কে মারা গেছে?"

"দূর্গের মালিক। একজন মহিলা। একটু ধরুন .... শ্যালোয়াঁর ব্যারোনেস।"

কারোন দেখলো লেবেলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"ভ্যালেন্টিন, আমার কথা শুনুন। এটা তারই কাজ। সে কি দূর্গ থেকে ইতিমধ্যে চ'লে গেছে?"

আরেকটা বিরতি।

"হ্যাঁ," ভ্যালেন্টিন বললো। "সে ব্যারোনেস'র গাড়িটা নিয়ে আজ সকালেই চ'লে গেছে। একটা ছোট্ট রেনল্ট। বাগানের মালি বিকেলের দিকে মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছে। সে ভেবেছিলো ব্যারোনেস বোধ হয় ঘুমিয়ে আছে। তারপর সে জানালা বেয়ে ঘরে ঢুকে মৃত দেহটা খুঁজে পায়।"

"আপনার কাছে কি গাড়িটার নাম্বার এবং বিবরণ আছে?" লেবেল জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"তাহলে সেটা সবাইকে জানিয়ে দিন। কোন ধরনের গোপনীয়তার আর দরকার নেই। এটা এখন একটা হত্যাকারী পাকড়াওয়ের ব্যাপার। আমি দেশব্যাপী তল্লাশী করার জন্য এটা জানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি ঘটনাস্থলের আলামতগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা ক'রে যান, যদি পারেন, তার গন্তব্যের ব্যাপারেও তথ্য আদায় করার চেষ্টা করুন।"

"ঠিক আছে, আমরা করছি। এখন তবে আমরা সত্যি শুরু করতে যাচ্ছি।"

লেবেল ফোনটা রেখে দিলো।

"হায় ঈশ্বর, আমি বৃদ্ধ বয়সে এসে দিন দিন ধীর গতির হয়ে যাচ্ছি। শ্যালোয়াঁর ব্যারোনের নামটা হোটেল দু সার্কের তালিকায় ছিলো, যে রাতে জ্যাকেল ঐ হোটেলে ছিলো।"

গাড়িটা তুলের আশপাশের একটা রাস্তায় ৭টা ৩০-এ খুঁজে পেলো টহলরত একজন পুলিশ। ৭টা ৪৫-এ সে তুলের পুলিশ স্টেশনে ফিরে এলো এবং ৭টা ৫৫-তে তারা ভ্যালেন্টিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারলো। অভাঁগের কমিশার লেবেলকে ফোন করলো ৮টা ৫-এ।

"রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে।" লেবেলকে বললো।

"সেখানকার রেলওয়ে টাইম-টেবলটা কি আপনার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, সেটা আছে।"

"তুলে থেকে প্যারিসের সকালের ট্রেনটা ক'টার দিকে ছেড়েছে আর গার দি অস্টারলিৎজ-এ বা ক'টার দিকে যাবে? খুব জলদি করুন, ঈশ্বরের দোহাই, খুব জলদি।"

এগলৌতে থেকে আসা টেলিফোনকটার এই প্রান্তে একটা ফিস্‌ফাস্ শোনা গেলো, নিজেদের মধ্যে কিছু কথোপকথন।

"দিনে মাত্র দু'বার," ভ্যালেন্টিন বললো। "প্রথম ট্রেনটা একটার দিকে ছেড়েছে, সেটা প্যারিসে পৌছাবে ....

"হ্যাঁ, আটটা দশে ...."

লেবেল ফোনটা রেখেই অফিস থেকে বেড় হতে উদ্যত হলো, দরজার দিকে গিয়েই সে কারোনকে বললো তার সাথে আসতে।

আটটা দশ-এ এক্সপ্রেস ট্রেনটা রাজকীয়ভাবে গার দু অস্টারলিৎজে এসে পৌছালো একেবারে ঠিক সময়েই। সেটা থামতেই যাত্রীরা বের হয়ে আসতে লাগলো, আর কোন কোন যাত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষারতরা প্লাটফর্মে নিজের লোককে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। যাত্রীদের মধ্যে একজন লম্বা, ধুসর চুলের ব্যক্তি ছিলো। অপেক্ষারত ট্যাক্সিগুলো থেকে সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলো। মর্সিডিজ গাড়িতে তার তিনটা লাগেজ ভ'রে নিয়ে সে রওনা হলো।

ড্রাইভার মিটারটা চালু ক'রেই স্টেশনের প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে গেলো। প্রধান সড়কে নামার সাথে সাথেই দেখা গেলো তিনটা গাড়ির একটা স্কোয়াড আর দুটো কালো মারিয়া স্টেশনে ঢুকছে।

"হ্যাঁ, শালারা আজকে খুব ব্যস্ত আছে," ট্যাক্সি ড্রাইভারটা বললো। "কোথায় যাবেন, মঁসিয়ে?"

যাত্রীটা একটা কাগজে লেখা ঠিকানা বাড়িয়ে দিলো তার কাছে। কুয়ে দে গ্রাঁ আগুস্তের ছোট্ট একটা হোটেল।

ক্লদ লেবেল তার অফিসে ফিরে এলো নয়টা বাজে। একটা মেসেজ পেয়ে তুলে'র কমিশার ভ্যালেন্টিনকে ফোন করলো। সে পাঁচ মিনিট ধ'রে কথা বললো। আর নোট লিখে নিলো।

"গাড়িটাতে হাতের আঙ্গুলের ছাপ নিয়েছেন কি?" লেবেল জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই, দূর্গের ঘরটাতেও। শ' খানেক হবে, সবগুলোই একজনের।"

"সেগুলো যতো দ্রুত সম্ভব এখানে পাঠিয়ে দিন।"

"ঠিক আছে, দিচ্ছি। আপনি চান তো তুলে স্টেশনের সিআরএসের লোকটাকেও পাঠিয়ে দিই?"

"ধন্যবাদ, তার দরকার নেই, সে ইতিমধ্যে যা বলতে পেরেছে তার চেয়ে বেশী তো আর বলতে পারবে না। আপনার চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, ভ্যালেন্টিন। আপনি আপনার ছেলেদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেন। জ্যাকেল এখন আমাদের এলাকায়। এখান থেকেই আমরা তাকে ধরার চেষ্টা করতে পারবো।"

"আপনি কি নিশ্চিত যে, ডেনিস ধর্মযাজকটাই সে?" ভ্যালেন্টিন জিজ্ঞেস করলো। "এটাতো কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে।"

"না," লেবেল বললো। "সে-ই। সে তার একটা সুটকেস পরিত্যাগ করেছে, আপনি সেটা খুঁজে পাবেন হোতে শ্যালোয়াঁ এবং তুলে'র মাঝামাঝি কোথাও। নদী আর খালবিলে চেষ্টা ক'রে দেখুন। কিন্তু অন্য তিনটা সুটকেস মিলে যাচ্ছে। এটা সে-ই।"

সে ফোনটা রেখে দিলো।

"এবার সে একজন," তিক্তভাবে কায়োনের কাছে বললো, "ডেনিশ যাজক। নাম অজ্ঞাত, সিআরএস'র লোকটা পাসপোর্টে তার নাম কি তা' মনে করতে পারে নাই। মানবিক ভুলত্রুটির ব্যাপার আর কি, সবসময়ই এটা হয়। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে গেলো, একজন বাগানের মালি তার মনিবের অতিরিক্ত ঘুমের ব্যাপারটা তদন্ত করতে ছয় ঘন্টা দেরী ক'রে ফেললো। কারন সে ঘাবড়ে গিয়েছিলো, একজন পুলিশ পাসপোর্টের নামটা মনে করতে পারলো না। লুসিয়ে একটা কথা আমি তোমাকে বলতে পারি, এটা আমার শেষ কেস। আমি খুব বেশি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। বৃদ্ধ এবং ধীর গতির। আমার গাড়িটা প্রস্তুত ক'রে রাখো, ঠিক আছে। রাতের কাবাব হবার সময়টা এসে গেছে।"

মন্ত্রণালয়ের সভাটা ছিলো প্রচণ্ড আশংকা এবং দুশ্চিন্তার। চল্লিশ মিনিট ধ'রে সভার সবাই এক নাগারে ধাপে ধাপে শুনে গেলো এগলোঁতে'র জঙ্গল থেকে শুরু ক'রে ট্যাক্সি ড্রাইভারের লা-পাত্তা হওয়া, দুর্গের খুন এবং লম্বা ধূসর চুলের ডেনিস যাজকের তুলে থেকে প্যারিসগামী এক্সপ্রেস ট্রেন-এ সওয়ার হওয়া।

"অল্পকথায় এই হলো ব্যাপার," শীতল কণ্ঠেবললো সেন ক্লেয়ার, "খুনিটা কি এখন প্যারিসেই আছে, নতুন নামে, নতুন চেহারায়। মনে হচ্ছে আপনি আরেকবার ব্যর্থ হলেন। মাই ডিয়ার কমিশার।"

"আমাদের সব ক্ষোভ-রাগ সামনের দিনগুলোর জন্য তুলে রাখা হোক," মন্ত্রী সাহেব বাধা দিয়ে বললেন। "আজকের রাতে কতজন ডেনিস প্যারিসে অবস্থান করছে?"

"খুব সম্ভবত কয়েক' শ, মঁসিয়ে *লো মিনিস্ত্রে*।"

"আমরা কি তাদের সবাইকে চেক্ করতে পারি?"

"শুধুমাত্র সকালে এটা করা সম্ভব, যখন হোটেল রেজিস্ট্রারের কার্ডগুলো প্রিফেকচারে এসে পৌছাবে," বললো লেবেল।

"আমি প্রতিটা হোটেলে রাত দু'টা এবং চারটায় তল্লাশীর ব্যবস্থা করতে পারি," প্রিফেকচার অব পুলিশের প্রধান প্রস্তাব দিলো।" পেশার জায়গায় তাকে অবশ্যই "যাজক" লিখতে হবে, তা না হ'লে হোটেলের কর্মচারীরা তাকে সন্দেহ করবে।"

ঘরটা আশার আলোয় উদ্ভাসিত হলো।

"সে তার গলায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে রাখবে, অথবা সেটা খুলে রাখবে, আর নামের আগে লিখবে "মিস্টার" তা' যে নামই হোক না কেন," বললো লেবেল। তার দিকে কয়েকজন চোখ বড় বড় ক'রে তাকালো।

"এখন থেকে ভদ্রমহোদয়গণ, একটা জিনিসই করা বাকি আছে," বললেন মন্ত্রী সাহেব, "আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে চাই, তাকে বলতে চাই, এই লোকটা ধরা পড়া

কিংবা মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি যেনো সমস্ত জনসমাবেশ বাতিল করেন। আর ইতিমধ্যে প্যারিসে বসবাসরত সব ডেনিস নাগরিককে চেক্ ক'রে দেখা হোক। এজন্য আমি আপনার উপর আস্থা রাখতে পারি, কমিশার? *মঁসিয়ে লো প্রিফেক্ট দ্য পুলিশ?"* লেবেল এবং পাপেয়াঁ মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তাহলে সভা এখানেই শেষ, ভদ্রমহোদয়গণ।"

"যে জিনিসটা আমার ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে," কারোনকে লেবেল অফিসে ফিরে এসে বললো, "সেটা হলো, তারা শুধু এটাই ভাবছে যে, জ্যাকেলের ভাগ্য ভালো আর আমাদের বোকামী রয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক, তার ভাগ্য ভালোই, কিন্তু সে খুব ধূর্তও বটে। আমাদের ভাগ্য অবশ্যই খারাপ ছিলো। আমরাও কিছু ভুল করেছি। সেটা আমিই করেছি। কিন্তু অন্য ব্যাপারও আছে। দু'বার, আমরা তাকে ঘন্টাখানেকের জন্য ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। একবার সে গাপ থেকে গাড়ির রঙ বদলিয়ে চ'লে গেছে, একেবারে অল্পের জন্য ধরা যায়নি তাকে। এখন দুর্গ থেকে মাদামকে খুন ক'রে আলফা রোমিওটা ফেলে অন্য গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আর প্রতিবারই ঘটনা ঘটার আগের মিটিংগুলোতে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, তাকে আমাদের ব্যাগে ভ'রে ফেলেছি। তার গ্রেফতার হওয়াটা বারো ঘন্টার মধ্যেই সম্ভব। লুসিয়ে, মাই ডিয়ার সহকর্মী, ভাবছি, আমি আমার সীমাহীন ক্ষমতা ব্যবহার করবো, টেলিফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করতে হবে একটু।"

সে জানালার কোণায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। বাইরের শান্ত-নরম প্রবহমান সাঁই নদীটার দিকে তাকালো। ওপারে লাতিন কোয়ার্টার। যেখান থেকে ঝক্ মকে আলো ঠিক্‌রে পড়ছে পানিতে।

তিনশো গজ দূরে আরেকজন, তার জানালার দিকে ঝুঁকে অদূরে পুলিশ জুডিশিয়ারের দিকে তাকালো, সেটা নটরডেমের কাছে অবস্থিত। তার পরনে কালো ফুলপ্যান্ট আর কালো জুতা, গায়ে পোলো কলারওয়ালা সোয়েটার। সে একটা কিং সাইজ ইংলিশ ফিল্টার সিগারেট ধরিয়েছে। তার তরুণ মুখটা ধূসর রঙের চুলের সাথে বেখাপ্পা লাগছে।

সাঁই নদীর জলাধারের দু'পাশে দু'জন লোক একে অন্যের দিকে অজান্তেই তাকিয়ে ছিলো। প্যারিসের গীর্জার ঘন্টা জানান দিলো ২২শে আগস্ট এসে গেছে।

তৃতীয় পর্ব

একটি খুনের ব্যবচ্ছেদ

উনিশ

ক্লদ লেবেলের রাতটা খুব বাজে কেটেছে। ১টা ৩০'র দিকে সে ঘুমিয়েছে মাত্র, কারোন এসে তাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠালো।

"চিফ, এরজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। এই লোকটা, জ্যাকেল। তার কাছে একটা ডেনিস পাসপোর্ট আছে, ঠিক না?"

লেবেল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো।

"হ্যাঁ ব'লে যাও।"

'তো, এটা সে কোথাও না কোথাও থেকে যোগাড় করেছে। হয় সে এটা জাল করেছে, নয়তো চুরি করেছে কোথাও থেকে। পাসপোর্টটা বহন করার জন্য তাকে চুলের রঙ বদলাতে হয়েছে, তার মানে সে এটা চুরি করেছে।"

"যুক্তি আছে, ব'লে যাও।"

"তো, জুলাইতে তার প্রাথমিক নিরীক্ষণের জন্য প্যারিসে আসাটাকে বাদ দিলে, সে লন্ডনেই ছিলো। এই দুই শহরের মধ্যে যে কোন একটিতেই এটা চুরি করার সম্ভাবনা বেশি। একজন ডেইন তার পাসপোর্ট হারালে কিংবা চুরি হ'লে কি করে? সে তার কনসুলেট-এ যাবে।"

লেবেল খাট থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"মাইডিয়ার লুসিয়ে, কখনও কখনও আমার মনে হয়, তুমি অনেক দূর যাবে। সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসের বাসায় একটা ফোন দাও, তারপর প্যারিসের ডেনিস কনসুলেট জেনারেলের অফিসে।"

সে আরো এক ঘণ্টা ফোনে কাটালো এবং অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে উভয় ব্যক্তিকেই তাদের বিছানা থেকে উঠিয়ে নিজেদের অফিসে পাঠাতে সক্ষম হলো। লেবেল তার বিছানায় ফিরে গেলো ভোর তিনটার কাছাকাছি সময়ে। চারটার দিকে তার ঘুম ভাঙলো প্রিফেক্চার পুলিশের একটা ফোনে, তারা বললো, ৯৪০'রও বেশি ডেনিস বর্তমানে প্যারিসের হোটেলে অবস্থান করছে, তাদের সবার নাম রাত দু'টায় সংগ্রহ করা হয়েছে, আর সে সব বাছাই ক'রে বেশি সম্ভাব্য, সম্ভাব্য এবং অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বিভক্ত ক'রে তৈরী করা হয়েছে। সকাল ছ'টার দিকে সে ঘুম থেকে উঠে নিজের অফিসে ব'সে কফি খাচ্ছিলো। সেই সময়ে

ডিএসটি'র প্রকৌশলীদের কাছ থেকে তার কাছে একটা ফোন এলো, যাদের কাছে সে মাঝরাতেই কিছু নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছিলো। একটা ফোন ইন্টারসেপ্ট করা গেছে। সে একটা গাড়ি নিয়ে কারোনকে সঙ্গে নিয়ে সেই সকালেই তাদের হেড কোয়ার্টারে চ'লে গেলো। বেসমেন্ট কমিউনিকেশন ল্যাবরেটরিতে তারা একটা রেকর্ডকৃত টেপ শুনতে পেলো।

এটা শুরু হলো জোরে একটা টক্ টক্ আওয়াজে, তারপর ঘর্ ঘর্ ক'রে কয়েকটা শব্দ হলো, যেনো কেউ একজন সাতটা নাম্বার ডায়াল করছে। তারপর দীর্ঘ সময় ধ'রে টেলিফোনে রিং বাজার শব্দ হলো। এরপর টেলিফোনটা রিসিভার থেকে তোলা হলো একটা ভাঙা কণ্ঠ বললো, "*আলো?*"

নারী কণ্ঠটা বললো, "*ইসি জ্যাকুলিন*।"

লোকটার কণ্ঠ জবাব দিলো, "*ইসি ভাল্‌মি*।"

মেয়েটি খুব দ্রুত বললো, "তারা জেনে গেছে সে একজন ডেনিস লোক। তারা সারা রাত ধ'রে প্যারিসের হোটেলে যেসব ডেনিস আছে তাদের রেজিস্ট্রেশন চেক্ করেছে। মাঝরাতে, দুটো এবং চারটার দিকে কার্ডগুলো যোগাড় করেছে। তারপর তারা প্রত্যেকটা জায়গায় তল্লাশী চালাচ্ছে।"

একটু বিরতি, তারপর লোকটার কণ্ঠে বললো, "*মাৎসি,*" ব'লে ফোনটা রেখে দিলে মেয়েটাও ফোন রেখে দিলো।

লেবেল রেকর্ড করা টেপের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"হ্যাঁ, আমরা টেপটা ঘোরা শেষ হবার আগেই খুঁজে বের করতে পারবো। নাম্বারটা হলো মলিতর পঞ্চাশ-নয়-এক।'

"তোমাদের কাছে কি ঠিকানাটা আছে?"

লোকটা এক টুকরো কাগজ তার কাছে এগিয়ে দিলো। লেবেল সেটার দিকে তাকালো। "আসো, লুসিয়ে। চলো মঁসিয়ে ভাল্‌মিকে একটা ফোন ক'রে আসি।"

দরজায় নক্ করার শব্দটা হলো ঠিক সাতটা বাজে। স্কুলের শিক্ষক ভদ্রলোক চুলায় এককাপ কফি গরম করছিলো, চোখ দুটো বড় বড় ক'রে গ্যাসচুলাটা বন্ধ ক'রে দরজাটা খুলে দিলো। চেয়ে দেখলো চারজন লোক তার সামনে। সে জানতো এরা কারা। কোন কিছু বলার আগেই সে বুঝে গিয়েছিলো কি জন্যে তারা এসেছে। দু'জন পোশাক পড়া লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিলো তারা বুঝি তাকে চেপে ধরবে, কিন্তু ছোটোখাটো, নরম দেখতে লোকটা তাদেরকে যেখানে আছে সেখানেই থাকতে ইশারা করলো।

"আমরা ফোনের কথা আঁড়ি পেতেছি," ছোটোখাটো লোকটা খুব শান্তভাবে বললো, "আপনি ভাল্‌মি।"

স্কুল শিক্ষক কোন ধরণের আবেগ দেখালো না। সে একটু পেছনে স'রে গিয়ে তাদেরকে ঘরের ভেতরে ঢুকতে দিলো।

"আমি কি পোশাক প'রে আসতে পারি?" সে বললো।

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

কয়েক মিনিটই মাত্র লাগলো, দুজন পোশাক পরা লোকের সামনেই সে শার্ট-প্যান্ট প'রে নিলো। পাজামাটা বদলাবার প্রয়োজন অনুভব করলো না। সাদা পোশাকের তরুণটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। বয়স্ক লোকটা ফ্ল্যাটটার দিকে একটু তাকিয়ে দেখলো, বই আর কাগজ-পত্রে ঠাসা পুরো ঘরটা।

"এই ছোট্ট কাজটা করতে অনেক সময় লেগেছে, লুসিয়ে।" সে বললো, দরজার সামনে দাঁড়ানো লোকটা এই কথায় সায় দিলো।

"আমাদের ডিপার্টমেন্টে না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"আপনি কি প্রস্তুত?" স্কুল শিক্ষককে ছোটোখাটো লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"ওনাকে নীচের গাড়িতে নিয়ে যাও।'

বাকিরা নীচে নেমে গেলেও কমিশার ওখানেই থেকে গেলো। আগের রাতে স্কুল শিক্ষক যেসব কাগজ-পত্র নিয়ে কাজ করেছে সেসব একটু দেখতে লাগলো সে। কিন্তু সেগুলো ছিলো সাধারণ স্কুল পরীক্ষার কাগজ-পত্র, খাতা। লোকটা তার ফ্ল্যাট থেকেই কাজ করতো ব'লে মনে হয়; যদি জ্যাকেল ফোন করে, এজন্য সারাক্ষণই সে এখানে থাকতো। ঠিক সেই মুহূর্তে, ৭টা ১০-এ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। কয়েক সেকেন্ড ধ'রে লেবেল সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ফোনটা হাতে তুলে নিলো।

"*আলো?*"

অন্য প্রান্তের কণ্ঠটা শীতল আর ভাবাবেগশূন্য।

"*ইসি শ্যাকেল।*"

লেবেল ভিমরি খেলো।

"*ইসি ভাল্‌মি,*" সে বললো। তারপর একটা বিরতি। সে জানতো না, কি করবে।

"খবর কি?" অন্য প্রান্তের কণ্ঠটা জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু নেই। তারা কোরেজে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে।"

তার কপালে হাল্কা ঘাম দেখা দিলো। লোকটা যেখানে আছে সেখানে আরো কয়েক মিনিট থাকাটা খুবই জরুরি। একটা ঠক্ ক'রে শব্দ হয়ে ফোনটা কেটে গেলো। লেবেল রিসিভারটা রেখে দ্রুত নীচে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

"অফিসে ফিরে যাও," সে ড্রাইভারকে বললো।

সাঁই নদীর তীরের ছোট্ট একটা হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষের টেলিফোন বুথের গ্লাসের ভেতর থেকে জ্যাকেল হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলো। কিছু না? কিছু হয়নি বললে ভুল বলা হবে। এই কমিশার লেবেল কোন বোকা লোক নয়। তারা এগলোতে'র ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঠিকই খুঁজে বের ক'রে ফেলবে। আর সেখান থেকে শ্যালোঁয়াকে পেয়ে যাবে। তারা গ্রামের বাড়ি থেকে তার মৃতদেহটাও পেয়ে যাবে হয়তো এবং সেই সাথে হারানো রেনল্টটাও। তারা হয়তো রেনল্টটাকে তুলে'তে পেয়ে যাবে। স্টেশনের কর্মচারিদেরকেও তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা অবশ্য . .

সে টেলিফোন বুথ থেকে হন হন ক'রে বের হয়ে বুথের কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো।

"দয়া ক'রে আমার বিলটা দিবেন কি," ডেস্কে বসা লোকটাকে বললো সে। "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নীচে নেমে আসবো।"

লেবেল ৭টা ৩০ মিনিটে তার অফিসে ঢোকা মাত্রই সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসের ফোনটা এলো।

"অনেক্ষণ পরে ফোন করার জন্য দুঃখিত," বৃটিশ গোয়েন্দাটি বললো। "ডেনিস কনসুলার অফিসের স্টাফদের ঘুম থেকে তুলে অফিসে ফেরত পাঠাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, অনেক সময় ধ'রে তাদেরকে বোঝাতে হয়েছে। আপনি একদম ঠিকই বলেছেন। জুলাইর চৌদ্দ তারিখে একজন ডেনিস তার পাসপোর্ট হারিয়েছিলো। তার সন্দেহ ওয়েস্ট এন্ড হোটেল থেকে তার পাসপোর্টটি চুরি হয়েছে। তবে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই। হোটেল ম্যানেজারের অনুরোধে কোন অভিযোগও দায়ের করা হয়নি। নাম যাজক পার জেনসেন, কোপেনহেগেনের। বর্ণনা দিচ্ছি, উচ্চতা ছয় ফুট, নীল চোখ, চুলের রঙ ধূসর।"

"এটাই চাইছিলাম, ধন্যবাদ সুপারিন্টেনডেন্ট।" লেবেল ফোনটা নামিয়ে রাখলো। "প্রিফেকচারে আমাকে একটা লাইন দাও," সে কারোনকে বললো।

চারটা কালো মারিয়া গাড়ি কুয়ে দে গ্রী আগুস্তা-এর হোটেলের বাইরে এসে থামলো আটটা ত্রিশে। রুম নাম্বার ৩৭ এ পুলিশের দলটা অভিযান চালালো। ঘরটা টর্নেডোতে আক্রান্ত হবার মতো অবস্থা হয়ে গেলো।

"আমি দুঃখিত, মঁসিয়ে *লো কমিশার,*" হোটেল মালিক অভিযানের নেতৃত্বে থাকা হাস্যকর রকমের দেখতে গোয়েন্দাটিকে বললো যে, "মাত্র এক ঘন্টা আগে মঁসিয়ে জেনসেন এখান থেকে চ'লে গেছেন।"

জ্যাকেল একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে গেলো গার দি অস্তারলিৎজ-এ, যেখানে সে গত সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছিলো। তাকে খোঁজার জায়গাটাও সেই সাথে পরিবর্তিত হয়ে গেলো অন্য কোথাও। সে লাগেজ অফিসে তার সুটকেসটা জমা দিয়ে দিলো, যাতে রয়েছে রাইফেল, সামরিক কোট আর আঁদ্রে মার্টিন নামের ফরাসিটার কাল্পনিক কাপড়-চোপড়গুলো। তার নিজের কাছে রেখে দিলো আমেরিকান ছাত্র মার্টি শুলবার্গের কাগজ-পত্র এবং কাপড়-চোপগুলো। সেই সাথে হাতব্যাগটাও, যাতে মেক-আপ সামগ্রীগুলো রয়েছে।

এসবের সাথে সে প'রে আছে কালো সুট আর পোলো সোয়েটার। স্টেশনের আশেপাশে কোন সস্তা হোটেল খুঁজে ফিরলো সে। কেরাণীটি তাকে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি পূরণ করতে দিলো। সে এতটাই অলস ছিলো যে, অতিথির পাসপোর্টের সাথে রেজিস্টারের তথ্যের কোন গরমিল আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখলো না, যদিও নিয়ম আছে দেখার। ফলে রেজিস্টেশন কার্ডে যাজক পার জেনসেন নামটি থাকল্যো না।

ঘরে ঢুকেই জ্যাকেল তার মুখমণ্ডল এবং চুলে কাজ করতে শুরু ক'রে দিলো। সলভেন্টের সাহায্যে ধূসর রঙটা ধুয়ে ফেলা হলে সোনালী চুলটা বেড়িয়ে এলো। সোনালী

চুলটাকে বাদামী করা হলো, মার্টি শুলবার্গের মতো। নীল কনটাক্ট লেন্সটা সরানো হলো না, কিন্তু আমেরিকান ছাত্রের এক্সিকিউটিভ চশ্‌মাটা বদলে গোল্ড রিম চশ্‌মাটা পরা হলো। কালো জুতা, মোজা, শার্ট, ক্লারিকাল সুট ইত্যাদি সুটকেসের ভেতরে রাখা হলো। সেটার সাথে যাজক জেনসেনের পাসপোর্টটা। সে আমেরিকান কলেজ ছাত্রদের মতো জিন্স, টি-শার্ট প'রে সিরাকুস, নিউইর্য়কের একজন কলেজ ছাত্র হয়ে গেলো।

সকালের মাঝামাঝি সময়ে, আমেরিকান পাসপোর্টটা বুক পকেটের একটাতে রেখে অন্য পকেটটাতে এক বান্ডিল ফরাসি ফ্রাঁ ভ'রে সে অন্যত্র চ'লে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। যাজক জেনসেনের ব্যবহার্য বাকি জিনিসগুলো যে সুটকেসটাতে ছিলো সেটা ওয়ার্ডরোবে রেখে দিলো। সেটার চাবি কমোটে ফেলে ফ্ল্যাশ ক'রে দিলো। চ'লে যাবার সময় সে ফায়ারস্কেপের সিঁড়িটা ব্যবহার করলো। এর পর থেকে হোটেলে তার টিকিটিও আর দেখা গেলো না। কয়েক মিনিট পরে সে গার দি অস্তারলিৎজ-এর লাগেজ অফিসে হাতব্যাগটাও জমা দিয়ে আসলো। দ্বিতীয় সুটকেসের টোকেনটা পেছনের পকেটে রাখলো, সেখানে আগের প্রথম সুটকেসের টোকেনটাও ছিলো। তারপর সে চ'লে গেলো। নদীর বাম তীরে ফিরে যাবার জন্য সে একটা ট্যাক্সি ধরলো, বুলেভার্ড সেন মিশেল এবং লুই দু লা হোসে থেকে বেড়িয়ে পড়লো। প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারের জনারণ্যে মিশে গেলো সে। সেখানে সচরাচর ছাত্র-ছাত্রী আর তরুণ-তরুণীদের ভীড় বেশি থাকে।

একটা সস্তা রেঁস্তোরায় ব'সে লাঞ্চ করার সময় সে ভাবতে লাগলো আজ রাতটা সে কোথায়, কীভাবে কাটাবে। লেবেল যে, এই সময়ের মধ্যেই যাজক পার জেনসেনকে উদ্‌ঘাটন ক'রে ফেলবে, সে ব্যাপারে তার খুব কম সন্দেহই ছিলো। আর মার্টি শুলবার্গের ছদ্মবেশটাকে সে চব্বিশ ঘন্টার বেশি সময় দিলো না।

"ধ্যাৎ, শালার লেবেল," সে খুবই হিংস্রভাবে বললো, কিন্তু ওয়েট্রেসকে একটা চওড়া হাসি দিয়ে বললো, "ধন্যবাদ হানি।"

লেবেল লন্ডনের থমাসের কাছে আবার ফিরে এলো দশটা বাজে। তার অনুরোধটা থমাসের জন্য একটা গভীর আর্তনাদের কারন হলো, কিন্তু সৌজন্যবশত সে বললো, সে তার সাধ্যমত সব কিছুই করবে। ফোনটা নামিয়ে থমাস গত সপ্তাহে এই তদন্তের কাজে নিয়োজিত ছিলো যে সিনিয়র ইন্সপেক্টর তাকে ডেকে পাঠালো।

"ঠিক আছে, বসো," সে বললো। "ফরাসিরা আবার পিছিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে তারা আবার তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন সে প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে এসে পড়েছে। তারা সন্দেহ করছে, সে হয়তো আরেকটা ভূয়া পরিচয়-পত্র তৈরী করেছে। আমরা এখন লন্ডনে অবস্থিত সবগুলো দেশের কনসুলেটে ফোন ক'রে জানতে চাইবো, গত জুলাই থেকে তাদের কাছে কতজন বিদেশী পাসপোর্ট হারানোর ঘটনা রিপোর্ট করেছে। নিগ্রো এবং এশিয়ানদের বাদ দিও। শুধুমাত্র ককেশীয়দের ব্যাপারেই খোঁজ নিও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির উপড়ে যারা আছে তাদেরকে সন্দেহের তালিকায় রেখো। কাজে লেগে যাও।"

প্যারিসের মন্ত্রণালয়ের দৈনিক সভাটাকে এগিয়ে নিয়ে এসে বেলা দুটোর দিকে শুরু করা হলো।

যথারীতি লেবেলের রিপোর্ট ছিলো আক্রমণাত্মকহীন, একঘেয়ে। খুব শীতল অভ্যর্থনা পেলো সে।

"নিকুচি করি লোকটার," মন্ত্রী সাহেব ক্ষোভে বললেন।

"তার তো দেখি শয়তানের ভাগ্য।"

"না, মঁসিয়ে *লো মিনিস্ত্রে*, এটা ভাগ্যের ব্যাপার ছিলো না। তাকে আমাদের তদন্তের অগ্রগতির প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে ক্রমাগত জানানো হয়েছে। এজন্যেই সে সট্‌কে পড়তে পেরেছে এতো তাড়াতাড়ি। আর সে জন্যেই সে শ্যালোয়াঁ'র মহিলাকে খুন করেছে। তাকে ধরার জালটা পাতার আগেই সে চ'লে গেছে। প্রতিরাতে আমি অগ্রগতি সম্পর্কে এই সভাতে জানিয়ে আসছি। তিনবার আমরা তাকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে ধরতে পারিনি। আজকের সকালে ভাল্‌মিকে গ্রেফতার করতে পারলেও ভাল্‌মিকে টেলিফোনে নকল করতে না পারার জন্য আমি তাকে ধরতে পারিনি। সে যেখানে ছিলো, সেখান থেকে সট্‌কে পড়েছে। আরেকটা ভূয়া পরিচয়ে নিজেকে বদলে নিয়েছে। কিন্তু প্রথম দু'বার এই সভাতে আমি জানানোর পরে সে খুব সকালেই সেটা জানতে পেরেছিলো।"

টেবিলটা ঘিরে এক ধরণের অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো।

"আমি মনে করতে পারছি, কমিশার, এই রকম কথা আপনি এর আগেও বলেছেন," খুব ঠাণ্ডাভাবে মন্ত্রী সাহেব বললেন। "আমি আশা করবো আপনি বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাপারটা খুলে বলুন।"

উত্তর দেবার জন্য লেবেল ছোট্ট একটা টেপরেকর্ডার টেবিলের উপর তুলে রেখে সেটা চালু ক'রে দিলো। নীরব-নিথর সেই ঘরটাতে টেপের কথপোকথনটা খুবই ধাতব আর কর্কশ শোনালো। যখন সেটা শেষ হলো তখন সবাই যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলো। কর্নেল সেন ক্লেয়ারের মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো। নিজের হাত দুটো কচ্‌লাতে শুরু করলো সে।

"এটা কার কণ্ঠস্বর?" রেগেমেগে মন্ত্রী সাহেব জানতে চাইলেন।

লেবেল নীরব রইলো। সেন ক্লেয়ার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালে ঘরের সবগুলো চোখ তার দিকে তাকাতে শুরু করলো।

"আমি খুবই দুঃখের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি – *মঁসিয়ে লো মিনিস্ত্রে*–এই কণ্ঠটা– আমার একজন বন্ধুর। বর্তমানে সে আমার সাথে বসবাস করছে ....আমাকে একটু ক্ষমা করবেন।"

পদত্যাগ করার একটা চিঠি লেখার জন্য সে ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলো। ঘরের সবাই মাথা নীচু ক'রে রইলো।

'খুব ভালো, কমিশার।" মন্ত্রীর কণ্ঠস্বরটা খুবই শান্ত, "আপনি শুরু করতে পারেন।"

লেবেল তার রিপোর্ট দিতে শুরু করলো, সেখানে থমাসের কাছে করা তার অনুরোধটি এবং প্রতিটা হারানো পাসপোর্টের খোঁজ করার কথাও থাকলো।

"আমি আশা করি," সে এই ব'লে সমাপ্তি টানলো, "আজ সন্ধ্যার মধ্যেই একটা তালিকা পেয়ে যাবো, যাতে একজন অথবা দুজন হয়তো থাকবে যে, আমাদের বর্ণনার সাথে খাপ খেয়ে যাবে। আমরা ইতিমধ্যেই জ্যাকেলের বর্ণনা পেয়ে গেছি। যখনই আমি এসব

জানতে পারবো তখনই ঐ সব পাসপোর্টের মালিকদের দেশের কনসুলার থেকে তাদের একটা ছবি পাঠিয়ে দিতে বলবো। তাহলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো জ্যাকেল এখন কোন বেশ ধরেছে। ভাগ্য ভালো হ'লে ছবিগুলো আমরা আগামীকাল বিকেলের মধ্যেই পেয়ে যাবো।"

"আমার কাজ হলো," বললেন মন্ত্রীসাহেব, "প্রেসিডেন্টের সাথে এব্যাপারে যেসব কথাবার্তা হবে সেসব রিপোর্ট করা। তিনি খুনিটার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজের চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী জোড়দার করতে একদমই রাজী হচ্ছেন না। সত্যি বলতে কি, এমনটিই আমরা আশ্যা করেছিলাম। যাইহোক, একটা জিনিস আমি তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছি। প্রচারণার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটা তুলে নেয়া হবে। অন্ত ত পক্ষে এই ব্যাপারে। জ্যাকেল এখন একজন সাধারণ খুনি। সে ব্যারোন দ্য লা শ্যালোঁয়া'র ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করেছে, তার উদ্দেশ্য ছিলো স্বর্ণালংকার চুরি করা। এটা বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, সে এখন প্যারিসে চ'লে এসে লুকিয়ে আছে কোথাও। ঠিক আছে, ভদ্রমহোদয়গণ?

"এটা সন্ধ্যার খবরের কাগজে ছাপা হবে। কমপক্ষে শেষ এডিশনে ছাপা হবে। যখনই আপনারা পুরোপুরি নিশ্চিত হবেন যে, ঐ তিনটা আইডেন্টির লোকটা কে, তখন তার ছবিটা এবং নামটা আপনারা পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে পারবেন। এই ক্ষমতা আপনাদেরক আমি দিলাম।

"সেই হতভাগা পর্যটকটা, লন্ডনে যার পাসপোর্টটা হারিয়েছে, তার ছবিটা আপনারা আগামীকাল সকালে পেয়ে যাবেন। সেটা তখন সান্ধ্যকালীন পত্রিকায়, রেডিওতে এবং টেলিভিশনে দিয়ে দিতে পারবেন।

"এটা ছাড়াও, যেই মুহূর্তে আমরা নামটা পেয়ে যাবো, প্যারিসের প্রতিটি পুলিশ এবং সিআরএস'র লোকদেরকে তখন রাস্তায় নামানো হবে। প্রতিটি লোককেই সার্চ ক'রে তাদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করতে হবে।"

পুলিশের প্রিফেক্ট, সিআরএস'র প্রধান এবং নিজের পরিচালকগণ দ্রুত নোট ক'রে নিলো। মন্ত্রী আবার শুরু করলেন।

"ডিএসটি এখন সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিসের সহায়তায় ওএএস'র প্রতি সমর্থন আছে এমন লোকের খোঁজ করবে। বুঝতে পেরেছেন?"

ডিএসটি' এবং আরজি অফিসের প্রধান খুবই জোরে জোরে মাথা নাড়লো।

পুলিশ জুডিশিয়ার তার সমস্ত গোয়েন্দাদেরকে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, সবাইকে জড়ো ক'রে খুনিটাকে ধরার কাজে লাগানো হবে।"

পিজে'র ম্যাক্স ফার্নেট মাথা নাড়লো।

"আর প্রসাদের ব্যাপারে বলছি, আমি তাঁর প্রতিটি চলাফেরার জায়গা সম্পর্কে তালিকা চাই, আর এটা এখন থেকেই করতে হবে। এমনকি তিনি নিজেও যাতে না জানেন যে, তার ভালোর জন্য আমরা বাড়তি ব্যবস্থা নিয়েছি। অবশ্যই আমি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনীকে ব'লে উনার চারপাশে এমন নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী তৈরি করতে বলবো যা এর আগে কখনও করা হয়নি। কমিশার দুকরেত?"

দ্য গলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান জ্যাঁ দুকরেত্ত মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"বৃগেড ক্রিমিনাল"-মন্ত্রীসাহেব কমিশার বোভোয়া'র দিকে চোখ স্থির ক'রে বললেন-"অবশ্যই অনেক অনেক আন্ডার ওয়ার্ল্ডের লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখে, তাদেরকে টাকা দিয়ে পুষে। আমি চাই তাদের সবাইকে এই লোকটাকে ধরার কাজে লাগানো হোক, নাম আর বর্ণনা তাদের কাছে সরবরাহ করা হোক। ঠিক আছে?"

মরিস বোভোয়া বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে মাথা নাড়লো। ভেতরে ভেতরে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। সে তার জীবনে কিছু মানুষ-শিকারের ঘটনা দেখেছে, কিন্তু এবারেরটা বিশাল ঘটনা। লেবেল যখনই একটা নাম আর পাসপোর্ট নাম্বার দিয়েছে, তখনই আন্ডার ওয়ার্ল্ড থেকে আনুমানিক এক লক্ষ লোককে নিরাপত্তাবাহিনীর সাথে নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু ক'রে দিয়েছে। পথ-ঘাট, হোটেল বার, এবং রেঁস্তোরাগুলোতে একজন লোককে খুঁজতে লেগে গেছে তারা।

"আর কোন উৎস থেকে কি তথ্য পাওয়া যেতে পারে?" জিজ্ঞেস করলেন মন্ত্রী সাহেব।

কর্নেল রোল্যান্ড খুব দ্রুত জেনারেল গুইবদের দিকে তাকালো, তারপর কমিশার বোভোয়ার দিকে। সে একটু কাশি দিলো।

"ইউনিয়ন কর্স, সবসময় যেমনটা হয়।"

জেনারেল গুইবদ তার হাতের নখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বোভোয়াকে দেখে মনে হলো আস্ত একটা ছুরি। অন্যদেরকে একটু বিব্রত মনে হলো। ইউনিয়ন কর্স, কর্সিকানদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠন। ভেনদেত্তোর ছেলেদের এবং আজাচ্চিরর ভাইদের বংশোদ্ভুত। এটা ফ্রান্সের সবচাইতে বড় সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেট। মার্সেই এবং দক্ষিণ তীরের বেশির ভাগ এলাকা তারা ইতিমধ্যেই ঘাটি বানিয়ে ফেলেছে। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস, তারা মাফিয়াদের চেয়েও বেশি পুরনো এবং বিপজ্জনক। মাফিয়াদের মতো তারা কখনও এই শতাব্দীর শুরুর দিকে দেশ ছেড়ে আমেরিকায় অভিবাসী হয়নি। মাফিয়ারা যখন ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠলো তখন থেকেই তারা সবধরণের প্রচারণা এড়িয়ে চলতে শুরু করে। ইউনিয়নের সাথে গলপন্থীরা এ পর্যন্ত দু'বার জোটবদ্ধ হয়েছে। আর দুবারই তাদের মনে হয়েছে ব্যাপারটা খুবই মূল্যবান কিন্তু বিব্রতকর। ইউনিয়ন সবসময়ই তাদের অপরাধী চক্রকে পুলিশের নজরদারি থেকে বিরত রাখার দাবী ক'রে থাকে। ইউনিয়ন ১৯৪৩ সালের আগস্টে মিত্রবাহিনীকে ফ্রান্সের দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করতে সাহায্য করেছিলো। এরপর থেকেই তারা মার্সেই এবং তুলে শহরটা নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। ১৯৬১ সালের এপ্রিলের পরে তারা আবারও আলজেরীয় বসতিকারী এবং ওএএস'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করেছিলো। আর এজন্যেই তারা তাদের এলাকা সেই সূদুর উত্তর থেকে প্যারিস পর্যন্ত বাড়াতে পেরেছে। মরিস বোভোয়া, একজন পুলিশের লোক হিসেবে তাদের ধৃষ্ঠতাকে ঘৃণা করে; কিন্তু সে জানতো রোল্যান্ডের এ্যাকশন সার্ভিস এসব কর্সিকানদেরকে খুব বেশি ব্যবহার ক'রে থাকে।

"আপনি মনে করেন, তারা সাহায্য করতে পারবে?" মন্ত্রী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

"যদি এই জ্যাকেল, তারা যতোটা বলেছে, ততোটা বুদ্ধিমান, কৌশলী হয়ে থাকে," রোল্যান্ড জবাব দিলো।

"তাহলে আমার ধারণা, যদি প্যারিসের কেউ তাকে খুঁজে পায় তবে সেটা ইউনিয়নই পারবে।"

"প্যারিসে তাদের কতোজন লোক আছে?" মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রায় আশি হাজার, পুলিশে আছে কিছু, কাস্টমস্ অফিসার কিছু, সিআরএস'র সিক্রেট সার্ভিসে কিছু এবং অবশ্যই আন্ডার ওয়ার্ল্ডে রয়েছে বেশির ভাগ। তারা সবাই খুবই সংগঠিত।"

"তাদেরকে ব্যবহার করুন," মন্ত্রী বললেন। আর কোন সাজেশন কেউ দিলো না।

"তো কথা হলো এই। কমিশার লেবেল, এখন আমরা সবাই আপনার কাছে একটা নাম চাই, একটা বিবরণআর একটা ছবিও চাই। এরপরে এই জ্যাকেলকে আমি ছয় ঘন্টা সময় দিবো।"

"আসলে আমাদের হাতে তিনটা দিন রয়েছে," লেবেল বললো, যে কিনা এতক্ষণ ধ'রে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলো। তার শ্রোতারা তার দিকে চোখ বড় বড় ক'রে তাকিয়ে রইলো।

"আপনি সেটা জানলেন কিভাবে?" জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স ফার্নেট।

লেবেল কয়েকবার চোখের পাতা ফেললো।

"আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি খুব হাল্কাভাবে কথাটা বলেছি ব'লে। এক সপ্তাহ ধ'রে আমি নিশ্চিত যে, জ্যাকেলের একটা পরিকল্পনা রয়েছে। প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্য সে একটা দিন বেছে নিয়েছে। সে যখন আমাদের হাত ফস্কে পালিয়ে গেলো তখন কেন সে খুব দ্রুত যাজক জেনসেন হলো না? কেন সে তৎক্ষণাৎই ভ্যালেঁ থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন ধ'রে প্যারিসে এলো না? কেন সে ফ্রান্সে এসে সময় নষ্ট ক'রে এক সপ্তাহ পার ক'রে দিলো?"

"হ্যাঁ, কেন?" কেউ একজন বললো।

"কারন, সে একটা দিন ঠিক ক'রে রেখেছে।" বললো লেবেল। "সে জানে কখন সে আঘাত হানবে। কমিশার দুকরেত, আজকে অথবা কালকে অথবা শনিবারে কি প্রসাদের বাইরে প্রেসিডেন্টের কোন অনুষ্ঠান আছে?"

দুকরেত মাথা নাড়লো।

"আর রবিবারে, আগস্টের পঁচিশ তারিখে?" লেবেল জিজ্ঞেস করলো।

টেবিলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যেনো গম ক্ষেতে বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে।

"অবশ্যই," দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মন্ত্রী সাহেব বললেন। "স্বাধীনতা দিবসে। আর ব্যাপারটা হলো সেইদিন আমাদের প্রায় সবাই তাঁর সাথে থাকবো। ১৯৪৪ সালের এই দিনে প্যারিস স্বাধীন হয়েছে।"

"যথার্থই," বললো লেবেল। "সে কিছুটা মনোবিজ্ঞানীর মতো, আমাদের জ্যাকেলের কথা বলছি। সে জানে একটা দিন আছে, যখন জেনারেল গল তাঁর সময় অন্য কোথাও কাটান না, এখানে ছাড়া। তাই বলা হয়ে থাকে, এটা তাঁর জন্য একটি মহান দিবস। এই দিনটার জন্যই গুপ্তঘাতক অপেক্ষা ক'রে আছে।"

"সেক্ষেত্রে," মন্ত্রী সাহেব ঝটপট ব'লে ফেললেন, "আমরা তাকে ধরেই ফেলেছি বলা যায়। তার তথ্যের উৎসগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সে প্যারিসের এমন কোন জায়গা নেই

যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে। প্যারিসের কোন সম্প্রদায়ই তাকে নিতে চাইবে না, এমনকি অজ্ঞাতসারেও তাকে কোন ধরণের আশ্রয় ও সুরক্ষা দিবে না। আমরা তাকে পেয়ে গেছি। কমিশার লেবেল, আপনি আমাদেরকে সেই লোকটার নাম দিন।"

ক্লদ লেবেল উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ছুটলেন। বাকিরা লাঞ্চ করার জন্য উঠতে শুরু করলো।

"ওহ্, একটা কথা," মন্ত্রী সাহেব লেবেলকে পেছন থেকে ডেকে বললেন, "আপনি কি ক'রে জানলেন কর্নেল সেন ক্লেয়ারের ব্যক্তিগত এপার্টমেন্টের টেলিফোনটা 'ট্যাপ' করতে হবে?"

লেবেল দরজার দিক থেকে ঘুরে কাঁধ ঝাঁকালো।

"আমি কিছুই জানতাম না," সে বললো, "তাই গতরাতে আমি আপনাদের সবার ফোনই ট্যাপ করেছিলাম। গুড ইভিনিং, ভদ্রমহোদয়গণ।"

সেইদিন বিকেল ৫টার দিকে, হাতে বিয়ার নিয়ে প্লেস দ্য লোদিয়োঁ সংলগ্ন একটা ক্যাফের প্রাঙ্গনে বসেছিলো জ্যাকেল। তার চেহারাটা সূর্যের আলো থেকে ঢেকে রেখেছিলো কালো সানগ্লাসটা; যেরকমটি অন্য সবাই ব্যবহার ক'রে থাকে। জ্যাকেল আইডিয়াটা পেয়ে গেলো। এটা সে পেলো রাস্তা দিয়ে দুটো লোককে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে দেখে। সে বিয়ারের পয়সা দিয়ে চ'লে গেলো। একশ গজ দূরে রাস্তার এক পাশে সে পেয়ে গেলো মেয়েদের একটা বিউটি পার্লার, এটাই সে খুঁজছিলো। সে ওখানে গিয়ে কিছু জিনিস কিনে নিলো।

সেই দিন সন্ধ্যায় পত্রিকাগুলো তাদের শিরোনাম বদলে ফেললো। লেট এডিশনে একটা ব্যানার শিরোনাম ছাপা হলো সবগুলো কাগজে *"আসাসিন দেলা বেলে ব্যারেনে সে রিফিউজি এ প্যারিস।"* এটার নীচে ব্যারোন দে লা শ্যালোয়াঁ'র পাঁচ বছর আগের তোলা একটা ছবি ছেপে দেয়া হলো। ছবিটা একটা আর্কাইভ থেকে যোগাড় করা হয়েছিলো ব'লে সবগুলো পত্রিকাই ঐ একটা ছবিই ছাপালো। সাড়ে ছ'টার দিকে ফ্রাঁসোয়া পত্রিকার একটা কপি বগলে নিয়ে কর্নেল রোল্যান্ড রুই ওয়াশিংটনের ছোট্ট একটা ক্যাফেতে প্রবেশ করলো। কালো চোয়ালের বারম্যান লোকটা তার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে হলের পেছনের একটা লোকের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করলো।

দ্বিতীয় লোকটা এসে রোল্যান্ডকে বললো।

"কর্নেল রোল্যান্ড?"

এ্যাকশন সার্ভিসের প্রধান মাথা নাড়লো।

"আমার সাথে আসুন, দয়া করে।"

সে ক্যাফের পেছন দিককার একটা দরজার দিকে তাকে নিয়ে গেলো। দোতলায় একটা ছোট্ট বসার ঘরে, যেটা সম্ভবত ক্যাফের মালিকেরই হবে, সেটার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো তারা। দরজায় টোকা দিলে ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ বললো, *এনত্রেজ।*"

রোল্যান্ড ঘরে ঢোকা মাত্র দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো। তার সামনে চেয়ারে বসা লোকটা, উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"কর্নেল রোল্যান্ড? *এনশ্যান্তেঁ*। আমি ইউনিয়ন কর্সের *ক্যাপো*। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি একজন লোককে খুঁজতে এসেছেন ...."

আটটা বাজে সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস লন্ডন থেকে এলো। তাকে খুবই ক্লান্ত মনে হলো। দিনটা খুব সহজ ছিলো না। কিছু কিছু কনসুলেট খুব আগ্রহ নিয়েই সহযোগীতা করতে চেয়েছে। বাকিদের রাজী করানোটা ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য।

মহিলা, নিগ্রো, এশিয়ান এবং বেটে-খাটো লোক বাদে, আটজন পুরুষ পর্যটক বিগত পঞ্চাশ দিনে তাদের পাসপোর্ট হারিয়েছে অথবা চুরি হয়েছে, সে বললো। খুব যত্ন আর সতর্ক হয়ে সে এসবের তালিকা তৈরী করেছে, নাম, পাসপোর্ট নাম্বার এবং বর্ণনা সহকারে।

"এখন, এখান থেকে খুঁজে দেখি কারা বাদ পড়তে পারে," সে লেবেলকে বললো। "তিনজন তাদের পাসপোর্ট হারিয়েছে যখন আমাদের জানা মতে, জ্যাকেল ওরফে ডুগান লন্ডনে ছিলো না। আমরা এয়ারলাইন টিকেট অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে জুলাই'র আঠারো তারিখে সে সন্ধ্যার ফ্লাইটে কোপেনহেগেনে চ'লে গিয়েছিলো। বিই'র মতে তাদের ব্রাসেল্‌স কাউন্টার থেকে নগদ টাকায় একটা টিকেট কেটে সে আগস্টের ছয় তারিখে লন্ডনে ফিরে এসেছিলো।"

"হ্যাঁ, সেটা খোঁজ নেয়া হয়েছে," বললো লেবেল।

"আমরা উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছি লন্ডনের বাইরে তার সময়টা সে প্যারিসে কাটিয়েছে। জুলাই'র একুশ থেকে জুলাইর একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত।"

"তো," থমাস বললো, "তিনটা পাসপোর্ট হারিয়েছে যখন সে এখানে ছিলো না। আমরা সেগুলো বাদ দিতে পারি, তাই না?"

"হ্যাঁ," লেবেল বললো।

"বাকি পাঁচটার মধ্যে একজন খুব বেশি লম্বা, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি, আপনাদের ভাষায় সেটা দুমিটারেরও বেশি। তাছাড়া সে একজন ইতালিয়। তার মানে পাসপোর্টে তার উচ্চতার হিসাব মিটার এবং সেন্টি মিটারে দেওয়া, অর্থাৎ ফরাসি কাস্টমসের খুব সহজেই সেটা বুঝতে পারার কথা আর সহজেই ধরতে পারার কথা, যদি জ্যাকেল উচ্চতা লুকাতে কোন ধরণের কৌশল নিয়ে না থাকে। এতোটা উচ্চতা লুকাতে পারার কথাও নয়।"

"আমিও এ ব্যাপারে একমত, লোকটা,দৈত্যাকারের। তাকে বাদ দিন। বাকি চার জনের কি অবস্থা?" লেবেল জিজ্ঞেস করলো।

"একজনতো খুব বেশি মোটা-সোটা, দুশো বিয়াল্লিশ পাউন্ড অথবা একশো কিলোর বেশি। জ্যাকেলকে এরকম ওজন নিতে হলে প্যাড পড়তে হবে, তাতে আবার হাঁটা-চলা করা খুব কষ্টকর।"

"তাকেও বাদ দিন," লেবেল বললো, "আর?"

"আরেকজন খুব বেশি বয়সের। তার উচ্চতা ঠিকই আছে কিন্তু বয়স সত্তরেরও বেশি। জ্যাকেলকে এরকম দেখতে হ'লে খুব ভালো থিয়েটার মেক-আপ নিতে হবে।"

"তাকেও বাদ দিতে পারেন," বললো লেবেল।

"শেষের দুজনের কি অবস্থা?"

"একজন নরওয়েজিয়ান, অন্যজন আমেরিকান।" থমাস বললো। "দুজনেই আমাদের সন্দেহের সাথে মিলে যায়। লম্বা, চওড়া কাঁধ, বিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে; দুটো দিক থেকে আপনার সন্দেহের সাথে নরওয়েজিয়ানটা মিল খায় না। একটা হলো, সে সোনালী চুলের: আমার মনে হয়না জ্যাকেল, ডুগান হিসেবে প্রকাশিত হবার পর আবার নিজের চুলের রঙে ফিরে যাবে। তাই কি? তবে তো সে দেখতে অনেকটাই ডুগানের মতো হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো, নরওয়েজিয়ানটা তার কনসুলেটে এই কথা বলেছিলো যে, তার নিশ্চিত বিশ্বাস পাসপোর্টটা চুরি হয়নি। নদীতে নৌকা বাইচ খেলার সময় সে এবং তার মেয়ে বন্ধু পানিতে প'ড়ে গেলে ওটা হারিয়েছে ব'লেই তার ধারণা। কেননা পাসপোর্টটা তার বুক পকেটেই ছিলো। অন্যদিকে আমেরিকানটা পুলিশকে জানিয়েছিলো যে, লন্ডন বিমান বন্দরে তার হাত ব্যাগটাসহ পাসপোর্টটা চুরি হয়ে গেছে। আপনি কি মনে করেন?"

"আমার কাছে আমেরিকানটার সব বিবরণ পাঠিয়ে দিন," লেবেল বললো। "আমি তার ছবিটা ওয়াশিংটনের পাসপোর্ট অফিস থেকে যোগাড় ক'রে নেবো। আর আপনার সাহায্য এবং চেষ্টার জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

দশটার দিকে মন্ত্রণালয়ে আবার দ্বিতীয় মিটিংটা বসলো। এটা ছিলো এযাবত কালের সবচাইতে সংক্ষিপ্ততম। ইতিমধ্যেই একঘন্টা আগেই মার্টি শুলবার্গের একটা ছবির কপি সবগুলো নিরাপত্তা সংস্থার লোকদের কাছে দিয়ে দেয়া হয়েছিলো। হত্যার আসামী হিসেবে তাকে খোঁজা হচ্ছে ব'লে নির্দেশ দেয়া হলো। সকালের আগেই একটা ছবি আশা করা হচ্ছিলো, সকালের পত্রিকার পাতায় ওটা ছাপা হবে।

মন্ত্রী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, যখন আমরা প্রথম সভা করেছিলাম, তখন কমিশার বোভোয়া আমাদেরকে বলেছিলেন, এই খুনি জ্যাকেলের পরিচয় খুঁজে বের করার কাজটা একদম খাঁটি গোয়েন্দার কাজ। এ ব্যাপারে মূলতঃ আমি দ্বিমত পোষণ করিনি। আমরা বিগত দশদিন ধ'রে কমিশার লেবেলের সার্ভিস পাওয়ায় জন্য ভাগ্যবান ব'লে মনে করছি। গুপ্তঘাতকের তিন-তিনবার পরিচয় বদলানো এবং আমাদের এই ঘর থেকেই বার বার তথ্য পাচার হবার পরেও তিনি খুনির পরিচয় এবং তাকে প্রায় ধ'রে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" তিনি তাঁর মাথাটা লেবেলের দিকে একটু ঝোঁকালেন। লেবেলকে তখন খুবই বিব্রত দেখাচ্ছিলো।

"যাইহোক, এখন থেকে এই কাজটা আমাদের সবার উপরই বর্তাবে। আমাদের কাছে একটা নাম আছে, একটা বর্ণনা আছে, একটা পাসপোর্ট নাম্বারও আছে। আছে তার জাতীয়তার পরিচয়। আর এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা একটা ছবিও পেয়ে যাবো। একঘন্টা পরে, আমরা আমাদের লোকটাকে পেয়ে যাবো। ইতিমধ্যেই প্যারিসের প্রতিটা পুলিশ, সিআরএস'র সবাই এবং প্রত্যেক গোয়েন্দাকে বৃফ করা হয়েছে। সকালের আগে অথবা আগামীকাল বিকেলের মধ্যে এই লোকটার পালানোর জন্য আর কোন জায়গা থাকবে না।

"এখন আপনাকে আবার কংগ্রাচুলেট করতে দিন, কমিশার লেবেল। আর সেই সাথে আপনার কাঁধ থেকে এই তদন্তের বোঝা অপসারণ করতে দিন। সামনের সময়গুলোতে আপনার অমূল্য সহযোগীতা আমাদের আর দরকার হবে না। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ভালোভাবেই সেটা হয়েছে। ধন্যবাদ আপনাকে।"

সে খুব ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করছিলো। লেবেল বার কয়েক তার চোখের পাতা ফেললো, তারপর নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো। সে তার মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানালো। তারাও তার দিকে অভিবাদনের হাসি ছুঁড়ে দিলো। সে ঘুরে ঘর থেকে চ'লে গেলো।

দশদিনের মধ্যে এই প্রথম, কমিশার লেবেল নিজের বাড়ির বিছানায় শুতে গেলো। সে যখন দরজাটা চাবি দিয়ে খুলতে গেলো, তার বউ তখন বকাঝকা করতে শুরু ক'রে দিলো, আর সেই সময়টা ঘড়িতে ২৩ শে আগস্ট বেজে গেলো।

বিশ

জ্যাকেল বারে ঢুকলো মধ্যরাতের একঘন্টা আগে। ভেতরটা অন্ধকার ছিলো তাই ঘরটার আকৃতি কতো বড় সেটা বুঝতে তার কয়েক সেকেন্ড লাগলো। বাম দিকের দেয়াল জুড়ে লম্বা একটা বার। তার পেছনে চক্ চকে আয়না আর সারি সারি মদের বোতল রাখা র‍্যাক্। বারে লোকটা লোকটা দরজাটা ঠাস্ ক'রে বন্ধ হবার সাথে সাথে তার দিকে সরাসরি কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকালো।

বারটা লম্বা এবং সরু। ছোটো ছোটো টেবিল বাম দিকের দেয়াল জুড়ে বিছানো। শেষ প্রান্তে চওড়া একটা সেলুন, সে জায়গাটাতে এখানে সেখানে বড় বড় টেবিল পাতা যাতে চারজন কিংবা ছয়জন একত্রে বসতে পারে। বারের সামনে, কাউন্টারের দিকে মুখ ক'রে থাকা এক সারি টুল বসানো। বেশীরভাগ টুলগুলোই খদ্দেরদের দখলে। এরা রাতের নিয়মিত খদ্দের।

দরজার পাশের টেবিলে বসা খদ্দেররা তাকে দেখেই নিজেদের মধ্যে কথা বার্তা বন্ধ ক'রে দিলো। লম্বা সুঠাম দেহের লোকটাকে নিয়ে বাকীদের মধ্যে ফিস্ ফাস্ শুরু হয়ে গেলো। ফিস্ ফাসের মধ্যে একটু হাসা হাসি আর ঠাট্টা তামাশার ভাব লক্ষ্য করা গেলো। সে দূরের একটা খালি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। লাফিয়ে বারের সামনে রাখা টুলটাতে উঠে বসতেই পেছন থেকে একটা ফিস্ ফিসানি শুনতে পেলো।

"*ওহ্ রিগার্দে মোয়ে কাল্*! আহ্ কী চমৎকার পেশী, ডার্লিং, আমি পাগল হয়ে যাবো।"

বারের লোকটা তার বিপরীতে বসা নবাগত লোকটাকে ভালো ক'রে দেখে নিয়ে গাঢ় লাল ঠোঁট দুটো প্রসারিত ক'রে ছিনালিপূর্ণ একটা হাসি দিলো।

"*বর্জুঁ- মঁসিয়ে*।" পেছনে হাসির রোল পড়ে গেলো, খুবই অশ্লীল হাসি।

"*ডোনেজ মোয়ে, উঁ স্কচ*।"

বারের লোকটা সানন্দে নাচতে নাচতে মদ আনতে চলে গেলো। একজন পুরুষ, একজন পুরুষ, একজন পুরুষ। ওহ্ আজ রাতে খুব মজা হবে। সে কোরিডোরের দিকে *পেতিত্ ফোলে*দেরকে দেখতে পেলো, তারা তদের নখ পরিচর্যা করছিলো। বেশীর ভাগই নিজেদের নিয়মিত 'বাচেস্'দের জন্য অপেক্ষা করছিলো। তবে কেউ কেউ খালি ছিলো। এই নতুন ছেলেটা, সে ভাবলো, নির্ঘাত উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি করবে।

জ্যাকেলের পাশে বসা খদ্দেরটা কোনরকম লুকোছাপা না করেই তার দিকে তাকিয়ে রইলো। চুলটা একেবারেই সোণালী। সামনের দিকের চুলগুলো নিখুঁত ভাবে কপালের উপর এমনভাবে ফেলে দিয়েছে যেনো গ্রিকের কোন সুপ্রাচীন দেবতা। চোখ দুটো মাসকারা করা, ঠোঁট দুটো টস্ টসে, গালে পাউডার লাগানো। কিনাতু মেক-আপে তার বয়স আর ক্লান্তি ঢাকা পড়েনি। যেমনটি মাসকারায় ঢাকা পড়েনি ক্ষুধার্ত চোখ দুটো।

"*তু মো ইনভাইতা*" কণ্ঠটা মেয়েলী ধরণের।

জ্যাকেল আস্তে ক'রে মাথা নাড়লো। সে ঘুরে তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। তারা আবার নিজেদের মধ্যে কথা বার্তায় মেতে উঠলো। ঠাট্টা মশকরায় ডুবে গেলো। জ্যাকেল বারের লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ড্রিংসের অর্ডার দিলো।

বারের লোকটা ছিলো খোশ মেজাজে। "শুধু মদ?" না, সে এখানে এজন্যে আসেনি। না এসেছে কোন বাচ্ মেয়েকে খুঁজতে। একজন হ্যান্ডসাম তরুণ বাচ্ বৃদ্ধ এক রাণীকে খুঁজছে যাতে তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসা যায়। আজ রাতে কি মজাটাই না হবে।

বাচ্'রা মধ্য রাতের আগেই বাড়ি ফিরতে শুরু করে। বারের পেছনে বসে বসে লোকজনের ভীড়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তারা। মাঝে মাঝে বারের লোকটার সাথে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলে। বারের লোকটা বারে ফিরে গিয়ে "মেয়েদের" একজনকে ইশারা ক'রে।

"মঁসিয়ে পিয়েরে তোমার সাথে একটু কথা বলতে চায়, ডার্লিং। ভালো কিছুর জন্য চেষ্টা করো, আর ঈশ্বরের দোহাই, গতবারের মতো কান্নাকাটি কোরো না।"

জ্যাকেল মাঝরাতের আগেই তার লক্ষ্যে পৌছে গেলো। পেছনে বসা দুজন লোক তার দিকে কয়েক মিনিট ধরে চোখা চোখি করেছে। তারা আলাদা আলাদা টেবিলে বসা ছিলো আর নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে হিংসাত্মক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। দুজনেই মাঝ বয়সী: একজন খুব মোটা সোটা, ছোটো ছোটো চোখের। শূয়োরের মতো পিট্ পিট্ ক'রে তাকাচ্ছিলো। অন্য জন হালকা-পাতলা গড়নের, দেখতে অভিজাত,শকুনের মতো ঘাড় আর মাথায় চুল কম। পরনে তার চমৎকার একটা সুট, সরু প্যান্ট আর জ্যাকেট। গলায় নক্সা করা সিল্কের রুমাল বাঁধা। আঁকা আঁকি, ফ্যাশন অথবা হেয়ার স্টাইল জগতের কেউ ব'লে জ্যাকেলের মনে হলো।

মোটা লোকটা বারের লোকটার কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেনো বললো। একটা বড় নোট লোকটার আঁটো সাঁটো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে আসলো।

"মঁসিয়ের ইচ্ছে, তুমি তার সাথে একটু শ্যাম্পেইন পান করো," বারের লোকটা জ্যাকেলের কানে কানে কথাটা ব'লে সেই লোকটার দিকে ঈশারা করলো।

জ্যাকেল তার হুইস্কির গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো।

"মঁসিয়েকে বলুন," সে খুব পরিষ্কার ভাবে বললো, যাতে লোকটা তার কথা শুনতে পায়, "তাকে আমার ভালো লাগেনি।"

চার পাশ থেকে আতকে ওঠার শব্দ শোনা গেলো, আর ছুরির মতো হালকা পাতলা গড়নেরন কয়েকজন যুবক নিজেদের আসন ছেড়ে একটু এগিয়ে আসলো যাতে কথা বার্তা গুলো ভালো ক'রে শোনা যায়। এসব কথা বার্তার একটা বর্ণও তারা মিস্ করতে চায় না।

"ও তোমাকে শ্যাম্পেইনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, ডার্লিং। আমরা তাকে চিনি, সে মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। তাকে তুমি বজ্রাহত করেছো ডার্লিং।"

জবাবে জ্যাকেল বারের টুল থেকে নেমে গেলো। হুইস্কির গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে এক *বৃদ্ধ রাণীর* দিকে এগিয়ে গেলো।

"তুমি কি আমাকে এখানে বসার অনুমতি দেবে?" সে জিজ্ঞেস করলো। "একজন আমাকে খুব বিব্রত করছে।"

খুশিতে রঙ চঙ মাখা রাণীটা প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা হলো। কয়েক মিনিট পর অপমানিত হওয়া মোটা লোকটা বার থেকে চলে গেলো।

জ্যাকেল এবং তার সঙ্গী রাত একটা বাজার পরই বার ছেড়ে চলে গেলো। তার কয়েক মিনিট আগে, জুল্‌স বার্নাডি নামের লোকটা জ্যাকেলকে জিজ্ঞেস করেছিলো সে কোথায় থাকে। চেহারায় একটা লজ্জা পাওয়ার ভাব এনে জ্যাকেল তাকে বলেছিলো যে, থাকার মতো তার কোন জায়গা নেই। নিজের ফ্ল্যাটটা তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। বার্নাডির জন্য ব্যাপারটা ছিলো অসম্ভ রকমের সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার। সুযোগ পেয়েই সে তার তরুণ বন্ধুকে জানালো যে, তার নিজের একটা চমৎকার ফ্ল্যাট আছে, সুন্দর ক'রে সাজানো আর ভীষণ নিরিবিলি। সে ওখানে একা থাকে। কেউ তাকে বিরক্ত করে না। প্রতিবেশীদের সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। অতীতে তারা তার সাথে খুবই বাজে ব্যবহার করেছিলো। সে খুব খুশী হবে যদি তরুণ মার্টিন প্যারিসে থাকাকালীন সময়টাতে তার সাথেই থাকে। চেহারায় আরেকটা কৃতজ্ঞতার ভাব এনে জ্যাকেল প্রস্তাবটা মেনে নিলো। বার থেকে চলে যাবার আগে জ্যাকেল একটু ড্রেসিং রুমে গেলো (ওখানে এরকম রুম একটাই ছিলো)। কয়েক মিনিট পর সে চোখে মাসকারা, গালে পাউডার আর ঠোঁটে লিপস্টিক রাগিয়ে বের হয়ে এলো।

বার থেকে বের হয়ে বার্নাডি অনুযোগের সুরে বললো, "তোমাকে এভাবে দেখতে আমার ভালো লাগছে না। তোমাকে এখন সেইসব নোংরা হিজরাদের মতো লাগছে। তুমি এমনিতেই খুব সুন্দর। তোমার এসবের কোন দরকার নেই।"

"দুঃখিত, জুল্‌স, আমি ভেবেছিলাম তোমার ভালো লাগবে। বাড়ি ফিরেই এগুলো মুছে ফেলবো।"

অভিমানটা একটু প্রশমিত ক'রে বার্নাডি তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। সে তার নতুন বন্ধুকে গাড়িটা চালাতে দিতে রাজী হলো এজন্যে যে, বাড়িতে ফেরার পথে সেই বন্ধুর কিছু মাল-পত্র গার দু অস্ত্রারলিৎজ থেকে তুলে নিতে হবে। প্রথম চৌরাস্তাটায় আসতেই পুলিশ তাদের গাড়িটা থামাতে নির্দেশ দিলো। পুলিশ কাছে আসতেই জ্যাকেল গাড়ির ভেতরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিলো। পুলিশের লোকটা তার দিকে ভুরু কুচকে তাকিয়ে রইলো। তার পর ঘৃণায় মুখটা বিকৃত ক'রে বিরক্তি প্রকাশ করলো।

"*আলেজ,*" কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই সে নির্দেশ দিলো। গাড়িটা চলে যাবার পর সে বিড় বিড় ক'রে বললো, "*সেল পিদে*।"

স্টেশনের আগে আরো একবার তাদেরকে থামতে হলো। এবার পুলিশ তাদের কাছে কাগজ-পত্র চাইলো। জ্যাকেল একটা ছেনাল মার্কা হাসি দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে চাইলো।

"শুধু এই চাচ্ছো তুমি?" সে ন্যাকা সুরে বললো।

"বাইনচোত," পুলিশের লোকটা এই ব'লেই চলে গেলো।

"ওদের সাথে এরকম কোরো না," বার্নাড চাপা গলায় কথাটা তাকে বললো, "তুমি দেখছি আমাদের গ্রেফতার করিয়ে ছাড়বে।"

ডেস্কে বসা কেরাণীর দিক থেকে কোন ধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই জ্যাকেল লাগেজ অফিস থেকে তার সুটকেস দুটো তুলে নিলো। সেগুলো নিয়ে আবার তারা গাড়িতে ক'রে রওনা হলো।

বার্নাডের ফ্ল্যাটে যাবার পথে আরো একবার তাদেরকে পথে থামতে হলো। এবার দুজন সিআরএস'র লোক, একজন সার্জেন্ট আর অন্য জন প্রাইভেট। বার্নাডের ফ্ল্যাট থেকে কয়েকশো গজ দূরের জাংশানের কাছে আসতেই প্রাইভেট লোকটা ফ্ল্যাগ দেখিয়ে তাদেরকে থামার নির্দেশ দিলো। লোকটা গাড়ির কাছে এসে জ্যাকেলকে দেখেই বিরক্ত হয়ে একটু পিছিয়ে গেলো।

"হায় ঈশ্বর। তোমরা দুজন কোথায় যাচ্ছো?"

জ্যাকেল অভিমানের সুরে ঠোঁট উল্টিয়ে বললো,"তোমার কি মনে হয়, সুইটি?"

সিআরএস'র লোকটা মুখ বিকৃত ক'রে তার চুড়াস্ত বিরক্তি প্রকাশ করলো।

"তোমাদের মতো ছেনাল দেখলে আমি অসুস্থ বোধ করি। সরো এখান থেকে।"

"তাদের আইডেন্টি কার্ডগুলো তোমার দেখে নেয়া উচিত ছিলো।" বার্নাডের গাড়িটা রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যাবার পর সার্জেন্ট প্রাইভেটকে বললো।

"ওহ্, সার্জ," অনুযোগের সুরে বললো," আমরা এমন একজনকে খুঁজছি যে, ব্যারোনেসের সাথে ইয়ে-টিয়ে ক'রে তাকে খুন ক'রে পালিয়েছে। এরকম দাড় কাক মার্কা ছেনালদের না।"

রাত দুটোর মধ্যেই বার্নাড আর জ্যাকেল ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছালো। রাতটা শোবার ঘরের বাইরের সোফায় ঘুমানোর জন্য জ্যাকেল চাপাচাপি করলো। কিন্তু বার্নাড তাতে আপত্তি জানালো। শোবার ঘরে জ্যাকেল যখন কাপড়-চোপর বদলানোর জন্য নগ্ন হচ্ছিলো তখন বার্নাড লুকিয়ে লুকিয়ে সেটা দেখছিলো। নিউ ইয়র্ক থেকে আসা শক্ত পেশীর ছাত্রকে অনুসরণ ক'রে প্রলুব্ধ করতে পারা এবং তাকে নিজের ঘরে আনার মধ্যে অবশ্যই দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার আছে।

রাতে জ্যাকেল সুন্দর ক'রে সাজানো গোছানো রান্না ঘরে ঢু মেরে ফৃজ খুলে দেখলো, সেখানে যে খাবার দাবার আছে ততে একজন মানুষের তিন দিন চলবে, কিন্তু কোন মতেই দুজনের জন্য নয়। সকালে বার্নাড টাটকা দুধের জন্য বাইরে যেতে চাইলে জ্যাকেল তাকে এই ব'লে ঘরে আটকে রাখলো যে, তার টিনের দুধই বেশী ভালো লাগে, বিশেষ ক'রে কফির সাথে। সেজন্যেই তারা দুজনে ঘরে বসে গল্প করেই সকালটা পার ক'রে দিলো। জ্যাকেল তাকে দুপুরের টেলিভিশন সংবাদটা দেখার জন্য চাপাচাপি করলো।

প্রথম সংবাদটি ছিলো, আটচল্লিশ ঘন্টা আগে খুন হওয়া মাদাম লো ব্যারোন দ্য লো শ্যালোয়াঁ'র খুনি সম্পর্কে। জুল্‌স বার্নাড ভয়ে আত্‌কে উঠলো।

"উফ, আমি খুনো-খুনি একদম সহ্য করতে পারি না," সে বললো।

পরমূহুর্তেই পর্দায় একটা ছবি ভেসে উঠলো; দেখতে খুব ভালো এমন এক তরুণের চেহারা, বাদামি রঙের চুল আর ভারি রিমের চশমা পড়া। ঘোষক তাকে খুনি হিসেবে উল্লেখ করলো। সেই সাথে আরো বললো, সে একজন আমেরিকান ছাত্র, নাম মার্টি গুলবার্গ। যদি কেউ তাকে দেখে বা তার সর্ম্পকে কোন তথ্য জেনে থাকে, তবে

সোফায় বসে থাকা বার্নাড ঘুরে তাকালো। শেষ যে বিষয়টা সে ভাবতে পেরেছিলো, সেটা হলো, ঘোষক যে বললো, গুলবার্গের চোখ নীল, সেটা পুরো পুরি ঠিক না; পেছন থেকে লোহার মতো আঙ্গুল দিয়ে যে তার গলাটা চেপে ধরেছে, তার চোখ বাদামী ....

কয়েক মিনিট পর সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়া হলো। সেখানে জুলেস বার্নাডের দেহটা পড়ে রইলো, মাথার চুল এলো মেলো আর জিহ্বা মুখ বের হওয়া অবস্থায়। তার চোখ দুটো খোলা, জ্যাকেলের দিকে চেয়ে আছে যেনো। ড্রইং রুম থেকে জ্যাকেল একটা ম্যাগাজিন নিয়ে এসে পড়তে বসে গেলো আর সে সিদ্ধান্ত নিলো এখানে দুদিন অপেক্ষা থাকবে।

সেই দুই দিন প্যারিসে এমন তল্লাশী চালানো হলো যেটা এর আগে সেখানে কখনই করা হয়নি। প্রতিটি হোটেল বেশ্যা পাড়া অভিযান চালিয়ে অতিথি তালিকা চেক্ করা হলো; প্যারিসে যতো মেস্, গেস্ট হাউজ, রেস্তোরা, বার, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে আর ক্যাফে আছে, সেখানে সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালালো। তারা একটা ছবি দেখিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করলো, ছবির লোকটাকে কেউ দেখেছে কি না। ওএএস'র প্রতি সমর্থন আছে এমন সব লোক জনের ফ্ল্যাট আর বাসা বাড়িতেও নিরাপত্তা বাহিনী ঢুঁ মারলো। খুনির সাথে মিলে যায় এমন সত্তর জন তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিলো, অবশ্য পরবর্তীতে তাদের কাছে এরকম করার জন্য ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। কারন তারা সবাই ছিলো বিদেশী, আর সাধারণত স্বদেশীদের তুলনায় বিদেশীদের সাথে ব্যবহার সব সময়ই ভালো হয়ে থাকে।

পথে ঘাটে, ট্যাক্সিতে, বাসে শত শত লোককে থামিয়ে তাদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা ক'রে দেখা হলো। প্যারিসে ঢোকার প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে রোড ব্লক বসিয়ে চেক করা হলো। আর শেষ রাতে কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে তল্লাশীও চললো।

আন্ডার গ্রাউন্ডে কর্সিকানরাও তাদের কাজ শুরু ক'রে দিলো। নীরবে নিঃশব্দে তারা পকেটমার, পতিতা, ভবঘুরে, চোর ছেচর,ছিনতাইকারী এবং নানান ধরনের লোক জনের কাছে গিয়ে বলে আসলো তারা যেনো প্রদত্ত বর্ণনা মতো কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে জানিয়ে দেয়।

রাষ্ট্রের হাজার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিনিয়র গোয়েন্দা থেকে সৈনিক এবং জদামে দের তল্লাশী কাজে লাগানো হলো। ৫০০০০ আন্ডার ওয়ার্ল্ড সদস্যকেও নিযুক্ত করা হলো। তাদের সবাইকে বলা হলো তারা যেনো পর্যটকদের উপর কড়া নজর রাখে। বিশেষ ক'রে স্টুডেন্ট ক্যাফে, বার, ক্লাব এবং নানান জায়গায় তরুণ গোয়েন্দাদের সাদা পোশাকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। যে সব এজেন্সি এবং পরিবার ফ্রান্সে বসবাসরত বিদেশী ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে থাকে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো।

আগস্টের ২৪ তারিখের সন্ধ্যার দিকে, যখন কমিশায়ার ক্লদ লেবেল একটা সোয়েটার এর ট্রাউজার পড়ে তার নিজের বাগান পরিচর্যা করছিলো তখন টেলিফোনে তাকে মন্ত্রী তখনই দেখা করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত অফিসে ডেকে পাঠালেন। ছ'টার দিকে তার কাছে একটা গাড়ি এসে পৌছালো।

যখন সে মন্ত্রীকে দেখলো, বেশ অবাকই হলো। সমগ্র ফ্রান্সের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার ডায়নামিক প্রধান ব্যক্তিটি ক্লান্ত আর অবসন্ন। মনে হলো আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি আরেকটু বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর চোখের নীচে রাত জাগার ছাপ স্পষ্ট। তিনি লেবেলকে তাঁর বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসার ইশারা করলেন। নিজে বসলেন রোলিং চেয়ারটাতে, যেটা তিনি জানালার সামনে বসে বাগান দেখার সময় ব্যবহার ক'রে থাকেন। এবার অবশ্য তিনি জানালার দিকে তাকালেন না।

"আমরা তাকে খুঁজে পাইনি," ছোট্ট ক'রে তিনি কথাটা বললেন।"সে হাওয়া হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে এ দুনিয়া থেকে গায়েব হয়ে গেছে। ওএএস'র যে সব লোককে আমরা বাগে এনেছিলাম, তারাও সে কোথায় আছে সে ব্যাপারে আমাদরে চেয়ে বেশী জানে না বলেই মনে হচ্ছে। আভার ওয়ার্ল্ডতো তার সর্ম্পকে কিছুই খুঁজে বের করতে পারেনি। ইউনিয়ন কর্স'রা মনে করছে সে এই শহরে নেই।"

তিনি একটু বিরতি দিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। সামনে বসা ছোটো খাটো গোয়েন্দার দিকে তাকালেন। লেবেল তখন ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছিলো, কোন কথা বলছিলো না।

"আমার মনে হয় না, আমাদের কোন ধারণা আছে, আপনি কি ধরনের লোককে খুঁজছেন বিগত দু'সপ্তাহ ধরে। আপনার কি মনে হয়?"

"সে এখানেই আছে কোথাও," লেবেল বললো। " আগামীকালের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?"

মন্ত্রী মহদয়কে দেখে মনে হলো তিনি বুঝি শারিরীক যন্ত্রণায় কাতর হলেন।

"প্রেসিডেন্ট তাঁর পরিকল্পনার এক বিন্দুও বদলাতে রাজী নন। যেভাবে সব কিছু হবার কথা তিনি সে ভাবেই সব চান। আজ সকালে আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি। তিনি খুব অসন্তুষ্ট। সুতরাং আগামীকাল যেভাবে সব কিছু প্রচার করা হয়েছে সেভাবেই হবে। দশটা বাজে তিনি শিখা চিরস্থান প্রজ্জ্বলিত করবেন আর্ক দ্য ট্রাম্ফ-এ। এগারোটায় নটর ডেম-এ বিরাট জনসভায় উপস্থিত থাকবেন। মন্থভ্যালেরির প্রতিরোধ আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি সৌধে সাড়ে বারোটার দিকে মৌনব্রত পালন করবেন। তার পর প্রাসাদে ফিরে আসবেন লাঞ্চ এবং সিয়েস্তার জন্য। বিকেলের দিকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়া দশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি মেডেল দ্য লা লিবারেশন প্রদান করবেন।

"সেটা বিকেল চারটা বাজে, গার দু মতোঁপা'র সামনের স্কোয়্যারের দিকে। তিনি নিজেই জায়গা বেছে নিয়েছেন। যদি পরিকল্পনা মাফিক নির্মান কাজ শুরু করা হয়, তবে ওখানে এটাই হবে শেষ স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান।"

"জনসাধারনের ভীর কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে?" লেবেল জিজ্ঞেস করলো।

"আমরা সেসব নিয়েই এখন কাজ করছি। এবারে লোকজনদেরকে আরো পেছনে রাখা হবে, প্রতিটি অনুষ্ঠানের কয়েক ঘন্টা আগে লোহার বেষ্টনী দেয়া হবে। তার পর বেষ্টনীর

ভেতরের সব জায়গা, এমন কি সুয়ারেজ পর্যন্ত সব কিছু তন্ন তন্ন ক'রে দেখা হবে। দু'পাশের প্রতিটি বাড়ি, ফ্ল্যাট সার্চ করা হবে। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু'পাশের প্রতিটি বাড়ির ছাদে সশস্ত্র প্রহরা থাকবে। তারা উল্টো দিকের বাড়ির ছাদ এবং জানালার দিকেও নজর রাখবে। বেষ্টনীর ভেতরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং দায়িত্বরত কর্মচারী ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। ....এবার আমরা অনেক বেশী সতর্ক। নটরডেমের ছাদ, কার্নিশ আর চূড়াগুলোতেও পুলিশ থাকবে। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া পাদ্রিদেরকেও সার্চ করা হবে যাতে কেউ লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে যেতে না পারে। যারা গান গাইবে এবং গীর্জার কর্মচারী, সবাইকে তল্লাশী করা হবে। পুলিশ এবং সিআরএস'র লোকদেরকে আগামীকাল বিশেষ ধরনের ব্যাজ দেয়া হবে, যাতে খুনী সিকিউরিটির লোক সেজে না আসতে পারে। ....প্রেসিডেন্ট যে সিটরোঁ গাড়িতে ক'রে আসবে সেটার জানালায় আমরা গোপনে বুলেট প্রুফ কাঁচ বসিয়েছি। কথাটা যেনো কেউ না জানে ....প্রেসিডেন্টও যাতে জানতে না পারেন ....জানলে ভীষণ ক্ষেপে যাবেন। প্রতিবারের মতো এবারো মাঁরু তাঁর গাড়ি চালাবে। কিন্তু এবার তাকে ব'লে দেয়া হয়েছে গাড়িটা যেনো একটু বেশী জোড়ে চালানো হয় যাতে আমাদের বন্ধু জ্যাকেল গুলি চালাতে না পারে। দুকরেত লম্বা লম্বা অফিসার এবং কর্মীদের নিয়ে এসেছে ....জেনারেলকে তারা এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে জেনারেল কিছু বুঝে উঠতে না পারেন। ....তাছাড়া তাঁর দুশো গজের মধ্যে যে-ই আসুক, তাকে বের ক'রে দেয়া হবে। এতে কোন ছাড় দেয়া হবে না। ডিপ্লোমেটিক কোর আর প্রেস এ নিয়ে হৈ চৈ হয়তো করবে, কিন্তু উপায় নেই।

"আগামীকাল সকালে প্রেস আর ডিপ্লোমেটিক পাসগুলো বদলে দেয়া হবে যাতে জ্যাকেল ওরকম পাস নিয়ে ঢুকতে না পারে। কোন প্যাকেট বা লম্বা মতো কিছু থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে সরিয়ে দেয়া হবে। ....এবার বলুন, আপনার কিছু বলার আছে?"

লেবেল একটু সময় নিয়ে ভাবলো। হাত দুটো এমন ভাবে মোচরাতে লাগলো যেনো স্কুলের ছাত্র হেড মাস্টারের কোন কথা বুঝতে পারছে না। সত্যি বলতে কি, পঞ্চম রিপাবলিকের এইসব কাজ-কারবার সে বুঝতেই পারে না। সামান্য একজন পুলিশ অফিসার থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু বেশী চোখ কান খোলা রেখে আজ সে এ পর্যায়ে উঠে এসেছে .... অপরাধী পাকড়াও ক'রে ক'রে তার জীবন কেটেছে।

অবশেষে সে বললো,"আমার মনে হয়না সে খুব বেশী ঝুঁকি নেবে ....আত্মঘাতী হবার কোন ইচ্ছে তার নেই। সে একজন পেশাদার ভাড়াটে খুনী। জীবন নিয়ে ফিরে গিয়ে সচ্ছল জীবন কাটাতে চাইবে। জুলাই মাসে যখন এসেছিলো তখনই পরিকল্পনাটা সে ক'রে রেখেছে। কাজটা করতে গিয়ে কোন বিপদ হতে পারে মনে হলে অনেক আগেই সে লেজ গুটিয়ে পালাতো। ....তো' তার মনে কিছু একটা অবশ্যই আছে। সে ধরেই নিয়েছে বছরের এই একটা দিনে, স্বাধীনতা দিবসে, জেনারেল ঘরে বসে থাকতে পারেন না, তা' যতো বিপদই তাঁর থাকুক....তাঁর অহংকার তাঁর চেয়েও বড়। অবশ্য জ্যাকেলও জানে তার উপস্থিতি টের পেয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই শক্ত করা হবে, যেমনটি আপনি একটু আগেই বললেন। তবু, মন্ত্রী মহোদয়, সে কিন্তু পিছু হটে যায়নি।"

লেবেল উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারী করতে লাগলো, যদিও মন্ত্রীর সামনে এটা করা শোভা পায় না। ..."ফিরে যায়নি। ফিরে যাবেও না ...কেন? কারণ সে জানে, কাজটা সে ক'রে নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে। সে এতোটাই নিশ্চিত, সুতরাং তার পরিকল্পনা হয়তো এমন অভিনব যে কেউ কোন দিন সেটা ভাবতেও পারবে না। হয়তো রিমোট কন্ট্রোল বোমা, কিংবা কোন রাইফেল। কিন্তু বোমার সম্ভাবনা কম, কারণ সেটা ধরা পড়ে যেতে পারে...তার পরিকল্পনাও তাতে নস্যাৎ হয়ে যাবে। অতএব সেটা রাইফেলই হবে। আর সেজন্যেই তাকে গাড়িতে ক'রে ফ্রান্সে ঢুকতে হয়েছে। রাইফেলটা গাড়ির ভেতরেই ছিলো, চেসিস কিংবা প্যানেলের ভেতরে।"

"দা গলের আশপাশে রাইফেল নিয়ে যাবে কী ক'রে?" মন্ত্রী উত্তেজিত হয়ে বললেন, "দু'একজন ছাড়া তাঁর কাছে তো কেউই যেতে পারবে না, তাদেরকেও তল্লাশী করা হবে। নিরাপত্তা-বেষ্টনী পেরিয়ে রাইফেল নিয়ে সে কী ক'রে ভেতরে ঢুকবে?"

লেবেল থমকে দাড়িয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি জানি না, কিন্তু সে ভাবছে সে পারবে। এখন পর্যন্ত কিন্তু সে ব্যর্থ হয়নি; কিছু সৌভাগ্য, দুভার্গ্য আর বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও। পৃথিবীর দু'টো সেরা পুলিশ বাহিনীর চেষ্টা এবং পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পরও, লোকটা আমাদের টেক্কা দিয়েই গেছে। সে রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে আছে কোথাও, হয়তো অন্য কোন ছদ্মবেশে, নতুন কোন পরিচয় নিয়ে। একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার মন্ত্রী সাহেব, সে যেখানেই থাকুক, আগামীকাল সে আসবেই। আর ঠিক তখনই তাকে ধরতে হবে, তার ছদ্মবেশ যা-ই হোক। সেজন্যে প্রয়োজন শুধু একটি জিনিসের – গোয়েন্দাদের সেই পুরনো আপ্তবাক্য, চোখ খোলা রাখতে হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা নেয়া হয়েছে, সে সর্ম্পকে আমার বলার কিছু নেই। সবই ঠিক আছে, খুব বেশিই ঠিক আছে। আমি প্রতিটি অনুষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই, যদি তাকে ধরতে পারি। এছাড়া আর কিছু করার নেই।"

মন্ত্রী হতাশ হলেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো কোন অনুপ্রেরণার কথা শুনবেন, হয়তো কোন আশ্চর্য সূত্র তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরা হবে, বোভোয়া যাকে ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা ব'লে উল্লেখ করেছে, সে হয়তো কোন যাদু দেখাবে। আর সে কি-না শুধু বললো, চোখ খোলা রাখতে হবে! মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন।

"ঠিক আছে," শীতল কণ্ঠে বললেন, "তবে তাই করুন, *মঁসিয়ে লো কমিশার*।"

সেদিন সন্ধ্যার পর জুল্‌স বার্নাডের শোবার ঘরে জ্যাকেল তার শেষ প্রস্তুতি নিয়ে বসলো। বিছানার ওপর ছড়িয়ে রাখলো একজোড়া দোমড়ানো কালো জুতা, ধূসর উলের মোজা, ট্রাউজার, শার্ট, লম্বা মিলিটারি গ্রেটকোট, তার ওপর অনেকগুলো রিবন আর একটা কালো টুপি – সবগুলো হচ্ছে সাবেক ফরাসি সৈনিক আঁদ্রে মার্টিনের বেশ। পোশাকগুলোর উপরে রেখে দিলো ব্রাসেল্‌সে জাল করা সেই পরিচয় পত্রটি, যেটাতে সৈনিকটির পরিচয় লেখা রয়েছে।

ওগুলোর পাশে রাখলো লন্ডনে তৈরি করা সেই পাতলা অঙ্গবর্মটি আর পর পর পাঁচটা লোহার নল যেগুলো দেখতে এলুমিনিয়ামের মতো। নলগুলোর ভেতরে রয়েছে রাইফেলের বিভিন্ন অংশ, সাইলেন্সার আর টেলিস্কোপটা। তার পাশেই রয়েছে কালো রাবারের গোল পায়া যার মধ্যে রাখা আছে পাঁচটা এক্সপ্লোসিভ বুলেট।

দুটো বুলেট বের ক'রে রান্না-ঘরের সিংকের নিচে যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে প্লায়ার বের ক'রে সেগুলোর মুখ খুলে ফেললো। ভেতর থেকে বের ক'রে নিলো সরু নলের মতো দু'টো করডাইট। সে দুটো রেখে বুলেটের খোল দুটো বড় ছাইদানিতে ফেলে দিলো। বাকি রইলো তিনটি বুলেট, তা-ই যথেষ্ট।

দুদিন ধরে সে দাড়ি কামায়নি, তাই গাল ভর্তি খোঁচা-খোঁচা সোনালি দাড়ি। প্যারিসে এসেই একটা ক্ষুর কিনেছিলো, সেটা দিয়ে খুব বাজেভাবে এই দাড়ি কামাবে। গোসলখানায় তার আফটার শেভের ফ্লাস্ক, সেটার ভেতরে রয়েছে চুল ধূসর করার রঙ। মার্টি শুলবার্গের চুলের বাদামী রঙ ইতিমধ্যেই সে তুলে ফেলেছে। আয়নার সামনে ব'সে নিজের চুলগুলোর ঝুঁটি ধরে ধরে কেটে ফেলতে থাকলো, যতোক্ষণ না একমাথা এবড়োখেবড়ো ছোটো ছোটো চুল হয়ে গেলো।

প্রস্তুতি পর্বের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিলো, কোন ভুল-টুল হলো কিনা। সব দেখে শুনে খুব ধীরে সুস্থে একটা ওমলেট বানিয়ে নিয়ে টিভির সামনে এসে বসলো। ঘুমানোর আগ পর্যন্ত ব'সে ব'সে একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দেখলো।

রবিবার, ২৫ শে আগস্ট, ১৯৬৩ – প্রচণ্ড গরমের দিন ছিলো সেটা। গ্রীষ্মের তাপদাহ যেনো সেদিন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছে গিয়েছিলো, যেমনটি হয়েছিলো এক বছর তিন দিন আগে পেতিত-ক্লার্মাতের চৌ-রাস্তার মোড়ে লেফটেনান্ট কর্নেল জ্যঁ মারি বাস্তিন থায়রি আর তার সঙ্গীরা শার্ল দ্য গলকে গুলি ক'রে মারতে গিয়েছিলো। ১৯৬২ সালের সেই ষড়যন্ত্রকারীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তাদের সেদিনের সেই প্রচেষ্টার ফলে এমন সব ঘটনা ঘটবে যার শেষ অংক আজ এই উত্তপ্ত গ্রীষ্মের রবিবারে অভিনীত হতে যাচ্ছে।

উনিশ বছর আগে এই দিনে জার্মানদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলো প্যারিস, তারই স্মরণে আজ এই উৎসব। ছুটির দিন তাই সাজ সাজ রব। লোকজনের মধ্যে আনন্দ থাকলেও ৭৫০০০ লোক নীল সার্জের ব্লাউজ আর দু'পিস সুট পরে দর দর ক'রে ঘামতে ঘামতে জনতার ভীড় সামলাতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। প্রচার মাধ্যমে দিনটি নিয়ে খুব মাতামাতি করা হয়েছে, তাই প্রচুর লোকজন এসেছে। অনেকে এসেছে রাষ্ট্রপতিকে দেখার জন্যে। প্রহরী ও পুলিশের নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভেতর থেকে তিনি অনুষ্ঠানের কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন।

প্রেসিডেন্টের খুব কাছে থাকার জন্যে যারা নিমন্ত্রন পেয়েছিলো তারা গর্বে প্রায় ফেঁটে পড়ছিলো। তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। কিন্তু ভালো ক'রে নজর দিয়ে তারা

যদি নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ খুজঁতো তবে দেখতে পেতো তাদের সৌভাগ্যের কারণ হলো তাদের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। প্রেসিডেন্টের মতোই লম্বা তারা। সুতরাং নিজেদের অজান্তেই তারা মানব-বর্ম হয়ে আছে যাতে অতর্কিতে গুলি এসে প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্যবিদ্ধ করতে না পারে। দ্য গল চোখে কম দেখলেও জন সম্মুখে চশমা পড়েন না। তাই তিনিও বুঝতে পারলেন না তাঁর চার পাশে কেন বিশাল আকারের মনুষ্য মূর্তি – রজার টেসি, পল কমিতি, র‍্যামন সাসিয়াঁ বা হেনরি ডি জুদার। সাংবাদিকদের কাছে এরা প্রত্যেকেই গরিলা নামে পরিচিত। শুধু বিশাল দেহের জন্যে নয়, বরং হেলে দুলে চলে ব'লেই এই নাম। এরা সবাই বিশেষ ধরনের কমব্যাট যুদ্ধে অদ্বিতীয়। বুক ও কাঁধের পেশীও সুগঠিত। তাছাড়া বগলের নিচে অটোমেটিক নিয়ে ঘোরে। বিপদের সামান্যতম আভাস পেলেই নিমেষের মধ্যেবই তারা অস্ত্র বের ক'রে আনতে পারে।

কিন্তু কোন বিপদ ঘটলো না। আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফের অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক মতোই হয়ে গেলো। প্লেস দ্য ইতোয়েলের চার পাশের নিবিড় অট্টালিকাগুলো ছাদে, চিমনির পাশে, গুটি গুটি মেরে বসে রইলো শত শত মানুষ। তাদের চোখে বাইনোকুলার আর হাতে রাইফেল। দৃষ্টি তাদের সতর্ক। প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রাটি যখন শ্যাম্প এলিসি দিয়ে নটরডেমের দিকে চলে গেলো, তখন লোকগুলো হাঁফ ছেড়ে বাচঁলো।

গীর্জাতেও সেই একই ব্যাপার, কিছুই হলো না। প্যারিসের কার্ডিনাল আর্চবিশপ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করলেন। তাঁর দু'পাশে ছিলো আরো কয়েকজন পুরোহিত এবং পাদ্রী। তাদের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছিলো। অরগ্যান রাখার লফটের উপর দুজন লোক রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে ছিলো। আর্চবিশপ নিজেও জানতেন না যে তারা ওখানে আছে। প্রার্থনাকারীদের মধ্যেও ছিলো বহু সাদা পোশাকের পুলিশ। তারা প্রার্থনার সময় হাটুও ভাঙলো না, চোখও বুজলো না। মনে মনে তারা পুলিশের সেই পুরনো প্রার্থনা আওড়ে গেলো: 'হে ঈশ্বর, আমি ডিউটিতে থাকার সময় যেনো না হয়!'

গীর্জার দরজার বাইরে যারাই পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলো তাদেরকেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন বগল চুলকাবার জন্যে আর একজন সিগারেট বের করতে নিয়েছিলো।

তবুও কিছু ঘটলো না। কোন ছাদ থেকে রাইফেলের গুলি ছোড়া হলো না। বোমা ফাটারও আওয়াজ হলো না। পুলিশেরা নিজেদের মধ্যে যাচাই ক'রে দেখলো সঠিক ব্যাজ পড়েছে কি না। ব্যাজগুলো মাত্র সকালে দেয়া হয়েছে যাতে জ্যাকেল পুলিশের ছদ্মবেশে না আসতে পারে। সিআরএস'র এক জোয়ান ব্যাজ হারিয়ে ফেলেছিলো, তার সাব-মেশিনগানের কারবিন খুলে নিয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে আঁটকে রাখা হলো। তাও তাকে ছাড়া হলো কমপক্ষে বিশজন সহকর্মীর সনাক্ত করার পর।

মন্তভ্যালেরির আবহাওয়া আজ খুব চঞ্চল। প্রেসিডেন্ট তা লক্ষ্য করলেও কিছু বললেন না। চারপাশে শ্রমিক এলাকা। পুলিশ ভেবেছিলো শহীদ স্মারকের ভেতরে

গিয়ে ঢুকলে প্রেসিডেন্ট নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু আসা যাওয়ার সময় রাস্তাগুলো ছিলো খুব সরু আর আঁকা-বাঁকা, মোড় নিতে গেলেই হয়তো জ্যাকেল গুলি করবে।

কিন্তু জ্যাকেল তখন অন্য জায়গায়।

পিয়েরে ভালমির অসহ্য লাগছিলো। ভীষণ গরম, জামাটা পিঠের সাথে প্রায় সেঁটে যাচ্ছে। সাবমেশিনগান কারবাইনের ফিতেটা ঘামে ভিজে জামার ভেতর দিয়ে কাঁধের চামড়া কেঁটে বসে গেছে। তার খুব পিপাসা পেয়েছে। লাঞ্চের সময় হয়েছে, কিন্তু সে জানে আজ আর খাওয়া জুটবে না। কেন যে সিআরএস-এ যোগ দিয়েছিলো। একটা কারখানয় কাজ করতো সে, সেখান থেকে ছাটাই হবার পর লেবার এক্সচেঞ্জের কেরাণীটা তাকে দেয়ালে টানানো একটা ছবি দেখিয়েছিলো। ইউনিফর্ম পরা একজন সিআরএস'র যুবক যেনো দুনিয়াকে শোনাচ্ছে যে তার চাকরিতে ভবিষ্যৎ আছে, আছে আকর্ষণীয় জীবনের আহ্বান। ছবির ইউনিফর্মটা খুব সুন্দর ছিলো। ভালেমি তখনই নাম লিখিয়েছিলো।

কিন্তু ব্যারাক জীবনের কথাতো কেউ তাকে বলেনি। এ যেনো জেলখানা। ড্রিল, রাতের অনুশীলন আর গা চুলকানো অসহ্য ইউনিফর্ম। অসহ্য শীত আর গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা আর অপেক্ষা করা কখন সেই মহা চাঞ্চল্যকর গ্রেফতারটি ঘটে না। লোকজনের কাগজ-পত্র সবসময়ই ঠিক। তাদের চলা ফেরা খুবই গতানুগতিক। তুচ্ছ সব কারণে তাদের এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা। পিপাসা তো লাগবেই।

সে এই প্রথম রুঁইয়ের বাইরে পা রাখলো। আশা ছিলো প্যারিস দেখবে। কিন্তু সেটা বুঝি হচ্ছে না। তাদের নেতা আবার সার্জেন্ট বার্বিশা। সবসময় শুধু এক কথা, 'ভালমি, ঐ ভীড়ের বেষ্টনীটা দেখো...কেউ যেনো ফাঁক গ'লে আসতে না পারে ...বিনা পাসে কাউকে ঢুকতে দেবে না। বুঝেছো? তোমার কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' আহ, কী গুরুত্বপূর্ণ! প্যারিসের স্বাধীনতা দিবস নিয়ে এরা আবার মেতে উঠেছে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হাজার হাজার সৈনিক নিয়ে আসা হয়েছে। তাছাড়া প্যারিসের সৈনিক তো আছেই। গতরাতে তার ক্যাম্পে অন্তত দশটা বিভিন্ন শহর থেকে সৈনিক নিয়ে আসা হয়েছে। প্যারিসের লোকজন বলা বলি করছিলো আশংকা করা হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে। বাল হবে! গুজব আর গুজব। কিছুই হবে না, কখনই কিছু হয় না।

সে ঘুরে দেখলো, রুই দ্য রেনে দেখা যাচ্ছে। শেকল দিয়ে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। প্রায় আড়াইশো মিটার দূরে প্লেস দু ১৮ই জুন। এই অংশটার ভার তার ওপর। স্কয়ারটা ছাড়িয়ে আরো একশো মিটার গেলে স্টেশনের চৌহদ্দি। তার সামনের প্রাঙ্গণে হবে অনুষ্ঠানটা। এখনও তিন ঘন্টা বাকি। হায় যিশু, এর কি শেষ নেই!

শেকলের ওপাশে লোক জমতে শুরু করেছে। কী ধৈর্য তাদের! এই গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবে, শুধু একশো মিটার দূরের কতগুলো মাথা দেখার জন্যে।

মনে মনে ভেবে নেবে ওর মধ্যেই কোথাও দ্য গল আছেন, এর বেশি কিছু না। বুড়ো শার্লির নাম শুনলেই লোকজন পিঁপড়ের মতো ছুটে আসে।

দেখতে দেখতে বেষ্টনীর আশে পাশে দু'একশো লোক জমে গেলো। ঠিক তখনই ভালমি বুড়ো লোকটাকে দেখতে পেলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে রাস্তা দিয়ে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে বাকি রাস্তাটুকু বোধহয় আর পাড়ি দিতে পারবে না। কালো টুপিটা ঘামে ভিজে আছে। হাটু পর্যন্ত ঝুলে আছে লম্বা গ্রেট কোটটা। বুকের উপর অনেকগুলো মেডেল। সেগুলো ঠোকাঠুকি লেগে টুং টাং শব্দ হচ্ছে। জনতার তরফ থেকে অনেকে তাকে নীরব সমবেদনা জানাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে দয়া আর দাক্ষিণ্য।

এই বুড়োগুলো সব সময় গলায় মেডেল ঝুলিয়ে রাখে, ভালমি ভাবে। জগতে যেনো তাদের আর কিছুই নেই। হতে পারে, অনেকের হয়তো আসলেই কিছু নেই। বিশেষ ক'রে আস্ত একটা পা হারাবার পর এমনই হয়। বুড়োটাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে ভালমির মনে হয়, লোকটা হয়তো তরুণ বয়সে কত দৌড়-ঝাপ করেছে, দু'পায়ে মনের আনন্দে ছুটেছে। কিন্তু এখন যেনো একটা বুড়ো থেতলানো গাঙচিল, যেমনটি কার্মাদাতে একবার সমুদ্রতীরে দেখেছিলো সে। সত্যি, কী কষ্ট! বাকি জীবনটা এই এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে। হায় ঈশ্বর!

বুড়োটা তার কাছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চ'লে এলো।

ভীরু গলায় বললো,"*জো প্যু প্যাসার।*"

"দাঁড়াও বাবা, তোমার কাগজগুলো দেখিতো।"

সাবেক যোদ্ধাটি তার কাগজ খুঁজতে শুরু করলো, পকেটে খুঁজে দেখতে লাগলো। জামাটা খুব নোংরা, একটু ধুয়ে নিলেই পারতো। সে দুটো কার্ড বের ক'রে দিলো। ভালমি সে দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

আঁদ্রে মার্টিন, ফরাসি নাগরিক, জন্ম কলমার, আসসেশ, বয়স তিপান্ন, নিবাস প্যারিস। অন্য কার্ডটাও সেই একই লোকের। উপরে আড়াআড়িভাবে লেখা আছেঃ 'যুদ্ধে আহত'।

আহত শুধু নয়, পঙ্গু হয়ে গেছো তুমি, বাবা। ভালমি ভাবে।

কার্ড দুটোর ছবিগুলোও মিলিয়ে দেখলো সে। একই লোকের ছবি, তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোলা।

ভালমি তার দিকে তাকিয়ে বললো, "টুপি খোলো।"

বুড়ো টুপিটা খুলে নিয়ে হাতে দুমড়েমুচড়ে ধরে রাখলো। ছবির মুখের সাথে মিলিয়ে দেখলো ভালমি। একই মুখ। তবে জীবন্ত মুখটা যেনে বেশি অসুস্থ। দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটেকুটে ফেলেছে। কাটা জায়গাগুলোতে টয়লেট পেপার লাগিয়ে রেখেছে, তবুও রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। মুখটা ছাইয়ের মতো ধূসর। কপালের ওপর খাড়া খাড়া পাকা চুল।

"ওদিকে যেতে চাইছো কেন?" কার্ডগুলো ফিরিয়ে দিতে দিতে বললো ভালমি।

"আমি ওখানে থাকি," বুড়ো বললো, "আবসরে আছি, পেনশন পাই এখন। ওখানে একটা চিলেকোঠা নিয়েছি।"

ভালমি তার হাত থেকে কার্ডগুলো ছিনিয়ে নিলো। দেখলো ওটাতে ঠিকানা লেখা আছে: ১৫৪, রুই দ্য রেনে, প্যারিস-৬। সিআরএস'র লোকটা তার মাথার উপরের দালানটার দিকে চেয়ে দেখলো, দরজায় নাম্বার লেখা আছে ১৩২, ঠিকই আছে তাহলে। ১৫৪ নাম্বার নিশ্চয় আরো একটু এগিয়ে গিয়ে হবে। বুড়ো লোককে তার নিজের বাড়িতে যেতে দেয়া হবে না, সে রকম তো কোন আদেশ দেয়া নেই।

"ঠিক আছে, যাও। কিন্তু কোন ধরণের ঝামেলা কোরো না, বুঝলে ? ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে বড় শার্লি আসছে।"

বুড়ো হাসতে হাসতে কার্ডগুলো পকেটে রাখতে গিয়ে প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলো, ভালমি তাকে ধ'রে ফেললো।

"জানি, জানি। আমার এক সঙ্গী মেডেল পাচ্ছে। আমিতো দু'বছর আগেই পেয়েছি।" বুকের ওপর দে লা লিবারেশন মেডেলটা দেখালো সে। "কিন্তু যুদ্ধমন্ত্রীর হাত থেকে।"

ভালমি তার মেডেলটার দিকে চেয়ে দেখলো, আচ্ছা, এটাই তাহলে লিবারেশন মেডেল! এর জন্যে গুলি খেয়ে পা হারানো! তখনই আবার নিজের দায়িত্বের কথা মনে পড়ে গেলো। গম্ভীর হ'য়ে মাথা দোলালে বুড়োটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলো। ভালমি ততোক্ষণে আরেকজনকে ধরেছে। লোকটা বেষ্টনী ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো।

"ব্যস, ব্যস। আর নয়, ওখানেই থাকো, বেষ্টনীর ওপাশে।"

ওদিকে তাকাতেই চোখে পড়লো বুড়ো সৈনিকটি রাস্তার ওই দূরে, প্রায় স্কয়ারের কাছে, একটা দরজায় দিয়ে ঢুকে পড়েছে। তাকে আর দেখা গেলো না।

গায়ে ছায়া পড়তেই মাদাম বার্থা চমকে তাকালো। আজ খুব খাটুনি গেছে, পুলিশের লোকজন সারা ঘর দাপাদাপি করেছে। যদি ভাড়াটেরা থাকতো তবে কী যে বলতো তারা! ভাগ্যিস তারা নেই। তিনজন ছাড়া বাকি সবাই গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছে। পুলিশের লোকজন চ'লে যাবার পর পরই দরজার পাশে এসে উলের কাঠি নিয়ে বসেছে। এখান থেকে শ'খানেক দূরেই স্টেশনের সামনের চত্বরে অনুষ্ঠান হবে। এসবে তার কোন আগ্রহ নেই।

"ক্ষমা করবেন মাদাম ...যদি ... এক গ্লাস পানি দেবেন। রোঁদে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে ..."

মাদাম বার্থা তাকিয়ে দেখলো সামনে একজন বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে মিলিটারি গ্রেটকোট, এককালে তার স্বামী যেমনটি পড়তো। সে তো কবেই ম'রে

গেছে। এর গ্রেটকোটে আবার অনেকগুলো মেডেল দুলছে। ক্রাচে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোটের নিচে দেখা যাচ্ছে শুধু একটাই পা। মুখটা ঘামে ভেঁজা। খুবই ক্লান্ত।

মাদম বার্থা উলটুল অ্যাপ্রনের পকেটে ভ'রে উঠে দাঁড়ায়।

"ইশ্. এই গরমে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন! অনুষ্ঠান হতে তো এখনও দু'ঘন্টা বাকি। আসুন. আসুন ..."

মাদাম বার্থা কাঁচের দরজা ঠেলে হলের পেছনদিকে তার ঘরের দিকে গেলো এক গ্লাস পানি আনতে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বুড়োটাও তার পেছন পেছন চললো। রান্নাঘরের পানি পড়ার শব্দে তার কানে দরজা বন্ধ করার শব্দটা এলো না। পেছন থেকে আচম্‌কাই তার চোয়ালের হাড়কে শক্ত ক'রে ধরলো একটা হাত, সেটা মাদাম টের পেলো না। কারণ, তার মাথার ডান পাশে ম্যাস্টয়েড অস্থিগ্রন্থির ওপর প্রচণ্ড জোড়ে একটা ঘুষি এসে লাগলো। চোখটা ঝাপসা হয়ে নিভে গেলো যেনো। নিঃশব্দে তার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

জ্যাকেল তার কোটের সামনের বোতাম খুলে কোমরের কাছে হাত ঢুকিয়ে অঙ্গবর্মের বকল্‌সটা খুলে ফেললো। ওটা দিয়ে পা-টা হাটু মুড়ে নিতম্বের সাথে বাঁধা ছিলো। পা-টা সোজা করতে গিয়ে বেশ ব্যথা পেলো সে। অনেকক্ষণ ধরে ভাঁজ হ'য়ে থাকার জন্যে এমনটি হচ্ছে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো যাতে পায়ে রক্ত সঞ্চাচলন হয়।

পাঁচ মিনিট বাদে মাদাম বার্থার হাত-পা কাপড় টানার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। মুখের উপর একটা পট্টি বেঁধে দিলো। তারপর রান্নাঘরের একটা ছোট্ট কুঠুরিতে দেহটা ফেলে রেখে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। বৈঠকখানায় অনেক খুঁজে অবশেষে টেবিলের দেরাজে ফ্ল্যাটের চাবির গোছাটা পেয়ে গেলো। কোটের বোতাম লাগিয়ে ক্রাচটা আবার হাতে নিয়ে নিলো। দরজা দিয়ে মুখ বের ক'রে দেখলো হলঘরে কেউ নেই। বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে এসে কাঁচের দরজাটা বন্ধ ক'রে চাবি লাগিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো।

সাততলায় উঠে মাদামোয়াজেল বারাঞ্জারের ফ্ল্যাটটা বেছে নিয়ে দরজায় আওয়াজ করলো। কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আবার কড়া নাড়লো। এবারও সাড়া পাওয়া গেলো না। পাশের ফ্ল্যাট থেকেও না। বারাঞ্জারের ফ্ল্যাটটাতে ঢুকে ভেতর থেকে চাবি দিয়ে দিলো।

জানালার কাছে গিয়ে দেখে রাস্তার ওপাশের দালানগুলোর ছাদে নীল রঙের উর্দি পরা লোকগুলো তাদের অবস্থান নিয়ে নিচ্ছে। ঠিক সময়েই এসে পড়েছে সে। জানালার কপাট দুটো একটু ফাঁক ক'রে খুলে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়লেও ঘরটা বেশ অন্ধকার। বাইরে থেকে প্রহরীরা তাকে একটুও দেখতে পাবে না।

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, নিচের দিকে চেয়ে দেখে হিসেব ক'রে দেখলো পাশ দিয়ে বা নিচু হয়ে স্টেশনের সামনের চত্বরটা দেখতে পারবে। এখান থেকে দূরত্ব হবে প্রায় একশো মিটার। ড্রইং রুমের টেবিলটা জানালার কাছে এনে রাখলো। টেবিল ক্লথ আর ফুলদানিটা সরিয়ে চেয়ারের দু'টো কুশন এনে রাখলো সেখানে। এটাই হবে তার রাইফেলের স্ট্যান্ড।

গ্রেটকোটটা খুলে ফেলে শার্টের হাতা গুটিয়ে নিলো। ক্রাচটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ ক'রে ফেললো। রাবারের কালো পায়াটা খুলে ফেলতেই অবশিষ্ট গুলি তিনটার ঝক্ ঝকে ঢাকনি চোখে পড়লো। বাকি দুটোর থেকে কর্ডাইটটুকু বের ক'রে খেয়েছিলো, ফলে ঘাম আর বমি বমি ভাব এসেছিলো এতোক্ষণ। এখন আর সেরকম লাগছে না। ক্রাচের পরের অংশটার স্ক্রু খুলতেই সাইলেন্সারটা বের হয়ে এলো। অন্য আরেকটা অংশ থেকে বের হলো টেলিস্কোপটা। ক্রাচের সবচাইতে মোটা অংশটা থেকে রাইফেলের বৃচ আর ব্যারেলটা খুলে নিলো। ক্রাচের সংযোগের ওয়াই আকারের ফ্রেম থেকে দুটো লোহার নল পাওয়া গেলো। এ দুটোকে লাগিয়ে নিলে রাইফেলের স্টক হয়ে যাবে। বগলের নিচে চামড়ায় ঢাকা অংশটার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো ট্রিগারটা।

খুব যত্নে আর সস্নেহে রাইফেলের বাকি অংশগুলো একে একে লাগিয়ে নিলো। সব শেষে টেলিস্কোপটা লাগানো হলো। টেবিলের পেছনে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো, রাইফেলের ব্যারেলটা কুশনের ওপর রেখে টেলিস্কোপে চোখ রাখলো। জানালার বাইরে পঞ্চাশ ফুট নিচে রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণ চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

আসন্ন অনুষ্ঠানের জন্য যারা অতিথিদের জায়গা ঠিক ক'রে রাখছিলো, তাদের একজন এলো দৃষ্টির ভেতরে। সেই লোকটাকে নিশানা করলো। ক্রমেই মাথাটা বড় হতে হতে তরমুজের মতোই বড় হয়ে গেলো, অর্ডেনের জঙ্গলে যেরকমটি ঝুলছিলো।

সবকিছুই ঠিক মতো আছে, জ্যাকেল সন্তুষ্ট হলো। এক্সপ্লোসিভ বুলেট তিনটা টেবিলে সাজিয়ে রাখলো। রাইফেলের বোল্টটাকে টেনে নিয়ে একটা বুলেট চেম্বারে ঢোকালো। একটাই যথেষ্ট, তবুও তার কাছে আরো দুটো রয়ে গেলো। সে সব সময়ই খুব বেশি সাবধানী। বোল্টটা ঠেলে বন্ধ ক'রে লক্ ক'রে রাখলো। তারপর রাইফেলটা কুশনের ওপর রেখে পকেটে হাত ঢোকালো সিগারেট আর দেয়াশলাইয়ের জন্য। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে লাগলো। আরো পৌনে দু'ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

একুশ

কমিশার লেবেলের মনে হলো সে যেনো জীবনে কখনও পানি স্পর্শ করেনি। তার মুখ শুকিয়ে গেছে আর জিভ মুখের ভেতরের উপরের দিকে এমনভাবে আঁটকে আছে যেনো সেটা ঝালাই ক'রে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তার এমন মনে হবার কারন এই নয় যে, খুব গরম পড়েছে। অনেক অনেক বছর পরে এই প্রথম সে এতো ভয় পেয়েছে। সে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো, কিছু একটা হতে যাচ্ছে। আর সে তখনও কোন আলামত ও লক্ষণ খুঁজে পায়নি কিভাবে এবং কখন সেটা হবে।

সেই সকালে আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফ, নরডেম এবং মন্তভ্যালেরিতে ছিলো। কিছুই ঘটেনি। কমিটির কিছু লোকের সাথে লাঞ্চ করার সময় সে শুনেছিলো। দুশ্চিন্তা আর ক্রোধের মুড বদলে অনেকটা ফুর্তি ভাব চ'লে এসেছে। একটা অনুষ্ঠানই হবার বাকি ছিলো, আর সেটা হলো প্লেস দু ১৮ই জুন। সে নিশ্চিত, তাকে বাদ দেয়া হবে এবং প্রত্যাহার ক'রে নেয়া হবে।

"সে চ'লে গেছে," বললো রোল্যান্ড, যখন তারা একত্রে লাঞ্চ করছিলো এলিসি প্রসাদের খুব কাছেই। প্রসাদে তখন জেনারেল দ্য গলও লাঞ্চ করছিলেন। "চ'লে গেছে বানচোতটা। বুদ্ধিমানের কাজই করেছে শালা। তাকে কোথাও না কোথাও দেখা যাবে। আমার ছেলেরা তাকে ঠিকই পাকড়াও ক'রে ফেলবে।"

লেবেল ঘুর ঘুর করতে লাগলো বুলেভার্ড মন্তপারনেসের একশত মিটার দূরের জটলার আশেপাশে সান্ত্বনাহীনভাবে। মূল স্কয়ার থেকে সেটা এতো দূরে যে কেউই দেখতে পাবে না ওখানে কী ঘটছে।। প্রতিটা পুলিশের লোক আর সিআর এস'র লোকজনদের সাথে সে ফটকের সামনে কথা ব'লে দেখেছে যে, সবার কাছেই একটা মেসেজ দেয়া হয়েছে। বারোটা বাজার পর বাঁধা অপসারণ না করার আগ পর্যন্ত কেউই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রধান-প্রধান সড়কগুলো বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছিলো। ফুটপাতগুলোও বন্ধ, গলিগুলো পর্যন্ত। ছাদগুলো পাহাড়া দেয়া আছে। স্টেশনটাও নিরাপত্তা রক্ষীরা ঘিরে রেখেছে, সামনের প্রাঙ্গণটাতে পাহাড়া আরো জোড়দার করা হয়েছে। তারা ট্রেনের

বগির আড়ালে, প্লাটফর্মের উপরে, সেখান থেকে ট্রেনগুলো বিকেলের জন্য গার সেন ল্যাজারোতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভেতরের প্রতিটি দালানের বেসমেন্ট থেকে ছাদ পর্যন্ত নিরাপত্তা রক্ষীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেশির ভাগ ফ্ল্যাটই খালি, তাদের বাসিন্দারা হয় কোন সাগর সৈকতে কিংবা পাহাড়ি এলাকায় ছুটি কাটাতে চ'লে গেছে। সহজ কথায় বলতে গেলে, প্লেস দু ১৮ই জুন এলাকাটা একেবারে নিশ্ছিদ্র করা আছে, ভ্যালেন্টিন যেমনটি বলেছে, "ইঁদুরের গুহ্যদ্বারের মতোই চিপা।" লেবেল অভাগ'র পুলিশের সেই লোকটার মন্তব্যটা স্মরণ ক'রে হাসলো কিন্তু হঠাৎ করেই তার হাসিটা উবে গেলো। ভ্যালেন্টিনকে তো আর কখনও জ্যাকেলকের মতো কাউকে থামাতে হয়নি।

সে ফুটপাত ধ'রে হাঁটতে শুরু করলো। তার পুলিশের পরিচয়-পত্রটি দেখিয়ে শর্টকাটে যাবার জন্য রুই দ্য রেনে'র দিকে গেলো। এখানেও একই ব্যাপার। স্কয়ার থেকে দুশো গজ দূর পর্যন্ত রাস্তাটা বন্ধ। ব্যারিকেডের বাইরে লোকজনের বিশাল জটলা। রাস্তাটা খালি, শুধুমাত্র সিআরএস'র লোকেরা সেখানে টহল দিচ্ছে। সে আবার জিজ্ঞেস করা শুরু করলো।

কাউকে দেখেছো? না, স্যার। কেউ কি এখান দিয়ে গেছে, কেউই না? না, স্যার। স্টেশনের সামনের প্রাঙ্গণে গার্দ রিপাবলিকেন ব্যান্ডের সুর-তাল ঠিকঠাক করার আওয়াজ তার কানে এলো। সে ঘড়ির দিকে তাকালো। যেকোন সময় জেনারেল এখানে এসে পৌঁছাবেন। কাউকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছো, কাউকেও না? না, স্যার। এদিক দিয়ে না। ঠিক আছে, কাজ চালিয়ে যাও। স্কয়ার থেকে সে একটা চিৎকার দিয়ে অর্ডার দেয়ার শব্দ শুনতে পেলো। বুলের্ভাড দ্য মন্তপারনেসের একপ্রান্ত থেকে একটা মোটর শোভাযাত্রা প্লেস দু ১৮ই জুন এর দিকে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো। সেটাকে স্টেশনের প্রাঙ্গনের গেট দিয়ে ঢুকে পড়তে দেখলো সে। পুলিশরা গা ঝাড়া দিয়ে স্যালুট দিলো। রাস্তার কালো চক্‌চকে গাড়িটার দিকে সবার চোখ। তার পেছনে ব্যারিকেডের ওপাশে জনতার ভীড় ঠেলেঠুলে বেষ্টনী ভেঙ্গে আসতে চাইছে। সে ছাদগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলো। ভালো ছেলেরা ওখানে আছে। উপড়ের প্রহরারতরা নিচের চমশা পড়া লোকটাকে তাকিয়েও দেখলো না; তাদের চোখগুলো আশপাশের ছাদ আর জানালার দিক থেকে একটুও সরলো না। জানালার দিকে একটু নড়াচড়াও তাদের দৃষ্টির বাইরে থাকলো না।

সে রুই দ্য রেনের পশ্চিম দিকে এসে পড়লো। এক তরুণ সিআরএস সদস্য দেয়াল নাম্বার ১৩২ এর কাটাতারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার কার্ডটা লোকটাকে এক ঝলক দেখালো, লোকটা একটুও নড়লো না।

"কেউ কি এখান দিয়ে গেছে?"

'না, স্যার।"

"তুমি এখানে কতক্ষণ ধ'রে আছো?"

"বারোটা থেকে, স্যার, যখন রাস্তাটা বন্ধ ক'রে দেয়া হয়।"

"এই ফাঁকটা দিয়ে কেউই যায়নি?"

"না, স্যার। তবে ...শুধুমাত্র একজন ল্যাংড়া বুড়ো, সে এখানেই থাকে।"

"কি রকম ল্যাংড়া?"

"একেবারে বুড়ো লোক, স্যার। খুবই অসুস্থ। তার কাছে তার আইডি কার্ড ছিলো। আর ছিলো মিউতাইল দ্য গুয়ে'র একটা কার্ড। ঠিকানাটা হলো, ১৫৪, রুই দ্য রেনে। তো, আমি তাকে যেতে দিয়েছি, স্যার। তাকে দেখে একদমই অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। এই রকম আবহাওয়ায় তার লম্বা কোট দেখে আমি অবাক হইনি। পাগল, একেবারেই পাগল।"

"জ্বি, স্যার। লম্বা কোট। অনেকটা আগের দিনের সৈনিকেরা যেমনটি পড়তো, মিলিটারি কোট। যদিও সেটা এই আবহাওয়ায় খুব বেশি গরম।"

"তার অসুবিধাটি কি ছিলো?"

"তার হয়েছিলো কি?"

"খুব গরম ছিলো সেটা, তাই না স্যার?"

"তুমি বললে সে ছিলো যুদ্ধাহত। তার হয়েছিলো কি?"

"একটা পা, স্যার। একটাই পা। ক্রাচ দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো।" স্কয়ার থেকে ট্রাম্পেট এর শব্দটা কানে এলো। *"আলোঁ, এফোঁ দ্য লা পার্তি, লে জো দ্য গ্লোরি এস্ত আরইভ ..."* জটলা থেকে কয়েকজন সুপরিচিত ধ্বনি তুললো "মার্সেই।"

"ক্রাচ?" নিজে নিজে বললো, লেবেলের কণ্ঠটা খুব ক্ষীণ মনে হলো, খুব দূরের। সিআরএস'র লোকটা তার দিকে তাকালো উৎকণ্ঠিতভাবে।

"জ্বি, স্যার। একটা ক্রাচ, এক পাওয়ালা লোকেরা যেরকমটি সবসময় ব্যবহার ক'রে থাকে। একটা এলুমুনিয়ামের ক্রাচ ..."

লেবেল রাস্তায় নেমে গিয়ে সিআরএস'র লোকটাকে ইশারা করলো তাকে অনুসরণ করার জন্য।

তারা স্কয়ারের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রাঙ্গণে এসে পড়লো। গাড়িগুলো একটার পেছনে আরেকটা ক'রে বিশাল সারি তৈরি ক'রে স্টেশনের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত লম্বা লাইন করেছে। গাড়িগুলোর বিপরীত দিকে, রেলিং দিয়ে সামনের প্রাঙ্গণকে স্কয়ার থেকে আলাদা করেছে। সেখানেই দশটা মেডেল প্রদান করা হবে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক। সামনের প্রাঙ্গণের পূর্বদিক কূটনৈতিক আর কর্মকর্তাদের জন্য। কালো সুটের সমাহার আর কি! এখানে সেখানে লিজিওন অব অনারের গোলাপগুচ্ছ।

পশ্চিম দিকটা লাল রঙের পোশাক পরা, গার্দ রিপাবলিকেইন ব্যান্ডের সদস্যরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের খুব কাছেই গার্ড অব অনার বাহিনী।

গাড়িগুলোর সামনের দিকে একদল প্রোটোকল অফিসার এবং প্রসাদের কর্মচারিরা আছে। ব্যান্ডটা ক্রমাগত বাজিয়ে যাচ্ছে "মার্সেই।"

জ্যাকেল রাইফেল তুলে ধরলো নিচের প্রাঙ্গণের দিকে। সে যুদ্ধফেরত লোকটাকে একেবারে নাগালের কাছে নিয়ে আসলো, যেকিনা মেডেলটা সবার আগে গ্রহণ করবে। লোকটা একটু খাটো, গাট্টাগোট্টা ধরণের, ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটা পরিষ্কারভাবে দৃষ্টি সীমার ভেতরে চ'লে এলো, প্রায় পুরো শরীরটাই। কয়েক মিনিট

পরে এই লোকটার মুখোমুখি হবে প্রায় একফুট বেশি লম্বা একজন। গর্বিত, অভিজাত্যপূর্ণ আর উন্নাসিক, মাথায় খাকি রঙের কেপি টুপি পরা, যার সামনে দুটো স্বর্ণ-তারা খচিত।

"*মার্চো, মার্চো, কুয়ো স্যাং ইমপোক ...*" বুম-বা-বুম। জাতীয় সঙ্গীতের শেষ লাইনটার শব্দ মিইয়ে গেলো। সে জায়গা দখল করলো কঠিন নীরবতা। স্টেশনের আঙিনা থেকে গার্ড বাহিনীর কমান্ডারের গর্জন প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। "জেনারেল স্যালুট...*প্রেসেন্ট আর্মস*।" শাদা দস্তানার হাতগুলো যখন রাইফেলের বাট আর ম্যাগাজিন ধ'রে পায়ের শব্দ হলো একত্রে, তখন তিনটা খট্‌খট্ ক'রে ছন্দমতো শব্দ হলো। গাড়ি ঘিরে থাকা জটলাটা হুড়মুর ক'রে ভেঙ্গে গেলো, অনেকেই পেছনের দিকে প'ড়ে গেলো। মাঝখানে একজন লম্বামতো লোককে দেখা গেলো সে যুদ্ধফেরতদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলো সামনের দিকে। তাদের থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে জটলার বাকি অংশ থেমে গেলো, শুধুমাত্র যুদ্ধফেরত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বাদে, যে প্রেসিডেন্টের সাথে যুদ্ধফেরতদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবে। অফিসার হাতে বেলভেটের কুশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার উপড় দশটা মেডেল আর দশটা ফিতা রাখা আছে। এদুজন ছাড়া শার্ল দ্য গল একা একাই সামনের দিকে মার্চ ক'রে গেলেন।

"এটা?"

লেবেল থেমে একটা দরজার দিকে ইশারা ক'রে বললো।

"আমার মনে হয় এটাই স্যার। হ্যাঁ, শেষ মাথা থেকে দ্বিতীয়। এদিক থেকে সে এসেছিলো।"

ছোটখাটো গোয়েন্দাটি ভেতরে প্রবেশ করলো, আর ভালমি তাকে অনুসরণ করলো। রাস্তায় বেড়িয়ে অখুশী হলো না সে। সেখানে তাদের অদ্ভুত আচরণ, এরকম ভাগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্টেশনের আঙিনার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তাকে বিরক্ত করলো। হলঘরের ভেতরে পৌঁছে গোয়েন্দাটি পাহাড়াদারের ঘরের দরজায় টোকা দিলো জোরে জোরে।

"পাহাড়াদার কোথায়?" সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো।

"আমি জানি না স্যার।"

সে কিছু বলার আগেই ছোটোখাটো লোকটা দরজার খোলা কাঁচের প্যানেলটা কনুই দিয়ে সজোড়ে ধাক্কা আঘাত ক'রে ভেঙে ফেলে হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো।

"আমার সাথে সাথে আসো," সে বলেই ভেতরে ঢুকে পড়লো।

"আপনি এক্কেবারে ঠিক, আমি আপনার সাথে সাথেই আসছি," ভালমি ভাবলো। "আপনার মাথাটা গেছে।" সে দেখলো ছোটোখাটো গোয়েন্দাটি পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার কাঁধের ওপর দিয়ে সে দেখলো পাহারাদার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে শোয়া, তখনও অজ্ঞানই আছে।

"উফ।" হঠাৎ করেই তার মনে হলো এই ছোটোখাটো লোকটা তার সাথে ঠাট্টা করেনি। সে একজন পুলিশ কমিশার, আর তারা একজন অপরাধীকে খুঁজছে। এরকম

একটা বড় ঘটনার জন্যই সে সারাজীবন স্বপ্ন দেখে আসছে, আর তার ইচ্ছে করলো সে যেনো ব্যারাকে ফিরে যায়।

"একবারে উপরের তলায়," গোয়েন্দাটি চিৎকার ক'রে ব'লেই সিঁড়ি দিয়ে এতো দ্রুত উপরে উঠতে লাগলো যে, ভালমি অবাকই হলো। সেও তাকে অনুসরণ করলো, দৌড়াতে দৌড়াতেই তার কার্বাইনটা ঠিক ক'রে নিলো ব্যবহার করার জন্য।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধফেরতদের প্রথম লোকটার সামনে এসে থেমে গেলেন, মন্ত্রীর কাছ থেকে শোনার জন্য কে সে আর আজ থেকে উনিশ বছর আগে যুদ্ধে তার অবদান কী। যখন মন্ত্রী তার বলা শেষ করলো তখন তিনি যুদ্ধফেরত লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু ঝোঁকালেন। এরপর হাতে কুশন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে একটু ঘুরলেন তিনি। সেখান থেকে লোকটার জন্য যে মেডেলটা বরাদ্দ সেটা তুলে নিলেন। ব্যান্ডে খুব আস্তে আস্তে *"লা মারজোলে"* বাজতে লাগলে দীর্ঘদেহী জেনারেল তাঁর সামনে থাকা বয়স্ক লোকটার গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি একটু পিছিয়ে গেলেন স্যালুট দেবার জন্য।

সাত তলা ওপরে এবং ১৩০ মিটার দূর থেকে জ্যাকেল তার রাইফেলটা খুব শক্ত ক'রে ধ'রে টেলিস্কোপের দিকে তাকালো। সে অবয়বটা খুব পরিষ্কারভাবেই দেখতে পেলো, কপালটা কেপি টুপির জন্য ঢাকা, পিট্ পিট্ করা চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে, নাকটাও। সে দেখলো স্যালুট করার জন্য তোলা হাতটা টুপির কোনা ছুঁয়ে নিচে নেমে আসছে। টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে যে ক্রস চিহ্নটা দেখা যায় সেটা মাথাটার দিকে স্থাপন করলো সে। খুব নরম ক'রে, ধীরে ধীরে সে ট্রিগারটা চাপ দিলো ...

মুহূর্তেই নিচের স্টেশনের সামনের চত্বরটার দিকে তাকিয়ে দেখলো যেনো নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারলো না সে। বুলেটটা ব্যারেলের শেষ মাথা অতিক্রম করার আগেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হুট ক'রেই তাঁর মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ঘাতক যখন অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তখন তিনি তাঁর সামনে থাকা লোকটার দু'গালে চুমু দিতে লাগলেন। তিনি নিজে যেহেতু লোকটার থেকে এক ফুটেরও বেশি লম্বা তাই চুমু খাওয়ার জন্য তাঁকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকতে হলো। এভাবে চুমু খাওয়ার রীতি ফ্রান্স এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটাই ইংরেজটাকে হতবাক ক'রে দিয়েছে।

পরে দেখা গিয়েছিলো, বুলেটটা পেছন দিককার একটা নড়তে থাকা মাথার এক ইঞ্চি দূরে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট বুলেট বিদ্ধ হবার ভোতা আওয়াজটি শুনতে পেয়েছিলো কিনা সেটা জানা যায়নি। তিনি একটুও চমকাননি। মন্ত্রী সাহেব এবং অফিসাররাও কিছু শোনেনি; পঞ্চাশ মিটার দূরে যারা ছিলো তারাও কিছু শোনেনি।

নরম রোদের আলোয় উদ্ভাসিত চত্বরটি খুবই নিরাপদ মনে হলেও সঙ্গোপনে একটা বুলেট মাত্র এক ইঞ্চির জন্য সেটাকে পুরোপুরি বিপরীত একটা জায়গায় বদলে দিতে পারেনি। *"লা মারজোলে"* বেজেই চলছে। প্রেসিডেন্ট, দ্বিতীয় চুমুটি দেবার পরই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। খুবই আভিজাত্যপূর্ণভাবে পরের লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

বন্দুকের পেছনে থাকা জ্যাকেল রেগেমেগে শাপশাপান্ত করলো, ধীরে, খুবই আক্ষেপের সাথে। জীবনে এর আগে কখনই ১৫০ মিটার দূরের স্থির টার্গেটকে গুলি করতে ব্যর্থ হয়নি সে। তারপর, সে একটু সামনে নিলো নিজেকে; এখনও সময় আছে। সে রাইফেলের বৃচটা খুলে গুলির খোসাটা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় গুলিটা ভ'রে বৃচটা বন্ধ করলো।

ক্লদ লেবেল হাঁপাত-হাঁপাতে সাত তলায় পৌঁছে গেলো। তার মনে হলো তার হৃদপিণ্ডটা বুঝি বুক চিরে ফেঁটে বেরিয়ে যাবে। সামনে দুটো দরজা ছিলো। সে একটা দরজার দিকে তাকালো। পেছন থেকে সিআরএস'র লোকটা এসে তার সাথে যোগ দিলো, তার হাতে সাব-মেশিনগান কারবাইন, সামনের দিকে তাক্ করা সেটা।

লেবেল যখন দুটো দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলো তখন দরজার ওপাশ থেকে খুবই আস্তে আর ইঙ্গিতপূর্ণ একটা 'ফুট' ক'রে একটা শব্দ হলো। লেবেল তার তর্জনী দিয়ে দরজার লক্‌টার দিকে ইশারা করলো।

"গুলি করো," সে নির্দেশ দিয়ে একটু পিছিয়ে গেলো। সিআরএস'র লোকটা দু-পা এগিয়ে এসে গুলি চলালে টুকরো টুকরো কাঠ আর লোহার গুড়া চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। দরজাটা ফাঁক হয়ে মাতালের মতো দুলতে দুলতে খুলে গেলো। ভালমিই প্রথম ঘরের ভেতরে ঢুকলো, লেবেল পায়ের পাতা দুটো উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো।

ধূসর, বিবর্ণ চুলটা দেখে ভালমি চিনতে পারলো, কিন্তু এর বেশি কিছু না। লোকটার পা দুটো, লম্বা কোটটা নেই, আর যে হাতে রাইফেলটা ধ'রে আছে সেটা একজন শক্ত সামর্থ্য যুবকের হাত। অস্ত্রধারী তাকে কোন সময়ই দিলো না; টেবিলের পেছনে থেকে উঠে খুবই দ্রুত ঘুরে সে গুলি চালালো। বুলেটটার কোন শব্দ হলো না: ভালমির বন্দুকের গুলির শব্দ তার কানে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। জ্যাকেলের ছোঁড়া বুলেটটা তার বুক চিরে ঢুকে পাঁজরের হাড়ে আঘাত ক'রেই বিস্ফোরিত হলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর বিদীর্ণ শব্দে ঘরটা ভ'রে উঠলো; তারপর সব কিছু নিথর। আলো মিইয়ে আসলো, যেনো গ্রীষ্মকাল বদলে শীতকাল এসে গেছে। তার মনে হলো কার্পেটটা উঠে এসে গালে এসে ধাক্কা দিলো, আসলে তার গালটাই কার্পেটের ওপর আছড়ে পড়লো। যন্ত্রণাটা পা থেকে পেটে, সেখান থেকে বুকে এসে নিঃশেষ হয়ে গেলো। শেষ যে জিনিসটা সে অনুভব করতে পেরেছিলো, সেটা হলো, যেনো সে কার্মাদেচের সাগরে গোসল ক'রে উঠে এসেছে, আর একটা এক পা-ওয়ালা বৃদ্ধ গাঙচিল ইলেকট্রিক পোস্টের উপর ব'সে আছে। তারপর সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেলো।

তার শরীরের ওপর দিয়ে ক্লদ লেবেল অন্য লোকটার চোখের দিকে তাকালো। তার হৃদপিণ্ডে কোন সমস্যা নেই; মনে হলো ওটা একদমই চলছে না। থেমে গেছে।

"*শ্যাকাল,*" সে বললো। অন্য লোকটি শুধু বলল, "লেবেল।" সে তার অস্ত্রটা নিয়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে একটু তালগোল পাকিয়ে ফেললো। খুব দ্রুত বৃচটা খুলে ফেললো সে। লেবেল দেখলো গুলির খোসা মাটিতে প'ড়ে রয়েছে। তার ধূসর দুটো চোখ তখনও লেবেলের দিকে চেয়ে আছে।

"সে আমাকে সাবাড় করার চেষ্টা করছে," অবাস্তবভাবেই লেবেল ভাবলো। "সে গুলি করতে যাচ্ছে। সে আমাকে খুন করতে যাচ্ছে।"

সে এক ঝলক মাটির দিকে তাকালো। সিআরএস'র ছেলেটা সামনে প'ড়ে রয়েছে; তার কারবাইনটা তার হাত থেকে ফস্‌কে লেবেলের পায়ের কাছে প'ড়ে আছে। নিজের অজ্ঞাতেই সে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ে এমএটি ৪৯টা হাতে তুলে নিলো। এক হাতে সেটা একটু তুলে ধরে অন্য হাতে ট্রিগারটা চেপে ধরলো। সে শুনতে পেলো জ্যাকেলের বৃচ টানার শব্দটা। তার আঙুল কারবাইনের ট্রিগারে পৌছে গেলে সে ট্রিগারটা চাপ দিলো।

গুলির বিকট শব্দে ছোট্ট ঘরটা ফেটে যাবার উপক্রম হলো আর এই শব্দ নিচের চত্বরেও শোনা গেলো। পরবর্তীতে প্রেসকে এই ব'লে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিলো যে, রাস্তায় মোটরসাইকলের নষ্ট সাইলেন্সারের বিকট আওয়াজ ছিলো সেটা। কোন গাধার বাচ্চা ওটা স্টার্ট দেয়াতে এমন হয়েছে।

নাইন মিলিমিটার ম্যাগাজিনের অর্ধেক গুলি গিয়ে বিঁধলো জ্যাকেলের বুকে। গুলির ধাক্কায় সে একটু শূন্যে উঠে গেলো। শূন্যের মধ্যেই তার শরীরটা ঘুরে বেঁকে গেলো। পুরো শরীরটা ঘরের এক কোণে আছড়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। প'ড়ে যাওয়ার সময় পাশে রাখা ল্যাম্পটটাসহ মাটিতে পড়লো সে। নিচে তখন ব্যান্ডে বাজছে "*মঁ রেজিমেন্ট এত মা পাতরি।*"

সুপারিন্টেনডেন্ট থমাস সেদিন সন্ধ্যা ছ'টা বাজে প্যারিস থেকে একটা ফোন পেয়ে একজন সিনিয়র ইন্সপেক্টরকে পাঠিয়ে দিলো।

"তারা ওকে ধ'রে ফেলেছে," সে বললো। "প্যারিসে কোন সমস্যা হয়নি, কিন্তু তুমি তার ফ্ল্যাটে চ'লে যাও আর জিনিস-পত্রগুলো খুঁজে দ্যাখো।"

আটটা বাজে, ইন্সপেক্টর যখন কালথ্রপের জিনিসপত্রগুলো খতিয়ে দেখছে তখন খোলা দরজার দিক থেকে কারোর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। ঘুরে দেখলো একটা লোক দরজার দিকে দাঁড়িয়ে চোখ পিট্‌ পিট্‌ ক'রে বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আছে। খুবই শক্ত-সমার্থ্য বড়সড় এক লোক।

"তুমি এখানে কি করতে এসেছো?" ইন্সপেক্টর তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমিতো আপনাকে একই প্রশ্ন করছি। আপনারা কারা, আমার এখানে কি করছেন?"

"ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে, "ইন্সপেক্টর বললো। "তোমার নাম বললো।"

"কালথ্রপ," আগত ব্যক্তিটি বললো, "চার্লস কালথ্রপ আর এটা আমারই ফ্ল্যাট। এখন বলুন, আপনারা এখানে কি করছেন?"

ইন্সপেক্টর তার অস্ত্রটা হাত দিয়ে একটু স্পর্শ করলো।

"ঠিক আছে," সে খুব ভদ্রভাবে বললো, সতর্কভাবেই, "আমার মনে হয় তোমাকে আমাদের সাথে একটু কথা বলার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আসতে হবে।"

"ঠিক আছে যাবো, কিন্তু এসবের মানে কি, সে ব্যাপারে আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে।"

কিন্তু বাস্তবে কালথ্রপকেই কৈফিয়ত দিতে হয়েছিলো। তারা তাকে চব্বিশ ঘন্টা আটকে রাখলো। যতোক্ষণ না তিনটি আলাদা আলাদা তথ্য প্যারিস থেকে এসে পৌছালো যে, জ্যাকেল মারা গেছে। সাদারল্যান্ড কাউন্টি থেকে পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন বাড়িওয়ালা যখন এই মর্মে স্বীকারোক্তি দিলো যে, কালথ্রপ তাদের লজগুলোতে তিনটি সপ্তাহ তার শখের পাহাড় বাওয়া আর মাছ ধরার আনন্দে সময়টা কাটিয়েছে তখন।

"যদি কালথ্রপ জ্যাকেল না হয়ে থাকে," কালথ্রপ যখন একজন মুক্ত মানুষ হয়ে দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেলো তখন থমাস বললো, "তাহলে জ্যাকেল আসলে কে?"

"কোন প্রশ্নই উঠে না," মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার পরের দিন এসিসট্যান্ট কমিশনার ডিক্সন এবং সুপারিন্টেনডেন্ট থমাসকে বললো, "সরকার জ্যাকেলকে একজন ইংলিশ ব'লে মেনে নেবে না। এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে তাহলো একটা সময়ে একজন ইংরেজকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছিলো। সে এখন সন্দেহমুক্ত। আমরা এও জানি ফ্রান্সে জ্যাকেল একটা ভূয়া ইংলিশ পাসর্পোট নিয়ে ঢুকেছিলো। সে একজন ডেনিশ একজন আমেরিকান এবং একজন ফরাসি হিসেবেও হিসেবেও ছদ্মবেশ নিয়েছিলো দুটো চুরি করার পাসর্পোট আর একটা জাল ফরাসি কাগজ-পত্রের সাহায্যে। আমাদের তদন্তে আমরা এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গুপ্তঘাতক ফ্রান্সে একটা ভূয়া পাসপোর্টে ডুগান নাম নিয়ে ভ্রমণ করছিলো, আর এই নামেই সে ওখানে ধৃত হয়। এইতো। ভদ্রমহোদয়গণ, কেসটা এখানেই শেষ।"

পরের দিন একজন মানুষের মৃতদেহ প্যারিসের পিয়েরে লুক গোরস্থানে, একটা নামহীন কবরে সমাহিত করা হয়। ডেথ সার্টিফিকেটে দেখানো হয় মৃতদেহটা অজ্ঞাতনামা এক পর্যটকের। রোববার আগস্ট ২৫, ১৯৬৩ সালে, শহরের বাইরে একটা সড়ক দূর্ঘটনায় মারা গেছে সে। একজন পাদ্রী, পুলিশের এক লোক, একজন রেজিস্টার এবং দু'জন গোরখোদক উপস্থিত ছিলো সেখানে। একটা সাদা-মাটা কফিনে ক'রে যখন সেটা কবরস্থ হচ্ছিলো তখন সেটার দিকে কেউই বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায়নি। শুধুমাত্র একজন বাদে, সে ওখানে উপস্থিত ছিলো। যখন সবকাজ শেষ হলো তখন সে ঘুরে চলে যেতে লাগলো। তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে নাম বলতে অস্বীকার ক'রে গোরস্থানের পথ ধ'রে হেঁটে গেলো। ছোটখাটো দেহ আর নীরব দর্শক। তার বউ আর বাচ্চাদের কাছে ফিরে গেলো সে।

সেই সাথে জ্যাকেলের দিনও শেষ হয়ে গেলো।

- দ্য ডে অব দি জ্যাকেল উপন্যাসটির সাথে কেবল তুলনীয় হতে পারে 'দ্য মানচুরিয়ান ক্যানডিডেট' এবং 'দ্য স্পাই হু কেইম ফ্রম দি কোল্ড', এই দুটি মাস্টারপিসের সাথে। তবে বাকি দুটির তুলনায় এটি এক ধাপ এগিয়ে আছে।

–নিউইয়র্ক টাইম্‌স

- বইটি একবার পড়া শুরু করলে শেষ না ক'রে ছাড়তে পারবেন না।

–দ্য ওয়ালস্ট্রট জার্নাল

- শেষ গুলিটা ছোড়ার আগ পর্যন্ত আপনি এই বইয়ের পাতা উল্টানো বন্ধ করতে পারবেন না।

–বুক ওয়ার্ল্ড

- এতোটাই রোমাঞ্চর যে, পাঠক নিজেও মনে করবে তারা জ্যাকেলের সাথে ভ্রমণ করছে। থৃলারধর্মী বইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন পর এ রকম একটি সেরা বই পাওয়া গেলো।

–নিউজ ডে

- এটা ফরসাইথ'র যাদুকরী একটি লেখা যার প্রতিটি প্লট এবং প্রতিটি অধ্যায় পাঠককে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে রাখে। অপহরণ, টর্চার, হত্যা আর কিছু অসাধারণ শয্যাদৃশ্যের বর্ণনা পাঠককে রোমাঞ্চিত করে।

–সাটারডে রিভিউ সিন্ডিকেট

- পাঠক একবার পড়তে শুরু করলে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না- বইয়ের জগতে এমন কোন ক্যাটাগরির তালিকা তৈরী করলে 'দ্য ডে অব দি জ্যাকেল' অবস্থান করবে একেবারে শীর্ষে।

–দ্য মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউট

বইয়ের আলো আলোকিত হোন

বাতিঘর প্রকাশনী

৩৭/১, বাংলাবাজার (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০